অষ্টাঙ্গহৃদয়।

মহর্ষিকল্প শ্রীমদ্ বাগ্‌ভট বিরচিত।

রকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্তাদি গ্রন্থ সম্পাদক ও অনুবাদ
আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ, আয়ুর্ব্বেদ-প্রদীপ, দ্রব্যগুণ, প্রভৃতি গ্রন্থকার

৺দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

অনুদিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলাষ্ট্রীট্, ধন্বন্তরিষ্টীমমেশিনযন্ত্রে
শ্রীদীননাথ দেব দ্বারা

১৩২৩ সাল।

ভূমিকা।

মহর্ষিকল্প বাগ্‌ভটাচার্য্য বিরচিত অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও যাহাতে অষ্টাঙ্গহৃদয়ের গূঢ়ার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এরূপ প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় গ্রন্থখানি অনূদিত হইয়াছে। কেবল মূলের অনুবাদ দ্বারা ইহার বহুস্থানের ভাবগ্রহণ করা কঠিন, সেই জটিল স্থান সমূহ সাধারণের অনায়াসগম্য করিবার জন্য ইহাতে মূলের অনুবাদ ব্যতীত টীকার অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গহৃদয় যেরূপ সারবান্ গ্রন্থ, তাহাতে ইহার এইরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদের অভাব সকলেই অনুভব করিতেন, এবং আয়ুর্ব্বেদহিতৈষী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে এই অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন, তাঁহাদের অনুরোধ ও উক্ত অভাবপরিপূরণ জন্য আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম ও বিপুল ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক ইহা প্রকাশ করিলাম, আশা করা যায় ইহা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণ যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন।

আমাদের দেশে আত্রেয়সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরিসম্প্রদায় ভেদে দ্বিবিধ চিকিৎসক ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলি দেখিতে পাওয়া যায়, আত্রেয়সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ চিকিৎসাপ্রধান এবং ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ সকল শল্যপ্রধান, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে ছিলনা। তাহাতে দোষ এই হইত যে কেবল চরকাদি চিকিৎসা-প্রধান গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিলে সুশ্রুতাদি কথিত বর্ত্মসন্ধিসিতাসিতাদিগত রোগ সমূহের সংজ্ঞাজ্ঞানও হইত না, হেতু লিঙ্গ ঔষধজ্ঞান ত দূরের কথা। পরন্তু কেবল সুশ্রুতাদির ন্যায় শল্যপ্রধান গ্রন্থ পাঠ করিলে চিকিৎসা বিষয়ে তাদৃশ সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মিত না, তাহাতে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসকদিগকে যে অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দারুণ অসুবিধা দূর করিবার জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্য বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক প্রথম সংগৃহীত অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ হইতে নাতিসংক্ষেপ বিস্তরে এই অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রণয়ন করেন। ইহাতে চরকোক্ত চিকিৎসা ও সুশ্রুতাদি কথিত রোগাভিধান এই উভয় বিষয় একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় উক্তবিধ একপক্ষতাদোষ দূরীভূত হইয়াছে।

বিশেষতঃ উভয় সম্প্রদায়ের শল্যপ্রধান ও চিকিৎসাপ্রধান গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইতে যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিতে হইত। তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি বহু পরিশ্রম ব্যতীত এই সকল বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন না, সাধারণ ব্যক্তিগণের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা ত অতীব দুরূহ ব্যাপার ছিল। ইহাতে ফলও অনেক সময় ভিন্নরূপ হইয়া দাড়াইত। কিন্তু অষ্টাঙ্গহৃদয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মত সহজবোধ্য করিয়া একত্র সঙ্কলিত হওয়ায় সকলেই ইহা অনায়াসে অভ্যাস করিতে পারেন এবং সময়েরও অযথা অপচয় হয় না, সেই জন্য আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের পক্ষপাতী। ফলতঃ অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চিকিৎসাগ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রে বিরল। কেবল এই একখানি মাত্র গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে

আয়ুর্ব্বেদের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। দেশের কল্যাণ ও আয়ুর্ব্বেদের প্রচারার্থ এইরূপ সদগ্রন্থের বহুল প্রচলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও যাহাতে বিশুদ্ধ ও সাধারণের নিকট আদৃত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টার ক্রটী করা হয় নাই। এক্ষণে সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বসাধারণে এই গ্রন্থের আলোচনায় যথেষ্ট লাভবান্ হইবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ধন্বন্তরিকল্প মদগ্রজ পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থখানি শীঘ্র সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টাও ছিল। তাঁহার চির আদরের সেই অষ্টাঙ্গ হৃদয়, এতদিন পরে প্রকাশিত হইল কিন্তু তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাই আমাদের মর্ম্মান্তিক কষ্টের কারণ। তাঁহারই উপদেশ মত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমাদের অপর পুস্তকের ন্যায় ইহাতেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহারও সম্পাদকরূপে তাঁহার নাম সংযোজিত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য যে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী ভক্তিভাজন কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর শর্ম্ম কবিরত্ন মহাশয় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীকুঞ্জ বিহারী ধন্বন্তরি মহাশয় এই পুস্তকের সংস্করণ ও অনুবাদাদিবিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

অস্মৎসহোদর কবিরাজ শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেন এই পুস্তকের সকল বিষয়েই আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র গুপ্ত ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট এবিষয়ে যে উপকার পাইয়াছি তাহা আজীবন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিব।

মৎপুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ এবং মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সত্যব্রত সেন কবিরাজ ও শ্রীমান্ বলাই চাঁদ সেন কবিরাজ এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যসকল যথেষ্ট উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করায় আমি অতীব আনন্দলাভ করিয়াছি। ইতি

আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়। ১লা বৈশাখ ১৩২৩ সাল।	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সূচীপত্র।

সূত্রস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত্রস্থান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শারীরস্থান

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শারীরস্থান সম্পূর্ণ।

নিদান-স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নিদানস্থান সম্পূর্ণ।

চিকিৎসিতস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

চিকিৎসিতস্থান সম্পূর্ণ।

কল্প স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায় ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

কল্পস্থান সম্পূর্ণ।

উত্তরস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

উনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

উত্তরস্থান সম্পূর্ণ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সুচীপত্র সমাপ্ত।

অষ্টাঙ্গহৃদয়।

সূত্রস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্য গজ তুরঙ্গাদি সমস্ত জীব শরীরে অনুগত; জন্মসহ জাত, ঔৎসুক্য মোহ ও অরতি জনক, রাগ দ্বেষ লোভাদি রূপ অশেষ প্রকার ব্যাধি সমূহের বিনাশক, সেই অপূর্ব্ব (যাহার পূর্ব্বে আর কেহ নাই অর্থাৎ প্রথম) অথবা আশ্চর্য্যভূত বৈদ্য শ্রীভগবানকে প্রণাম করি॥ ১

ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া অতঃপর আমরা আয়ুষ্কামীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয় ধন্বন্তরি প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিয়াছেন। (অর্থাৎ আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন তদ্ভিন্ন স্বমতি পরিকল্পিত কোন কথাই এই সংগ্রহে বলিব না)॥ ২

যিনি ধর্ম্ম অর্থ ও সুখের উপায় স্বরূপ জীবন অভিলাষ করেন, তাঁহার আয়ুর্ব্বেদোপদেশ সমূহে পরম যত্ন করা কর্ত্তব্য॥ ৩

প্রথমে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষকে শিক্ষা প্রদান করেন। তৎপরে প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রকে, ইন্দ্র আত্রেয় ধন্বন্তরি নিমি প্রভৃতি মুনিগণকে এবং আত্রেয়াদি মুনিগণ অগ্নিবেশ প্রভৃতিকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন। অগ্নিবেশাদি ছয়জন ঋষি যথা—অগ্নিবেশ, ভেড়, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি ইঁহারা—স্বকীয় নামে পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা বিস্তৃত (প্রণয়ন) করেন। অগ্নিবেশাদি কৃত অতি বিস্তৃত সেই সমস্ত সংহিতা হইতে সারতর বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া আমি নাতিসংক্ষিপ্ত ও নাতিবিস্তৃতভাবে এই অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেছি। অগ্নিবেশাদি কৃত সংহিতা সকল অতি বিস্তৃত বলিয়া সকলের উপযোগী নহে। কারণ অতিবিস্তীর্ণ গ্রন্থ পাঠবোধাদিতে দুর্গ্রহ হইয়া পড়ে, অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থেও অল্পবুদ্ধিদিগের উপকার হয় না, সেই জন্য এই অষ্টাঙ্গহৃদয় রচিত হইল, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত বা অতি বিস্তৃত নহে॥ ৪।৫

আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ ; এই অষ্টাঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থিত। যথা—কায়-চিকিৎসা, বাল-চিকিৎসা, গ্রহ-চিকিৎসা, ঊর্দ্ধাঙ্গ-চিকিৎসা, শল্য-চিকিৎসা, বিষ-চিকিৎসা, রসায়ন-চিকিৎসা ও বাজীকরণ-চিকিৎসা ॥ ৬

সংক্ষেপতঃ বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ। রসাদি ধাতুকে দূষিত করিয়া রোগোৎপাদনে সমর্থ হয় বলিয়া ইহাদিগকে দোষ বলা হইয়াছে। ইহারা বিকৃত হইলে শরীরকে নষ্ট করে এবং অবিকৃত থাকিলে শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। প্রথমে বিকৃত দোষের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, চিকিৎসক ইহাদের প্রকৃত্যবস্থানে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন ॥ ৭

এক্ষণে দোষের বিশিষ্ট স্থান কথিত হইতেছে। বাতাদি দোষসমূহ সর্ব্বদেহব্যাপী হইলেও ইহারা হৃদয় ও নাভির অধঃ মধ্য ও ঊর্দ্ধদেশে বিশেষ ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ু নাভির নিম্নদেশে, পিত্ত হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থানে এবং কফ হৃদয়ের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করে।

সকল কাল ব্যাপী হইলেও দোষের নির্দ্দিষ্টকালত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। বয়স দিন রাত্রি ও ভোজনের অন্ত মধ্য ও আদিতে যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকোপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বয়স দিন রাত্রি ও আহারের প্রথমে কফের, মধ্যে পিত্তের ও অন্তে বায়ুর প্রকোপ হয় ॥ ৮

অধুনা অগ্নির স্বরূপ কথিত হইতেছে। বাতাদি দোষের উৎকর্ষে জাঠরাগ্নি যথাক্রমে বিষম তীক্ষ্ণ ও মন্দ এবং উহাদের সমতায় সম হইয়া থাকে। অর্থাৎ বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি, কফাধিক্যে মন্দাগ্নি এবং ত্রিদোষের সাম্যে সমাগ্নি হয়। এই প্রকার দোষের উৎকর্ষে কোষ্ঠও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যথা—বাতোৎকর্ষে ক্রূরকোষ্ঠ, পিত্তোৎকর্ষে মৃদুকোষ্ঠ এবং কফোৎকর্ষে মধ্য কোষ্ঠ। দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থাতেও কোষ্ঠ মধ্য হইয়া থাকে ॥ ৯

প্রকৃতির স্বরূপ। বাতাদি দোষত্রয় দ্বারা হীন মধ্য ও উত্তম এই ত্রিবিধ প্রকৃতি হয়। গর্ভাধান কালে গর্ভজনক শুক্রশোণিতে বায়ুর উৎকর্ষ থাকিলে হীনপ্রকৃতি, পিত্তের উৎকর্ষে মধ্য প্রকৃতি এবং কফের উৎকর্ষে উত্তম প্রকৃতি হয়। দোষের সমতা থাকিলে সম প্রকৃতি হইয়া থাকে। আর শুক্র শোণিতে দুই দুই দোষের উৎকর্ষ থাকিলে অপর তিন প্রকার মিশ্র প্রকৃতি জন্মে। যথা বাতপিত্তজা, বাতশ্লেষ্মজা ও পিত্তশ্লেষ্মজা প্রকৃতি। সমুদায়ে সাতপ্রকার প্রকৃতি। তন্মধ্যে সমপ্রকৃতি শ্রেষ্ঠ ও দ্বিদোষপ্রকৃতি গর্হিত। এ স্থলে কথা হইতেছে যে, বাতাদি দোষের আধিক্যই বিকৃতি, ইহা গর্ভনাশক। অতএব গর্ভনাশক সেই বিকৃত বাতাদি দোষ, গর্ভোৎপাদক শুক্রশোণিত গত হইলে তদ্দ্বারা কিরূপে শরীরের উৎপত্তি হইবে? কারণ বিকৃতি কোন কালেই প্রকৃতির কারণ হইতে পারে না। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে যে, যেমন বিষ প্রাণনাশক হইলেও তাহাতে বিষ-কীটের জন্ম হয়, সেইরূপ দূষণ-স্বভাব প্রমাণাধিক দোষ, জন্মাদিতে শুক্রার্ত্তবস্থ হইলেও তদ্দ্বারা শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রকৃতি দোষ হইতে শরীরোৎপত্তির বাধা হয় না ॥ ১০।১১

ইদানীং দোষ সমূহের স্বরূপ কথিত হইতেছে। বায়ু—রুক্ষ, লঘু, শীতল, খর (অমৃদু), সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী) ও চঞ্চল। পিত্ত—ঈষৎ স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ (শীঘ্রকারি), উষ্ণ, লঘু, বিস্র (মৎস্যগন্ধবৎ আমগন্ধি), সর (ব্যাপ্তিশীল) ও দ্রব। কফ—স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, মন্দ (বিলম্বে

কার্য্যকারক), শ্লক্ষ (অপরুষ), মৃৎস্ন (পিচ্ছিল, যাহা অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিলে চট্ চট্ করে) ও স্থির। স্বপ্রমাণাধিক বা ক্ষীণ দোষদ্বয়ের সংযোগকে সংসর্গ এবং দোষত্রয়ের সংযোগকে সন্নিপাত বলে ॥ ১২

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। এই রসাদি সপ্ত পদার্থ শরীরকে ধারণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়। আর বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক ইহারা দূষিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে দূষ্যও বলা যায়। মল মূত্র ও স্বেদাদিকে মল কহে। ইহারাও বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হয় বলিয়া দূষ্য নামে কথিত হইয়া থাকে। অতএব রসাদি সাতটী পদার্থের দূষ্য সংজ্ঞা ও ধাতুসংজ্ঞা, এবং মলমূত্রাদির মল সংজ্ঞা ও দূষ্য সংজ্ঞা উভয়ই নির্দ্দিষ্ট হইল। শরীরস্থ সর্ব্বপ্রকার দোষ ধাতু ও মলাদির সহিত তৎসমানধর্ম্মবিশিষ্ট দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের সংযোগ হইলে তাহাদের বৃদ্ধি এবং বিপরীতভাবান্বিত দ্রব্যাদির ব্যবহারে তাহাদের ক্ষয় হয় ॥ ১৩

রস ছয় প্রকার। যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়। রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইহাদিগকে রস বলে। এই সকল রস, পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রস যথাক্রমে বলবর্দ্ধক অর্থাৎ কষায় রস অপেক্ষা কটুরস, কটুরস অপেক্ষা তিক্তরস বলবর্দ্ধক। এই ক্রমে মধুর রস সর্ব্বাপেক্ষা বলজনক, এবং কষায় রস সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বলোৎপাদক ॥ ১৪

এই ছয় প্রকার রসের মধ্যে আদ্য ত্রিবিধ রস অর্থাৎ মধুর অম্ল ও লবণরস বায়ুকে নাশ করে। তিক্ত কটু ও কষায় রস কফকে এবং কষায় তিক্ত ও মধুর রস পিত্তকে নষ্ট করিয়া থাকে। অপর, তিক্ত কটু ও কষায়রস বায়ুকে, মধুর অম্ল ও লবণরস কফকে এবং অম্ল লবণ ও কটুরস পিত্তকে বর্দ্ধিত করে ॥ ১৫

উক্ত রসসমূহের আশ্রয় দ্রব্য। দ্রব্য তিন প্রকার যথা—শমন, কোপন ও স্বস্থহিত। তন্মধ্যে যে সকল দ্রব্য কুপিত দোষের শান্তি করে, তাহাদিগকে শমন দ্রব্য কহে। যথা তৈল ঘৃত মধু প্রভৃতি। আর যে দ্রব্য বাতাদিদোষ রসাদি ধাতু ও মূত্রাদি মলপদার্থকে কুপিত করে, তাহাদিগকে কোপন কহে। যথা দুগ্ধ মৎস্য প্রভৃতি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য। আর যাহা স্বপ্রমাণস্থিত দোষ ধাতু ও মলপদার্থ সমূহের সাম্য রক্ষা করে তাহাকে স্বস্থহিত বলে। যথা রক্তশালি যব গোধূম প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্যে শীতোষ্ণভেদে দ্বিবিধ বীর্য্য অবস্থিত। যে সকল দ্রব্যে (বিংশতি প্রকার গুণের মধ্যে) শীতগুণের আধিক্য তাহাদিগকে শীতবীর্য্য এবং যাহাতে উষ্ণগুণের উৎকর্ষ তাহাদিগকে উষ্ণবীর্য্য বলে। দ্রব্যের শক্তিকে বীর্য্য কহে। দ্রব্যের বিপাক ত্রিবিধ; যথা—মধুরবিপাক, অম্লবিপাক ও কটুবিপাক। ভুক্ত দ্রব্য জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে যে রসান্তরের উৎপত্তি হয় তাহাকে বিপাক বলে। মধুর ও লবণরসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক কটু ॥ ১৬

দ্রব্যের গুণ। দ্রব্যে বিংশতিপ্রকার গুণ অবস্থিত। যথা—গুরু, মন্দ, হিম, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, সান্দ্র (ঘন), মৃদু, স্থির, সূক্ষ্ম ও বিশদ এই দশটি এবং ইহাদের বিপরীত যথাক্রমে লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, খর, দ্রব, কঠিন, সর, স্থূল ও পিচ্ছিল এই দশটি; সমুদায়ে বিংশতি প্রকার ॥ ১৭

রোগকারণ। শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণান্বিত ত্রিবিধ কাল, শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ ও কায়-বাক্য-মনশ্চেষ্টারূপ ক্রিয়া ইহাদের হীন-যোগ, মিথ্যা-যোগ ও অতিযোগ 'রোগের প্রধান' কারণ এবং কাল অর্থ ও কর্ম্মের সম্যক্ যোগ আরোগ্যের কারণ। কালের হীনযোগ অর্থাৎ স্বরূপ হানি, যথা শীতকালে অল্পশীত, গ্রীষ্মকালে অল্প গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে অল্প বর্ষা। কালের মিথ্যাযোগ অর্থাৎ ঋতু স্বভাবের বৈপরীত্য, যেমন 'শীতকালে অতিশয় উষ্ণতা, গ্রীষ্মকালে অতিশীত, বর্ষাকালে অবৃষ্টি। কালের অতিযোগ (স্বলক্ষণাতিশয্য) যথা শীতকালে অতি শীত, গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি। এই সকল রোগের কারণ। এই কালের সম্যক্ যোগ অর্থাৎ যথাস্বরূপে স্থিতি আরোগ্যের হেতু। অর্থের (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহের) অল্প-সংযোগকে হীনযোগ, অত্যন্ত সংযোগকে অতিযোগ এবং পুরুষের অনভিমত ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহের সংযোগকে মিথ্যাযোগ বলে। ইন্দ্রিয়ার্থের হীনাতিমিথ্যাযোগ রোগের এবং সম্যক্ যোগ আরোগ্যের কারণ। কায়াদি (শারীরিক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ) কর্ম্মের অল্প প্রবৃত্তিকে হীনযোগ, অতিপ্রবৃত্তিকে অতিযোগ এবং বিপরীত প্রবৃত্তিকে (অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান ও রাগদ্বেষাদিকে) মিথ্যা যোগ কহে। কায়াদি কর্ম্মের এই হীনাদি যোগ রোগের কারণ এবং সম্যক্ যোগ আরোগ্যের হেতু॥ ১৮

রোগ ও আরোগ্য। বাতাদি দোষের বৈষম্য (অর্থাৎ স্বপ্রমাণ হইতে এক দোষের দ্বিদোষের বা ত্রিদোষের বৃদ্ধি বা ক্ষয়) রোগ এবং উহাদের সমভাব আরোগ্য। এই রোগ দুই প্রকার; যথা—নিজ ও আগন্তুজ। বাতাদি দোষ হইতে নিজ রোগ এবং অভিঘাতাদি বাহ্যকারণ হইতে আগন্তুজ রোগ উৎপন্ন হয়। উভয়ের বিশেষত্ব এই যে, নিজ রোগে প্রথমে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হয়, তৎপরে রোগ উৎপাদন করে; আর আগন্তু রোগে প্রথমে রোগের উৎপত্তি হয়, তৎপরে দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে॥ ১৯

নিজ ও আগন্তু রোগসমূহের শরীর ও মনোভেদে দ্বিবিধ অধিষ্ঠান। অর্থাৎ কতকগুলি রোগ শরীরকে আশ্রয় করিয়া এবং কতকগুলি রোগ মনকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। জ্বর রক্তপিত্ত কাস প্রভৃতি শরীরাশ্রিত এবং মদমূর্চ্ছা সন্ন্যাস প্রভৃতি রোগ মনোঽধিষ্ঠিত। রজোগুণ ও তমোগুণ এই দুইটী মনের দোষ অর্থাৎ ইহারা মানসিক ব্যাধির হেতু॥ ২০

দর্শন স্পর্শন ও প্রশ্নদ্বারা রোগিকে পরীক্ষা করিবে। অর্থাৎ দর্শন দ্বারা কাস মেহাদি পীড়িত ব্যক্তির পীত শুক্ল বর্ণ, লক্ষণ, প্রমাণ, উপচয়, কান্তি ও মলমূত্রবমনাদি; নাড়ী ও শরীর স্পর্শ করিয়া জ্বর, গুল্ম, বিদ্রধি, শৈত্য, উষ্ণতা, স্তব্ধতা, খরত্ব প্রভৃতি এবং প্রশ্ন দ্বারা শূল, অরুচি, বমি, বেদনা, কোষ্ঠের মৃদুতা বা কাঠিন্য পরীক্ষা করিবে। নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সংপ্রাপ্তি দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিতে হয়॥ ২১

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ভূমি ও দেহ ভেদে দেশ দ্বিবিধ। মস্তক হস্তপদাদিকে দেহদেশ বলে। ভূমিদেশ অতঃপর বর্ণনা করিব॥ ২২

ভূদেশ ত্রিবিধ। যথা জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। তন্মধ্যে জাঙ্গলদেশ বাতবহুল, আনূপদেশ কফভূয়িষ্ঠ ও সাধারণ দেশ সমমল অর্থাৎ বাতাদিসমদোষবিশিষ্ট॥ ২৩

ক্ষণ-দণ্ডাদি ও ব্যাধির সামনিরামাদি অবস্থা ভেদে কাল দ্বিবিধ। এই কালদ্বয় ভেষজের যোগকারক অর্থাৎ ঔষধের প্রয়োজনসম্পাদনে সামর্থ্য উৎপাদক। কালভেদের প্রয়োজন এই যে, শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ কালে এবং রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগের বিধান আছে। কাল যথা—পূর্ব্বাহ্নে বমন, মধ্যাহ্নে বিরেচন ইত্যাদি। ব্যাধির অবস্থা বিশেষে যথা—দোষের আম অবস্থায় পাচন, নিরামাবস্থায় শমন ইত্যাদি। এই অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা আরোগ্যপ্রদ হইয়া থাকে। ঔষধ সাধারণতঃ দুই প্রকার ; যথা—শোধন ও শমন। যাহা শরীরস্থ কুপিত দোষকে বহির্নিঃসারিত করিয়া রোগের শান্তি করে তাহাকে শোধন ঔষধ এবং যাহা স্বস্থানস্থিত কুপিত দোষের সমতা করে তাহাকে শমন ঔষধ কহে॥ ২৪

শরীরস্থ দোষ বায়ু পিত্ত ও কফের যথাক্রমে শোধনরূপ প্রধান ঔষধ বস্তি বিরেচন ও বমন এবং শমনরূপ প্রধান ঔষধ তৈল ঘৃত ও মধু। বাতে বস্তি, পিত্তে বিরেচন ও কফে বমন প্রধান শোধন এবং বায়ুতে তৈল, পিত্তে ঘৃত ও কফে মধু প্রধান শমন॥ ২৫

বুদ্ধি (বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভাব সমূহের হিতাহিতবিভাগকারিণী), ধৈর্য্য (চিত্তের স্থিরতা, অচাঞ্চল্য) ও আত্মবিজ্ঞান (যোগাভ্যাস ও সমাধি দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ বিজ্ঞান) প্রভৃতি, মনোদোষ-(রজস্তমোগুণ)-সমুত্থ কামাদিজ রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ২৬

ভিষক্, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী এই পাদচতুষ্টয় চিকিৎসার অঙ্গ। এই অঙ্গচতুষ্টয় প্রত্যেকে চারি চারিটী গুণযুক্ত হইলে কার্য্যকর হইয়া থাকে। চিকিৎসকের প্রাধান্য হেতু অগ্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ ঔষধাদি পাদত্রয় চিকিৎসকের অধীন॥ ২৭

উক্ত পাদচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের চারিটি করিয়া গুণ বর্ণিত হইতেছে—

চিকিৎসক চিকিৎসা কার্য্যে নিপুণ, গুরুর নিকট হইতে গৃহীত-শাস্ত্রার্থ, বহুশঃ অভ্যস্তকর্ম্মা ও শুচি (অলোভী) হইবেন। ঔষধ—বহুকল্প (অর্থাৎ স্বরস কল্ক চূর্ণাদি ভেদে যাহার নানা প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে), বহুগুণান্বিত, সম্পন্ন (প্রশস্ত ভূমিজাত ও কীটাদি কর্ত্তৃক অনুপহত) ও যোগ্য (যাহা ব্যাধি দেশ কাল দোষ দূষ্য দেহ বয়স ও বলাদি বুঝিয়া প্রয়োগ করা যায়) এই চতুর্গুণান্বিত হইবে। পরিচারক—অনুরক্ত (আতুরের দৃঢ়ভক্ত), শুচি (শুদ্ধান্তঃকরণ), দক্ষ (সকল কার্য্যে চতুর) ও বুদ্ধিমান হইবে। আর রোগী—ধনবান্, বৈদ্যের বশীভূত, জ্ঞাপক (রোগের কারণ ও যন্ত্রণা প্রভৃতি জানাইতে সমর্থ) ও সত্ত্ববান্ (ধৈর্য্যযুক্ত) হইবেন। উক্ত ষোড়শগুণান্বিত পাদচতুষ্টয় রোগশান্তির গুণবৎ কারণ বলিয়া জানিবে॥ ২৮।২৯

সুখসাধ্য ব্যাধির লক্ষণ। রোগী তরুণবয়স্ক ও সংযতচিত্ত হইলে এবং তাহার শরীর সর্ব্বৌষধক্ষম (তীক্ষ্ণ মধ্য ও মৃদুরূপ সর্ব্ববিধ শোধন ও শমন ঔষধ সহ্য করিতে সমর্থ) হইলে, আর রোগের নিদান পূর্ব্বরূপ ও রূপ অল্প হইলে, রোগ অল্পদিন জাত, উপদ্রবরহিত, বাতাদি এক দোষজনিত একমার্গগত ও অমর্ম্মগ (হৃদয় বস্ত্যাদি মর্ম্ম বর্জ্জিত স্থানে উৎপন্ন) হইলে, রসাদি দূষ্যপদার্থ, দেশ, ঋতু ও প্রকৃতি, রোগারম্ভক দোষের তুল্য গুণান্বিত না হইলে, বৈদ্যাদি পাদচতুষ্টয়ের সংযোগ হইলে এবং গ্রহসকল অনুকূল থাকিলে রোগ সুখসাধ্য হইয়া থাকে॥ ৩০।৩১

কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি লক্ষণ। যে রোগ শস্ত্রাগ্নিক্ষার প্রভৃতি চিকিৎসাদ্বারা প্রশমিত হয়, বা মহান্ উপায়ে ও দীর্ঘকালে যাহার প্রশম হয়, তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি কহে। আর যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সাধ্যলক্ষণ সমূহের সঙ্কীর্ণতা (বৈপরীত্য) প্রকাশ পায়, যেমন রোগী যুবা কিন্তু সংযতাত্মা (নির্লোভ) নহে, কিংবা রোগী সংযতচিত্ত কিন্তু রোগটী মর্ম্মস্থানজাত অথবা রোগির দেহ সর্ব্বৌষধক্ষম কিন্তু রোগী বৃদ্ধ, বা রোগী যুবা কিন্তু তাহার দেহ সর্ব্বৌষধক্ষম নহে, এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটিলে তাহাকেও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি কহে।

যাপ্যব্যাধির লক্ষণ। যে সকল ব্যাধি পূর্ব্বোক্ত সুখসাধ্য ব্যাধিসমূহের বহু বিপরীত লক্ষণান্বিত এবং আয়ুর শেষ থাকায় রোগীকে নষ্ট করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে যাপ্য রোগ কহে। হিতজনক আহার বিহারের নিয়ত সেবন অভ্যাস দ্বারা ইহাদিগকে যাপ্য রাখিতে হয়॥ ৩২

প্রত্যাখ্যেয় ব্যাধি লক্ষণ। যে সকল রোগে পূর্ব্বোক্ত যাপ্য লক্ষণের (আয়ুর শেষরূপ লক্ষণের) অত্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটে, এবং যে সকল রোগ মজ্জশুক্রাদি গম্ভীর ধাতুগত, মর্ম্মসন্ধিজাত, ঔৎসুক্য মোহ ও অরতিপ্রদ, দৃষ্টরিষ্ট (যাহাতে নিশ্চিত মরণ জ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে) ও শীঘ্র ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি নাশক, তাহাদিগকে অচিকিৎস্য বা প্রত্যাখ্যেয় রোগ কহে॥ ৩৩

যে সকল রোগী সাধ্য-রোগাক্রান্ত হইলেও চিকিৎসার অনুপযোগী, তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। যাহারা রাজা ও চিকিৎসক কর্ত্তৃক দ্বিষ্ট, বা রাজা ও চিকিৎসককে দ্বেষ করে, যে ব্যক্তি স্বয়ং আপনার শত্রু, যে সকল ব্যক্তি উপকরণ (চিকিৎসোপযোগী অঙ্গ) বিহীন, ব্যগ্র (অন্য কার্য্যে আসক্তচিত্ত), চিকিৎসকের অবিধেয় (অবাধ্য), হীনায়ুঃ (যাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে), ক্রূরকর্ম্মা, শোকাতুর, ভীরু, কৃতঘ্ন (যাহারা উপকৃত হইয়াও অপকার করে) ও বৈদ্যাভিমানী (অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া জ্ঞান করে), তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে না॥ ৩৪

অতঃপর সুখস্মরণার্থ এই তন্ত্রের অধ্যায় সকল বলিতেছি। আয়ুষ্কামীয়, দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা, রোগানুৎপাদনীয়, দ্রবদ্রব্যবিজ্ঞানীয়, অন্নস্বরূপবিজ্ঞানীয়, অন্নসংরক্ষা, মাত্রাশিতীয়, দ্রব্যাদিবিজ্ঞানীয়, রসভেদীয়, দোষাদিবিজ্ঞানীয়, দোষভেদীয়, দোষোপক্রমণীয়, দ্বিবিধোপক্রমণীয়, শোধনাদিগণ সংগ্রহ, স্নেহবিধি, স্বেদবিধি, বমনবিরেচনবিধি, বস্তিবিধি, নস্যবিধি, ধূমবিধি, গণ্ডূষবিধি, আশ্চ্যোতনাঞ্জনবিধি, তর্পণপুটপাকবিধি, যন্ত্রবিধি, শস্ত্রবিধি, শিরাব্যধবিধি, শল্যাহরণবিধি, শস্ত্রকর্ম্মবিধি ও ক্ষারাগ্নিকর্ম্মবিধি এই ত্রিশটী অধ্যায় সূত্রস্থানে আছে।

অতঃপর শারীরস্থান বলিতেছি। গর্ভাবক্রান্তি, গর্ভব্যাপৎ, অঙ্গবিভাগ, মর্ম্মবিভাগ, বিকৃতিবিজ্ঞানীয় ও দূতবিজ্ঞানীয়, শারীরস্থানে এই ছয়টী অধ্যায়। নিদান স্থানে সর্ব্বরোগ নিদান, জ্বরনিদান, রক্তপিত্ত-কাসনিদান, শ্বাসহিক্কানিদান, রাজযক্ষ্মাদিনিদান, মদাত্যয়াদিনিদান, অর্শোনিদান, অতিসারগ্রহণীদোষনিদান, মূত্রাঘাতনিদান, প্রমেহনিদান, বিদ্রধিবৃদ্ধিগুল্মনিদান, উদরনিদান, পাণ্ডুশোথবিসর্পনিদান, কুষ্ঠ-শ্বিত্র-ক্রিমিনিদান, বাতব্যাধিনিদান ও বাতশোণিতনিদান, এই ষোড়শ অধ্যায় উক্ত হইয়াছে॥ ৩৫—৪০

অতঃপর চিকিৎসাস্থান বলিতেছি। চিকিৎসা স্থানে দ্বাবিংশতি (বাইশটী) অধ্যায় আছে; যথা—জ্বরচিকিৎসা, রক্তপিত্তচিকিৎসা, কাসচিকিৎসা, শ্বাস-হিক্কাচিকিৎসা, রাজযক্ষ্ম-চিকিৎসা,

ছর্দ্দিহৃদ্রোগ-তৃষ্ণা চিকিৎসা, মদাত্যয়চিকিৎসা, অর্শশ্চিকিৎসা, অতীসারচিকিৎসা, গ্রহণী-চিকিৎসা, মূত্রাঘাত-চিকিৎসা, প্রমেহচিকিৎসা, বিদ্রধিবৃদ্ধিচিকিৎসা, গুল্মচিকিৎসা, উদর-চিকিৎসা, পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা, শ্বয়থুচিকিৎসা, বিসর্পচিকিৎসা, কুষ্ঠচিকিৎসা, শ্বিত্রকৃমি-চিকিৎসা, বাতব্যাধ্যাদিচিকিৎসা ও বাতশোণিতচিকিৎসা। অতঃপর কল্পসিদ্ধিস্থান বলিতেছি। বমনকল্প, বিরেচনকল্প, বমনবিরেচনব্যাপৎসিদ্ধি, বস্তিকল্প, বস্তিব্যাপৎসিদ্ধি ও ভেষজকল্প এই ছয়টী অধ্যায় কল্পসিদ্ধিস্থানের অন্তর্গত॥ ৪১—৪৪

বালোপচরণীয়, বালাময়প্রতিষেধ, বালগ্রহপ্রতিষেধ, ভূতবিজ্ঞানীয়, ভূতপ্রতিষেধ, উন্মাদ-প্রতিষেধ, অপস্মারপ্রতিষেধ, বর্ত্মরোগবিজ্ঞানীয়, বর্ত্মরোগপ্রতিষেধ, সন্ধিসিতাসিতরোগবিজ্ঞানীয়, সন্ধিসিতাসিতরোগপ্রতিষেধ, দৃষ্টিরোগবিজ্ঞানীয়, তিমিরপ্রতিষেধ, লিঙ্গনাশপ্রতিষেধ, সর্ব্বাক্ষিরোগ-বিজ্ঞানীয়, সর্ব্বাক্ষিরোগপ্রতিষেধ, কর্ণরোগবিজ্ঞানীয়, কর্ণরোগপ্রতিষেধ, নাসারোগবিজ্ঞানীয়, নাসারোগপ্রতিষেধ, মুখরোগবিজ্ঞানীয়, মুখরোগপ্রতিষেধ, শিরোরোগবিজ্ঞানীয়, শিরোরোগ-প্রতিষেধ, ব্রণবিজ্ঞানীয়, সদ্যোব্রণপ্রতিষেধ, ভগ্নপ্রতিষেধ, ভগন্দরপ্রতিষেধ, গ্রন্থ্যর্ব্বুদশ্লীপদা-পচীনাড়ীবিজ্ঞানীয়, গ্রন্থ্যর্ব্বুদশ্লীপদাপচীনাড়ীপ্রতিষেধ, ক্ষুদ্ররোগবিজ্ঞানীয়, ক্ষুদ্ররোগপ্রতিষেধ, গুহ্যরোগবিজ্ঞানীয়, গুহ্যরোগপ্রতিষেধ, বিষপ্রতিষেধ, সর্পবিষপ্রতিষেধ, কীটলূতাদিবিষ-প্রতিষেধ, মূষিকালর্কবিষপ্রতিষেধ, রসায়নাধ্যায় ও বাজীকরণাধ্যায় এই চল্লিশটী অধ্যায় উত্তর-তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

সমুদায়ে এই একশতবিংশ অধ্যায় সূত্র, নিদান, শারীর, চিকিৎসা, কল্প সিদ্ধি ও উত্তরতন্ত্রে বর্ণিত আছে॥ ৪৫—৪৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দিনচর্য্যানামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব,—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

স্বস্থব্যক্তি নিজ আয়ুঃপরিপালনার্থ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির চারিদণ্ড অবশেষ থাকিতে) শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবেন। পরে শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হইয়াছে বা অজীর্ণ আছে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া মলমূত্রত্যাগাদি শৌচক্রিয়া সমাপনান্তে দন্তধাবন করিবেন। আকন্দ, বট খদির, করঞ্জ বা অর্জ্জুনাদির কিংবা কটু, তিক্ত ও কষায় রসান্বিত অন্য কোন বৃক্ষের কাষ্ঠিকার কোমল অগ্রভাগ দন্তদ্বারা উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া তদ্দ্বারা এমনভাবে দন্তমার্জ্জন করিবে—যেন দন্তের মাংসে কোনরূপ আঘাত না লাগে॥ ২।৩

যাহাদের অজীর্ণ, বমি, শ্বাস, কাস, জ্বর, অর্দ্দিত, তৃষ্ণা, মুখপাক, হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগ আছে, তাহাদের দন্তধাবন নিষিদ্ধ॥ ৪

তৎপরে (দন্তধাবনের পর) চক্ষুর নিত্য হিতকারক রসাঞ্জন নেত্রে প্রয়োগ করিবে। (পাঠান্তর নিত্য রসাঞ্জন ব্যবহার করিলে চক্ষুর্দ্বয় সুস্নিগ্ধ, ঘনপক্ষ্মবিশিষ্ট, বিমল, মনোজ্ঞ, সূক্ষ্ম-বস্তু দর্শনক্ষম ও ব্যক্তত্রিবর্ণ অর্থাৎ সুব্যক্তশ্বেতকৃষ্ণরক্ত হইয়া থাকে)। চক্ষুঃ তেজোময়, তেজোবিরোধী শ্লেষ্মা চক্ষুর ভয়ের কারণ, অতএব নেত্রে সঞ্চিত জলস্রাবার্থ সপ্তাহের পর রসাঞ্জন প্রয়োগ হিতকর ॥ ৫

অঞ্জন গ্রহণের পর নস্যগ্রহণ, গণ্ডুষধারণ, ধূমপান ও তাম্বুল ভক্ষণ করিবে ॥ ৬

ক্ষতরোগী, রক্তপিত্তরোগী, রুক্ষব্যক্তি, উৎকুপিতচক্ষুঃ, (যাহাদের চক্ষু দিয়া জল বা পিচুটি পড়ে), বিষার্ত্ত, মূর্চ্ছার্ত্ত বা মদাত্যয় রোগাক্রান্ত কিংবা শোষরোগী ইহাদের পক্ষে তাম্বুল অপথ্য ॥ ৭

প্রতিদিন তৈলাভ্যঙ্গ করিবে (অভ্যাসবশতঃ দুই এক দিন অন্তর তৈল মাখিলেও তাহাতে দোষ হয় না)। নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিলে জরা শ্রান্তি ও বায়ুর নাশ, দৃষ্টির প্রসন্নতা, শরীরের পুষ্টি, আয়ুর বৃদ্ধি, ত্বকের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা এবং সুনিদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৮

মস্তক কর্ণদ্বয় ও পাদদ্বয়ে বিশেষভাবে তৈল মাখিবে। কফরোগী অজীর্ণরোগী ও কৃতসংশুদ্ধি (যাহাদের বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করা হইয়াছে) ব্যক্তির পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ ॥ ৯

শরীরের আয়াসজনক কার্য্যকে ব্যায়াম কহে। ব্যায়াম হইতে শরীর লঘু, কর্ম্মে সমর্থ, সুবিভক্ত ও দৃঢ় হয় এবং অগ্নির দীপ্তি ও কফের ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১০

বাতপিত্তরোগী (বায়ুরোগ, পিত্তরোগ বা বাতপিত্তজ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি), বালক (ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক), বৃদ্ধ (সত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক) ও অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যায়াম নিষিদ্ধ। বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজিপুরুষের অর্দ্ধশক্তিতে (পরিশ্রমের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত) ব্যায়াম কর্ত্তব্য। শীত ও বসন্তকাল ব্যায়ামের উপযুক্ত সময়। অন্য ঋতুতে অল্প ব্যায়াম করিবে। ব্যায়ামের পর সমস্ত শরীর সুখকররূপে মর্দ্দন করাইতে হয় ॥ ১১।১২

অতিব্যায়াম দ্বারা তৃষ্ণা, ক্ষয়রোগ, প্রতমক শ্বাস, রক্তপিত্ত, শ্রান্তি, ক্লান্তি, কাস, জ্বর ও বমিরোগ জন্মে ॥ ১৩

ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, পথশ্রম, স্ত্রীসহবাস, হাস্য, ভাষণাদি ও সাহস এই সকল বিষয়ের অতিসেবন দ্বারা মানব, অতিবৃহৎকায় গজকে আক্রমণকারী সিংহের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সিংহ যেমন অতিবল হস্তীকে আক্রমণ করিয়া নষ্ট হয় তদ্রূপ মনুষ্য বলাতিরিক্ত ব্যায়ামাদি করিলে তদ্দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪

ব্যায়ামের পর উদ্বর্ত্তন করিতে হয়। (তৈলাভ্যঙ্গের পর পেষিত আমলকী হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করাকে উদ্বর্ত্তন কহে।) উদ্বর্ত্তন কফহারক, মেদের বিলয়কারক, শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক ও ত্বকের প্রসন্নতাজনক ॥ ১৫

উদ্বর্ত্তনের পর স্নান কর্ত্তব্য। স্নান দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, শুক্র, আয়ুঃ, উৎসাহ ও বলের বৃদ্ধি এবং কণ্ডু, মল, শ্রান্তি, স্বেদ, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ ও পাপের নাশ হয় ॥ ১৬

গরম জল দ্বারা অধঃকায়ের পরিষেক করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা মস্তক পরিষিক্ত করিলে কেশ ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে ॥ ১৭

অর্দ্দিত, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, অতিসার, আধ্মান, পীনস ও অজীর্ণরোগে এবং ভোজনের পর স্নান গর্হিত ॥ ১৮

পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে হিতকর পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগপ্রদান করিবে না, এবং বেগ উপস্থিত হইলে তাহা ত্যাগ না করিয়া অন্য কার্য্য করিবে না। কোন সাধ্যরোগ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার না করিয়া অন্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না ॥ ১৯

সমস্ত প্রাণিরই সুখজনক কর্ম্মসকল অভিপ্রেত; কিন্তু ধর্ম্ম বিনা সুখোৎপত্তি হয় না। অতএব সকলেরই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত ॥ ২০

শুভকার্য্যে উপদেশাদিদ্বারা যাঁহারা সহায়তা করেন, সেই কল্যাণ-মিত্রদিগকে বিনীতভাবে ভজনা করিবে। আর পাপ-মিত্রদিগের (পাপজনক কার্য্যে সাহায্যকারীদের) নিকট হইতে দূরে থাকিবে অর্থাৎ তাহাদিগকে দূর হইতে বর্জ্জন করিবে ॥ ২১

কায়িক বাচিক ও মানসিক ভেদে পাপকর্ম্ম দশ প্রকার। তন্মধ্যে হিংসা (প্রাণিহত্যা) চৌর্য্য ও গুরুপত্নী গমনাদি নিষিদ্ধ কামসেবা এই তিন প্রকার কায়িক পাপ; পৈশুন্য (পরস্পর ভেদকারক বাক্য), পরুষ (কঠোর) বাক্য, মিথ্যা বচন ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ এই চারিটি বাচিক পাপ এবং প্রাণিহত্যার চিন্তা, পরগুণাদিতে অসহিষ্ণুতা ও নাস্তিকতা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। হিংসাদি এই দশবিধ পাপকর্ম্ম কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিবে ॥ ২২

অবৃত্তি (জীবিকোপায় রহিত) ও ব্যাধি বা শোক কর্ত্তৃক পীড়িত ব্যক্তিদিগের যথাশক্তি উপকার করিবে। সৎ বা অসাধু ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, কীট-পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকেও আত্মবৎ জানিবে ॥ ২৩

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, চিকিৎসক, রাজা ও অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিবে। যাচকদিগকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা বিমুখ করিবে না, পরুষবচনাদি দ্বারা পরিভব করিবে না এবং তাহাদের অবমান করিবে না ॥ ২৪

অপকারপরায়ণ শত্রুর প্রতিও উপকারপরায়ণ হইবে। সুতরাং উপকারীর যে উপকার করিবে ইহাতে আর বক্তব্য কি? সম্পৎকালে ও বিপৎকালে সমচিত্ত হইবে অর্থাৎ সম্পৎকালে বিরক্ত এবং বিপৎকালে বিষণ্ণ হইবে না। হেতুতে ঈর্ষ্যা করিবে, ফলে ঈর্ষ্যা করিবে না অর্থাৎ এই ব্যক্তি এমন বিদ্বান্ ও দাতা আমি কেন ইঁহার মত না হইব? এইরূপ হেতুতে ঈর্ষ্যা করা ভাল। কিন্তু অমুক ব্যক্তির এমন বস্ত্র অলঙ্কারাদি আছে, আমার নাই—এপ্রকার ফলে ঈর্ষ্যা করা উচিত নহে ॥ ২৫

কোন প্রস্তাবকালে হিতকর পরিমিত সত্য ও মনোজ্ঞ বাক্য বলিবে। আলাপকালে প্রথমে কথা বলিবে। কথা কহিবার সময় সুমুখ (ভ্রুকুটী-হীন), সুশীল প্রকৃতি ও করুণার্দ্রচিত্ত (মাতা যেমন পুত্রের প্রতি করুণার্দ্র সেইরূপ) হইবে ॥ ২৬

একাকী সুখী হইবে না। সকলকে একবারে বিশ্বাসও করিবে না বা একবারে অবিশ্বাসও করিবে না ॥ ২৭

অমুক ব্যক্তি আমার শত্রু বা আমি অমুকের শত্রু, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। নিজের অপমান বা প্রভুর স্নেহহীনতা কাহাকেও বলিবে না॥ ২৮

পরারাধননিপুণ ব্যক্তি লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া যে যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, তাহার প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিবেন্॥ ২৯

জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে কুৎসিত অন্ন দ্বারা পীড়িত করিবে না কিংবা প্রলোভন বস্তু দ্বারা ইহাদিগের বিলাস বর্দ্ধিত করিবে না। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটীকে ত্রিবর্গ কহে। ত্রিবর্গশূন্য কোন উদ্যম করিবে না। যাহা উক্ত ত্রিবর্গের অবিরোধী এইরূপ কার্য্য করিবে॥ ৩০

সর্ব্বধর্ম্মে (সকল প্রকার আচার ব্যবহারে) মধ্যমা বৃত্তির অনুসরণ করিবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে একান্ত আসক্তি ভাল নহে। নখ, রোম শ্মশ্রু যথাবিধি (ছোট করিয়া) কর্ত্তন করিবে। পাদদ্বয় ও মলমার্গ সমূহ নির্ম্মল রাখিবে॥ ৩১

নিত্য স্নান ও সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করিবে। অনুদ্ধত উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ (জীর্ণ মলিন বস্ত্রাদি বর্জ্জিত) বেশ ধারণ করিবে। সর্ব্বদা রত্ন (হীরক পদ্মরাগাদি মণি), সিদ্ধমন্ত্র (অপরাজিতাদি কবচ) ও মহৌষধি বাহু গ্রীবাদিতে ধারণ করিবে॥ ৩২

ভ্রমণকালে ছত্র ও পাদুকা ব্যবহার করিবে এবং সম্মুখে চারিহস্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিবে। কোন বিশেষ কষ্টসাধ্য কার্য্যোপলক্ষে রাত্রিতে যাইতে হইলে হস্তে যষ্টি মস্তকে উষ্ণীষ ও সঙ্গে একজন সাহায্যকারী লোক লইবে॥ ৩৩

চৈত্য (বিশিষ্ট দেবতাধিষ্ঠিত অশ্বত্থাদি বৃক্ষ), পূজ্য ব্যক্তি (গুরু পুত্রাদি), দেবগৃহাদির ধ্বজা এবং অপ্রশস্ত চণ্ডালাদি ইহাদের ছায়া এবং ভস্ম, তুষ, অশুচিদ্রব্য (বিষ্ঠাদি), শর্করা (কাঁকর), লোষ্ট্র. দেবার্চ্চনাস্থান ও স্নানভূমি অতিক্রম করিবে না॥ ৩৪

বাহুদ্বারা সন্তরণ পূর্ব্বক নদ উত্তীর্ণ হইবে না। অগ্নিরাশির অভিমুখে গমন করিবে না। সন্দিগ্ধ নৌকা (শিথিল বন্ধন জীর্ণ বা অতিভারাক্রান্ত যে নৌকায় পার গমনে সন্দেহ হইবে সেই নৌকা), উচ্চ-বৃক্ষ বা অশ্বাদি দুষ্টযানে আরোহণ করিবে না॥ ৩৫

হস্তাদি দ্বারা মুখ না ঢাকিয়া হাঁচিবে না, হাসিবেনা ও হাই তুলিবে না। অকারণে নাক ঝাড়িবে না এবং মাটীতে দাগ কাটিবে না॥ ৩৬

হস্তপদাদি দ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা (বিকৃত ভঙ্গী) করিবে না। উৎকট ভাবে অধিকক্ষণ উপবেশন করিবে না। পরিশ্রমের (ঘর্ম্মোৎপত্তির) পূর্ব্বেই শরীর বাক্য ও মনের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে॥ ৩৭

ঊর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। রাত্রিতে তরুতলে, চত্বরে (তে-মাথায় অথবা যেখানে নগরবাসী বা গ্রামবাসী লোকেরা মিলিত হইয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহে, তাহাকে চত্বর বলে), চৈত্যসমীপে, চতুষ্পথে (চৌরাস্তায়) ও দেবগৃহে থাকিবে না॥ ৩৮

বধ্যভূমি, নির্জ্জন স্থান, জনশূন্য গৃহ ও শ্মশানে দিবসেও গমন করিবে না। রাত্রিতে এই সকল স্থানে অবশ্য যাইবে না। সূর্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে দেখিবে না অর্থাৎ উদিত, অস্ত গমনোন্মুখ বা জল ও আদর্শে প্রতিবিম্বিত কিংবা রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে দেখিবে না॥ ৩৯

সূক্ষ্ম দ্রব্য, প্রদীপ্ত (অগ্নিশিখাদি), অপবিত্র ও অপ্রিয় বস্তু অনবরত দেখিবে না। দ্বিজগণ মদ্য বিক্রয়, মদ্যের সন্ধান (চোয়ান) ও আদান প্রদান করিবেন না॥ ৪০

পূর্ব্বদিকের বায়ু ও আতপ এবং ধূলি, তুষার ও রুক্ষ বায়ু বর্জ্জন করিবে। বক্রদেহ হইয়া হাঁচিবে না, উদ্গার তুলিবে না, কাসিবে না, ভোজন করিবে না ও মৈথুন করিবে না। নদীকূলের ছায়া ও রাজদ্বিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিবে। দুষ্ট হস্তী প্রভৃতি ব্যাল, সর্পাদি দংষ্ট্রী ও গোমহিষাদি শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণীর নিকটে যাইবে না। কুল শীলাদিহীন ব্যক্তির, অসাধু ব্যক্তির ও অতি নিপুণ ব্যক্তির (অতিগণনা পরায়ণ ব্যক্তির) সেবা করিবে না। উত্তম ব্যক্তির সহিত বিগ্রহ করিবে না। সন্ধ্যাকালে ভোজন, স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও চিন্তা করিবে না। শত্রুর অন্ন, যজ্ঞীয় অন্ন, কথকচারণাদি দ্বারা ব্যাপ্ত স্থানের অন্ন, বেশ্যার অন্ন ও দোকানের (হোটেলের) অন্ন ভোজন করিবে না। অঙ্গ সমূহের দ্বারা মুখের দ্বারা ও নখের দ্বারা বাদ্য করিবে না। হস্ত ও কেশ কম্পিত করিবে না। জল, অগ্নি ও পূজ্য ব্যক্তিগণের মধ্য দিয়া যাইবে না। শবোদ্ভূত ধূম গ্রহণ করিবে না। মদ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইবে না। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না ও স্বাধীনতা দিবে না॥ ৪১—৪৪

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সকল কার্য্যে লোকই উপদেষ্টা। অতএব সাংসারিক সকল বিষয়ে লোকের অনুকরণ করিবে। অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ লোক যেমন ব্যবহার করেন সেই প্রকার ব্যবহার করিবে॥ ৪৫

সকল জীবে দয়া, দান এবং কায় বাক্য ও চিত্তের দমন, পরপ্রয়োজনে স্বার্থবুদ্ধি (পরের কাজ নিজের ভাবিয়া সম্পাদন)—এইগুলি পর্য্যাপ্ত সদ্বৃত্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সদাচার॥ ৪৬

সম্প্রতি আমার দিন রাত্রি কি ভাবে যাইতেছে অর্থাৎ আমার কার্য্য ভাল কি মন্দ হইতেছে, এই বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ করিলে মানব দুঃখভাগী হয় না॥ ৪৭

সংক্ষেপে সদাচার সমূহ কথিত হইল। যিনি এই সকল সদাচার পালন করেন, তিনি আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও স্বর্গাদি শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৪৮

অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ে সূত্রস্থানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা ঋতুচর্য্যা নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটী মাসে এক একটি ঋতু গণনা করা যায়। ঋতু ছয়টি ; যথা—শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত॥ ২

ইহার মধ্যে শিশিরাদি তিনটি ঋতুকে অর্থাৎ শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুকে উত্তরায়ণ বলে। কারণ এই সময়ে সূর্য্য উত্তর পথে গমন করিয়া থাকেন। এই সময়ে সূর্য্যদেব প্রত্যহ মনুষ্য-দিগের বল আদান (গ্রহণ) করেন বলিয়া উত্তরায়ণকে আদান কালও বলা যায়॥ ৩

এই কালে মার্গ স্বভাব হেতু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রুক্ষ গুণান্বিত সূর্য্য এবং বায়ু পৃথিবীর সোমগুণ সমূহ বিনাশ করিয়া থাকেন। সেই জন্য (সূর্য্য ও বায়ু অত্যন্ত রুক্ষ হয় বলিয়া) এই সময় তিক্ত কষায় ও কটুরস যথাক্রমে বলবান্ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শিশিরে তিক্ত, বসন্তে কষায় ও গ্রীষ্মে কটু রস প্রধান হইয়া থাকে। এই রূপে ভূমির সৌম্যগুণের হানি ও রুক্ষ রসের বৃদ্ধি হয় বলিয়া আদান কাল আগ্নেয়।

বর্ষা প্রভৃতি তিনটী ঋতুকে দক্ষিণায়ন কহে। দক্ষিণায়নে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া থাকেন। ইহাকে বিসর্গ কালও বলে। এই কাল প্রাণিদিগকে নিত্য বল প্রদান করিয়া থাকে। বিসর্গকালের সোমগুণবাহুল্য হেতু এই সময়ে চন্দ্র বলবান্ ও সূর্য্য হীনবল হইয়া থাকেন। শীতল মেঘ বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা মহীতল শান্ততাপ হওয়ায় অম্ল লবণ ও মধুর রস যথাক্রমে বলবান্ ও স্নিগ্ধ হয়। (বর্ষাকালে অম্ল, শরৎকালে লবণ ও হেমন্ত কালে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে)॥ ৪—৬

প্রাণিদিগের বল হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে অধিক, বর্ষা ও গ্রীষ্মে অল্প এবং শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে মধ্য হয়॥ ৭

হেমন্ত শিশির চর্য্যা।

হেমন্ত ঋতুতে বিসর্গকাল হেতু বর্দ্ধিত বল পুরুষের লোমকূপাদি মার্গ সকল শীতদ্বারা সংরুদ্ধ হওয়ায় জঠরাগ্নি বহির্গত হইতে না পারিয়া প্রবল হইয়া থাকে। সেই সময়ে আহারাদির অল্পতা হইলে পাচকাগ্নি বায়ু-প্রেরিত হইয়া রসাদি ধাতুসমূহকে পাক করে, সেই জন্য হেমন্তে ধাতুপাক নিবারণার্থ মধুরাম্ললবণ রস বহুল আহার করিবে॥ ৮।৯

এই ঋতুতে রাত্রির দীর্ঘতাবশতঃ প্রাতঃকালে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অতএব প্রত্যূষে অবশ্য কর্ত্তব্য মলমূত্রাদি দিনচর্য্যোক্ত ক্রিয়া সমূহ সম্পাদন করিয়া যথোক্ত (তৈলাভ্যঙ্গাদি) বিধান সকল পালন করিবে॥ ১০

এ সময়ে বাতঘ্ন তৈল (বলা তৈলাদি) দ্বারা অভ্যঙ্গ বিশেষতঃ মস্তকে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন, অভ্যঙ্গের পর শরীর মর্দ্দন (টেপান), ব্যায়াম নিপুণ ব্যক্তির সহিত যুক্তিপূর্ব্বক বাহুযুদ্ধ ও পাদযুদ্ধ (পাদ বিমর্দ্দন) কর্ত্তব্য। বাহুযুদ্ধ ও পাদাঘাত (পা কষাকষি করা) তৈলাভ্যঙ্গের পূর্ব্বে করাই উচিত॥ ১১

ব্যায়ামের পর কষায় দ্রব্য (লোধ্রাদি) মাখিয়া শরীরের স্নেহ তৈলাদি অপনয়ন করিবে। তদনন্তর যথাবিধি স্নান করিবে। স্নানের পর শরীর, কুঙ্কুম কস্তুরী দ্বারা অনুলিপ্ত ও অগুরু ধূপে ধূপিত করিবে॥ ১২

হেমন্তকালে অতিশয় স্নিগ্ধ মাংস রস, মেদুর মাংস, গুড়জাত মদ্য, অচ্ছসুরা (সুরামণ্ড), সুরা এবং গোধূম, পিষ্টক (তণ্ডুলচূর্ণ), মাসকলাই, ইক্ষু ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন নানাবিধ উপাদেয়

খাদ্য, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বসা (মাংস স্নেহ) ও তৈল প্রভৃতি দ্রব্য সেবন করিবে। ঈষদুষ্ণ জল শৌচকার্য্যে (হস্ত পদাদি প্রক্ষালনার্থ) ব্যবহার করিবে। গালিচা, মৃগচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র, প্রবেণী ও বনাত প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিবে এবং শাল প্রভৃতি লঘুভার (হাল্‌কা) গরম কাপড় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত করিবে। যুক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যকিরণ ও অগ্নিতাপ সেবন এবং সর্ব্বদা পাদত্রাণ (জুতা) ব্যবহার করিবে॥ ১৫

পীবরোরুনিতম্বা, পীনস্তনী, যৌবনমদমত্তা, অগুরু প্রভৃতি ধূপ কুঙ্কুম ও যৌবনোষ্মায় উষ্ণাঙ্গী প্রিয়তমা প্রমদা শীতহরণ করিতে সমর্থা॥ ১৬

এ সময়ে অঙ্গারতাপ সন্তপ্ত গর্ভগৃহে (গৃহের ভিতর যে গৃহ, তাহাকে গর্ভগৃহ বলে) ও ভূগৃহে (পাতাল ঘর) বাস করিলে শীতকালের পরুষতা জনিত দোষ কখনই সঙ্ঘটিত হইতে পারে না॥ ১৭

হেমন্ত কালের যে সকল বিধি উক্ত হইল, শীতকালেও এই সকল বিধিই বাহুল্যরূপে পালন করিবে। কারণ, শীতকালে শীত ও আদান কালজ রুক্ষতা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে॥ ১৮

বসন্ত চর্য্যা।

শীতকালে ঋতুস্বভাব হেতু কফ সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্য কিরণ দ্বারা তাপিত ও দ্রবীভূত হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করে। তজ্জন্য নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব সত্বর সেই সঞ্চিত কফের নাশ করিবে॥ ১৯

তীক্ষ্ণ বমন, নস্য ও বিরেচনাদি, লঘু ও রুক্ষ ভোজন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন এবং পাদাঘাত রূপ ব্যায়াম দ্বারা উল্বণ শ্লেষ্মাকে জয় করিয়া তৎপরে স্নান ও কর্পূর চন্দন অগুরু কুঙ্কুমাদি দ্রব্য গাত্রে অনুলেপন করিবে। পুরাতন যব বা গোধূম, মধু ও জাঙ্গল পশু পক্ষী প্রভৃতির শূল্য মাংস (শিক্‌কাবাব্) ভোজন করিবে। অতঃপর উৎকৃষ্ট আম্রের রস মিশ্রিত, প্রিয়া কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পানানন্তর প্রদত্ত, প্রিয়াধর সংসর্গে সুরভি ও প্রিয়তমার নেত্রোৎপলে প্রতিবিম্বিত নির্দ্দোষ আসব অরিষ্ট সীধু মাধ্বীক ও মাধব নামক মদ্য সমবয়স্ক বন্ধুগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে পান করিবে। বসন্তকালে শুঁঠের সহিত সিদ্ধ জল বা অসন-চন্দনাদির সার সিদ্ধ জল, মধুযুক্ত জল অথবা মুতার সহিত সিদ্ধ জল পান করিবে॥ ২০—২৪

যে উপবন দক্ষিণানিল দ্বারা সুশীতল, যাহার চারিদিকে জল প্রণালী সমূহ নিত্য প্রবাহিত, বৃক্ষের ঘনত্ব হেতু যাহার কোনস্থানে সূর্য্যকিরণ ঈষদ্দৃষ্ট বা একবারে অদৃষ্ট, যে স্থান বজ্রমরকতাদি মণি বদ্ধভূমি দ্বারা কান্তিমান, যাহা কোকিল সমূহ দ্বারা মুখরিত, রতিক্রিয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান সংবলিত, নানাবিধ পুষ্পবান্ বৃক্ষে সুশোভিত ও সুগন্ধি, এইরূপ কাননে নানাপ্রকার আনন্দবর্দ্ধক কথা দ্বারা মধ্যাহ্নকাল সুখে অতিবাহিত করিবে॥ ২৫।২৬

গুরুপাক, শীতল, অম্ল, মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং দিবা নিদ্রা এই ঋতুতে বর্জ্জন করিবে॥ ২৭

গ্রীষ্মচর্য্যা।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব অতিতীক্ষ্ণাংশু হইয়া জগতের স্নেহপদার্থকে হরণ করেন। সেই হেতু এসময়ে প্রত্যহ শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়ায় বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এ ঋতুতে লবণ কটু অম্ল

দ্রব্য, ব্যায়াম ও সূর্য্যকিরণ ত্যাগ করিবে এবং লঘুপাক স্নিগ্ধ শীতল ও দ্রব দ্রব্য বিশেষতঃ বহুল পরিমাণে মধুর দ্রব্য সেবন করিবে॥ ২৮।২৯

সুশীতল জলে স্নান করিয়া সশর্কর শক্তু জলে গুলিয়া তাহা পান করিবে। এ সময়ে মদ্য পান করিবে না। যদি একান্ত পক্ষে মদ্য পান করিতে হয়, তাহা হইলে অতি অল্প মাত্রায় পান করিবে অথবা অনেকটা জল মিশাইয়া পান করিবে। ইহার অন্যথা করিলে শোথ, শরীরের শিথিলতা, দাহ ও মোহ হইয়া থাকে॥ ৩০—৩২

কুন্দ সদৃশ বা চন্দ্র সদৃশ শুক্লবর্ণ শালিতণ্ডুলের অন্ন জাঙ্গল মাংসের সহিত ভোজন করিবে। অনতিঘন মাংসরস, রসালা রাগ ও ষাড়ব সেবন করিবে। পঞ্চসারাখ্য পানক (সরবৎ) কদলী ফল ও কাঁঠালের খণ্ড সহ একত্র ও অম্ল রসযুক্ত করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহা মৃৎশুক্তি (মাটীর খুড়ি) দ্বারা পান করিবে। পাটলা পুষ্পে সুবাসিত কর্পূর মিশ্রিত সুশীতল জল পান করিবে॥ ৩৩—৩৫

রাত্রিতে শশাঙ্ক কিরণ নামক ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া চন্দ্র ও নক্ষত্র কিরণে শীতল, শর্করা সংযুক্ত মহিষদুগ্ধ পান করিবে। কর্পূরনাড়িকা নামক ভক্ষ্য দ্রব্যকে শশাঙ্ককিরণ কহে॥ ৩৬

যে উপবনে আকাশচুম্বি সুবৃহৎ শাল ও তাল বৃক্ষ দ্বারা সূর্য্যরশ্মি রুদ্ধ হইয়াছে, যে স্থানে দ্রাক্ষা স্তবক সমূহ মাধবীলতা দ্বারা আশ্লিষ্ট হইয়াছে, সেই উপবনে সুগন্ধি শীতল জল দ্বারা সিচ্যমান পটালি (পরদা) বিশিষ্ট এবং সহকারের কিশলয় ও ফলগুচ্ছ পরিব্যাপ্ত বংশাদি নির্ম্মিত গৃহে, বিকসিত পুষ্পপল্লব শোভিত সুকুমারস্পর্শ কদলীপত্র, কহ্লার, মৃণাল পদ্ম ও কুমুদ পুষ্প বিরচিত শয্যায় মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যতাপার্ত্ত হইয়া শয়ন করিবে। অথবা যে স্থানে পুস্তস্ত্রীর (কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত স্ত্রীর আকৃতিবিশিষ্ট ছবিকে পুস্ত কহে) স্তন হস্ত ও বদন হইতে উশীর সুবাসিত বারি পতিত হইতেছে, এবংবিধ ধারাগৃহে (ফোয়ারাযুক্ত গৃহে) মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য-তাপার্ত্ত হইয়া শয়ন করিবে॥ ৩৭—৪০

এই সময়ে স্বস্থচিত্ত চন্দনানুলিপ্তদেহ ও মাল্যধারী ব্যক্তি অতি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং মদন ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া চন্দ্রকিরণবিচ্ছুরিত সৌধের উপর রাত্রিকালে অবস্থান করিবে। জলসিক্ত শাড়ী, তালবৃন্ত (ময়ূরপিচ্ছাদিকৃত তালবৃন্তসদৃশ ব্যজন বিশেষ) বিস্তৃত পদ্মপত্র, মৃদুসঞ্চালিত জলকণবর্ষি শীতল বায়ুর উৎক্ষেপ (ব্যজন বিশেষ, কেহ বলেন চামর), স্ফটিক কর্পূরগ্রথিত মালা, মল্লিকামালা, হরিচন্দনলাঞ্ছিত মুক্তাহার, মনোরম অব্যক্ত মধুরভাষী শিশু সারিকা ও শুকপক্ষী, এবং মৃণালবলয়ধারিণী প্রস্ফুটিতপদ্ম শোভিতা রমণীয়া দয়িতা গণ, সঞ্চারিণী পদ্মিনীর ন্যায় উক্ত স্বস্থচিত্ত ব্যক্তির ক্লান্তি হরণ করিয়া থাকে। স্বস্থচিত্ত বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সন্তপ্তচিত্ত ব্যক্তির কিছুতেই শান্তি হয় না॥ ৪১—৪৫

বর্ষাচর্য্যা।

আদান (উত্তরায়ণ) কালে মানবের শরীর গ্লানিযুক্ত ও অগ্নি মন্দ হয়। বর্ষাকালে কালস্বভাবহেতু যুগপৎ কুপিত বাতাদি দোষ দ্বারা সেই মন্দ অগ্নি আরও হীন হইয়া থাকে। এসময়ে দোষ সকল কিরূপে কখন একদা কুপিত হয় তাহা কথিত হইতেছে। বর্ষাকালে যখন আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, সেই সময়ে দোষসমূহের দুষ্টি হইয়া থাকে।

তুষারযুক্ত বায়ু এবং গ্রীষ্মসন্তাপের পর সহসা শীতল জল দ্বারা বায়ু, ভূবাষ্প ও কালস্বভাবে অম্লপাক জল দ্বারা পিত্ত এবং মলিন (লুতাকর্দ্দমাদি দ্বারা কলুষিত) জল দ্বারা অগ্নি অতিশয় নষ্ট হয় বলিয়া শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬।৪৭

পরস্পর দূষণশীল এই বাতাদি দোষ সমূহ দূষিত হয় বলিয়া বর্ষাকালে যাহা সাধারণ অর্থাৎ বাতাদি দোষের যুগপৎ শান্তিকারক ও জাঠর-অগ্নির উদ্দীপক সেই সমস্ত সেবন করিবে ॥ ৪৮

সাধারণ বিধি। বর্ষাকালে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া নিরূহ বস্তি গ্রহণ করিবে। এই সময়ে পুরাতন ধান্য (যব গোধূমাদি), যথাবিধি সাধিত মাংস রস, জাঙ্গল মাংস (হরিণাদি), মুদ্গাদিকৃত যূষ, পুরাতন মধু ও মার্দ্বীক অরিষ্ট, সচললবণ ও পঞ্চকোল চূর্ণ মিশ্রিত দধির মাত, বৃষ্টির জল, কূপের জল এবং সিদ্ধজল সেবন করিবে। অত্যন্ত দুর্দ্দিনে (মেঘ বৃষ্টির দিনে) অম্ল, লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত মধুমিশ্রিত লঘুপাক শুষ্কদ্রব্য আহার করিবে ॥ ৪৯।৫০

এ সময়ে পাদচারী হইবে না অর্থাৎ পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইবে না, সর্ব্বদা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার ও ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিবে। বাষ্প শীত ও জলকণা বর্জ্জিত সৌধপৃষ্ঠে বাস করিবে। নদীর জল, উদমন্থ (জল দ্বারা আলোড়িত ও ঘৃত মিশ্রিত ছাতু) দিবানিদ্রা ব্যায়াম ও আতপ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫১।৫২

শরৎচর্য্যা।

বর্ষাকালে বায়ু ও বৃষ্টিজন্য শৈত্য দ্বারা মানবগণের শরীর শীতসহ হয়। তৎপরে শরৎকালে সহসা সূর্য্যকিরণ দ্বারা উক্তবিধ শরীর সন্তপ্ত হইলে বর্ষাসঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে কুপিত হইয়া থাকে। অতএব এসময়ে পিত্তশান্তির জন্য তিক্ত ঘৃত পান বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ৫৩

শরৎকালে ক্ষুধার্ত্তব্যক্তি তিক্ত মধুর ও কষায় রসান্বিত অন্ন ভোজন করিবে। এসময়ে শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ, চিনি, আমলকী, পটোল, মধু ও জাঙ্গলমাংস পথ্য ॥ ৫৪

এই ঋতুতে হংসোদক পান করিবে। যে জল সমস্ত দিন সূর্য্যকিরণ দ্বারা তপ্ত, এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্রকিরণে বা নক্ষত্র কিরণে শীতীকৃত ও অগস্ত্যনক্ষত্র দ্বারা নির্ব্বিষীকৃত তাহাকে হংসোদক কহে। ইহা পবিত্র, নির্ম্মল (অকলুষ), বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মঘ্ন, অনভিষ্যন্দি ও অরুক্ষ। স্নান পানাদি কার্য্যে এই জল অমৃততুল্য ॥ ৫৫।৫৬

এ সময়ে প্রদোষকালে চন্দন ও উশীর অনুলেপন পূর্ব্বক কর্পূর, মুক্তা মাল্য ও বসন পরিধানে সুশোভিত হইয়া সৌধের উপর সৌধ-ধবলা চন্দ্রিকা সেবন করিবে ॥ ৫৭

নীহার, ক্ষার, তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন, দধি, তৈল, বসা, সূর্য্যতাপ, তীক্ষ্ণমদ্য, দিবানিদ্রা, ও পূর্ব্ববায়ু এই দশটী শরৎকালে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৮

শীতকালে ও বর্ষাকালে মধুর অম্ল ও লবণ রস, বসন্তকালে কটু তিক্ত ও কষায় রস, নিদাঘ সময়ে মধুর রস ও শরৎকালে মধুর তিক্ত কষায় রস সেব্য ॥ ৫৯

সাধারণতঃ শরৎ ও বসন্ত কালে রুক্ষ অন্নপান ও অন্য ঋতুতে (হেমন্ত শিশির গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে) স্নিগ্ধ অন্নপান, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে শীতল অন্নপান এবং হেমন্ত শিশির বসন্ত ও বর্ষা কালে উষ্ণ অন্নপান সেবন করিবে ॥ ৬০

সর্ব্বদা সকল রসই অর্থাৎ মধুরাদি ছয়প্রকার রসই সেবনাভ্যাস কর্ত্তব্য। তবে যে ঋতুতে যে যে রসের বিশেষ বিধান করা হইয়াছে, সেই ঋতুতে সেই সেই রস অধিক পরিমাণে সেবন করিতে হইবে॥ ৬১

ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দুই সপ্তাহ অর্থাৎ পূর্ব্ব ঋতুর শেষ এক সপ্তাহ এবং পরবর্ত্তী ঋতুর প্রথম সপ্তাহ এই সপ্তাহদ্বয় কাল ঋতু-সন্ধি নামে অভিহিত হয়। এই সময়ে ক্রমশঃ পূর্ব্বঋতু নির্দ্দিষ্ট বিধি ত্যাগ এবং পরঋতু নির্দ্দিষ্ট বিধি সেবন করিবে। কারণ হঠাৎ অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন করিলে অসাত্ম্যজ (অনুচিত আহার জন্য) রোগসমূহ জন্মিতে পারে। অতএব সহসা অভ্যস্ত ত্যাগ বা অনভ্যস্ত শীলন কর্ত্তব্য নহে॥ ৬২।৬৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা রোগানুৎপাদনীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বায়ু (অধোবায়ু), মল, মূত্র, ক্ষব (হাঁচি), তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, কাস, পরিশ্রমজ শ্বাস, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, বমি ও শুক্র ইহাদের বেগ ধারণ করিবে না॥ ২

অধোবায়ু রোধ করিলে গুল্ম, উদাবর্ত্ত, বেদনা (উদরাদি স্থানে পীড়া), গ্লানি, বায়ু মূত্র ও মলের নিবদ্ধতা, দৃষ্টিনাশ, অগ্নিনাশ ও হৃদ্রোগ জন্মিয়া থাকে। ৩

অধোবায়ুরোধজনিত রোগে স্নেহপ্রয়োগ, স্বেদপ্রদান, ফলবর্ত্তি, বস্তিক্রিয়া এবং বায়ুর অনুলোমকারী যে কোন পান ও ভোজন হিতকর॥ ৪

মলবেগ ধারণ করিলে পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন (পায়ের ডিমে বেষ্টনবৎ পীড়া), প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ, বায়ুর উর্দ্ধগতি (উর্দ্ধগ বায়ুজন্য হিক্কাদিরোগ), পরিকর্ত্ত (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া), হৃদয়ে ভার বোধ ও মুখ দিয়া মল নির্গম এবং পূর্ব্বোক্ত গুল্মাদি রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৫

মূত্রবেগ ধারণ করিলে অঙ্গভঙ্গ (গা মোড়া) অশ্মরী, বস্তি লিঙ্গ ও কুঁচকীতে বেদনা হয় এবং অপান বায়ু ও মলবেগধারণ জন্য রোগ সকল প্রায়ই জন্মিয়া থাকে। বাতাদিরোধ জন্য রোগ সমূহে ফলবর্ত্তি প্রয়োগ, বাতঘ্ন তৈলের অভ্যঙ্গ, বাতহরদ্রব্যসাধিত জল দ্বারা দ্রোণী পূর্ণ করিয়া সেই দ্রোণীতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া অবস্থান, স্বেদ ও বস্তিক্রিয়া হিতকর। পুরীষরোধ জন্য রোগের বিশেষ চিকিৎসা এই যে, ইহাতে মলভেদক অন্নপান ও পূর্ব্বোক্ত বর্ত্ত্যাদি হিতকর। ৬।৭

মূত্রবেগ ধারণ জনিত রোগে ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজ্য দ্রব্য জীর্ণান্তে উত্তম মাত্রায় ঘৃত পান করিবে। এই স্নেহ যোজনাদ্বয়কে অবপীড়ক কহে। (যে পরিমিত স্নেহ অহোরাত্রে জীর্ণ হয়, তাহাকে উত্তমা মাত্রা বলে।)॥ ৮

উদ্গারের বেগ ধারণ করিলে অরুচি, কম্প, বক্ষঃস্থল ও হৃদয়ের স্তব্ধতা, উদরাধ্মান, কাস ও হিক্কা এই সকল রোগ জন্মে। ইহাতে হিক্কার ন্যায় চিকিৎসা করিবে॥ ৮।৯

হাঁচির বেগ রোধ করিলে শিরোবেদনা, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, মন্যাস্তম্ভ ও অর্দ্দিত নামক বাতব্যাধি জন্মে। এই সকল রোগে তীক্ষ্ণ ধূম, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ আঘ্রাণ (মরিচাদির ঘ্রাণ লওয়া), তীক্ষ্ণ নস্য ও সূর্য্যদর্শন দ্বারা রোগিকে হাঁচাইবে। আর স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ১০।১১

তৃষ্ণাবেগ নিগ্রহে শোষ, অঙ্গাবসাদ, বাধির্য্য, সম্মোহ (মূর্চ্ছা), ভ্রম ও হৃদ্রোগ উৎপন্ন হয়। এই সমুদায় রোগে সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া প্রশস্ত॥ ১২

ক্ষুধার বেগ ধারণ করিলে অঙ্গভঙ্গ, অরুচি, গ্লানি, কার্শ্য, শূল, ভ্রমরোগ (পাঠান্তরে—নেত্রবৈবর্ণ্য) উপস্থিত হয়। ইহাতে স্নিগ্ধ উষ্ণ লঘু ও অল্প ভোজন ব্যবস্থা করিবে॥ ১৩.

নিদ্রার বেগ নিগ্রহ করিলে মোহ, মস্তক ও চক্ষুতে ভার বোধ, আলস্য, জৃম্ভা, শরীরের জড়তা, গ্লানি, ভ্রম, অপরিপাক, তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ ও বাতজ রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়। ইহাতে নিদ্রা ও হস্তপদাদির সুখজনক মর্দ্দন প্রশস্ত॥ ১৪

কাস বেগ রোধ করিলে কাসের বৃদ্ধি, শ্বাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, শোষ ও হিক্কা রোগ জন্মে। ইহাতে কাসচিকিৎসিতোক্ত বিধি বাহুল্যরূপে কর্ত্তব্য॥ ১৫

শ্রমজনিত শ্বাসের বেগ ধারণ করিলে গুল্ম, হৃদ্রোগ ও মোহ উপস্থিত হয়। ইহাতে বিশ্রাম ও বাতঘ্ন চিকিৎসা প্রশস্ত॥ ১৬

জৃম্ভার (হাই) বেগ ধারণে হাঁচীর বেগধারণজনিত রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বায়ুনাশক চিকিৎসাবিধি অবলম্বন করিবে॥ ১৭

অশ্রুর বেগ রোধ করিলে পীনস, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, মন্যাস্তম্ভ, অরুচি, ভ্রম ও গুল্ম রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে নিদ্রা, মদ্যপান ও প্রিয়কথা সকল হিতকর॥ ১৮

বমির বেগ ধারণ করিলে বিসর্প, কোঠ (বোল্‌তা দষ্ট স্থানের ন্যায় লালবর্ণ কঠিন শোথ), কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, কণ্ডু, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কাস, শ্বাস, হৃল্লাস, ব্যঙ্গ (মেচেতা) ও শোথ রোগ জন্মে। এই সকল রোগে গণ্ডূষধারণ, ধূমপান, উপবাস, রুক্ষান্ন ভোজন করিয়া তাহা বমি করা, ব্যায়াম, রক্তমোক্ষণ, বিরেচন এবং ক্ষার ও লবণ মিশ্রিত তৈলের অভ্যঙ্গ প্রশস্ত॥ ১৯।২০

শুক্রবেগ রোধ করিলে শুক্রস্রাব, গুহ্যদেশে বেদনা ও শোথ, জ্বর, হৃদয়ে বেদনা, মূত্ররোধ, অঙ্গভঙ্গ, কোষবৃদ্ধি, অশ্মরী ও ধ্বজভঙ্গ রোগ হইয়া থাকে। শুক্রবেগ রোধ জনিত রোগে কুক্কুট মাংস, সুরা, শালিতণ্ডুলের অন্ন, বস্তিকার্য্য, তৈলাদির অভ্যঙ্গ, অবগাহন, বস্তিশুদ্ধিকারক (কুষ্মাণ্ডাদি) দ্রব্য সহ সিদ্ধ দুগ্ধ ও প্রিয়তমা স্ত্রী এই সকল ব্যবস্থা করিবে॥ ২১।২২

বেগরোধির অসাধ্য লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত বেগধারণ জন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি পিপাসা ও শূলবেদনায় অতি পীড়িত এবং দুর্ব্বল হয় অথবা বিষ্ঠা বমন করে, তাহা হইলে সে রোগিকে ত্যাগ করিবে॥ ২৩

মলমূত্রাদির বেগের উদীরণ করিলে অর্থাৎ অনুপস্থিত বেগে বলপূর্ব্বক বেগ প্রদান করিলে অথবা উপস্থিত বেগ ধারণ করিলে কেবল যে পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহ উৎপন্ন হয় তাহা নহে; ইহাতে সকল প্রকার রোগই জন্মিয়া থাকে। বেগ ধারণ জন্য রোগ সমূহের মধ্যে যে

সকল রোগ বাহুল্যরূপে হয়, তাহাদেরই চিকিৎসা বলা হইল। তদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ব্যাধি বেগ ধারণ হেতু জন্মিয়া থাকে। তাহাতে বায়ুও বিশেষরূপে কুপিত হয়। অতএব সেই সমস্ত রোগে বায়ুর অনুলোমকর অন্ন পান ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ২৪।২৫

ইহকালে এবং পরকালে নিজ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া লোভ ঈর্ষ্যা দ্বেষ মাৎসর্য্য ও রাগাদির বেগ সর্ব্বদা ধারণ করিবেন॥ ২৬

যথাসময়ে বায়ু পিত্ত কফ ও পুরীষাদি মলের শোধন (বমন বিরেচনাদি) বিষয়ে যত্নবান্ হইবে ; অর্থাৎ যে মলের যে শোধন কাল, সেই কালে সেই মল শোধন করিবে। যেহেতু সেই সকল মল শোধনাভাবে অত্যন্ত সঞ্চিত ও কুপিত হইয়া প্রাণনাশক হইয়া থাকে। (অত্যন্ত সঞ্চিত বলায় বুঝিতে হইবে যে যখন বাতাদি দোষ সকল অত্যন্ত সঞ্চিত হয়, তখন তাহাদের অন্য চিকিৎসা অপেক্ষা শোধন চিকিৎসাই প্রশস্ত)॥ ২৭

দোষ সকল লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা প্রকৃতিস্থ হইলেও কোনও সময়ে প্রকুপিত হয় ; কিন্তু সংশোধন দ্বারা শোধিত হইলে তাহা আর পুনঃ প্রকুপিত হইতে পারে না॥ ২৮

অতঃপর (সংশোধনের পর) কাল-দেশ-বল-শরীর-আহার-সাত্ম্য-সত্ত্ব-প্রকৃতিজ্ঞ চিকিৎসক যথাক্রমে (রসায়ন-বাজীকরণোক্তক্রমে) যথাযোগ্য দৃষ্টফল রসায়ন ও বৃষ্যযোগসমূহ প্রয়োগ করিবেন॥ ২৯

সংশোধন দ্বারা মানব কর্শিত-দেহ হইলে পুষ্টিজননার্থ তাহাকে শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, গোধুম কৃত খাদ্য, মুগের যূষ, মাংস ও ঘৃতাদি আহার্য্য দ্রব্য সকল—শুঁঠ, পিপুল, আদা, দারুচিনি ও এলাচ প্রভৃতি হৃদ্য এবং অগ্নিবর্দ্ধক ভৈষজ্যযোগে রুচিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক করিয়া ক্রমে ক্রমে আহার করিতে দিবে। আর অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন স্নান নিরূহবস্তি ও স্নেহবস্তি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবে॥ ৩০।৩১

এইরূপে সংশোধনাদি-সেবী ব্যক্তি (পূর্ব্বে শোধন, তৎপরে বৃংহণ, তৎপরে রসায়ন ও তদনন্তর বাজীকরণ) স্বাস্থ্য এবং সমস্ত অগ্নির (ভূতাগ্নি ধাত্বগ্নি ও জঠরাগ্নি এই ত্রয়োদশ বিধ অগ্নির) পটুতা, বুদ্ধি, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিমলতা, স্ত্রীগমনসামর্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিয়া থাকে॥ ৩২

আগন্তু রোগ। ভূতগ্রহ, বিষ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষত ও ভঙ্গাদিজাত জ্বরাদি রোগকে এবং কাম ক্রোধ ও ভয়াদিকে আগন্তু রোগ কহে। স্বাস্থ্যবিধি পালন করিলেও এই সকল আগন্তু রোগ উৎপন্ন হইতে পারে॥ ৩৩

আগন্তুরোগ-চিকিৎসা। অসাত্ম্য আচরণ ত্যাগ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, স্মৃতি (অতীত অবস্থা স্মরণ), দেশ কাল ও আত্মস্বরূপ (বাতপ্রকৃত্যাদি) জ্ঞান ও সদ্‌বৃত্তের অনুষ্ঠান এই গুলি, বাতাদি দোষজ ও আগন্তুজ রোগসমূহের অনুৎপত্তির এবং উৎপন্নরোগের শান্তির সংক্ষিপ্ত বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ৩৪।৩৫

মলের শোধনকাল। হেমন্ত ও শীতকালের সঞ্চিত দোষ (কফ) বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালজাত দোষ (বায়ু) বর্ষাকালে এবং বর্ষাকাল সঞ্চিত দোষ (পিত্ত) শরৎকালের অন্তে সম্যক্ বিশোধন করিলে ঋতুজনিত রোগ সকল কখনও উৎপন্ন হয় না॥ ৩৬

সর্ব্বদা হিতকর আহার বিহার সেবী, সমীক্ষ্যকারী (যিনি ইহা করিলে এইরূপ হইবে এই বিবেচনা করিয়া অশুভ বর্জ্জন ও শুভ গ্রহণ করেন), ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহে অনাসক্ত, দাতা, সর্ব্বজীবে সমদর্শী, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাশীল ও আপ্তোপসেবী (যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সেবাপরায়ণ) ব্যক্তি অরোগ হইয়া থাকেন॥ ৩৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দ্রবদ্রব্যবিজ্ঞানীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

তোয়বর্গ।

আকাশ হইতে পতিত হইবামাত্র বস্ত্রাদি দ্বারা গৃহীত বৃষ্টির জলকে গাঙ্গ-জল কহে। গাঙ্গ-জল ওজোবৃদ্ধিকারক, ক্লান্তিনাশক, হৃদ্য, আহ্লাদজনক, বুদ্ধিপ্রবোধক, স্বচ্ছ, অব্যক্তরস (অনভিব্যক্ত ষড্রস), আস্বাদসুখজনক, স্পর্শে ও বীর্য্যে শীতল, লঘু ও অমৃতোপম। এই জল সূর্য্য কিরণ চন্দ্র কিরণ ও বায়ুর সম্পর্কে, এবং দেশ ও কাল ভেদে হিতকর বা অহিতকর হইয়া থাকে। (গাঙ্গ-জল আনূপদেশ বা জাঙ্গল দেশে অথবা শ্বেতকৃষ্ণাদি পাত্রে পতিত হইলে কিংবা শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুভেদে গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ ২।৩

রৌপ্যপাত্রস্থ শালিতণ্ডুলের শুভ্র অন্ন যে বৃষ্টিজল দ্বারা সিক্ত হইলে ক্লিন্ন বা বিবর্ণ হয় না, তাহাকে গাঙ্গ-জল কহে। এই গাঙ্গ-জল পান করিবে। আর ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে অর্থাৎ উক্ত অন্ন বৃষ্টিজল দ্বারা ক্লিন্ন ও বিবর্ণ হইলে তাহাকে সামুদ্র-জল কহে। এই সামুদ্রজল আশ্বিন মাসভিন্ন অন্য সময়ে পান করিবে না॥ ৪

রজতাদি সুপাত্রস্থিত অদূষিত গাঙ্গ-জল সর্ব্বদা পান করিবে। গাঙ্গজলের অভাবে তদ্‌গুণ-বহুল (স্বচ্ছাদি গুণযুক্ত) অন্য জল পান করিবে। যে জল কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট বিস্তৃত স্থানে অবস্থিত, যে জল সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা সম্যক্ প্রকারে আক্রান্ত এবং নির্ম্মল তাহা গাঙ্গজলের অভাবে পেয়॥ ৫

যে জল কর্দ্দম দ্বারা আবিল (ঘোলাটে) এবং শৈবাল তৃণ ও পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, যে জলে কখনও সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণ পতিত হয় না, যাহাতে বায়ু সঞ্চালিত হয় না, যে জল সদ্যোবৃষ্ট বা ঘন (অস্বচ্ছ), গুরু, ফেনিল, কীটযুক্ত, উত্তপ্ত অথবা যে জল অতিশৈত্য হেতু দন্তগ্রাহি (যাহা পান করিলে দাঁত কন্ কন্ করে) তাহা পান করিবে না॥ ৬

আন্তরীক্ষ জল বর্ষাভিন্ন অন্য ঋতুতে পান করিবে না। কিন্তু বর্ষাকালেও প্রথম বৃষ্টির জল পান করা উচিত নহে। কারণ, প্রথম বৃষ্টির জল লূতাদি কীটের লালা মল মূত্র ও বিষসম্পর্কে দূষিত হইয়া থাকে। (কেহ বলেন বর্ষাকালে প্রথমবর্ষণের জল আর লূতাদি সংসর্গে দূষিত জল পান করিবে না)॥ ৭

পশ্চিমসমুদ্রগামিনী বেগবতী ও নির্ম্মলসলিলা নদীর জল পথ্য। ইহার বিপরীতলক্ষণান্বিতা নদীর জল অপথ্য॥ ৮

হিমালয় ও মলয় পর্ব্বত সঞ্জাত নদীসমূহের মধ্যে যে সকল নদীর জল স্রোতোবেগে প্রস্তর-খণ্ডের উপর পতিত হইয়া তাহার আস্ফালন দ্বারা আক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের জল সুপথ্য। আর যে সকল নদীর জল স্থির (স্রোতোহীন), তাহাদের জল অপথ্য। এই সকল স্থিরসলিলা নদীর জল পান করিলে ক্রিমিরোগ, শ্লীপদরোগ, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ ও শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে॥ ৯

প্রাচ্য (গৌড়), অবন্তি (মালবদেশ) ও কোকণদেশজ নদীসকলের জল পান করিলে অর্শোরোগ, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর-জল পানে উদর ও শ্লীপদ রোগ, সহ্য ও বিন্ধ্যপর্ব্বতোদ্ভূত নদীসমূহের জল পান করিলে কুষ্ঠ পাণ্ডু ও শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে। পারিপাত্র গিরিজাত নদীর জল দোষনাশক, বলজনক ও পুরুষত্ববর্দ্ধক। সমুদ্রের জল ত্রিদোষ-কারক॥ ১০।১১

জাঙ্গল আনূপ ও শৈলময় দেশের গুণানুসারে তত্তদ্দেশজাত কূপ তড়াগাদির (কূপ, সরোবর, তড়াগ, চৌণ্ট্য (লতাপ্রতানাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র শিলাময় গর্ত্তকে চৌণ্ট্য কহে) প্রস্রবণ, ঔদ্ভিদ, বাপী ও নদী) জলের গুণাগুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—জাঙ্গল দেশীয় কূপাদিতে জল অধিক থাকে না বলিয়া তাহা লঘু এবং অনূপদেশজাত কূপাদিতে জল অধিক থাকে বলিয়া তাহা গুরু হইয়া থাকে। আর পার্ব্বতীয় দেশস্থ কূপাদিতে জল অত্যল্প থাকে বলিয়া তাহা লঘুতর হয়॥ ১২

যাহাদের অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, অতিসার, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ ও শোথ রোগ আছে, তাহাদিগের জল পান করা বিধেয় নহে। তবে পিপাসা সহ্য করিতে না পারিলে অতি অল্প মাত্রায় জল পান করা কর্ত্তব্য। আর সুস্থব্যক্তিগণেরও শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে অল্পমাত্রায় জল পান করা কর্ত্তব্য॥ ১৩

ভোজন করিতে বসিয়া প্রথমে জল পান করিলে শরীর কৃশ, ভোজন মধ্যে জল পান করিলে শরীর সম ও ভোজনান্তে জল পান করিলে শরীর স্থূল হইয়া থাকে॥ ১৪

শীতল জল দ্বারা মদাত্যয় গ্লানি মূর্চ্ছা বমি শ্রান্তি (স্বেদ) ভ্রম তৃষ্ণা উষ্মতা দাহ রক্তপিত্ত ও বিষজ রোগসমূহ নিরাকৃত হয়॥ ১৫

উষ্ণজল—অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকর (পাঠান্তরে স্বরবর্দ্ধক), লঘু ও মূত্রশোধক। হিক্কা, উদরাধ্মান, বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত রোগ, নবজ্বর, কাস, আমদোষ, পীনস, শ্বাস ও পার্শ্ববেদনায় এবং সদ্যো বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার পর উষ্ণ জল প্রশস্ত॥ ১৬

ক্বথিত শীতল (গরম করিয়া ঠাণ্ডা করা) জল অনভিষ্যন্দি (কফকারক নহে) ও লঘু। ইহা পিত্তসংসৃষ্ট বা কফসংসৃষ্ট দ্বন্দ্বজ রোগে অর্থাৎ বাতপৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগে এবং সান্নিপাতিক রোগে হিতকর। কিন্তু এই জল বাসি হইলে তাহা ত্রিদোষকারক হইয়া থাকে। (পাঠান্তর—জল প্রাণিগণের প্রাণ। সমস্ত বিশ্বই জলময়, অতএব অত্যন্ত নিষেধ থাকিলেও একবারে জলপান বন্ধ করিবে না। কারণ, দারুণ পিপাসার সময় জল না দিলে মুখশোষ

অঙ্গের অবসাদ প্রভৃতি রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। স্বস্থ কিংবা ব্যাধিত কোন ব্যক্তিরই জল ভিন্ন জীবন রক্ষার উপায় নাই॥) ১৭

নারিকেল জল—স্নিগ্ধ, মধুর রস, বৃষ্য, হিম (শীতবীর্য্য), লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বস্তিশোধক এবং তৃষ্ণা পিত্ত ও বায়ুর নাশক॥ ১৮

বর্ষাকালে আন্তরীক্ষ জল অত্যন্ত পথ্য কিন্তু নদীর জল অতি অপথ্য॥ ১৯

ক্ষীরবর্গ।

(তোয়বর্গের পর দুগ্ধবর্গ কথিত হইতেছে। কারণ অন্যান্য বর্গোক্তদ্রব্য অপেক্ষা দুগ্ধ বহুজনের উপযোগী ও উপকারী, আজন্মসাত্ম্য এবং জীবনাদিগুণবিশিষ্ট।)

প্রায় সমস্ত দুগ্ধই মধুর বিপাক ও মধুর রস, স্নিগ্ধ, ওজস্কর, ধাতুবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, শুক্রকারক, শ্লেষ্মজনক, গুরু ও শীতল। তন্মধ্যে গব্যদুগ্ধ—রসায়ন, জীবনের হিতকারক, উরঃক্ষত ও ক্ষীণের হিতকর, মেধাবর্দ্ধক, বলকর, স্তন্যজনক ও সারক। ইহা শ্রম, ভ্রম, মত্ততা, অলক্ষ্মী, শ্বাস, কাস, অতিশয় পিপাসা, ক্ষুধা, জীর্ণজ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তপিত্ত নাশ করে॥ ২০—২২

মাহিষ দুগ্ধ—গুরুপাক ও শীতবীর্য্য। ইহা অত্যগ্নি ও নিদ্রাহীন ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর॥ ২৩

ছাগদুগ্ধ—শোষ জ্বর শ্বাস রক্তপিত্ত ও অতিসার নাশক। আর ছাগলে অল্প জল পান ব্যায়াম ও কটুতিক্ত ভোজন করে বলিয়া ইহাদের দুগ্ধ লঘুপাক হইয়া থাকে॥ ২৪

উষ্ট্রীদুগ্ধ—ঈষৎ রূক্ষ, উষ্ণ, লবণরস, অগ্নির দীপক ও লঘু। ইহা বায়ু, কফ, আনাহ, কৃমি, শোথ, উদর ও অর্শোরোগে হিতকর॥ ২৫

মানুষীদুগ্ধ (স্তনদুগ্ধ)—তর্পণ আশ্চোতন ও নস্য রূপে ব্যবহার করিলে বায়ু পিত্ত রক্ত ও অভিঘাত জন্য নেত্ররোগ সকল প্রশমিত হয়।

মেষীদুগ্ধ—উষ্ণবীর্য্য, অহৃদ্য ও বাতব্যাধিনাশক। কিন্তু ইহাদ্বারা হিক্কা শ্বাস পিত্ত ও কফ জন্মিয়া থাকে॥ ২৬

হস্তিনীদুগ্ধ—শরীরের স্থিরতাকারক।

অশ্ব প্রভৃতি একশফ প্রাণীর দুগ্ধ—অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, ঈষদম্ললবণ রস, লঘু, শরীরের জড়তা কারক ও শাখা (বাহু উরু প্রভৃতি) গত বাতনাশক॥ ২৭

অপক্ব (কাঁচা) দুগ্ধ—শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাক। যুক্তিপূর্ব্বক সিদ্ধ (অর্দ্ধ পরিমিত জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামান) দুগ্ধ—লঘুপাক ও শ্লেষ্মনাশক। অতিশয় সিদ্ধ করা দুগ্ধ অর্থাৎ ঘন দুগ্ধ অতিগুরুপাক। ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃততুল্য॥ ২৮

দধি—অম্লবিপাক ও অম্লরস, মলসংগ্রাহক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক ও রুচিজনক। ইহা মেদঃ শুক্র বল শ্লেষ্মা পিত্ত রক্ত অগ্নি ও শোথের উৎপাদক। অরুচি রোগে, শীতক বিষমজ্বরে, পীনসে ও মূত্রকৃচ্ছ্রে দধি প্রশস্ত। রূক্ষ দধি (মাখন তোলা দই) গ্রহণীরোগে হিতকর॥ ২৯।৩০

রাত্রিকালে এবং বসন্ত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দধি খাইবে না। উষ্ণ দধি ভোজন করিবে না। মুদ্গযুষ, মধু, ঘৃত, চিনি অথবা আমলকীর রস ইহাদের কোন একটীর সহিত না মিশাইয়া দধি সেবন করিবে না। প্রতিদিন দধি খাইবে না। মন্দজাত দধি খাইবে না। এই সকল নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া দধি সেবন করিলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ ও ভ্রমরোগ জন্মিয়া থাকে॥ ৩১।৩২

তক্র—লঘুপাক, কষায়াম্লরস, অগ্নিদীপক এবং ইহা কফ, বায়ু, শোথ, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী-রোগ, মূত্রবিবন্ধ, অরুচি, প্লীহা, গুল্ম, ঘৃতব্যাপৎ (ঘৃতপানজনিত রোগ), গরবিষ ও পাণ্ডু-রোগের নাশক॥ ৩৩

দধির মাৎ—তক্রের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট; অধিকন্তু ইহা লঘু, সারক, মলমূত্রাদির স্রোতো-বিশোধক ও বিষ্টম্ভ নাশক॥ ৩৪

নূতন নবনীত (টাট্‌কা মাখন)—শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, বর্ণকারক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, মলসংগ্রাহি এবং বায়ু পিত্ত রক্তদুষ্টি ক্ষয় অর্দ্দিত ও কাস রোগের নাশক।

দুগ্ধোত্থ নবনীত—মলসংগ্রাহক এবং রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগের নাশক॥ ৩৫

ঘৃত—বুদ্ধি স্মৃতি মেধা অগ্নি বল আয়ুঃ শুক্র ও চক্ষুর হিতকর। বালক বৃদ্ধ অপত্যার্থী ব্যক্তিদিগের, কান্তি সৌকুমার্য্য ও সুস্বর কামনাকারী লোকদিগের এবং ক্ষত, ক্ষীণ, বীসর্পক্রান্ত শস্ত্র বা অগ্নিদ্বারা পীড়িত জনগণের পক্ষে ঘৃত প্রশস্ত। ইহা বায়ু পিত্ত বিষদোষ উন্মাদরোগ শোষ জ্বর ও অলক্ষ্মীর নাশক। স্নেহসমূহের মধ্যে ঘৃত উৎকৃষ্ট। ইহা শীতবীর্য্য, বয়ঃস্থাপক এবং যোগসংস্কারাদি দ্বারা বহু শক্তিবিশিষ্ট ও সহস্রকার্য্যকারক হইয়া থাকে॥ ৩৬—৩৮

পুরাতন ঘৃত—মদ অপস্মার মূর্চ্ছা শিরোরোগ কর্ণরোগ নেত্ররোগ ও যোনিগত ব্যাধি নাশ করে। ইহা ব্রণের শোধন ও রোপণ॥ ৩৯

কিলাট পীযূষ কূর্চ্চিকা ও মোরণাদি দুগ্ধবিকৃতি সমূহ বলকারক, শুক্রজনক, নিদ্রাকারক, কফবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভি, গুরুপাক ও অগ্নিনাশাদি দোষ জনক। (অল্প দুগ্ধ ও অধিক পরিমিত তক্রদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যকে কিলাট, সদ্যঃপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ কৃত দ্রব্যকে পীযূষ, দধি ও তক্র কৃত পদার্থকে কূর্চ্চিকা এবং ক্ষীরসদৃশ পদার্থ বিশেষকে মোরণ কহে)॥ ৪০

গব্য দুগ্ধ ও ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আবিক (ভেড়ার) দুগ্ধ ও ঘৃত নিন্দিত॥ ৪১

ইক্ষুবর্গ।

ইক্ষুরস—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, কফবর্দ্ধক, মূত্রজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত-নাশক, মধুরবিপাক, মধুর রস ও সারক। ইক্ষুর অগ্রভাগ ঈষৎ লবণরসান্বিত। দন্তচর্ব্বিত ইক্ষুর রস শর্করাতুল্য মধুর রস ও গুণযুক্ত॥ ৪২

ইক্ষুর মূল অগ্রভাগ ও কীটভক্ষিতাদি অংশসমূহ মলমিশ্রিত অবস্থায় যন্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়িত হয় এবং কিছুকাল বাহিরে থাকায় বিকৃতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া যন্ত্রপীড়িত ইক্ষুরস বিদাহি গুরু-পাক ও বিষ্টম্ভী হইয়া থাকে॥ ৪৩

পৌণ্ড্রক (পুঁড়ি) ইক্ষুরস সমস্ত ইক্ষুরস অপেক্ষা শৈত্য মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণে শ্রেষ্ঠ। বংশ নামক ইক্ষুর রস ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ বিশিষ্ট। শতপর্ব্বক, কান্তার ও নৈপালাদি ইক্ষু সমূহ বংশক ইক্ষু অপেক্ষা যথাক্রমে হীনগুণান্বিত। ইহাদের রস ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, ঈষৎ কষায়রস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য ও কিঞ্চিৎ বিদাহী॥ ৪৪।৪৫

ফাণিত (মাৎগুড়)—গুরুপাক (ইক্ষুরস অপেক্ষা গুরু), অভিষ্যন্দী (শ্লেষ্মজনক), ত্রিদোষ জনক ও মূত্রবিশোধক॥ ৪৬

ধৌত (সংস্কারাদি দ্বারা নির্ম্মল) গুড়—কিঞ্চিৎ কফকারক ও মলমূত্রনিঃসারক। অধৌত (সমল) গুড় প্রভৃতি ক্রিমি মজ্জা রক্ত মেদঃ মাংস ও কফজনক॥ ৪৭

পুরাতন গুড় হৃদ্য ও পথ্য। নূতন গুড় শ্লেষ্মজনক ও অগ্নিমান্দ্যকারক॥ ৪৮

মৎস্যণ্ডিকা, খণ্ড (খাঁড়) ও সিতা (চিনি মিছরী) এই সকল দ্রব্য—বৃষ্য, বাতঘ্ন, ক্ষতক্ষীণ ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর এবং ধৌত গুড় অপেক্ষা উত্তরোত্তর অধিক গুণ বিশিষ্ট॥ ৪৯

দুরালভার চিনি—পূর্ব্বোক্ত চিনির ন্যায় গুণান্বিত এবং তিক্ত-মধুর-কষায়রসবিশিষ্ট॥ ৫০

সর্ব্বপ্রকার শর্করাই দাহ তৃষ্ণা বমি মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত নাশক॥ ৫১

ইক্ষুবিকারের (ইক্ষুরস জাত দ্রব্য সমূহের) মধ্যে শর্করা শ্রেষ্ঠ এবং ফাণিত নিকৃষ্ট॥ ৫২

শর্করাযোনি প্রসঙ্গে মধুর গুণ কথিত হইতেছে—মধু চক্ষুর হিতকারক, ছেদি (যে দ্রব্য নিজের তীক্ষ্ণতাহেতু শরীরস্থ পিণ্ডিতভাব সমূহকে ছেদন করে তাহাকে ছেদি কহে), রুক্ষ, কষায়মধুর রস, বায়ুবর্দ্ধক এবং তৃষ্ণা, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, হিক্কা, রক্তপিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, কাস ও অতিসার রোগের নাশক। ইহা ব্রণের সংশোধক, সংযোজক ও রোপক। মধুজাত শর্করা মধুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট॥ ৫৩।৫৪

মধু উষ্ণ করিয়া পান করিলে বা স্বয়ং উষ্ণার্ত্ত হইয়া মধু পান করিলে কিংবা উষ্ণদেশে, উষ্ণকালে অথবা উষ্ণ দ্রব্যের সহিত মধু সেবন করিলে প্রাণ নষ্ট হয়॥ ৫৫

বমন ও নিরূহণ কার্য্যে উষ্ণ মধু নিষিদ্ধ নহে। কারণ উহা (উষ্ণমধু) পরিপাক হইবার পূর্ব্বেই উদর হইতে বহির্গত হইয়া যায়॥ ৫৬

তৈলবর্গ।

সমস্ত তৈলই স্বকারণ-সমগুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ যে তৈল যে দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে তত্তদ্দ্রব্যের গুণ বিদ্যমান থাকে। তৈলের মধ্যে তিল তৈল প্রধান। ইহা তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ি (ব্যাপ্তিশীল), ত্বকের দোষজনক, চক্ষুর অহিতকর, সূক্ষ্মস্রোতোগামি, উষ্ণবীর্য্য, কফাজনক, কৃশব্যক্তির পুষ্টিকারক, স্থূলব্যক্তির কর্শক, মলের কাঠিন্যসম্পাদক ও ক্রিমিঘ্ন। তিল তৈল সংস্কার বিশেষে (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের সহিত পাকাদি দ্বারা সংস্কৃত হইলে) সর্ব্বদোষ-নাশক হইয়া থাকে॥ ৫৭।৫৮

এরণ্ড তৈল—ঈষৎ তিক্তকটু ও মধুর রস, মলনিঃসারক, গুরুপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, আমগন্ধি, এবং ব্রধ্ন (কুঁচকী বা বাঘী), গুল্ম, বায়ু, কফ, উদররোগ ও বিষমজ্বরের নাশক। ইহাদ্বারা কটী গুহ্যদেশ কোষ্ঠ ও পৃষ্ঠ দেশস্থিত শোথ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

রক্ত এরণ্ড (লাল ভেরেণ্ডা) তৈল—অতিশয় তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিচ্ছিল ও আমগন্ধ বিশিষ্ট॥ ৫৯।৬০

সর্ষপতৈল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, রক্তপিত্তজনক, কফঘ্ন, শুক্রনাশক ও বাতাপহ। ইহা কোঠ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ ও ক্রিমি নাশ করে॥ ৬১

বহেড়ার তৈল—মধুররস, শীতল, কেশের হিতকর; গুরুপাক ও বাতপিত্তনাশক॥ ৬২

নিম্বতৈল—তিক্তরস এবং ক্রিমি কুষ্ঠ ও কফের বিনাশক। ইহা অতিশয় উষ্ণবীর্য্য নহে॥ ৬৩

মসিনার তৈল ও কুসুম বীজের তৈল—উষ্ণবীর্য্য, ত্বগ্‌দোষজনক ও কফপিত্তকারক॥ ৬৪

বসা (শুদ্ধমাংসের স্নেহ, চর্ব্বি) ও মজ্জা বাতঘ্ন, বলকর ও পিত্তকফজনক। প্রাণিগণের মাংসের যে গুণ, তাহাদের বসা ও মজ্জারও সেইরূপ গুণ হইয়া থাকে। বসা ও মজ্জার ন্যায় মেদেরও গুণ জানিবে॥ ৬৫

মদ্যবর্গ।

মদ্য—ঈষৎ মধুর তিক্ত কটুকান্বিত অম্লরস, সামান্য কষায়রস, অম্লবিপাক, অগ্নির উদ্দীপক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মনের তুষ্টি ও শরীরের পুষ্টিকারক, মলঃনিঃসারক, লঘু, স্বরবর্দ্ধক, আরোগ্যকারক, প্রতিভাপ্রদ, বর্ণজনক, নষ্টনিদ্র (যাহাদের নিদ্রা হয় না) বা অতিনিদ্র (যাহাদের অধিকনিদ্রা হয়) ব্যক্তিগণের হিতকর, রক্তপিত্তদূষক, কৃশ ও স্থূল ব্যক্তিদিগের হিতকর, রূক্ষ, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্রোতোবিশোধক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। যুক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পীত মদ্যের এই সকল গুণ জানিবে। কিন্তু ইহা অযথা পীত হইলে বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া থাকে॥ ৬৬—৬৮

নূতন মদ্য গুরুপাক ও ত্রিদোষজনক। পুরাতন মদ্য লঘুপাক ও ত্রিদোষনাশক॥ ৬৯

উষ্ণ আহারবিহারাদি উপচারের পর, বিরেচনের পর বা ক্ষুধার সময় মদ্য পান কর্ত্তব্য নহে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা অতিশয় মৃদু মদ্য অথবা অল্প সত্তার বিশিষ্ট (যথোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমিত দ্রব্যদ্বারা সন্ধিত) মদ্য কিংবা কলুষ (অস্বচ্ছ) মদ্য পান করিবে না॥ ৭০

সুরানামক মদ্য—স্নিগ্ধকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, মেদোজনক, রক্তবর্দ্ধক, স্তন্যকারক এবং মূত্র ও কফপ্রদ। ইহা গুল্ম উদর অর্শঃ গ্রহণী ও শোষ রোগ নষ্ট করে॥ ৭১

বারুণী মদ্য সুরার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট এবং হৃদ্য, লঘু ও তীক্ষ্ণ। ইহাদ্বারা শূল, কাস, বমি, শ্বাস, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, আধ্মান ও পীনস রোগ নষ্ট হয়॥ ৭২

বৈভীতকী সুরা (বহেড়া ফল জাতমদ্য)—লঘু, পথ্য ও নাতিতীব্র মদ (তীব্র মত্ততা জন্মায় না)। ইহা ক্ষত পাণ্ডু ও কুষ্ঠ রোগে অত্যন্ত বিরুদ্ধ নহে॥ ৭৩

(যব-সুরা বিষ্টম্ভী গুরুপাক রূক্ষ ও অতিদোষবর্দ্ধক অধিক পাঠ)

অরিষ্ট—যথাদ্রব্যগুণ অর্থাৎ যে দ্রব্য হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে, সেই দ্রব্যের যে গুণ, তজ্জাত অরিষ্টেরও সেই গুণ জানিবে; সমস্ত মদ্য অপেক্ষা ইহা অধিক গুণবিশিষ্ট। অরিষ্ট সেবনে গ্রহণীদোষ, পাণ্ডুরোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোষ, শোথ, উদররোগ, জ্বর, গুল্ম, প্লীহা ও কৃমি রোগ নষ্ট হয়। ইহা কটু ও কষায় রস এবং বাতবর্দ্ধক॥ ৭৪

মার্দ্বীক মন্ত (দ্রাক্ষারসোদ্ভব মন্ত)—লেখন, হৃদ্য, মধুররস, মলনিঃসারক, অন্য মন্ত অপেক্ষা অল্প পরিমাণে পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধক এবং পাণ্ডু মেহ অর্শঃ ও ক্রিমিরোগনাশক। ইহা অতি উষ্ণবীর্য্য নহে॥ ৭৫

খার্জ্জুর মন্ত—মার্দ্বীকমন্ত অপেক্ষা অল্লান্তরগুণ (কিঞ্চিৎ বিশেষ গুণ) বিশিষ্ট। ইহা বায়ুজনক ও গুরুপাক॥ ৭৬

শার্কর (শর্করাজাত) মন্ত—সুগন্ধি, মধুররস, হৃদ্য ও লঘু। ইহা অতিমত্ততাজনক নহে।

গৌড় (গুড়জাত) মন্ত—তৃপ্তিকারক ও অগ্নিদীপক। ইহা মল মূত্র ও বায়ু নিঃসারক॥ ৭৭

সীধু (অপক্ক ইক্ষুরস জাত মন্ত)—বাতপিত্তজনক, ঘৃতাদি স্নেহ সেবন জনিত রোগ ও শ্লেষ্মজরোগ নাশক। পক্ক ইক্ষুরস জাত সীধু—মেদোরোগ, শোথ, উদর ও অর্শোরোগ নিবারক। উভয় প্রকার সীধুর মধ্যে পক্কেক্ষুরস কৃত সীধু শ্রেষ্ঠ॥ ৭৮

মধ্বাসব (মধুকৃত মন্ত) ছেদী (পিণ্ডিত মলের ছেদক), তীক্ষ্ণ এবং মেহ পীনস ও কাস রোগ নাশক॥ ৭৯

শুক্ত (আচার বিশেষ)—রক্তপিত্ত ও কফের উৎক্লেদক (বহির্গমনোন্মুখতা কারক) বাতানুলোমক, অত্যুষ্ণবীর্য্য, অতিরুক্ষ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিঅম্ল, হৃদ্য, অতিশয় রুচিকারক অগ্নিবর্দ্ধক, শীতল স্পর্শ এবং পাণ্ডুরোগ নেত্ররোগ ও কৃমি রোগ নাশক॥ ৮০

গুড়শুক্ত, ইক্ষুরসজ শুক্ত, মন্তশুক্ত ও মার্দ্বীক শুক্ত ইহারা উত্তরোত্তর লঘু অর্থাৎ গুড়শুক্ত অপেক্ষা ইক্ষুরস কৃত শুক্ত লঘু, ইক্ষুরসজ শুক্ত অপেক্ষা মন্তশুক্ত লঘু। মার্দ্বীক শুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা লঘু॥ ৮১

কন্দ মূল ফল ও কাণ্ডাদি দ্রব্য কোন শুক্তে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে তাহা শুক্তের ন্যায় গুণযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৮২

শাণ্ডাকী নামক আর এক প্রকার সন্ধিত পদার্থ আছে তাহা এবং কালান্তরে অম্লীভূত হইয়াছে এরূপ অন্য আসব—রুচিকর ও লঘু। (মূলার শাক ও সর্ষপ শাকের ক্বাথ করিয়া তাহাতে কালজীরা ও রাইসর্ষপ মিশাইয়া সন্ধানোক্ত বিধানে রাখিলে কিছুদিন পরে তাহা অম্ল রস হইয়া থাকে, ইহাকে শাণ্ডাকী কহে॥) ৮৩

ধান্যাম্ল (কাঞ্জিকভেদ)—ভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক, স্পর্শে শীতল, শ্রান্তি ও ক্লান্তি নাশক, রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, বস্তির বেদনানাশক, আস্থাপনে প্রশস্ত, হৃদ্য, লঘু, বাতঘ্ন ও কফনাশক। (২ সের আউস ধান্য কুটিয়া ৮ সের জলের সহিত একটী হাঁড়িতে ভিজাইয়া তাহা ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিবে। ১৫ দিন পরে ভূগর্ভ হইতে তুলিয়া ছাকিয়া লইবে। ইহাকে ধান্যাম্ল কহে।) (অধিক পাঠ—সতুষ ও নিস্তুষ যবকৃত সৌবীরক ও তুষোদক নামক কাঁজী—ধান্যাম্লের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। অধিকন্তু ইহারা ক্রিমি রোগ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট করিয়া থাকে॥) ৮৪

গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের মূত্র—পিত্তজনক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, লবণানুরস (অম্ললবণ রস) ও কটু। এই সকল জন্তুর মূত্রদ্বারা ক্রিমি শোথ উদর

আনাহ, শূল, পাণ্ডুরোগ, কফরোগ, বায়ুরোগ, গুল্ম, অরুচি, বিষদোষ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ নষ্ট হয়॥ ৮৫।৮৬

এই প্রকারে জল দুগ্ধ ইক্ষু তৈল ও মদ্য বর্গদ্বারা দ্রবদ্রব্যের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল॥ ৮৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা অন্নস্বরূপ বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (অন্নের স্বরূপ অর্থাৎ রসবীর্য্য বিপাক প্রভাব গুণ ও কর্ম্মাদি)॥ ১

শূকধান্যবর্গ।

রক্তশালি (দাদ্‌খানি), মহাশালি (রামশালি), কলম, তূর্ণক (মগধে আজব নামে প্রসিদ্ধ) শকুনাহৃত, সারামুখ (কৃষ্ণশূক), দীর্ঘশূক, রোধ্রশূক, সুগন্ধক (গন্ধশালি নামে খ্যাত). (পুণ্ড্র, পাণ্ডুক, পুণ্ডরীক, প্রমোদী (রাঁধুনী পাগল), গৌরশালি, লাঙ্গল, লোহবাল, কর্দ্দম, শীতভীরু অধিকপাঠ) পতঙ্গ ও তপনীয় প্রভৃতি শালিধান্য সমূহ এবং অন্যান্য যে সকল শালি রক্ত শালির তুল্য, সেই সমস্ত শালিধান্য—মধুর রস, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বদ্ধ ও অল্প মলকারক, কষায়ানুরস, পথ্য, লঘু, মূত্রজনক ও শীতবীর্য্য। শূকধান্য সমূহের মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ। ইহা তৃষ্ণা ও ত্রিদোষের নাশক॥ ২।৪

রক্তশালি অপেক্ষা মহাশালি, মহাশালি অপেক্ষা কলম এবং কলম অপেক্ষা তূর্ণক প্রভৃতি ধান্যসকল যথাক্রমে হীন গুণ॥ ৫

যবক, হায়ন, পাংসু, বাষ্প ও নৈষধক প্রভৃতি শালি ধান্য সমূহ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অম্লবিপাক, শ্লেষ্মপিত্তবর্দ্ধক ও মলমূত্রনিঃসারক। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষাকৃত নিন্দিত॥ ৬

যেমন শালি ধান্যের মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ব্রীহিধান্যের মধ্যে ষষ্টিক ধান্য শ্রেষ্ঠ। ইহা স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলসংগ্রাহী, মধুররস, ত্রিদোষনাশক, শরীরের স্থিরতাকারক (অরশ্রমজন্য-গ্লানিনাশক), ও শীতবীর্য্য। গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণগৌরবর্ণভেদে এই ষষ্টিক ধান্য দুই প্রকার। তন্মধ্যে গৌরষষ্টিকই শ্রেষ্ঠ। এই ষষ্টিক অপেক্ষা মহাব্রীহি, কৃষ্ণব্রীহি, জতুমুখ, কুক্কুটাণ্ড, পালাখ্য, পারাবতক শূকর বরক উদ্দালক চীন শারদ দুর্দ্দর গন্ধন ও কুরুবিন্দ এই সকল ধান্য ক্রমশঃ হীনগুণ বিশিষ্ট॥ ৭—৯

এই ষষ্টিকাদি ভিন্ন অন্য ব্রীহি—মধুর রস অম্লবিপাক পিত্তজনক গুরুপাক বহুমলমূত্রকারক ও উত্তাপজনক। পাটল নামক ধান্য অত্যন্ত ত্রিদোষ বর্দ্ধক॥ ১০

কঙ্গু কোদো নীবার ও শ্যামা প্রভৃতি তৃণধান্য সমূহ—শীতবীর্য্য লঘুপাক বাতজনক লেখন ও কফপিত্তনাশক ॥ ১১

তৃণধান্যের মধ্যে প্রিয়ঙ্গু—ভগ্নসন্ধানকারক পুষ্টিকারক ও গুরুপাক। কোদোধান্য—অত্যন্ত মলসংগ্রাহক শীতস্পর্শ ও বিষনাশক ॥ ১২

উদ্দালক—উষ্ণবীর্য্য এবং নীবার ধান্য—শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

যব—রুক্ষ শীতবীর্য্য গুরুপাক মধুর রস সারক মল ও বায়ুবর্দ্ধক বৃষ্য শরীরের স্থিরতা-সম্পাদক এবং মূত্র মেদঃ পিত্ত শ্লেষ্মা পীনস শ্বাস কাস উরুস্তম্ভ কণ্ঠরোগ ও চর্ম্মরোগ-নাশক। অন্য যব ইহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত; বংশজাতযব অর্থাৎ বাঁশের চাউল—রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ॥ ১৩।১৪

গোধূম—শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, জীবন (ওজোবর্দ্ধক), বাতপিত্তনাশক, ভগ্ন-সংযোজক, মধুর রস, সারক ও শরীরের স্থিরতাকারক ॥ ১৫

নন্দীমুখী নামক গোধূম—শীতবীর্য্য, মধুরকষায় রস, লঘুপাক ও সুপথ্য ॥ ১৬

শিম্বীধান্যবর্গ।

মুগ অড়হর ও মহর প্রভৃতিকে শিম্বীধান্য কহে। শিম্বীধান্য—স্রোতঃসমূহের বিবন্ধকারক, কষায়মধুর রস, মলসংগ্রাহি, কটুবিপাক, শীতবীর্য্য ও লঘু। ইহা মেদোরোগ শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্ত-জনিতরোগে এবং প্রলেপে ও পরিষেকে হিতকারক ॥ ১৭

শিম্বীধান্য সমূহের মধ্যে মুগ শ্রেষ্ঠ, ইহা অল্প বায়ুজনক, মটর অত্যন্ত বাতবর্দ্ধক; রাজমাষ (বরবটী)—বাতজনক রুক্ষ গুরুপাক ও বহুমলকারক ॥ ১৮

কুলথকলাই—অম্লবিপাক, উষ্ণবীর্য্য ও অত্যন্ত রক্তপিত্তজনক। ইহা শুক্র অশ্মরী শ্বাস পীনস কাস অর্শঃ কফ ও বায়ু নষ্ট করে ॥ ১৯

নিষ্পাব (রাজশিম্বী)—গুরুপাক, সারক, বিদাহী, বাতজনক, পিত্তকর, রক্তবর্দ্ধক, স্তন্য-জনক ও মূত্রকারক। ইহা দৃষ্টিশক্তি, শুক্র, কফ, শোথ ও বিষদোষের নাশক ॥ ২০

মাষকলাই—স্নিগ্ধ, সারক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও মধুররস, ইহা বল শ্লেষ্মা মল ও পিত্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং শুক্রবিরেচক ॥ ২১

কাকাণ্ডোলা (কাঠশিম) ও আলকুশীর বীজ মাষকলায়ের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট ॥ ২২

তিল—উষ্ণবীর্য্য, ত্বকের হিতকারক, স্পর্শে শীতল, কেশবর্দ্ধক, বলকারক, গুরুপাক, কটুবিপাক, অল্পমূত্রকারক, এবং মেধা অগ্নি কফ ও পিত্তের জনক ॥ ২৩

মসিনা—স্নিগ্ধ, মধুরতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তজনক, গুরুপাক, কটুবিপাক এবং দৃষ্টিশক্তি ও শুক্রনাশক। কুসুম্ভবীজ মসিনার ন্যায় গুণবিশিষ্ট ॥ ২৪

মাষকলাই শিম্বীধান্যের মধ্যে এবং যবক শূকধান্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ॥ ২৫॥

নূতনধান্য অভিষ্যন্দি (শ্লেষ্মবর্দ্ধক)। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য—লঘু। যে সকল সূপ্য (মুদ্গাদি) স্বল্পকাল জাত তাহাও লঘু। নিস্তুষ এবং যুক্তিভর্জ্জিত মুদ্গাদি অতীব লঘু হইয়া থাকে ॥ ২৬

কৃতান্নবর্গ।

মণ্ড পেয়া বিলেপী ও অন্ন ইহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বটী যথাক্রমে লঘু। অর্থাৎ অন্ন অপেক্ষা বিলেপী লঘু, বিলেপী অপেক্ষা পেয়া লঘু; মণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। মণ্ড—হিতকর, বাতানুলোমক, দোষের পাচক, রসরক্তাদি ধাতুসমূহের সমতাকারক, স্রোতঃসমূহের মৃদুতাকারক ও স্বেদজনক। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা গ্লানি ও দোষশেষ (বমন বিরেচনাদি ক্রিয়ার পর অল্পাবশিষ্টদোষ) নষ্ট এবং অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়॥ ২৭।২৮

পেয়া—ক্ষুধা তৃষ্ণা ও তজ্জন্য গ্লানি, দুর্ব্বলতা, কুক্ষিরোগ ও জ্বর নষ্ট করে। ইহা বাতাদি-দোষের অনুলোমক সুপথ্য অগ্নিদীপক ও পাচক॥ ২৯

বিলেপী—মলসংগ্রাহিণী, হৃদ্যা, তৃষ্ণাঘ্নী ও অগ্নিদীপনী, ইহা ব্রণরোগী নেত্ররোগী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের পক্ষে এবং বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধদেহ ব্যক্তিদের ও যাহারা তৈলাদি স্নেহপান করিয়াছে তাহাদের পক্ষে হিতকর॥ ৩০

উত্তমরূপে ধৌত তণ্ডুলের সুসিদ্ধ ও প্রস্রুত (ফেনগালান) উষ্ণ অন্ন লঘুপাক। চিতাপ্রভৃতি আগ্নেয় ঔষধের কাথের সহিত সাধিত অন্ন অতিলঘু। যুক্তিপূর্ব্বক ভর্জ্জিত তণ্ডুলের অন্ন অতিলঘুতম। আর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত অন্ন অর্থাৎ অধৌত তণ্ডুলের অপক্ক অপ্রস্রুত ও শীতল অন্ন, অগ্নিমান্দ্যজনক দ্রব্যের কাথ সহ সিদ্ধ অন্ন, অভৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন গুরুপাক এবং দুগ্ধ ও মাংসাদির সহিত সিদ্ধ অন্ন অতিগুরু॥ ৩১

এইপ্রকারে দ্রব্য, সংস্কার, সংযোগ ও পরিমাণাদির দ্বারা অন্নের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নির্দ্দেশ করিবে। দ্রব্য দ্বারা যথা—রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন লঘু, আশুধান্যাদি ও তাহার অন্ন গুরু। পাকাদি সংস্কার দ্বারা যথা—শূল্যমাংস লঘু, অন্য প্রকারে পক্কমাংস গুরু, অথবা আশু ধান্যের অন্ন গুরু, তাহার খৈ লঘু। সংযোগ দ্বারা যথা—আগ্নেয় ঔষধের কাথ সহ সিদ্ধ অন্ন লঘু, দুগ্ধ মাংসাদির সহিত সিদ্ধ অন্ন গুরু। পরিমাণ দ্বারা যথা—গুরুপাক অন্ন অল্প পরিমাণে সেবিত হইলে লঘু এবং লঘু অন্ন বহুপরিমাণে ভোজন করিলে গুরুপাক হইয়া থাকে। আদিশব্দ দ্বারা দেশাদি বুঝিতে হইবে। যেমন জাঙ্গল দেশোৎপন্ন তণ্ডুলের অন্ন লঘু এবং আনূপদেশ জাত তণ্ডুলের অন্ন গুরুপাক। এইরূপে সমস্ত ভক্ষ্যাদি বিষয় অবগত হইবে॥ ৩২

মাংসের রস—পুষ্টিকারক, তৃপ্তিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও ব্রণনাশক॥ ৩৩

মুগের যূষ—ব্রণরোগী কণ্ঠরোগী ও নেত্ররোগিদিগের পক্ষে এবং বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর॥ ৩৪॥

কুলথকলায়ের যূষ—বাতানুলোমক এবং গুল্ম তূণী ও প্রতূণী রোগ নাশক॥ ৩৫

তিলের ও তিলের খইলের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, শুষ্কশাক, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন ও শাণ্ডাকী ঘটক এই সকল দ্রব্য দৃষ্টিশক্তি নাশক, ত্রিদোষজনক গ্লানিকারক ও গুরুপাক॥ ৩৬

রসালা—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বলজনক ও রুচিকর॥ ৩৭

পানক (সরবৎ)—তৃপ্তিকারক, গুরুপাক, বিষ্টম্ভি (মলস্তম্ভক), মূত্রজনক, হৃদ্য এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি ও ক্লান্তিনাশক। পানক যে দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত হয়, সেই দ্রব্যের যে গুণ, তজ্জাত পানকেরও সেই গুণ জানিবে॥ ৩৮

যাবযূষ (যাবকলায়ের যুষ) প্রভৃত অত্যন্তর বলকারক।

খৈ—অগ্নির উদ্দীপক, লঘুপাক ও শীতবীর্য্য। ইহাদ্বারা পিপাসা, বমি, অতিসার, মেহ, মেদোদোষ, কফ, কাস ও পিত্ত প্রশমিত হয় ॥ ৩৯

চিপিটক (চিড়ে)—গুরুপাক, বলজনক, কফবর্দ্ধক ও বিষ্টম্ভ কারক ॥ ৪০

ধানা—মলস্তম্ভক, রুক্ষ, তৃপ্তিকারক, লেখন ও গুরুপাক। ভাজা যব বা তণ্ডুল প্রভৃতিকে ধানা কহে ॥ ৪১

সক্তু (ছাতু) লঘুপাক। ইহা ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি নেত্ররোগ ও ব্রণরোগ নাশ করে। অধিক জল সংযুক্ত পানযোগ্য ছাতুকে সন্তর্পণ কহে। ইহা সদ্যো বলবর্দ্ধক ॥ ৪২

উদকান্তরিত ছাতু খাইবেনা অর্থাৎ ছাতু খাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বারংবার জল পান করিবেনা। দিবসে দুইবার ছাতু খাইবেনা। রাত্রিতে ছাতু খাইবেনা। কেবল ছাতু (জলাদি রহিত শুষ্ক ছাতু) খাইবেনা। আহারের পর ছাতু খাইবেনা। ছাতু দন্তে কাটিয়া খাইবেনা (অর্থাৎ ছাতুতে অল্পপরিমাণে জল দিয়া শক্ত ডেলার মত করিয়া তাহা খাইবেনা।) ও বহুপরিমাণে ছাতু খাইবেনা ॥ ৪৩

পিণ্যাক (তিলকল্ক, তিলের খইল)—গ্লানিকর, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী ও নেত্ররোগ জনক ॥ ৪৪

বেসবার—গুরুপাক স্নিগ্ধ বলকারক ও পুষ্টিবর্দ্ধক। মুদ্গাদিজাত বেসবার গুরুপাক। যে দ্রব্য দ্বারা বেসবার প্রস্তুত হয় সেই দ্রব্যের যে গুণ তজ্জাত বেসবারেরও সেই গুণ জানিবে। (অস্থিরহিত মাংস পিষিয়া তাহাতে শুঁঠ ধনে জীরা হিং ও ঘৃতাদি মিশ্রিত করিয়া পাক করিলে তাহাকে বেসবার কহে। আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আদার কুচি ও মুগ প্রভৃতির বেসন দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যকে মুদ্গাদিজ বেসবার কহে। ইহাকে পূরণও বলে) ॥ ৪৫।৪৬

একদ্রব্যজাত পিষ্টকাদি সংস্কার বিশেষে গুরুপাক বা লঘুপাক হইয়া থাকে। যেমন—কেবল মুগের পিষ্টক ঘুঁটের আগুণে সিদ্ধ হইলে যেরূপ গুণবিশিষ্ট হয়, কাঠখোলায় পাক করিলে তদপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে এবং কাঠখোলায় সিদ্ধ পিষ্টক অপেক্ষা ভ্রাষ্ট্র (ভাজনাখোলায়) পক্ক তদপেক্ষা কন্দুপক্ক তাহার অপেক্ষা অঙ্গার পাচিত পিষ্টক লঘু হইয়া থাকে ॥ ৪৭

মাংসবর্গ।

হরিণ (গৌরবর্ণ), এণ (কৃষ্ণসার), কুরঙ্গ (সুন্দর চক্ষুর্বিশিষ্ট), ঋষ্য (নীলাণ্ড), গোকর্ণ (তাম্রবর্ণ গোবৎ), মৃগমাতৃকা (কুরঙ্গ-স্ত্রীভেদ, ভেড়ুনী), শশ (খরগোশ) শম্বর (মৃদুরোম-বিশিষ্ট মৃগ), চারুষ্ক (ক্ষুদ্রমৃগ), শরভ (অষ্টপদী মৃগবিশেষ) এবং কালপুচ্ছ ও পৃষত প্রভৃতিকে মৃগ কহে ॥ ৪৮

লাব, বর্ত্তীক (বটের), বার্ত্তীর, রক্তবর্ত্মক, কুক্কুভ (বন্যকুক্কুট), গৌরতিত্তির, চক্রবাক, চকোর, উৎক্রোশ, ভাস্কই, বর্ত্তিকা, তিত্তিরি, ক্রকর, ময়ূর, কুক্কুট, বকর, গোনর্দ (কাক), গিরিবর্ত্তিকা, দাঁড়কাক, ইন্দ্রাভ (কাকবিশেষ) ও হংস এই একবিংশতি প্রকার পক্ষীকে বিষ্কির কহে, ইহারা খাদ্যদ্রব্য সকল বিকীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদের নাম বিষ্কির ॥ ৪৯।৫০

জীবঞ্জীবক, দাত্যূহ (ডাক বা ডাবুক), ভৃঙ্গরাজ, শুক, শারিকা, লাট, কোকিল, হারীত, কপোত ও চটক প্রভৃতি পক্ষিদিগকে প্রতুদ কহে। যাহারা চঞ্চুদ্বারা আহত করিয়া (ঠোক্‌রাইয়া) ভক্ষণ করে তাহাদিগকে প্রতুদ বলিয়া থাকে।

ভেক, গোসাপ, সর্প ও সজারু প্রভৃতি প্রাণিদিগকে বিলেশয় কহে। গর্ত্তে বাস করে বলিয়া ইহাদের নাম বিলেশয়॥ ৫১।৫২

গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, অশ্ব, চিতাবাঘ, সিংহ, ভল্লুক, বানর, বিড়াল, ইন্দুর, ব্যাঘ্র, বৃক (নেকড়েবাঘ), বভ্রু (বেজী), তরক্ষু, খ্যাকশিয়াল, শৃগাল, বাজপক্ষী, নীলকণ্ঠ, কুকুর, কাক, শশঘ্নী (হাড়িয়াবাজ), ভাস (শিখাবিশিষ্ট গৃধিনী), কুরর, গৃধিনী, পেচক, কালচটক, ফিঙ্গা ও মধুহা (পাপিয়া) এই সকল পশু ও পক্ষিদিগকে প্রসহ কহে। যাহারা সহসা বলপূর্ব্বক ভক্ষণ করে তাহাদিগকে প্রসহ কহিয়া থাকে॥ ৫৩—৫৪

বরাহ, মহিষ, ন্যঙ্কু, রুরু (হরিণবিশেষ), রোহিত (লালবর্ণ হরিণ), হস্তী, সৃমর (অশ্বের মত হরিণ), চমর-মৃগ, গণ্ডার ও গবয় (গলকম্বল হীন গোসদৃশ জন্তু) ইহাদিগকে মহামৃগ কহে॥ ৫৫

হংস, সারস, কলহংস, বক, কারণ্ডব (শুক্লহংস), প্লব (কয়াড়), বলাকা, উৎক্রোশ, চক্রবাক, মদ্‌গু (জলকাক, পানকৌড়ী), কোঁচ বক ও রক্তশীর্ষ প্রভৃতি পক্ষীসমূহ জলচর। ৫৬

রোহিত, পাঠীন, কচ্ছপ, কুম্ভীর, কাঁকড়া, ঝিনুক, শঙ্খ, উদ্র (উদ্‌বিড়াল), শামুক, পুঁটী, বাইন, চাঁদা, চুলুকী, নক্র (কুম্ভীরভেদ ঘড়িয়াল), মকর, শিশুমার (শুশুক), তিমিঙ্গিল, রাজী (সমুদ্রমৎস্যবিশেষ) ও চিলিচিম প্রভৃতি জলচর সমূহ মৎস্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মৃগ হইতে মৎস্য পর্য্যন্ত এই আট প্রকারকে শাস্ত্রকারগণ মাংস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ৫৭।৫৮

এই পূর্ব্বোক্ত আটপ্রকার যোনির মধ্যে ছাগল ও ভেড়ার নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কারণ ইহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই, ইহারা কখন জাঙ্গলদেশে কখন অনূপদেশে বাস করে, বাসস্থানের অস্থিরতা নিবন্ধন ইহাদের কোন বর্গ নিশ্চিত হইল না॥ ৫৯

উক্ত অষ্টবিধ বর্গের মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ মৃগ, বিষ্কির ও প্রতুদবর্গ জাঙ্গল, শেষ তিনটী মহামৃগ জলচর ও মৎস্যবর্গ আনূপ এবং মধ্য দুইটী বিলেশয় ও প্রসহবর্গ উভয়চর নামে খ্যাত॥ ৬০

জাঙ্গল মাংস—মলের কাঠিন্য সম্পাদক, শীতবীর্য্য, এবং পিত্তপ্রধান-বাতমধ্য-কফানুগ সন্নিপাতরোগে হিতকর॥ ৬১

খরগোশ—অগ্নিদীপক, কটুবিপাক, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য॥ ৬২

বর্ত্তকাদির মাংস—ঈষদুষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক। ইহাদের মধ্যে তিত্তিরি মাংস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা মেধাজনক, অগ্নিদীপক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক, কান্তিজনক ও বাতোল্বণ সন্নিপাত নাশক॥ ৬৩

ময়ূরের মাংস—বিশেষ পথ্য নহে কিন্তু কর্ণরোগে, নেত্ররোগে, স্বরভঙ্গে ও বয়ঃস্তম্ভনে ইহা পথ্য। বন্য-কুক্কুটের মাংস ময়ূর মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা শুক্রবর্দ্ধক। গ্রাম্য-কুক্কুটের মাংস শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাক॥ ৬৪

ক্রকর ও উপচক্রের মাংস—মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও হৃদয়ের হিতকর। কাণ কপোতের মাংস—গুরুপাক, ঈষৎ লবণরস ও ত্রিদোষজনক। চটক—শ্লেষ্মবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও অত্যন্ত শুক্রজনক ॥ ৬৫

বিলেশয়াদি বর্গ সকল উত্তরোত্তর অধিকতর গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মধুররস, মূত্রজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, বাতঘ্ন ও কফপিত্তজনক ॥ ৬৬

উক্ত বর্গসমূহের মধ্যে মহামৃগবর্গ শীতবীর্য্য। প্রসহবর্গ মধ্যে যাহারা ক্রব্যাদ অর্থাৎ আম-মাংসভোজী (মার্জ্জার গৃধ্র, পেচক প্রভৃতি) তাহারা ঈষৎ লবণরস কটুবিপাক ও মাংসবর্দ্ধক। ইহারা জরা অর্শঃ গ্রহণী ও শোষ রোগে অত্যন্ত হিতকর ॥ ৬৭

ছাগমাংস—অনতিশীতবীর্য্য, ঈষৎ গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও অত্রিদোষপ্রকোপক। ইহা মনুষ্যমাংসের সমান গুণবিশিষ্ট বলিয়া মাংসবর্দ্ধক ও অনভিষ্যন্দি, কেবল ছাগমাংস মাত্র মনুষ্যমাংসের তুল্যগুণ নহে, ছাগশরীরের অন্যান্য রক্তাদি ধাতুও মনুষ্যশরীরস্থ রক্তাদি ধাতুর সমানগুণ বিশিষ্ট ॥ ৬৮

মেষমাংস—ছাগমাংসের বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা অত্যুষ্ণ, অতিগুরু, অতিস্নিগ্ধ, অতি দোষজনক ও অভিষ্যন্দি কিন্তু পুষ্টিকারক ॥ ৬৯

গোমাংস—শুষ্ককাস, শ্রান্তি, অত্যগ্নি, বিষমজ্বর, পীনস, কার্শ্য ও বাতজাদি রোগসমূহ নষ্ট করে ॥ ৭০

মহিষমাংস—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, নিদ্রাজনক এবং শরীরের পুষ্টি ও দৃঢ়তাকারক।

বরাহমাংস—মহিষমাংসের ন্যায় গুণযুক্ত। অধিকন্তু ইহা শ্রান্তিনাশক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বলপ্রদ ॥ ৭১

মৎস্য অত্যন্ত কফজনক, চিলিচীম মৎস্য ত্রিদোষকারক। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পরবর্ত্তী বর্গ সমূহ উত্তরোত্তর অধিক গুরু উষ্ণ স্নিগ্ধ ও মধুর ; তদনুসারে মৎস্য অতিগুরু, অত্যুষ্ণ, অতিস্নিগ্ধ অতিমধুর অতিমূত্র ও শুক্রকারক, অতিবলজনক অতিবাতঘ্ন ও অতিকফ-পিত্তকারক। এস্থানে পুনরায় কফজনক বলায় বুঝিতে হইবে যে মৎস্য সমূহ অতীব কফবর্দ্ধক।)

লাব রোহিতমৎস্য গোসাপ ও এণ ইহারা স্ব স্ব বর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ বিষ্কির বর্গের মধ্যে লাবপক্ষী, মৎস্যবর্গের মধ্যে রোহিতমৎস্য, বিলেশয় বর্গের মধ্যে গোসাপ ও মৃগবর্গে এণ শ্রেষ্ঠ ॥ ৭২

সদ্যোহত তরুণবয়স্ক জন্তুর বিশুদ্ধ (স্নায়ু অস্থি বিরহিত) মাংস ভোজন করিবে। আর স্বয়ং-মৃত, দুর্ব্বল, অত্যন্ত চর্ব্বিযুক্ত, জন্তুর মাংস কিংবা অজ্ঞাত ব্যাধি দ্বারা মৃত বা জলমগ্ন হইয়া মৃত কিংবা বিষ ভোজনে মৃত জন্তুর মাংস ভোজন করিবে না ॥ ৭৩

পুরুষজাতির সম্মুখের মাংস এবং স্ত্রীজাতির পশ্চাদ্ভাগের মাংস গুরুপাক। গর্ভিণীর সকল ভাগের মাংসই গুরুপাক।

চতুষ্পাদ জন্তুদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির এবং বিহঙ্গদিগের মধ্যে পুরুষ জাতির মাংস লঘুপাক ॥ ৭৪

মস্তক, স্কন্ধ, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ, কটী ও পাদদ্বয় এই সকল স্থানের মাংস এবং আমাশয় ও পক্বাশ ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী যথাক্রমে গুরুপাক। (অর্থাৎ মস্তক সর্ব্বাপেক্ষা গুরু এবং পক্বাশ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু)॥ ৭৫

রক্তাদি (রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র) ধাতু সমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর ধাতু যথাক্রমে গুরুতর জানিবে। মাংস অপেক্ষা অণ্ডকোষ, লিঙ্গ, যকৃৎ ও গুহ্যদেশ অধিকতর গুরু॥ ৭৬

শাকবর্গ।

আকনাদি, শঠী, কালকাসুন্দা, সুষুনী, মটর, রাজশাক (কাঁকুই) ও বেতো ইহাদের শাক ত্রিদোষ নাশক, লঘুপাক ও মলসংগ্রাহক॥ ৭৭

উক্ত শাকসমূহের মধ্যে সুষুনীশাক অগ্নিবর্দ্ধক ও বলজনক। রাজশাক—শ্রেষ্ঠ, গ্রহণীরোগ ও অর্শোরোগ নাশক। বেতোশাক (লাল বেতো) মলভেদক॥ ৭৮

কাকমাচী শাক—ত্রিদোষঘ্ন, কুষ্ঠনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, মল নিঃসারক ও স্বরবর্দ্ধক। আমরুল—অম্লরস, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রাহক ও লঘু। ইহা গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, বায়ু ও শ্লেষ্ম রোগে হিতকর॥ ৭৯

পলতা, সাতলা, নিম্ব, মহাকরঞ্জ, সোমরাজী, গুলঞ্চ, বেতাগ্র (বেতের ডগি), বৃহতী, বাসক, কুন্তলী (সূক্ষ্মতিলজাতি), তিলপর্ণিকা, মণ্ডূকপর্ণী (থুলকুড়ী), কাকরোল, করোলা, ক্ষেতপাপড়া, নালিতা, মটর, গোজিয়া, বেগুন, কুড়চি, করীর (মরুজ বৃক্ষবিশেষ), কুলক (গাব), নন্দীবৃক্ষ (পাকুড়), পাঠা, কাঁচড়া শাক, কঠিল্ল (দীর্ঘপত্রা পুনর্নবা, কেহ বলেন উচ্ছে), কেঁউ, শীত (বিজয়সার), ধুঁধুল ও কমলাগুঁড়ি ইহাদের শাক তিক্তরস, কটুবিপাক, মল-সংগ্রাহক, বায়ুজনক ও কফ পিত্ত নাশক॥ ৮০—৮২

পলতা-শাক—হৃদয়ের পক্ষে হিতকর, ক্রিমিনাশক, মধুর বিপাক ও রুচিবর্দ্ধক।

বৃহতী ও কন্টকারী শাক—পিত্তজনক, অগ্নির উদ্দীপক, মলভেদক ও বাতঘ্ন॥ ৮৩

বাসকপত্র—বমি ও কাস নষ্ট করে। ইহা অত্যন্ত রক্তপিত্ত নাশক।

করোলাপত্র—অল্প কটুরসযুক্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিশয় কফঘ্ন॥ ৮৪

বেগুনের পত্র—কটুতিক্তমধুররস, উষ্ণবীর্য্য, বাতকফঘ্ন, ঈষৎ ক্ষারগুণবিশিষ্ট, অগ্নিজনক, হৃদয়হিত, রুচিকর ও ঈষৎ পিত্তজনক॥ ৮৫

করীর—উদরাধ্মানকারক এবং কষায়-মধুর-তিক্তরস।

ধুঁধুল ও হাকুচপত্র—মলভেদক ও অগ্ন্যুদ্দীপক॥ ৮৬

তণ্ডুলীয় (চাঁপানটে) শাক—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মধুর-রস, মধুরবিপাক ও লঘু। ইহা মদ পিত্ত বিষ ও রক্তদুষ্টির বিনাশক।

মুঞ্জাতপুষ্পশাক—স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুররস, পুষ্টিকারক, অত্যন্ত শুক্রকারক ও বায়ু-পিত্ত নাশক॥ ৮৭

পালংশাক—গুরুপাক ও মলনিঃসারক। পুঁইশাক—মদরোগ নাশক, গুরুপাক ও মল-নিঃসারক। চঞ্চুশাক—পালংশাকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং মলসংগ্রাহক॥ ৮৮

ভূমিকুষ্মাণ্ড—বাতপিত্তঘ্ন, মূত্রকারক, মধুররস, শীতবীর্য্য, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, সুস্বরকারক, গুরুপাক, বৃষ্য ও রসায়ন ॥ ৮৯

জীবন্তীশাক—চক্ষুর হিতকারক, সর্ব্বদোষনাশক, মধুররস ও শীতবীর্য্য ॥ ৯০

কুষ্মাণ্ড, লাউ, তরমুজ, কর্কারু (কুষ্মাণ্ডভেদ), কাঁকুড়, ঢেঁড়স, শশা, বাখারী ও ভিখুর—বাতশ্লেষ্মজনক, মলভেদক, বিষ্টম্ভী (উদরের স্তব্ধতাকারক), অভিষ্যন্দী, মধুররস, মধুরবিপাক ও গুরুপাক ॥ ৯১

লতাফল সমূহের মধ্যে কুষ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ। ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক, মূত্রাশয়শোধক ও শুক্রবর্দ্ধক। শশা—অতিশয় মূত্রকারক ॥ ৯২

লাউ—অতিশয় রুক্ষ ও মলসংগ্রাহক। তরমুজ কাঁকুড় ও ভিকুর—কচি হইলে শীতবীর্য্য, ও পিত্তনাশক হইয়া থাকে; কিন্তু পক হইলে ইহার বিপরীত গুণান্বিত হয় ॥ ৯৩

শীর্ণবৃন্ত (খরমুজ)—ঈষৎ ক্ষারগুণান্বিত, পিত্তজনক; বায়ু ও কফনাশক, রুচিপ্রদ, অগ্নিদীপক, হৃদয়-হিত, লঘু এবং অষ্ঠীলা ও আনাহরোগ নাশক ॥ ৯৪

মৃণাল (সূক্ষ্মমৃণাল), বিস (স্থূলমৃণাল), পদ্মমূল, কুমুদকন্দ, রক্তোৎপলের মূল, মাণকচু, মাষক, কেলূট (কেমুককন্দ), পানিফল, কেশুর, ক্রৌঞ্চাদন (কমলদণ্ড বা ঘেঁচু) ও পদ্মবীজ—ইহারা রুক্ষ, গ্রাহি, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক ॥ ৯৫

কলমী শাক, মার্ষ (নটেশাক), কুটিঞ্জর (বনবাস্তুক), মলঘসিন্না শাক, চিল্লী (সাদা বেতোশাক), লট্টাক (করঞ্জভেদ), সুনেশাক, কুরুট (সুষুণিশাকভেদ), গড়গড়ে, জীবন্তীশাক, জ্বজ্বরুক (শাকবিশেষ), চাকুন্দে, যবশাক (বেতোভেদ), সুবর্চ্চলা (হুড়হুড়ে), সর্ব্বপ্রকার আলু ও সুপ্য (মুগ প্রভৃতি পত্র) এবং যষ্টিমধু ইহারা ঈষৎ লবণান্বিত মধুর রস, রুক্ষ, বাতশ্লেষ্মজনক, গুরুপাক, শীতবীর্য্য ও মলমূত্র নিঃসারক। এই সকল শাক প্রায় উদরে স্তব্ধীভূত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগকে সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া রস ফেলিয়া দিবে। পরে অধিক মাত্রায় ঘৃত তৈলাদি স্নেহ সংযোগে পাক করিবে। এইরূপে পাক করিলে অতিদোষজনক হয় না ॥ ৯৬—৯৮

ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট চিল্লিশাকের (বেতোভেদ) গুণ বেতোশাকের ন্যায় জানিবে।

গণিয়ারী ও বরণ (শালবৃক্ষবিশেষ) ইহাদের শাক মধুররস, কিঞ্চিৎ তিক্ত ও বাতশ্লেষ্মনাশক ॥ ৯৯

দ্বিবিধ পুনর্নবা (শ্বেত ও রক্ত) ও কালশাক—ঈষৎ ক্ষারগুণান্বিত, কটুতিক্তরস, অগ্নিদীপক ও ভেদক। ইহারা গরবিষ, শোথ, বায়ু ও শ্লেষ্মাকে নষ্ট করে ॥ ১০০

করঞ্জের অঙ্কুর—অগ্নিদীপক, বাতশ্লেষ্মঘ্ন ও সারক। শতমূলীর অঙ্কুর—তিক্তরস, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক ॥ ১০১

বংশাঙ্কুর (বাঁশের কোঁড়)—রুক্ষ, বিদাহী ও বায়ুপিত্তজনক।

পত্তুর (শালিঞ্চ) শাক—অগ্নিদীপক, তিক্তরস, এবং প্লীহা অর্শঃ কফ ও বায়ুর নাশক ॥ ১০২

কাসমর্দ (কালকাসুন্দা)—কৃমি, কাস ও কফোৎক্লেদ (গা বমি করা) নষ্ট করে। ইহা সারক।

কুসুম্ভশাক—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অম্লরস, গুরুপাক, পিত্তকারক ও সারক॥ ১০৩

সর্ষপশাক—গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মলমূত্রের বিবদ্ধতাকারক ও ত্রিদোষজনক॥ ১০৪

যে মূলা কচি ও অব্যক্তরস (যাহাতে মধুরাদি কোন রস স্পষ্ট প্রকাশ হয় নাই)—তাহা ঈষৎ ক্ষারবিশিষ্ট, অল্প তিক্ত, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য এবং গুল্ম, কাস, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, ব্রণরোগ, নেত্ররোগ, গলরোগ, স্বরভেদ, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও পীনস রোগের শান্তিকারক। বড়মূলা—কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষজনক, গুরুপাক ও অভিষ্যন্দী। মূলা ঘৃততৈলাদি স্নেহ পদার্থ সহ সিদ্ধ করিলে বায়ুনাশক হইয়া থাকে। শুষ্কমূলা—বায়ু ও শ্লেষ্ম নাশক। আর সর্ব্বপ্রকার কাঁচা মূলা ত্রিদোষজনক॥ ১০৫-১০৭

পিণ্ডালু (চুপড়ি আলু)—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মঘ্ন।

শ্বেত তুলসী, সজিনা, কৃষ্ণ তুলসী, ক্ষুদ্রপত্র শ্বেত তুলসী, রাই, গন্ধতৃণ, ফণিজ্জক (তীব্রগন্ধ তুলসী বিশেষ), বাবুই তুলসী, জম্বীর (গন্ধতুলসী, নাগদনা) ও ধনে তুম্বুরু আদা প্রভৃতির চাট্‌নী—মলসংগ্রাহক, বিদাহি, কটুরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, বাতাদি দোষের উৎক্লেশ কারক, এবং দৃষ্টি শুক্র ও কৃমি নাশক॥ ১০৮।১০৯

কাল তুলসী—হিক্কা, কাস, শ্রম, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা ও দুর্গন্ধ নিবারক।

সুমুখ (কটুপত্র তুলসী) কিঞ্চিদ্‌বিদাহী, গরদোষ ও শোথ নাশক।

আর্দ্রিকা—তিক্ত মধুররস ও মূত্রকারক। ইহা পিত্তবর্দ্ধক নহে॥ ১১০

লশুন—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, কটুবিপাক, সারিক, হৃদ্য, কেশের হিতকর, গুরুপাক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, অগ্নিদীপক ও রক্তপিত্তজনক। ইহা কিলাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, মেহ, ক্রিমি, কফ, বায়ু, হিক্কা, পীনস, শ্বাস ও কাস রোগ নষ্ট করে। (পাঠান্তরে ইহা রসায়ন)॥ ১১১।১২

পলাণ্ডু—রসুন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ। ইহা কফজনক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকারক। কফবাতার্শোরোগির স্বেদকার্য্যে ও ভোজনে পেঁয়াজ প্রশস্ত॥ ১১৩

গাজর—তীক্ষ্ণবীর্য্য ও মলসংগ্রাহক। ইহা পিত্তরোগির হিতকর নহে।

ওল—অগ্নির দীপক, রুচিকারক, কফঘ্ন, বিশদ (নির্ম্মলত্বকারক), লঘুপাক। ইহা অর্শো-রোগির সুপথ্য।

ভূকন্দ—অত্যন্ত দোষবর্দ্ধক॥ ১১৪

পত্রশাক, পুষ্পশাক, ফলশাক, ডাঁটাশাক ও কন্দশাক ইহারা যথাক্রমে গুরুপাক। অর্থাৎ পত্রশাক অপেক্ষা পুষ্পশাক, তদপেক্ষা ফলশাক ইত্যাদিক্রমে গুরু॥ ১১৫

সর্ব্বপ্রকার শাকের মধ্যে জীবন্তীশাক শ্রেষ্ঠ এবং সর্ষপ শাক সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট॥ ১১৬

ইতি শাকবর্গ।

ফলবর্গ

ত প্রকার ফল আছে তন্মধ্যে দ্রাক্ষা উৎকৃষ্ট। হৃদ্য, ..., চক্ষুর হিতকর, মলমূত্রনিঃসারক, মধুর রস, মধুর বিপাক, ঈষৎ কষায়, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক। দ্রাক্ষা—বায়ু, রক্তপিত্ত, মুখ-তিক্ততা, মদাত্যয়, তৃষ্ণা, কাস, শ্রম, শ্বাস, স্বরভেদ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নষ্ট করে॥ ১১৭।১১৮

মধুররসান্বিত দাড়িম—পিত্তপ্রধানত্রিদোষনাশক। অম্ল দাড়িম—পিত্তের অবিরোধী (অর্থাৎ ইহা পিত্তকে প্রশমিত বা প্রকুপিত করে না), অনতি উষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মনাশক। সকলপ্রকার দাড়িম—হৃদ্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক॥ ১১৯

কদলী, খেজুর, কাঁটাল, নারিকেল, ফল্‌সা, আমড়া, তাল, গাম্ভারীফল, ক্ষীরিণী, মৌলফল, সৌবীর বদর, অঙ্কোল্ল (বিষ), কাকডুমুর, শেলু, বাদাম, পেস্তা, আখ্‌রোট, দন্তীফল, আঁকোড় ফল, উরুমাণ (পশ্চিমে ইহাকে সারীফল বলে) ও পিয়ালফল—ইহারা গুরুপাক, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত প্রসাদক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং দাহ ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক॥ ১২০—১২২

তালফল—পিত্তকারক। গাম্ভারীফল—সারক, শীতবীর্য্য, মল... বিবন্ধনাশক, কে... হিতকর, মেধাবর্দ্ধক ও রসায়ন। বাদাম প্রভৃতি ফল সমূহ—উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তজনক, মল-নিঃসারক, অতিশয় বায়ুনাশক ও স্নিগ্ধ; পিয়ালফল—অনুষ্ণবীর্য্য; পিয়ালফলের মজ্জা—মধুর রস, শুক্রজনক ও বাতপিত্তনাশক। কোলমজ্জা—(কুলের আঁটির শাঁস) পিয়ালমজ্জার ন্যায় গুণবিশিষ্ট; অধিকন্তু ইহা পিপাসা, বমি ও কাসনাশক॥ ১২৩ ১২৫

পকবিল্ব—দুষ্পাচ্য, দোষবর্দ্ধক, পূতিবায়ুজনক (বাতকর্ম্মে দুর্গন্ধ করে)। কচিবেল—অগ্নি-দীপক এবং কফ ও বায়ুনাশক। উভয় প্রকার বিল্বই মলমূত্রাদির সংগ্রাহক॥ ১২৬

কাঁচা কয়েতবেল—স্বরঘ্ন ও ..., পাকা কয়েতবেল—দোষনাশক এবং হিক্কা ও বমি নিবারক। কাঁচা পাকা উভয় কয়েতবেলই মলসংগ্রাহক ও বিষনাশক॥ ১২৭

জাম—গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত বায়ুকারক, মলমূত্রসংগ্রাহক, স্বরের অহিত-কারক ও কফপিত্তনাশক॥ ২২৮

কচি আম—বায়ুজনক ও রক্তপিত্তকারক। বদ্ধাস্থি (যাহার আঁটি হইয়াছে এমন) আম—কফপিত্তজনক। পাকা আম—গুরুপাক, বাতঘ্ন, মধুরাম্লরস, শ্লেষ্মজনক ও শুক্রবর্দ্ধক॥ ১২৮

বৃক্ষাম্ল (তেঁতুল)—মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক॥ ১২৯

শাঁইফল—গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কেশঘ্ন ও রুক্ষ।

পীলুফল—পিত্তজনক, কফবাতনাশক, মলভেদক এবং প্লীহা, অর্শঃ কৃমি ও গুল্মরোগ নাশক। যে পীলু ঈষৎ তিক্ত ও মধুর রস তাহা কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য ও ত্রিদোষনাশক॥ ১৩০।১৩১

মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু) ত্বক্—তিক্তকটুরস, স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক। ইহার শাঁস পুষ্টিকারক, মধুর রস, বাতপিত্তঘ্ন ও গুরুপাক। মাতুলুঙ্গের কেশর—লঘুপাক এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা, মদাত্যয়, মুখশোষ, বায়ু, শ্লেষ্মা, মলবদ্ধতা, বমন, অরুচি, গুল্ম, উদর, অর্শঃ শূল ও মন্দাগ্নি নাশক॥ ১৩২।১৩৩

ভেলার ত্বক্ ও শাঁস—পুষ্টিকারক, মধুর রস ও শীতবীর্য্য। ইহার আঁটি অগ্নিসম তীক্ষ্ণ (গাত্রে লাগিলে ফোস্কা হয়), মেধাবর্দ্ধক ও অত্যন্ত বাতশ্লেষ্মনাশক ॥ ১৩৪

পারেবত (পেয়ারা) ফল দুই প্রকার, মধুর ও অম্ল। মধুর পারেবত শীতবীর্য্য এবং অম্ল পারেবত উষ্ণবীর্য্য ; ইহারা গুরুপাক, রুচিকারক ও অত্যগ্নিপ্রশমক।

কাঁচা আরুক ফল—মধুর রস ও রুচিজনক। পক্ব আরুক ফল—কিঞ্চিদুষ্ণবীর্য্য, কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও কিঞ্চিৎ দোষ জনক। ইহা শীঘ্র জীর্ণ হয় ॥ ১৩৫।১৩৬

দ্রাক্ষা ফলসা ও করমচা ইহারা কাঁচা অবস্থায় অম্ল রস, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও মলনিঃসারক ॥ ১৩৭

কুল, শেয়াকুল, ডেলোমান্দার, আমড়া, আরুক, নারঙ্গীলেবু, জামীর, তুঁদ ও মৃগলিণ্ডিক ইহারা কাঁচা অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত দ্রাক্ষাদি ফলের ন্যায় অম্লাদিগুণবিশিষ্ট। করমচা পক্ব ও শুষ্ক হইলে অতিপিত্তকারক হয় না ॥ ১৩৮

শুষ্ক তেঁতুল ও কুল—অগ্নির উদ্দীপক, ভেদক, লঘুপাক, তৃষ্ণা পরিশ্রম ও ক্লান্তির নাশক, এবং কফ ও বায়ুর পক্ষে হিতকর ॥ ১৩৯

সমস্ত ফলের মধ্যে লকুচ (ডেহুমাদার) অপকৃষ্ট। ইহা সর্ব্বদোষজনক ॥ ১৪০

যে ধান্য—হিম, প্রবৃদ্ধ বায়ু (ঝড়), আতপ, দুষ্ট বায়ু (পূর্ব্ব বায়ু) ও সর্পাদির লালামূত্র প্রভৃতি দ্বারা দূষিত, যাহা কীটযুক্ত (পোকাধরা), জলমগ্ন, বিপরীত ভূমিতে জাত, বা অসময়ে (অন্য ঋতুতে) উৎপন্ন, যাহা অন্য বিজাতীয় ধান্য মিশ্রিত কিংবা যাহা অতি পুরাতনত্ব প্রযুক্ত হীনবীর্য্য সে সকল ধান্য পরিত্যাগ করিবে। যে সকল শাক রুক্ষ, তৈলাদি না দিয়া কেবল জলে (কিংবা কাঁজি প্রভৃতিতে) সিদ্ধ, অকোমল, অজ্ঞাত রস ও শুষ্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু শুষ্ক মূলা পরিত্যাজ্য নহে। ফল সকলও উক্তরূপ দূষিত হইলে বা কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিবে না। কেবল কাঁচাবেল গ্রহণ করিবে। ইহা প্রশস্ত ॥ ১৪১-১৪৩

ইতি ফলবর্গ।

লবণবর্গ।

সর্ব্বপ্রকার লবণ—বিষ্যন্দি (পিণ্ডীভূত কফাদির বিলীনতা কারক), সূক্ষ্মস্রোতোগামী, মলমূত্রাদির নিঃসারক, বাতঘ্ন, পাকী (অন্তর্ব্রণের পাক কারক), তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক ও পিত্তশ্লেষ্মজনক ॥ ১৪৪

লবণের মধ্যে সৈন্ধবলবণ—ঈষৎ মধুর রস, বৃষ্য, হৃদ্য, ত্রিদোষনাশক, লঘু, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর্হিত, কিঞ্চিৎ বিদাহী ও অগ্নিদীপক ॥ ১৪৫

সচল লবণ—লঘু, হৃদয়ের হিতকর, সুগন্ধি, উদ্গার শোধক, কটুবিপাক, মলাদির বিবদ্ধতা নাশক, অগ্নিদীপক ও রুচিজনক ॥ ১৪৬

বিট্ লবণ—ঊর্দ্ধ ও অধোগত বায়ুর এবং বায়ুর অনুলোমক, অগ্নিদীপক ও মলমূত্রাদির বিবদ্ধনাশক। ইহা দ্বারা আনাহ, বিষ্টম্ভ, শূল ও উদরের ভার নষ্ট হয় ॥ ১৪৭

সামুদ্র লবণ—মধুরবিপাক, গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

ঔদ্ভিদ লবণ—ঈষৎ তিক্তান্বিত কটুরস, ক্ষারগুণযুক্ত, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও উৎক্লেদি (দোষের উৎক্লেশজনক) ॥ ১৪৮

কাললবণ—সৌবর্চ্চল লবণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট কিন্তু সুগন্ধহীন।

রোমকলবণ—লঘু। পাঙ্গালবণ—ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক।

লবণের প্রয়োগ কালে সৈন্ধবাদি প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ একটী লবণের প্রয়োগ থাকিলে কেবল সৈন্ধব প্রয়োগ করিবে। লবণদ্বয় বলা থাকিলে সৈন্ধব ও সচল এবং লবণত্রয় উক্ত থাকিলে সৈন্ধব সচল ও বিট্‌লবণ এইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৪৯

যবক্ষার—গুল্ম, হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, আনাহ, গলরোগ, শ্বাস, অর্শোরোগ, কফ ও কাস নষ্ট করে ॥ ১৫০

সর্ব্বপ্রকার ক্ষারই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক, লঘুপাক, রক্তপিত্তদূষক, পাককারী, ছেদী (মেদঃশ্লেষ্মাদির গ্রন্থি ছেদক), হৃদয়ের অপ্রিয়, বিদারণ (পক্ক স্ফোটকাদির বিদারক), এবং কটু ও লবণ রস বাহুল্য হেতু শুক্র ওজঃ কেশ ও চক্ষুর অহিতকর ॥ ১৫১

হিঙ্গু (হিঙ্)—বায়ু কফ আনাহ ও শূলের নাশক, পিত্তপ্রকোপক, কটুবিপাক, কটুরস, রুচিজনক, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘুপাক ॥ ১৫২

হরীতকী—কষায়রসপ্রধান, মধুরবিপাক, রুক্ষ, লবণরসহীন (ইহাতে লবণ ব্যতীত পাঁচটীরস আছে, তন্মধ্যে কষায় রস অধিক), লঘুপাক, অগ্নির দীপ্তিকারক, পাচক, মেধাবর্দ্ধক, অত্যন্ত বয়ঃস্থাপক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, বায়ুর হিতকর এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বলপ্রদ। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, বৈবর্ণ্য, স্বরবিকার, পুরাতন বিষমজ্বর, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, কামলা, গ্রহণীরোগ, শোষ, শোথ, অতিসার, মেদোরোগ, মোহ, বমি, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, কফপ্রসেক, অর্শঃ, প্লীহা, আনাহ, গরদোষ, উদররোগ, মলমূত্রাদির স্রোতোবিবন্ধ, গুল্ম, উরুস্তম্ভ, অরুচি এবং কফবাতজনিত যাবতীয় রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫৩—১৫৬

আমলকী—হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট। বিশেষ এই যে, ইহা শীতবীর্য্য অম্লরস ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

বহেড়া—কটুবিপাক, শীতবীর্য্য, কেশের পক্ষে হিতকর এবং হরীতকী ও আমলকী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণবিশিষ্ট ॥ ১৫৭

ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া মিলিত এই তিনটী দ্রব্যের নাম ত্রিফলা) অত্যন্ত রসায়নী, ব্রণরোপণী এবং অক্ষিরোগ নাশিনী। ইহা দ্বারা কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ, ক্লেদ (ব্রণাদির স্রাব), মেদোরোগ, মেহ, কফ ও রক্তদুষ্টি নষ্ট হয় ॥ ১৫৮

গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাচ মিলিত এই দ্রব্যত্রয়ের নাম ত্রিজাতক; ইহাদের সহিত নাগকেশর মিলিত করিলে তাহাকে চাতুর্জ্জাতক বলে। এই ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতক পিত্তপ্রকোপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, ও রুচিকারক ॥ ১৫৯

মরিচ—কটুরস, কটুবিপাক, কফঘ্ন ও লঘুপাক ॥ ১৬০

কাঁচা পিপুল—শ্লেষ্মজনক, মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক ও স্নিগ্ধ। শুষ্ক পিপ্পলী—কাঁচা পিপুলের বিপরীত গুণযুক্ত অর্থাৎ শ্লেষ্মনাশক, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও লঘুপাক, এবং স্নিগ্ধ, বৃষ্য,

মধুরবিপাক ও সারক। ইহা দ্বারা বায়ু, শ্লেষ্মা, শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। পিপ্পলী এবংবিধ গুণবিশিষ্ট হইলেও রসায়ন বিধি ভিন্ন ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিবে না ॥ ১৬১।১৬২

শুঁঠ—অগ্নিদীপক, বৃষ্য, মলসংগ্রাহক, হৃদয়-প্রিয়, মলমূত্রাদির বিবন্ধনাশক, রুচিকর, লঘুপাক, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক ॥ ১৬৩

আদা শুঁঠের ন্যায় গুণযুক্ত। শুঁঠ পিপুল ও মরিচ এই তিনটীকে ত্রিকটু কহে। ত্রিকটু সেবনে স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৬৪

চৈ ও পিপুলমূল মরিচ হইতে কিঞ্চিৎ অল্পগুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ ইহারাও কটুরস, কটু বিপাক, কফঘ্ন ও লঘুপাক ॥ ১৬৫

চিতা অগ্নিতুল্য গুণকারী অর্থাৎ পাকে অত্যন্ত উষ্ণ। ইহা শোথ, অর্শঃ কৃমি ও কুষ্ঠ রোগ নষ্ট করে ॥ ১৬৬

মরিচ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি দ্রব্যকে (অর্থাৎ পিপুল, পিপুল মূল, শুঁঠ, চৈ ও চিতা) পঞ্চকোল কহে। ইহা গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ ও শূলনাশক এবং অতিশয় অগ্নির দীপক ॥১৬৭

বেল, গামার, গণিয়ারী, পারুল ও শোণা মিলিত এই সকল দ্রব্যের মূলের ছালকে মহাপঞ্চমূল বলে। মহাপঞ্চমূল—কষায়তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক ॥ ১৬৮

মিলিত বৃহতী, কণ্টকারী, শালপাণি, চাকুলে ও গোক্ষুর এই পাঁচটী দ্রব্যকে স্বল্প পঞ্চমূল কহে। ইহা মধুররস, মধুরবিপাক, নাতিশীতোষ্ণ ও ত্রিদোষনাশক ॥ ১৬৯

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড, মুগানি ও মাষাণি এই পাঁচটীকে মধ্যম পঞ্চমূল কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, অল্পপিত্তজনক ও সারক ॥ ১৭০

শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, জীবক ও ঋষভক এই পাঁচটীকে জীবনাখ্য পঞ্চমূল কহে। এই পঞ্চমূল—চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাতপিত্ত নাশক ॥১৭১

কুশ, কাস, ইক্ষু, শর ও শালিধান্য ইহাদের মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে। ইহা পিত্তজিৎ ॥ ১৭২

নিত্য ব্যবহার্য্য শূকধান্য বর্গ, শিম্বীধান্য বর্গ, কৃতান্নবর্গ, মাংস বর্গ, শাকবর্গ, ফলবর্গ ও ঔষধ বর্গ সংক্ষেপে কথিত হইল। অর্থাৎ যাহা প্রতিদিন সেব্য, তাহা কিঞ্চিন্মাত্র বলা হইল। নতুবা মাত্রা, সংযোগ, ক্রিয়া, দেশ ও কালাদিভেদে পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করিলে গ্রন্থের গৌরব হইয়া পড়ে ॥ ১৭৩ ইতি বিবিধৌষধি বর্গ।

ইতি সূত্রস্থানে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা অন্নপানরক্ষাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। অন্নপান পথ্য হইলেও যদি তাহা বিষাদি দ্বারা দুষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই অন্নপান সেবনে রোগ বা মৃত্যু হইতে পারে ; অতএব অন্নরক্ষাধ্যায় কথিত হইতেছে ॥ ১

রাজা রাজবাটীর সমীপবর্ত্তিস্থানে বৈদ্যকে বাস করাইবেন। তাহা হইলে বৈদ্য সকল সময়ে রাজার অন্নপানশয্যামাল্যাদি বিষয়ে অবহিত হইতে পারিবেন ॥ ২

সকলেরই অন্নপানাদি বিষাদি হইতে রক্ষা করা অবশ্য উচিত, তবে রাজার অন্ন পান শয়ন বস্ত্র গন্ধ রত্ন মাল্য প্রভৃতি বিষসংস্পর্শ হইতে বিশেষভাবে রক্ষণীয়, কারণ যোগ (অলব্ধ অন্নবস্ত্রাদির লাভোপায়) ও ক্ষেম (লব্ধ অন্নবস্ত্রাদির রক্ষণ) রাজার অধীন, এবং ধর্ম্ম অর্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ যোগক্ষেমের অধীন। (এ বিষয়ে রাজার প্রাধান্য থাকায় এবং রাজার শত্রু অধিক বলিয়া তাঁহারই অন্নপানাদি বিশেষভাবে রক্ষা করিতে বলা হইল) ॥ ৩

বিষদুষ্ট অন্নের লক্ষণ—বিষযুক্ত অন্ন বিলেপীর ন্যায় গাঢ় ও অবিস্রাবী (ফেন নির্গত হয় না)। ইহা অনেক বিলম্বে পাক হয়। সদ্যঃ পক্ব অন্ন পর্য্যুষিতবৎ (বাসীভাতের ন্যায়) প্রতীত হয়। বিষযুক্ত অন্ন হইতে ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নানাবর্ণবিশিষ্ট বাষ্প নির্গত হয়। ইহা বর্ণ গন্ধ ও রসাদিহীন, ক্লেদযুক্ত এবং চন্দ্রকব্যাপ্ত (ময়ূরপিচ্ছের চাঁদের ন্যায় নানাবর্ণযুক্ত)। এই অন্ন সেবনে মোহ মূর্চ্ছা ও প্রসেক (শ্লেষ্মনিষ্ঠীবন) হয় ॥ ৪। ৫

ব্যঞ্জন পরীক্ষা—বিষাক্ত সূপাদি (দধি দাড়িম রসাদির দ্বারা সংস্কৃত হইলেও) শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার ঝোল দেখিতে মলিন হয় এবং তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িলে তাহা হীনাঙ্গ অতিরিক্তাঙ্গ বা বিকৃতাঙ্গ দৃষ্ট হয় অথবা একবারেই দেখা যায় না। বিষযুক্ত ব্যঞ্জনে ফেন ঊর্দ্ধরেখা সীমন্ত তন্তু ও বুদ্‌বুদের উৎপত্তি হয়। এবং রাগ ষাড়ব শাক ও মৎস্যমাংসাদি বিচ্ছিন্ন ও বিরস হইয়া থাকে ॥ ৬। ৭

বিষাক্ত মাংস রসে নীলবর্ণ রেখা, দুগ্ধে তাম্রবর্ণ, দধিতে শ্যাববর্ণ, তক্রে ঈষৎ নীলাভ পীতবর্ণ, ঘৃতে জল সদৃশ, মণ্ড ও জলে কৃষ্ণবর্ণ, মধুতে সবুজবর্ণ, তৈলে ঈষৎ লোহিতবর্ণ, দধির মাতে কপোতবর্ণ ও তুষোদকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখা যায়।

বিষযুক্ত অপক্বফল পক্ব হয় এবং পক্বফল পচিয়া যায়। আর্দ্রদ্রব্য মলিন ও শুষ্কদ্রব্য বিবর্ণ হইয়া থাকে। বিষাক্ত মৃদু ও কঠিন দ্রব্যের স্পর্শ-বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ মৃদু দ্রব্য কঠিনস্পর্শ ও কঠিন দ্রব্য মৃদুস্পর্শ হইয়া থাকে ॥ ৮—১০

বিষদুষ্ট মাল্যের পুষ্পের অগ্রভাগ স্ফুটিত হয় এবং ইহা ম্লান ও সুগন্ধহীন হইয়া থাকে। বস্ত্রে কৃষ্ণবর্ণ চক্রাকার দাগ হয় এবং প্রান্তস্থ সূত্রসমূহ বিশীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১১

লৌহাদি ধাতু সমূহ, মুক্তা, কাষ্ঠ, প্রস্তর খণ্ড ও হীরক মরকতাদি রত্ন সমূহ বিষযুক্ত হইলে মলিন (পঙ্কলিপ্তবৎ), চিক্কণতাশূন্য, শৈত্যাদিস্পর্শহীন ও হীনপ্রভ হইয়া থাকে। মৃত্তিকার পাত্র বিষযুক্ত হইলে [illegible] ॥ ১২

বিষদাতার লক্ষণ—বিষপ্রদাতার মুখ শুষ্ক ও শ্যাববর্ণ হয়। সে ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করে। নিজের দোষ শঙ্কা করিয়া ঘামিয়া উঠে, কাঁপে, ত্রস্ত হয়, ভীত (উদ্বেগযুক্ত) হয়, স্তম্ভাদির অন্তরালে আত্মগোপন করিতে গেলে স্খলিতপদ হয় এবং বারংবার হাই তুলিতে থাকে। (এতদ্ব্যতীত সে ব্যক্তি অস্থানে হাস্য করে এবং কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অসম্বন্ধ উত্তর দেয়, কিংবা উত্তর দেয়ই না, কিছু বলিতে গেলে মোহপ্রাপ্ত হয়, আঙ্গুল ফুটায়, মাথা চুলকায়, ঠোঁট চাটে, মাটীতে আঁক্ পাড়ে, এক জায়গায় স্থির থাকে না, বিপরীত আচরণ করে, কোন কাজ উপলক্ষ্য করিয়া সে স্থান হইতে পলাইতে চেষ্টা করে, এইগুলিও বিষদাতার লক্ষণ)॥ ১৩

সবিষ অন্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি একাবর্ত্ত হইয়া জ্বলিতে থাকে। চট্‌চট্ করিয়া শব্দ হয়। ইহার ধূম ও শিখা ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় অনেক বর্ণ বিশিষ্ট হয় অথবা একবারে শিখা দেখা যায় না এবং অগ্নি হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। এই ধূম লাগিলে প্রসেক, লোমাঞ্চ, শিরঃপীড়া, পীনস ও দৃষ্টির আকুলতা প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে॥ ১৪

বিষাক্ত অন্ন আহার করিলে মক্ষিকা মরিয়া যায়। (মক্ষিকা সবিষ অন্নে বসে না, বসিলে সদ্যই মরিয়া থাকে)। কাক ক্ষীণস্বর হয়। বিষ দুষ্ট অন্ন দেখিলে শুকপক্ষী, দাত্যূহ (ডাহুক), ও সারিকা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে, হংস গতিভ্রষ্ট হয়, জীবঞ্জীব গ্লানিযুক্ত হয় (কাহারও মৃত্যুও হয়), চকোরের চক্ষু বিবর্ণ হয়। ক্রৌঞ্চের মত্ততা জন্মে। কপোত, কোকিল, কুক্কুট ও চক্রবাক প্রাণত্যাগ করে, বিড়াল উদ্বিগ্ন হয়, বানর মলত্যাগ করে। ময়ূর হৃষ্ট হয়, তজ্জন্য বিষও মন্দ তেজ হইয়া থাকে। এই প্রকারে পরীক্ষা দ্বারা অন্নকে বিষাক্ত জানিয়া তাহা এমন ভাবে দূরে নিক্ষেপ করিবে, যেন তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র জন্তুও বিপন্ন না হয়॥ ১৪-১৮

বিষ-সংযুক্ত অন্ন হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করিলে কণ্ডু, অঙ্গ বিশেষে বা সর্ব্বাঙ্গে দাহ, জ্বর, শূল, স্ফোটক, স্পর্শশক্তিহীনতা, শোথ এবং নখ ও রোমের চ্যুতি এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বিষস্পর্শজনিত কণ্ডু প্রভৃতি রোগে বিষঘ্ন ঔষধের কাথ দ্বারা পরিষেক করিবে। এবং বেণার মূল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বিট্‌খদির, তালীশপত্র, কুড়, গুলঞ্চ ও তগরপাদুকা এই সকল দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা প্রশস্ত॥ ১৯।২০

বিষাক্ত অন্ন মুখগত হইলে লালাস্রাব, জিহ্বা ও ওষ্ঠের জড়তা, মুখ মধ্যে দাহ, চিমিচিমিবদ্ বেদনা, দন্তহর্ষ, রসজ্ঞানাভাব ও হনুস্তম্ভ (চোয়াল ধরিয়া যাওয়া) এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বেণার মূল প্রভৃতির কাথ দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ ও বিষনাশক সমস্ত ক্রিয়া হিতকর॥ ২১

বিষান্ন আমাশয়গত হইলে স্বেদ, মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান, মত্ততা, ভ্রম, রোমহর্ষ, বমি, দাহ, চক্ষুর অবসাদ, হৃদয়ের স্তব্ধতা ও শরীরে নানাবর্ণ বিশিষ্ট বিন্দু বিন্দু চিহ্নোৎপত্তি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। বিষ-দুষ্ট অন্ন পকাশয়গত হইলে নানাবর্ণের বমি, মূত্র ও মল নির্গত হয়। ইহাতে তন্দ্রা, কার্শ্য, পাণ্ডুতা, উদর রোগ ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। আমাশয়গত বিষে ও পকাশয়গত বিষে রোগিকে যথাযোগ্য বমন এবং বিরেচন দিয়া বিষ দোষ শান্তির জন্য হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটভী (কাঁটা শিরীষ), গুড়, নিসিন্দা, শিম, রাঁধুনী, দূর্ব্বা, কাঁটানটে বা ক্ষুদেনটের মূল,

কুক্কুটের ডিম ও সোমরাজী বীজ এই সকল দ্রব্য যুক্তিপূর্ব্বক নস্য অঞ্জন ও পানার্থ প্রয়োগ করিবে ॥ ২২ ২৫

বিষভোজি ব্যক্তিকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ-দেহ করিয়া যথা সময়ে হৃদয় শুদ্ধির জন্য সূক্ষ্ম তাম্র চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। হৃদয় শুদ্ধ হইলে পর, অর্দ্ধ তোলা পরিমিত স্বর্ণ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৬

সুবর্ণ-সেবির শরীরে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় বিষ সংলগ্ন হয় না। পরন্তু ইহা দ্বারা আয়ু-বর্দ্ধিত হয়। বিষদোষ নাশার্থ যে সকল ব্যবস্থা কথিত হইল, গরবিষ নাশার্থও সেই সমস্ত বিধি অবলম্বন করিবে ॥ ২৭

বিরুদ্ধ আহারও বিষতুল্য ও গরতুল্য জানিবে। অর্থাৎ বিষ বা গরবিষ সেবনে যেমন রোগ বা মৃত্যু হয়; বিরুদ্ধ আহার দ্বারাও সেই রূপ রোগ বা মৃত্যু হইয়া থাকে। সেই জন্য বিরুদ্ধ আহারের বিষয় বলা যাইতেছে ॥ ২৮

মাষকলাই, মধু, দুগ্ধ, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন, মৃণাল, মূলা ও গুড় এই সাতটী দ্রব্যের সহিত আনূপ মাংস বিরুদ্ধ হয়। আনূপ মাংসের মধ্যে মৎস্য বিশেষতঃ চিলিচিম মৎস্য দুগ্ধের সহিত অতীব বিরুদ্ধ (চিলিচিম মৎস্যের গাত্রে আঁইস ও লালবর্ণ রেখা থাকে এবং ইহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়। এই মৎস্য প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে।) ॥ ২৯

দুগ্ধের সহিত সর্ব্বপ্রকার অম্ল এবং পক্ক বা অপক্ক সর্ব্বপ্রকার ফল বিরুদ্ধ (মুনি বলেন, দুগ্ধসহ সমস্ত ফল বিরুদ্ধ হয় না, নিম্নলিখিত ফল গুলি বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ; যথা—আম (অম্ল), আমড়া, ডেলোমান্দার, করমচা, মোচা, জামির, কুল, কোশাম্র, চাল্‌তা, জাম, কয়েতবেল, তেঁতুল, পারেবুর্ত, আখ্‌রোট, কাঁটাল, নারিকেল, দাড়িম ও আমলকী এবং এই প্রকার অন্যান্য ফল সকল।) ॥ ৩০

কুলত্থ কলাই, বরক (চীনাধান), কাঙ্গণীধান্য, বল্ল (শিম্বীধান্য বিশেষ) ও বনমুগ—ইহারা দুগ্ধসহ বিরুদ্ধ ॥ ৩১

মূলা প্রভৃতি কাঁচা জিনিস খাইয়া দুগ্ধ পান করিবে না ॥ ৩২

বরাহ মাংস শজারু মাংসের সহিত, হরিণ ও কুক্কুটের মাংস দধির সহিত, কাঁচা মাংস পিত্তের সহিত, মূলা মাষকলায়ের যূষের সহিত, মেষ মাংস কুসুমশাকের সহিত, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন মৃণালের সহিত, ডেলোমাদারের ফল—মাষকলায়ের যূষ গুড় দুগ্ধ দধি ও ঘৃতের সহিত, কদলীফল তক্র দধি বা তালফলের সহিত, কাকমাচী শুঁঠ পিপুল মধু বা গুড়ের সহিত অথবা মৎস্য সন্তলন পাত্রে কিংবা শুণ্ঠীভাণ্ডে সিদ্ধ কাকমাচী বা ইচ্ছামত যে কোন পাত্রে সিদ্ধ ও পর্য্যুষিত কাকমাচী ভোজন করিবে না ॥ ৩৩—৩৬

মৎস্য-সন্তলন তৈলে (মাছ ভাজা তেলে) পাক করা পিপুল ত্যাগ করিবে। কাঁসার পাত্রে যে ঘৃত দশ দিন পর্য্যন্ত থাকে, সে ঘৃত পরিত্যাজ্য। ভেলা সেবন কালে উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য ত্যাগ করিবে ॥ ৩৭

হাঁস পক্ষীর শূল্যমাংস (শিক্‌কাবাব্‌) বিরুদ্ধ। তক্র সাধিত কম্পিল্ল (কমলাগুঁড়ি) বিরুদ্ধ জানিবে। (সংগ্রহে এ বিষয়ে কিছু অধিক বলা হইয়াছে ; যথা—সৌবীরের সহিত তিলশষ্কুলী

(তিল পিঠা), দুগ্ধের সহিত লবণ, মাখনের সহিত শাক, নূতন দ্রব্যের সহিত পুরাতন, অপক্ব দ্রব্যের সহিত পক্ব দ্রব্য, উষ্ণাভিতপ্ত হইয়া সহসা জলাবগাহন প্রভৃতি বিরুদ্ধ ; ইহা তত্তদ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।) ॥ ৩৮

পায়স, সুরা ও খিচুড়ী একত্র খাইবে না। মধু ঘৃত বসা তৈল ও জল এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে দুই দুইটা বা তিন তিনটী করিয়া একত্র পান করা বিরুদ্ধ। যেমন মধু ঘৃত, মধু বসা, মধু তৈল ও মধু জল ; তিনটী—মধু ঘৃত তৈল ইত্যাদি ॥ ৩৯

মধু ও ঘৃত ভিন্নাংশে পান করিয়াও যদি বৃষ্টির জল অনুপান করা যায়, তাহা হইলে বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। মধু ও পদ্মবীজ অথবা মাধ্বীক মদ্য খর্জ্জুরাসব ও শার্করমদ্য একত্র পান বিরুদ্ধ। পায়স ভোজনের পর মন্থ (জলে গোলা ছাতু) পান কিংবা কটুতৈল সাধিত হরিদ্রা (শাক বিশেষ, দেখিতে সর্পচ্ছত্রের ন্যায় পীতবর্ণ) খাওয়া বিরুদ্ধ ॥ ৪০

পুঁইশাক তিল কল্কের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে অতিসার হয় ॥ ৪১

বকপক্ষীর মাংস বারুণীমদ্যের সহিত কিংবা কুল্মাষের (অর্দ্ধসিদ্ধ মুদ্‌গাদির) সহিত সেবন বিরুদ্ধ। আর এই বকমাংস যদি শূকরের বসায় ভাজিয়া খাওয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যঃ প্রাণ নষ্ট হয় ॥ ৪২

এইরূপ তিত্তিরি ময়ূর গোসাপ লাবপক্ষী ও কপিঞ্জল (চাতক) ইহাদের মাংস এরণ্ডকাষ্ঠের অগ্নিতে এরণ্ড তৈল সহ সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলেও সদ্যঃ মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪৩

হরিয়াল পক্ষীর মাংস হারিদ্র শলাকায় গাঁথিয়া হরিদ্রার অগ্নিতে পাক করিয়া আহার করিলে কিংবা ঐ মাংস ভস্ম ধূলিতে ধূসরিত করিয়া মধুসহ ভোজন করিলে সদ্যঃ মৃত্যু হয় ॥ ৪৪।৪৫

সমস্ত দ্রব্যের বিরুদ্ধ সংগ্রহ করিয়া লেখা অসাধ্য ; কারণ দ্রব্য অনন্তবিধ। সুতরাং সংক্ষেপে লক্ষণ বলা যাইতেছে। যে সকল অন্ন পান বা ঔষধ, দোষ সমূহকে স্বস্থান হইতে চালিত করিয়া শরীর হইতে বহির্নিঃসারিত করিতে পারে না, সংক্ষেপে তাহাদিগকে বিরুদ্ধ বলা যায়। এই বিরুদ্ধাহারজনিত রোগ—বমনবিরেচনাদিরূপ শোধন এবং দোষের ও তৎকৃত বিকারের বিপরীতগুণযুক্ত ঔষধ দ্বারা শমন করা কর্ত্তব্য। অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্যের বিপরীত গুণযুক্ত দ্রব্য সেবন দ্বারা শরীরের এরূপ সংস্কার করা উচিত, যাহাতে সেবিত বিরুদ্ধ দ্রব্যও বিকৃতি উৎপাদন করিতে সমর্থ না হয় ॥ ৪৬।৪৭

যাহারা ব্যায়ামশীল, স্নিগ্ধ ও বৃষ্য আহার সাত্ম্য, দীপ্তাগ্নি, তরুণ বয়স্ক ও বলশালী, তাহাদের পক্ষে বিরুদ্ধ ভোজন পীড়াজনক হয় না। অথবা নিত্য সেবন করায় বিরুদ্ধ দ্রব্য যাহাদের সাত্ম্য হইয়াছে, তাহাদের কিংবা অল্পমাত্র বিরুদ্ধ ভোজনে রোগ জন্মে না ॥ ৪৮

অপথ্য অন্নপানাদি অভ্যস্ত হইলে তাহা কিরূপে ত্যাগ করিতে হইবে এবং পথ্য অন্নপানাদি কিরূপে অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে। অপথ্য অন্নপানাদি অভ্যস্ত হইলে তাহা পাদ (সিকি) পরিমাণে এক দুই ও তিন অল্প কাল ব্যবধান করিয়া ত্যাগ করিবে এবং সেই অনুপাতে সুপথ্য সেবন করিবে। অভ্যস্ত অপথ্য দ্বারা তৎকালে কোন অনিষ্ট না হইলেও পরিণামে অশুভই হইয়া থাকে ; তজ্জন্য তাহা ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অত্যন্ত কুপথ্য অধিক দিনের

অভ্যস্ত হইলে তাহা চতুর্থাংশ (সিকি) পরিমাণে ত্যাগ না করিয়া ষোড়শাংশ (এক আনা) পরিমাণে ত্যাগ করিবে এবং সেই রূপ মাত্রায় সুপথ্য অভ্যাস করিবে। নতুবা চিরাভ্যস্ত অপথ্য হঠাৎত্যাগ করিলে ও অনভ্যস্ত সুপথ্য সহসা সেবন করিলে তদ্দ্বারা নানা বিকার জন্মিতে পারে। অপথ্য ও পথ্য যেরূপে ত্যাজ্য বা নিষেব্য তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছি—প্রথম অন্নকালে কুপথ্যের এক পাদ (চতুর্থাংশ) ত্যাগ করিবে এবং তৎপরিবর্ত্তে সুপথ্যের এক পাদ প্রদানপূর্ব্বক চতুষ্পাদ পূর্ণ করিয়া ভোজন করিবে। দ্বিতীয় অন্নকালে সম্পূর্ণরূপে অপথ্য সেবন করিবে (সুপথ্য সেবন করিবে না।) তৃতীয় অন্নকালে অভ্যস্ত কুপথ্যের অর্দ্ধাংশ ত্যাগ করিয়া সুপথ্য দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে। চতুর্থ ও পঞ্চম অন্নকালে সুপথ্য না খাইয়া সম্পূর্ণ কুপথ্যই সেবন করিবে। ষষ্ঠ অন্নকালে অভ্যস্ত কুপথ্যের পাদত্রয় ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সুপথ্যের পাদত্রয় প্রদান করিয়া সেবন করিবে। তৎপরে সপ্তম অষ্টম ও নবম অন্ন কালে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া সমস্ত অপথ্যই ভোজন করিবে। অনন্তর দশম অন্নকালে সম্পূর্ণ পথ্য সেবন করিবে এবং অপথ্য একবারে পরিত্যাগ করিবে। অধিক দিনের অভ্যস্ত অপথ্য সাত্ম্য হওয়ায় পাদ পরিমাণে ত্যাগ করিলে যদি শরীরে কোন যন্ত্রণা হয় বা অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পাদ (চতুর্থাংশ) পরিমাণে ত্যাগ না করিয়া পাদ-পাদ (ষোড়শাংশ অর্থাৎ এক আনা) পরিমাণে অপথ্য ত্যাগ ও সুপথ্য সেবন করিবে ; ইহারও নিয়ম পূর্ব্ববৎ জানিবে। অর্থাৎ প্রথম অন্নকালে সুপথ্য এক আনা সেব্য। দ্বিতীয় অন্নকালে কুপথ্য ষোল আনাই সেবন কর্ত্তব্য। তৃতীয় অন্নকালে সুপথ্য দুই আনা ও কুপথ্য চৌদ্দ আনা সেব্য, চতুর্থ ও পঞ্চম অন্নকালে সম্পূর্ণ কুপথ্যই সেব্য। ষষ্ঠ অন্ন কালে তিন আনা সুপথ্য ও তের আনা কুপথ্য সেবন করিতে হইবে। তৎপরে সপ্তম অষ্টম ও নবম অন্নকালে সমস্ত অপথ্য সেব্য। দশম অন্নকালে চারি আনা (পাদ) সুপথ্য ও বার আনা (ত্রিপাদ) অপথ্য সেবনীয়। এইরূপে যতদিন সুপথ্যের ষোড়শ ভাগ (ষোল আনা) পূর্ণ না হয়, ততদিন এক দুই বা তিন অন্নকাল ব্যবধান করিয়া সেবন করিবে॥ ৪৯

এই পূর্ব্বোক্ত ক্রম বর্জ্জন করিয়া সহসা অপথ্য ত্যাগ ও পথ্য সেবন করিলে সাত্ম্যত্যাগ জনিত ও অসাত্ম্য সেবন জনিত রোগ হইয়া থাকে। কারণ কুপথ্য অধিকদিন অভ্যস্ত হইলে তাহা সাত্ম্য (শরীরের অনুকূল) হয় এবং সুপথ্যও বহুদিন ত্যাগ করিলে তাহা অসাত্ম্য (স্বাস্থ্যের অনুপযোগী) হইয়া থাকে॥ ৫০

নিয়মানুসারে অপথ্য ত্যাগ ও পথ্য সেবন করিলে তদ্দ্বারা সুফল দর্শে। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দ্বারা অপথ্যাভ্যাস জনিত দোষ সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় উৎপন্ন হয় না এবং পথ্য সেবন জনিত গুণসমূহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়॥ ৫১

অত্যন্ত সন্নিহিত, দূষণস্বভাব বাতাদিদোষসমূহকে, অহিত আহারাদি দ্বারা পুনরায় দূষিত করা বিদ্বান্ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। (অতএব অহিতাহার সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়)॥ ৫২

স্তম্ভ দ্বারা যেরূপ গৃহ ধৃত হয়, তদ্রূপ যুক্তিপূর্ব্বক সেবিত আহার নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা নিত্য শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। এই তিনটীর মধ্যে আহারের বিষয় ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। জ্বরাদি চিকিৎসাতেও বলা হইবে। নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় এখানে বলা যাইতেছে॥ ৫৩।৫৪

আরোগ্য, রোগ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, দুর্ব্বলতা, পুরুষত্ব, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞানতা, জীবন ও মরণ এই সমস্ত নিদ্রার অধীন জানিবে ॥ ৫৫

অকালে নিষেবিত নিদ্রা, অতিনিদ্রা ও অল্পনিদ্রা, এই ত্রিবিধ দুষ্ট-নিদ্রা কালরাত্রির ন্যায় সুখ ও আয়ুঃ নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৫৬

রাত্রিজাগরণ রুক্ষ, এবং দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ, কিন্তু বসিয়া ঝিমান রুক্ষ বা শ্লেষ্মকারী নহে। (অপি শব্দের সামর্থ্যে এইরূপ অর্থ লব্ধ হয়—রাত্রিজাগরণও রুক্ষ কিন্তু দিবাভাগ অগ্নিগুণ-বহুল বলিয়া দিবসে জাগরণ অতিশয় রুক্ষ। আর দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ কিন্তু সৌম্যকাল বলিয়া রাত্রিতে নিদ্রা অতিশয় স্নিগ্ধ। কাহারও অপতর্পণরূপ (রুক্ষ) জাগরণ হিতকর, কাহারও সন্তর্পণরূপ (স্নিগ্ধ) নিদ্রা প্রশস্ত) ॥ ৫৭

গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয়, আদান কালের রুক্ষতা ও রাত্রির অল্পতা হেতু দিবানিদ্রা হিতকর। কারণ দিবানিদ্রা সন্তর্পণ অতএব স্নিগ্ধ ; সুতরাং তাহাদ্বারা বায়ুর শান্তি হয় ও রুক্ষতা নষ্ট হয় ; এবং রাত্রির অল্পতা হেতু এসময়ে নিদ্রা সম্পূর্ণ হয় না, দিবানিদ্রায় তাহারও পূরণ হয়। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে দিবানিদ্রায় কফ ও পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তবে যাহারা অধিকভাষণ (কথা কহা), অশ্বাদি যানে গমনাগমন, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, স্ত্রীসেবা, ভারবহন ও ব্যায়ামাদি-দ্বারা ক্লান্ত ; ক্রুদ্ধ, শোকার্ত্ত বা ভীত ; যাহারা শ্বাস হিক্কা ও অতিসার রোগাক্রান্ত ; যাহারা বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, খড়্গাদিদ্বারা ক্ষত, পিপাসার্ত্ত, শূলরোগগ্রস্ত, অজীর্ণপীড়িত, দণ্ডাদি দ্বারা অভিহত ও উন্মত্ত এবং যাহাদের দিবানিদ্রা অভ্যস্ত, তাহাদিগকে সকল ঋতুতেই দিবসে নিদ্রা যাইতে দিবে। কারণ দিবানিদ্রা দ্বারা ইহাদের ধাতু সাম্য হয়, এবং দিবা-নিদ্রাজনিত শ্লেষ্মদ্বারা শরীরও পুষ্ট হইয়া থাকে। (ভাষ্যযানাদিক্লান্ত ব্যক্তির বায়ু অতিশয় কুপিত হয়, তাহার শান্তির জন্য, শ্বাস হিক্কাদির বেগ বিস্ময়ণার্থ, বৃদ্ধাদির যথাযথ সন্তর্পণার্থ, অজীর্ণগ্রস্ত ও দিবাস্বপ্নাভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের ধাতুবৈষম্যনাশার্থ দিবানিদ্রা অনুমোদিত হইয়াছে) ॥ ৫৮—৬০

মেদস্বী, কফবহুল ও নিত্য ঘৃততৈলাদিবহুল-আহার-সেবী ব্যক্তিদের গ্রীষ্মকালেও দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। বিষার্ত্ত ও কণ্ঠরোগী রাত্রিতেও কদাচ শয়ন করিবে না ॥ ৬১

অকালনিদ্রায় মোহ, জ্বর, স্তৈমিত্য (শরীরের উৎসাহশূন্যতা), পীনস, শিরোরোগ, শোথ, বমনভাব, মলমূত্রাদির পথরোধ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। অকাল নিদ্রাজনিত উক্ত রোগসমূহের প্রতিকারার্থ উপবাস, বমন, স্বেদ ও নাবন (নস্য) ঔষধ প্রযোজ্য। অতিনিদ্রায় তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণ অঞ্জন; তীক্ষ্ণ নস্য, লঙ্ঘন, চিন্তা, স্ত্রীসংসর্গ, শোক, ভয় ও ক্রোধ হিতকর। এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়ায় নিদ্রা নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬২—৬৪

নিদ্রানাশ হেতু অঙ্গমর্দ্দ, মস্তকের গুরুত্ব, জৃম্ভা (হাই উঠা), শরীরের জড়তা, গ্লানি, ভ্রম (গা ঘোরা), অপরিপাক ও তন্দ্রা এবং বাতজ রোগ সকল জন্মিয়া থাকে। যেহেতু সম্যক্ সেবিত ও অসম্যক্ নিষেবিত নিদ্রার এই সমস্ত গুণ ও দোষ দেখা যাইতেছে ; অতএব শয়ন-কাল অতিক্রম না করিয়া রাত্রিতে দুই প্রহর বা তিন প্রহর অভ্যাসানুসারে নিদ্রা যাইবে। যদি কোন কারণবশতঃ রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, তাহা হইলে পরদিন প্রাতঃকালে অভুক্তা-বস্থায় পূর্ব্বরাত্রি জাগরণের অর্দ্ধেক কাল নিদ্রা যাইবে ॥ ৬৫।৬৬

মন্দনিদ্র ব্যক্তির (যাহাদের নিদ্রা কম হয় তাহাদের পক্ষে) দুগ্ধ, মদ্য, মাংসরস, দধি, তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান এবং মস্তক কর্ণ ও চক্ষুর তর্পণ হিতকারক। কান্তার বাহুলতার আলিঙ্গন, মনের নির্বৃতি (শান্তি), কর্ত্তব্যকর্ম্মের সম্পাদন এবং মনের অনুকূল বিষয় সমূহ যথেষ্ট নিদ্রা-সুখপ্রদ অর্থাৎ ইহারা নিদ্রাসুখ প্রদান করে॥ ৬৭।৬৮

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, মৈথুনাভিলাষশূন্য, সন্তোষতৃপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা যথাসময়ে সমাগত হয়॥ ৬৯

অনুত্তানা (পার্শ্বাদিস্থিতা), রজস্বলা, অপ্রিয়া, অপ্রিয়াচারিণী, দুষ্ট ও সঙ্কীর্ণ যোনিবিশিষ্টা, অতিস্থূলা, অতিকৃশা, সদ্যঃপ্রসূতা, গর্ভিণী, পরস্ত্রী কিংবা বর্ণিনী (ব্রহ্মচারিণী) স্ত্রীতে উপগত হইবে না। অর্থাৎ মৈথুন বিষয়ে ইহারা নিষিদ্ধ। অন্য যোনিতে (পশ্বাদি যোনিতে) গমন করিবে না। গুরুগৃহ, দেবালয়, রাজসদন, চৈত্যস্থান, শ্মশান-ভূমি, দুষ্টনিগ্রহ স্থান, চত্বর, জল ও চতুষ্পথ এই সকল স্থানে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। পর্ব্বদিনে (সংক্রান্তি অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি দিনে), যোনিভিন্ন অন্য অঙ্গে (জঘন মুখাদিতে) ও দিবসে মৈথুন করিবে না। মৈথুন কালে উত্তেজনাবশে মস্তকে ও হৃদয়ে আঘাত করিবে না। অতিভুক্ত, অধৈর্য্য, ক্ষুধার্ত্ত, দুঃস্থিতাঙ্গ (হস্তপদাদি যথাযথভাবে স্থাপন না করিয়া), পিপাসার্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ, রোগী ও মলমূত্রাদির বেগাক্রান্ত ব্যক্তির মৈথুন কর্ত্তব্য নহে॥ ৭০—৭৩

হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে বাজীকরণ ঔষধ সেবন দ্বারা তৃপ্ত (সঞ্জাত-সন্তর্পণ) হইয়া যথেচ্ছ মৈথুন করিবে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে পনর দিন অন্তর স্ত্রীসঙ্গম করিবে॥ ৭৪

পূর্ব্বোক্ত বিধির অন্যথাচরণ করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে ভ্রম, ক্লান্তি, উরুদ্বয়ের দৌর্ব্বল্য, বল ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় এবং অকালে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৭৫

স্ত্রীতে সংযত (নিয়মানুসারে স্ত্রীসঙ্গকারী) ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি, মেধা, আয়ুঃ, আরোগ্য, শরীরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়শক্তি, যশঃ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং তাহারা মন্দজরা হয় অর্থাৎ জরা তাহাদিগকে শীঘ্র আক্রমণ করে না॥ ৭৬

স্ত্রীসহবাসের পর স্নান, চন্দনাদি অনুলেপন, শীতল বায়ু সেবন, খণ্ড (চিনি, খাঁড়ি) কৃত খাদ্য, শীতল জল, দুগ্ধ, মাংসের ক্বাথ, মুদ্গাদির যূষ, সুরা বা প্রসন্না (মদ্যবিশেষ) পান করিবে। তৎপরে নিদ্রা যাইবে। ইহাতে রতিজনিত গ্লানি দূরীভূত ও শরীর পুনর্ব্বার তেজোযুক্ত হইবে॥ ৭৭

যে রাজা আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারসম্পন্ন, চিকিৎসা নিপুণ ও দয়ালু চিকিৎসকের উপর সম্পূর্ণভাবে নিজ দেহরক্ষার ভার সমর্পণ করেন, তিনি বিপুল পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ুঃ এবং স্বাস্থ্য কীর্ত্তি ও প্রভাব সম্পন্ন হইয়া স্বকীয় কুশলের ফলভাগী হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ এবম্ভূত ব্যক্তির সর্ব্বদাই মঙ্গল হইয়া থাকে)॥ ৭৮

সূত্রস্থানে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা মাত্রাশিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ ব ছিলেন ॥ ১

সকল সময়েই (কি স্বস্থাবস্থায় কি আতুরাবস্থায়) পরিমিত-ভোজী হইবে। কারণ, পরিমিত আহারই জঠরাগ্নির প্রবর্ত্তক। গুরুই হউক বা লঘুই হউক, সকল দ্রব্যই মাত্রাকে অপেক্ষা করে। গুরুপাক দ্রব্যের অর্দ্ধতৃপ্তি এবং লঘুপাক দ্রব্যের তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন হিতকর। যে ব্যক্তির যে পরিমাণ আহার সুখে সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়, তাহাই তাহার মাত্রাপ্রমাণ (আহারের পরিমাণ) জানিবে ॥ ২।৩

হীনমাত্র (অল্পপরিমিত) ভোজন করিলে বল পুষ্টি ও ওজোধাতু বর্দ্ধিত হয় না। অধিকন্তু তাহা সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের কারণ হইয়া থাকে। অতিমাত্র ভোজন সম্যক্ জীর্ণ না হওয়ায় বায়ু পিত্ত ও কফ দোষকে শীঘ্র প্রকুপিত করিয়া থাকে ॥ ৪

(কুপিত দোষত্রয় দ্বারা যেরূপে অলসক ও বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে) সেই অজীর্ণদুষ্ট আহার কর্ত্তৃক রুদ্ধমার্গত্বহেতু বাতাদি দোষত্রয় পীড্যমান ও এককালে প্রকুপিত হইয়া উক্ত আম অন্নে প্রবেশ করে এবং তাহাকে স্রোতঃপথে বিষ্টব্ধ করিয়া অলসক নামক রোগ উৎপাদন করে। কিংবা সেই দুষ্ট অন্নকে সহসা অকালে ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া বিসূচিকা রোগ জন্মায়। এই অলসক ও বিসূচিকা রোগ অজিতাত্মা (পেটুক) লোকদিগেরই হইয়া থাকে ॥ ৫।৬

অলসক রোগে দুষ্ট আহার-দ্রব্য বমন দ্বারা বা বিরেচন দ্বারা বহির্নির্গত হয় না, পরিপাকও প্রাপ্ত হয় না, আমাশয়েই অলসীভূত হইয়া থাকে, সেই জন্য এই রোগকে অলসক কহে ॥ ৭

বিসূচিকা রোগে বাতাদি দোষের অত্যন্ত প্রকোপ হেতু নানা প্রকার বেদনার সহিত গাত্র যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ হইতে থাকে, সেই জন্য ইহাকে বিসূচিকা কহে। (বিবিধ বিকারের সূচিকা বলিয়াও ইহাকে বিসূচিকা বলা যায়।) বিসূচিকা রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে শূল, ভ্রম, আনাহ, কম্প ও স্তব্ধতাদি (আদিপদে অঙ্গোদ্বেষ্টন মুখশোষ প্রভৃতি) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পিত্তের আধিক্য থাকিলে জ্বর, অতিসার, অন্তর্দ্দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছাদি উপদ্রব এবং কফের আধিক্য থাকিলে বমি, অঙ্গের গুরুতা, বাক্‌রোধ, শ্লেষ্মষ্ঠীবন ও ক্ষবথু প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৮।৯

দুর্ব্বল, মন্দাগ্নি ও মলমূত্রাদির বেগধারণশীল ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন, বায়ুদ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত, আমাশয় মধ্যে শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ হওয়ায় অলসীভূত ও বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইয়া শল্যরূপে অবস্থিতি করে এবং বমি ও অতিসার ভিন্ন তীব্র শূলাদি উপদ্রব সকল প্রকাশ করে। ইহাকে অলসক কহে। আর বাতাদি দোষ সমূহ অত্যন্ত দূষিত এবং দুষ্ট ও অপক্ব অন্ন দ্বারা রুদ্ধস্রোত হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে গমন পূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত করিলে তাহাকে

দণ্ডালসক কহে। এই দণ্ডালসক রোগ আশুপ্রাণনাশক; সুতরাং ইহাকে ত্যাগ করিবে॥ ১০।১২

বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন ও অজীর্ণভোজনকারী ব্যক্তিদিগের বিষলক্ষণ লালাস্রাবাদি লক্ষণান্বিত বিষসংজ্ঞক অতিকষ্টপ্রদ যে আমদোষ উৎপন্ন হয়, তাহা বিষতুল্য আশুপ্রাণনাশক ও বিরুদ্ধ চিকিৎস্য বলিয়া বর্জ্জন করিবে। (বিষের চিকিৎসায় শীতক্রিয়া করিতে হয়, আমে উষ্ণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য; কিন্তু বিষলক্ষণযুক্ত আমে শীত বা উষ্ণ উভয় চিকিৎসাই বিরুদ্ধ; কারণ বিষের চিকিৎসায় আমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব বিরুদ্ধ-চিকিৎস্য বলিয়া ইহা বর্জ্জনীয়॥) ১৩

অলসক চিকিৎসা। পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ অবগত হইয়া সাধ্যলক্ষণান্বিত অন্নদুষ্ট অলসীভূত আম (অপক্ব অন্ন) বমন ঔষধ দ্বারা শীঘ্র বহির্নিষ্কাশিত করিবে (ইহাতে পরিপাক কালের অপেক্ষা করিবে না।) বমনার্থ বচ লবণ মদনাফল চূর্ণ গরমজল সহ পান করাইবে। পরে স্বেদ এবং গুহ্যদেশে মল ও বায়ুর অনুলোমক ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। আমদোষবশে অঙ্গ সকল খেঁচিয়া ধরিলে সেই সকল অঙ্গে বিশেষরূপে স্বেদ দিয়া তাহা (উক্ত অঙ্গ সকল) বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে॥ ১৪।১৫

বিসূচিকা রোগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে পার্ষ্ণি (গোড়ালী) দ্বয় তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে, এবং রোগিকে সেই দিন উপবাস করাইয়া পেয়াদিক্রমে পথ্য প্রদান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে॥ ১৬

অজীর্ণ রোগে শূলবৎ তীব্র বেদনা হইলেও শূলনাশক ঔষধ বা বিসূচিকায় ভেদবমি নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, তখন জাঠরাগ্নি আমকর্ত্তৃক অবসন্ন থাকাতে দোষ ও ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক করিতে পারে না, পরন্তু সেই দোষ ঔষধ ও ভুক্তদ্রব্যের ব্যাপত্তি সহসা রোগিকে বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব এ অবস্থায় শূলঘ্ন ঔষধ না দিয়া পূর্ব্বোক্ত বমনকারক ঔষধ উষ্ণজলসহ পান করাইবে॥ ১৭

অজীর্ণ রোগির ভুক্ত অন্ন, উপবাসাদি দ্বারা জীর্ণ হওয়ার পরও যদি উদর স্তব্ধ ও ভারবিশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে দোষ-শেষের পরিপাকার্থ ও অগ্নির দীপনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। (ইহাতে কি প্রকার ঔষধ প্রযোজ্য, তাহা কথিত হইতেছে) অপতর্পণ (উপবাস বা লঘ্বশন) দ্বারা আমজনিত রোগসমূহের (আলস্য, শরীরের জড়তা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির) উপশম হইয়া থাকে। অতএব দেশ কাল ও অগ্ন্যাদি বিবেচনা করিয়া ত্রিবিধ (অল্প মধ্য ও মহৎ ভেদে) দোষে ত্রিবিধ ঔষধ (অপতর্পণরূপ) প্রয়োগ করিবে। এই ত্রিবিধ দোষের মধ্যে অল্প দোষে লঙ্ঘন দিবে (তদ্দ্বারা জাঠরাগ্নি ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া অল্প দোষ শীঘ্র প্রশমিত হইবে।) মধ্যদোষে লঙ্ঘন ও পাচন এবং মহাদোষে বমনাদি শোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সংশোধন ঔষধ দ্বারা দোষ সমূহ সমূলে উন্মূলিত হইয়া থাকে॥ ১৮।২০

যেমন সন্তর্পণ জনিত আমদোষ নিদান-বিপরীত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হয়, এইরূপে জ্বরাতিসারাদি অন্যান্য রোগেরও নিদান-বিপরীত চিকিৎসা করিবে। যথা—স্নিগ্ধভোজন-জনিত রোগে অপতর্পণ, শীতজনিত রোগে উষ্ণক্রিয়া ইত্যাদি। এই প্রকারে চিকিৎস্যমান হইলেও অর্থাৎ হেতু-বিপরীত চিকিৎসা করিলেও যদি ব্যাধির অনুবন্ধ থাকে, তাহা হইলে হেতু বিপরীত

ঔষধ না দিয়া যথাযথ যে ব্যাধির যে ঔষধ, ব্যাধি বিপরীত সেই ঔষধ প্রদান করিবে। যথা—অতিসারে স্তম্ভন—মসুর যূষ, প্রমেহে—হরিদ্রা প্রভৃতি। ইহাদ্বারা বুঝা গেল যে, অল্পবল ব্যাধি নিদান বিপরীত চিকিৎসা দ্বারা এবং মধ্যবল ব্যাধি নিদান ও ব্যাধির বিপরীত ঔষধ দ্বারা প্রশান্ত হয়। কেবল যে হেতুব্যাধি বিপরীত ঔষধই চিকিৎসায় প্রযোজ্য তাহা নহে, তদ্দ্বারা ব্যাধির শান্তি না হইলে মহাবল ব্যাধিতে হেতুব্যাধিবিপরতার্থকারী ঔষধও প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন মদাত্যয়ে মদ্যপান, অতিসারে বিরেচন ইত্যাদি। (বিপরীতার্থকারী শব্দের অর্থ এই যে, যাহা হেতুর বা ব্যাধির বা উভয়ের সমানধর্ম্মী হইয়াও কোন বিশেষ শক্তি বশতঃ বিপরীত কার্য্য করে, তাহাকে হেতু-ব্যাধি-বিপরীত বলা যায়। এই ত্রিবিধ চিকিৎসা দ্বারা আম দোষের পাক ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হইলে যুক্তিপূর্ব্বক অভ্যঙ্গ স্নেহপান ও বস্ত্যাদি উপযুক্ত মাত্রায় (যাহাতে অগ্নিমান্দ্যাদি উপদ্রব উপস্থিত না হয়) প্রয়োগ করিবে॥ ২১।২২

কফহেতু আমাখ্য অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। এই আমাজীর্ণে অক্ষিকূট ও গণ্ডদেশে শোথ, প্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), বমনভাব ও শরীরের গুরুত্ব হয় এবং সদ্যোভুক্তের ন্যায় উদ্গার উঠে। বায়ুর আধিক্যে বিষ্টব্ধাজীর্ণ রোগ জন্মে। ইহাতে উদরে শূল, মল বিবদ্ধতা, আধ্মান ও শরীরের অবসন্নতা হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যে বিদগ্ধ নামক অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়; বিদগ্ধাজীর্ণে পিপাসা, মোহ, গাত্রঘূর্ণন, অম্লোদ্গার ও দাহ হয়॥ ২৩।২৪

এই ত্রিবিধ অজীর্ণের মধ্যে আমাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে অত্যন্ত স্বেদ এবং বিদগ্ধাজীর্ণে বমন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অথবা অবস্থা বিশেষে দোষানুসারে যাহা হিতকর বুঝিবে তাহাই প্রয়োগ করিবে। যেমন আমাজীর্ণে লঙ্ঘন ও স্বেদ এবং বিদগ্ধেও লঙ্ঘন ও স্বেদ ইত্যাদিক্রমে চিকিৎসা কর্ত্তব্য॥ ২৫

স্রোতঃসমূহে লীন প্রভূত আমদোষ হইতে বিলম্বিকা রোগ জন্মে। ইহাতে কফের ও বায়ুর অনুবন্ধ থাকে এবং পূর্ব্বে আমাজীর্ণের যে সকল লক্ষণ বলা গিয়াছে, সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার চিকিৎসাও আমাজীর্ণের ন্যায় জানিবে। (বিশেষত্ব এই যে, কফাধিক্যে আমাজীর্ণ রোগ হয়, তাহাতে কফঘ্ন লঙ্ঘনাদি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু বিলম্বিকা বাতশ্লেষ্মজ রোগ, ইহাতে উভয় দোষের প্রতিষেধক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ কর্ত্তব্য॥) ২৬

ভুক্তদ্রব্যের সারভাগকে রস কহে, এই রস পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয়। যদি অগ্নির দৌর্ব্বল্য হেতু এই রস সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হইয়া অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা হইলে একপ্রকার অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে রসশেষাজীর্ণ কহে। ইহাতে উদ্গারশুদ্ধি (পূতি বা অম্ল উদ্গার রাহিত্য), অন্নে অশ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ব্যথা হইয়া থাকে। রসশেষাজীর্ণে রোগী দিবসে অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইবে। অপর সমস্ত অজীর্ণ রোগীকে অভুক্তাবস্থায় শরীর লঘু না হওয়া পর্য্যন্ত দিবসে যথেচ্ছ নিদ্রা যাইতে দিবে। নিদ্রান্তে যখন রোগীর ক্ষুধা হইবে, তখন তাহাকে অল্প পরিমাণে লঘু পথ্য ভোজন করাইবে॥ ২৭

অজীর্ণ রোগের সাধারণ লক্ষণ।—মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা বা অতি প্রবৃত্তি, শরীরের গ্লানি, বায়ুর প্রতিলোমতা, বিষ্টম্ভ (কুক্ষি দেশে আধ্মান), গুরুগাত্রতা ও মোহ এইগুলি অজীর্ণের সাধারণ লক্ষণ॥ ২৮

অজীর্ণ রোগের কারণান্তর। কেবল অধিক মাত্রায় ভোজনই যে আমদোষের (অজীর্ণের) উৎপত্তির কারণ তাহা নহে; অপ্রিয়, বিষ্টম্ভি, দগ্ধ, অপক্ক, গুরুপাক, রুক্ষ, শীতল, শুষ্ক বা বহুজলমিশ্রিত অন্নও জীর্ণ হয় না বলিয়া তাহা অজীর্ণের কারণ হইয়া থাকে, আরও শোক ক্রোধ এবং ক্ষুধাদি দ্বারা (আদি পদে লোভ ভয় প্রভৃতি বুঝিতে হইবে) উপতপ্ত ব্যক্তিরও অন্ন জীর্ণ না হওয়ায় অজীর্ণের কারণ হয়॥ ২৯।৩০

পথ্য ও অপথ্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে তাহাকে সমশন এবং ভোজনের কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় ভোজন করিলে তাহাকে অধ্যশন কহে। আর কখন অকালে, কখন বহুপরিমাণে, বা কখন অল্প পরিমাণে ভোজন করিলে তাহাকে বিষমাশন কহে। এই ত্রিবিধ অশন (অনশন, অধ্যশন ও বিষমাশন) গুল্মাদি ঘোর ব্যাধির বা মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে॥ ৩১।৩২

স্নানের পর পিতৃলোকের তর্পণ, দেবলোককে অন্ন ব্যঞ্জনাদি নিবেদন এবং অতিথি বালক ও গুরুজনদিগকে ভোজ্য প্রদান দ্বারা তৃপ্ত করিয়া অশ্ব বৃষ পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ প্রাণী ও ভৃত্যাদির আহারের ব্যবস্থা করিবে। পরে হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিজের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেশ ক্ষুধা বোধ হইলে আহারের উপযুক্ত কালে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া শুদ্ধাচার ও ভক্তজন কর্ত্তৃক পরিবেশিত সাত্ম্য (স্বাস্থ্যের অনুকূল), শুচি, হিতকর, ঘৃতাদি স্নেহ যুক্ত, ঈষদুষ্ণ, লঘুপাক, ষড্রসযুক্ত অথচ মধুররসপ্রধান, দ্রববহুল (যূষদুগ্ধদধিযুক্ত), হৃদ্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি তন্মনস্ক হইয়া ইষ্ট ব্যক্তির সহিত ভোজন করিবে। ভোজনকালে ভোজ্য দ্রব্যের নিন্দা করিবে না, কথা কহিবে না এবং অতি দ্রুত বা অতিবিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না॥ ৩৩—৩৫

ভোজ্য দ্রব্য—তৃণ কেশ মক্ষিকাদি যুক্ত, পুনরায় উষ্ণীকৃত, শাক বহুল, মাষাদি নিকৃষ্ট অন্নভূয়িষ্ঠ, অতি উষ্ণ বা অতিলবণযুক্ত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। কিলাট, দধিকূর্চ্চিকা, ক্ষারদ্রব্য, শুক্ত, কচিমূলা, কৃশ পশুর মাংস, শুষ্ক মাংস এবং শূকর, ভেড়া, গো, মৎস্য ও মহিষ মাংস, মাষকলাই, শিম, শালূক, মৃণাল, পিষ্টক, অঙ্কুরিত শস্যের অন্ন, শুষ্কশাক, যবক ও মাৎগুড় নিয়ত সেবন করিবে না। (ইহা দ্বারা মধ্যে মধ্যে ইহাদের ভোজন নিষিদ্ধ নহে)॥ ৩৬—৩৮

শালিতণ্ডুলের অন্ন, গম, যব, ষষ্টিক ধান্যের চাউল, জাঙ্গলদেশজ পশুপক্ষীর মাংস, হরীতকী, আমলকী, দ্রাক্ষা, পটোলী, মুগ, চিনি, ঘৃত, বৃষ্টির জল, দুগ্ধ, মধু, দাড়িম, সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সর্ব্বদা সেবন করিবে। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য রাত্রিতে ঘৃত ও মধুসহ ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিবে। কেবল যে উক্ত দ্রব্যসমূহ নিত্য ব্যবহার করিবে তাহা নহে, এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে ঋতুচর্য্যাদিতে যে সকল স্বাস্থ্যকর অন্নপানাদি উক্ত হইয়াছে এবং চিরতা প্রভৃতি রোগোচ্ছেদকর যে সকল বিষয় পরে বলা হইবে, তাহাও সর্ব্বদা সেবন করিবে॥ ৩৯—৪১

মৃণাল, ইক্ষু, কদলী, কাঁঠাল, আম্র, লড্ডুক, মোহনভোগ প্রভৃতি এবং গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুররস, মন্দ ও স্থিরগুণান্বিত দ্রব্য আহারের প্রথমে ভোজন করিবে। আহারের মধ্যে অম্ল ও লবণরস বহুল দ্রব্য এবং আহারান্তে লঘু তীক্ষ্ণ রুক্ষ কটুরস ও সারক দ্রব্য সকল আহার করিবে॥ ৪২

উদরের চারি অংশ কল্পনা করিয়া তাহার দুই অংশ অন্ন দ্বারা, এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিয়া বাতাদির আশ্রয়স্বরূপ চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট রাখিবে। (অর্থাৎ অন্ন পানাদি দ্বারা চতুর্থ ভাগ পূর্ণ করিবে না) ॥ ৪৩

যব ও গোধূম জাত ভোজ্য ভোজন করিয়া এবং মদ্য, দধি, বিষ ও মধু পান করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। পিষ্টকাদি দ্রব্য ভোজন করিয়া ঈষৎ উষ্ণজল অনুপান কর্ত্তব্য। শাক ও মুদ্গাদিকৃত দ্রব্য ভোজনের পর দধির মাৎ, তক্র, বা অম্ল কাঞ্জিক, কৃশ ব্যক্তিদের পুষ্টির জন্য সুরা, স্থূল ব্যক্তিদের কর্ষণ জন্য মধুমিশ্রিত জল, শোষরোগে মাংসরস, মাংস ভোজনান্তে ও মন্দাগ্নিতে মদ্য অনুপান হিতজনক। ব্যাধি, বমনবিরেচনাদি ঔষধ, পথশ্রম, অধিকবাক্যকথন, স্ত্রীসেবা, উপবাস, আতপ ও ভারবহনাদি কর্ম্মদ্বারা ক্ষীণ এবং বৃদ্ধ ও বালকগণের পক্ষে দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় সুপথ্য। (অর্থাৎ অমৃতের ন্যায় বল বর্ণ ওজঃ কান্তি ও আয়ুঃ প্রভৃতির জনক) ॥ ৪৪—৪৬

অনুপানের বিষয় বিশেষভাবে বলিয়া এক্ষণে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে—যে সকল দ্রব্য ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণের বিপরীতগুণবিশিষ্ট অথচ অবিরোধী, সেই অনুপান সকল সময়ে প্রশস্ত। বিপরীত গুণ যথা—স্নিগ্ধ দ্রব্যের রুক্ষ অনুপান, রুক্ষ দ্রব্যের স্নিগ্ধ, উষ্ণের শীত, শীতের উষ্ণ ইত্যাদি। অবিরোধী বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনুপান বিপরীতগুণান্বিত হইলেও তাহা যেন দুগ্ধের সহিত অম্লের ন্যায় বিরুদ্ধ সম্বন্ধ না হয় ॥ ৪৭

অনুপানের কার্য্য।—অনুপান দ্বারা মনের হর্ষ (উৎসাহ), শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তি, সর্ব্বশরীরে অন্নরসের ব্যাপ্তি, অঙ্গের দৃঢ়তা এবং পিণ্ডীভূত অন্নের শৈথিল্য ক্লিন্নতা ও পরিপাক হইয়া থাকে ॥ ৪৮

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে, শ্বাস, কাস, উরঃক্ষত, পীনস, স্বরভেদরোগে এবং সতত সঙ্গীতকারী ও বহুভাষি ব্যক্তিদের পক্ষে অনুপান হিতকর নহে। (ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগাদিতে অনুপান প্রদান করিলে তাহা আমাশয়কে দূষিত ও উরঃকণ্ঠস্থিত আহারজ স্নেহকে আশ্রয় করিয়া অভিষ্যন্দ অগ্নিমান্দ্য বমি প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে।) ॥ ৪৯

যাহাদের শরীর আম বিসর্পাদি রোগে ক্লিন্ন, যাহারা মেহ, নেত্ররোগ, গলরোগ ও ব্রণরোগে আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে পেয় দ্রব্য ত্যাগ করা উচিত। আর সুস্থ বা অসুস্থ সকল ব্যক্তিরই পান ও ভোজনের পর অধিক বাক্য বলা, পথশ্রম (পথ হাঁটা), শয়ন, আতপ বা বহ্নি সেবন, যানারোহণ, উল্লম্ফন ও অশ্বাদি বাহনে গমন পরিত্যাজ্য ॥ ৫০

আহার কাল—মলমূত্র সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত, হৃদয় নির্ম্মল, বাতাদি দোষ সকল স্ব স্ব পথগামী, উদ্গার বিশুদ্ধ (স্রোতোমুখ সমূহ বিশুদ্ধ), ক্ষুধা উদ্দীপ্ত, অধোবায়ু নিঃসৃত, জঠরাগ্নি উদ্রিক্ত, ইন্দ্রিয়সমূহ বিশদ ও দেহ সুলঘু হইলে আহারবিধিনির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহাই আহারের উপযুক্ত সময়। (ইহার পূর্ব্বে বা পরে ভোজন করা উচিত নহে) ॥ ৫১

সূত্রস্থানে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দ্রব্যাদি বিজ্ঞানীয় (রসবীর্য্যবিপাকাদিবিজ্ঞানীয়) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

রস বীর্য্য বিপাক ও প্রভাবাদির মধ্যে দ্রব্যই প্রধান। কারণ দ্রব্যই রসবীর্য্যাদির আশ্রয়। দ্রব্য ভিন্ন রসাদি থাকিতে পারে না। অতএব দ্রব্যই প্রধান ॥ ২

হরীতক্যাদি স্থাবর ও ছাগাদি জঙ্গম সমস্ত দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্মক। তাহারা পৃথিবীকে আধারীকৃত করিয়া উৎপন্ন হয়; জল তাহাদের উৎপত্তির প্রধান কারণ; তদ্ভিন্ন অগ্নি বায়ু ও আকাশের সমবায় সম্বন্ধে সেই দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিশেষ (ভিন্নত্ব ও নানাস্বভাবত্ব) হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দ্রব্যই পৃথিবী জল অগ্নি পবন ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন বলিয়া পঞ্চভূতাত্মক। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, যদি সমস্ত দ্রব্যই পঞ্চভূতাত্মক তাহা হইলে এই দ্রব্য পার্থিব এই দ্রব্য আপ্য এরূপ বলা হয় কেন? এই হেতু বলা যাইতেছে যে, যে দ্রব্যে যে ভূত অধিক পরিমাণে থাকে, সেই ভূতের নামানুসারে দ্রব্যেরও সংজ্ঞা হয়। যেমন—যাহাতে পৃথিবীর আধিক্য আছে তাহাকে পার্থিব, যাহাতে জলের ভাগ অধিক আছে তাহাকে জলীয় ইত্যাদি বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হয় ॥ ৩।৪

ভূত সমূহের সম্মিলনে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া কোন দ্রব্যই একরসবিশিষ্ট নহে অর্থাৎ সকল দ্রব্যই অনেক রসবিশিষ্ট। দ্রব্যের ন্যায় রসও পাঞ্চভৌতিক, সেই জন্য প্রতি দ্রব্যে মধুরাদি নানারসের স্বাদ উপলব্ধি হয়। তবে আধিক্যানুসারে কেহ মধুর কেহ লবণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রব্য সমূহ একরসবিশিষ্ট নহে বলিয়া জ্বরাদি রোগ সকলও একদোষবিশিষ্ট হয় না। কারণ মধুরাদি রসভেদে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে; সুতরাং সকল রোগেই ত্রিদোষের প্রকোপ অনুভূত হয়। তবে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষানুসারে রোগের নাম হইয়া থাকে। যেমন সমস্ত জ্বর ত্রিদোষজ হইলেও বায়ুর আধিক্যে বাতিক, পিত্তের আধিক্যে পৈত্তিক ইত্যাদি।

রস ও অনুরস লক্ষণ—যে দ্রব্যে যে রস স্পষ্টরূপে রসনেন্দ্রিয়ে উপলব্ধ হয়, তাহাকে সেই রসবিশিষ্ট বলা যায়। আর তাহাতে যে রস অস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয়, তাহাকে অনুরস কহে। আরও, যে রস ব্যক্তরসাস্বাদনের কিঞ্চিৎ পরে অনুভূত হয়, তাহাকেও অনুরস বলা গিয়া থাকে ॥ ৫।৬

পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতাত্মক ও রসাশ্রয় দ্রব্যে গুরু লঘু প্রভৃতি গুণ সকল বিদ্যমান থাকে। মধুরাদি রসে গুর্ব্বাদি গুণ আশ্রিত নহে; তবে সাহচর্য্যবশতঃ মধুরাদি রসে গুর্ব্বাদিগুণ সমূহের ব্যপদেশ করা যায়। (যে দ্রব্যে মধুর রস আছে, তাহাতেই গুরুগুণ এবং যে দ্রব্যে অম্ল রস আছে, তাহাতে লঘুগুণ দেখা যায়। এইরূপ রস ও গুণ পরস্পর সহচর ভাবে একত্র থাকে বলিয়া মধুর রস গুরু অম্লরস লঘু এইরূপ কল্পনা করা যায়। ফল কথা, রসে গুর্ব্বাদি গুণ থাকে না।) ॥ ৭

এই পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্য সমূহের মধ্যে পার্থিব দ্রব্য গুরু, স্থূল, স্থির (কঠিন) ও গন্ধ গুণ বহুল। (পার্থিব দ্রব্যে অন্যান্য গুণ বিদ্যমান থাকিলেও গুরুত্বাদি গুণের আধিক্য থাকে।) ইহা দ্বারা শরীরের গুরুতা, স্থৈর্য্য, নিবিড়তা ও পুষ্টি সংসাধিত হয় ॥ ৮

আপ্য দ্রব্য—দ্রব, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, মৃদু, ঘন ও রসগুণ বহুল। এই জলীয় দ্রব্য স্নিগ্ধকর, স্রাবজনক, ক্লেদকারক, আহ্লাদজনক ও মলাদির বিবন্ধকারক ॥ ৯

আগ্নেয় দ্রব্য—রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিশদ, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী) ও রূপগুণবহুল। ইহা দ্বারা শরীরে দাহ, কান্তি, বর্ণপ্রকাশ ও পরিপাক হয় ॥ ১০

বায়ব্য দ্রব্য—রুক্ষ, বিশদ, লঘু ও স্পর্শগুণবহুল। ইহা শরীরের রৌক্ষ্য, লঘুত্ব, বৈশদ্য, বিচার ও গ্লানিকারক ॥ ১১

নাভস দ্রব্য—সূক্ষ্ম, বিশদ, লঘু ও শব্দগুণবহুল। ইহা শৌষির্য্যকারী (পিণ্ডীভূত দ্রব্যে ছিদ্র করে) ও লঘুত্বজনক। এই পঞ্চভূতারব্ধ-গুর্ব্বাদিগুণযোগ হেতু এবং নানা প্রয়োজন ও নানাযুক্তি বশতঃ জগতে এমন কোন দ্রব্য দেখা যায় না, যাহা ঔষধ নহে। অর্থাৎ ধূলি বালি প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই ঔষধ বলিয়া গণ্য ॥ ১২

যে দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ুর ভাগ অধিক থাকে, তাহা প্রায়ই ঊর্দ্ধগামী হয়; যেমন মদনফলাদি বমনকারক দ্রব্য। আর যাহাতে পৃথিবী ও জলের ভাগ অধিক থাকে, তাহা প্রায় অধোগামী হইয়া থাকে; যেমন তেউড়ী প্রভৃতি ॥ ১৩

দ্রব্য বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা বলা হইল। অতঃপর রসভেদীয়াধ্যায়ে রসের প্রকার ভেদ সকল উপদেশ দিব। বহুবক্তব্য হেতু এখানে বলা হইল না ॥ ১৪

এক্ষণে বিপাকাদি হইতে বীর্য্যের প্রাধান্য হেতু প্রথমে বীর্য্যের কথা বলা যাইতেছে। কোন কোন তন্ত্রকার দ্রব্যাশ্রিত বীর্য্য আট প্রকার বলিয়া থাকেন; যথা—গুরু, স্নিগ্ধ, হিম, মৃদু, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ। মহর্ষি চরক বলেন—দ্রব্যের যে স্বভাব দ্বারা কোন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়, সেই স্বভাবই বীর্য্যপদবাচ্য। দ্রব্য হইতে যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহা বীর্য্যকৃত জানিবে। কারণ হীনবীর্য্য দ্রব্য কোন কাজ করিতে পারে না ॥ ১৫।১৬

রস বিপাকাদিতে বীর্য্যসংজ্ঞা না দিয়া গুর্ব্বাদি আটটি গুণে যে বীর্য্যসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথার্থই হইয়াছে। কারণ বীর্য্যেরই কার্য্যকরণে সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। আর সমগ্র গুণের মধ্যে ঐ আটটী গুণই সারভূত (চিরস্থায়ী, জঠরাগ্নিসংযোগেও ইহারা মধুরাদি স্বভাব ত্যাগ করে না), অন্য মন্দ সান্দ্রাদি গুণ হইতে অধিক শক্তিশালী এবং ব্যবহারার্থ উহারা (গুর্ব্বাদি গুণই) প্রধান ও রসাদির অগ্রে গ্রহণীয়। বিশেষতঃ গুর্ব্বাদি গুণ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বহু দ্রব্য ও রসাদির গ্রহণ হইয়া থাকে। এই জন্য উক্ত গুর্ব্বাদি গুণাষ্টক বীর্য্য নামে অভিহিত হয় ॥ ১৭

পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের বৈপরীত্য হেতু রসাদির বীর্য্য সংজ্ঞা হয় না। অর্থাৎ রসাদিতে সারত্ব নাই (কারণ জঠরাগ্নি সংযোগে রসের পরিবর্ত্তন হইয়া রসান্তরোৎপত্তি হয়)। রসাদিতে শক্ত্যুৎকর্ষ নাই (কারণ, রসস্থ গুর্ব্বাদি শক্তি দ্বারাই রস স্বকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হয়)। আর ব্যবহারার্থ গুর্ব্বাদির ন্যায় রসাদির মুখ্যত্ব বহুগ্রহণত্ব ও অগ্রগ্রহণত্ব নাই। এই সমস্ত কারণে রসাদিতে বীর্য্য সংজ্ঞা হয় না। সুতরাং গুর্ব্বাদিই বীর্য্য ॥ ১৮

অপর আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বলেন—শীত ও উষ্ণ ভেদে বীর্য্য দ্বিবিধ। গুর্ব্বাদি অষ্টবিধ বীর্য্য তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—নানাত্মক জগৎ যেমন ব্যক্ত (স্থূল, দৃশ্যপদার্থ, সাংখ্যমতে মহদাদি) ও অব্যক্ত (সূক্ষ্ম, সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ) কোন ধর্ম্মকে অতিক্রম করে না অর্থাৎ কোন গুণকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ দ্রব্য (স্থাবরজঙ্গমাদি) নানাস্বভাব হইলেও তাহা মহাবলবান্ অগ্নি ও সোম গুণকে কখনই অতিক্রম করে না। দ্রব্য সমূহের কতিপয় আগ্নেয় ও কতিপয় সৌম্য। অতএব আগ্নেয় দ্রব্য উষ্ণবীর্য্য ও সৌম্যদ্রব্য শীতবীর্য্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য বীর্য্য নাই॥ ২০

উষ্ণ ও শীতবীর্য্য দ্রব্যের মধ্যে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য—ভ্রম, তৃষ্ণা, গ্লানি, স্বেদ, দাহ, শীঘ্রপাক, এবং বায়ু ও কফের শান্তি করে। শীতবীর্য্য দ্রব্য—আহ্লাদজনক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক, স্তম্ভক ও রক্তপিত্তের বিশুদ্ধতাকারক॥ ২১

বিপাক লক্ষণ—জঠরাগ্নিসংযোগে মধুরাদি রসের পরিপাক হওয়ার পর যে রসবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে মুনিগণ বিপাক বলিয়া থাকেন॥ ২২

গুড়াদি মধুররস এবং সৈন্ধবাদি লবণরস পরিপাক হইয়া মধুররস হয়, সেই জন্য ইহাদিগকে মধুরবিপাক বলে। অম্লরসের অম্লবিপাক হয়। তিক্ত কটু ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে। (প্রায় শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও হয়; যেমন শুঁঠ আদা পিপুল প্রভৃতি কটুরস দ্রব্য বিপাকে মধুর হইয়া থাকে। ব্রীহি মধুর রস হইলেও তাহার অম্লবিপাক হয়।)॥ ২৩

মধুরাদি রসের বিপাকজনিত যে রস উপলব্ধ হয়, তাহা জিহ্বাগ্রাহ্য রসের অর্থাৎ দ্রব্যের স্বাভাবিক রসের সহিত তুল্য ফল। যেমন—মধুররসবিশিষ্ট কোন দ্রব্য বায়ুনাশক, তেমনি কটুরসবিশিষ্ট কোনদ্রব্য (শুঁঠ প্রভৃতি)—যাহার বিপাক মধুর হয়, তাহাও বাতঘ্ন হইবে। রস বীর্য্য ও বিপাকাদির মধ্যে কোন কোন দ্রব্য রসদ্বারা শুভ বা অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে; যেমন মধুতে কষায় রস আছে বলিয়া তাহা পিত্তকে দমন করে। কোন কোন দ্রব্য বিপাক দ্বারা শুভাশুভ কার্য্য করে; যেমন মধু কটুবিপাক বলিয়া কফকে নষ্ট করে। কোন দ্রব্য গুণান্তরে (যেমন কাঁজি অম্লরস হইলেও রুক্ষতাগুণে কফ নাশ করে), কোন দ্রব্য বীর্য্যদ্বারা (যেমন কষায়তিক্তরসান্বিত মহৎপঞ্চমূল উষ্ণবীর্য্য বলিয়া বায়ুকে নাশ করে, কিন্তু পিত্তের শান্তি করিতে পারে না) এবং কোন কোন দ্রব্য প্রভাবদ্বারা শুভ বা অশুভ কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন সুরা অম্লরস ও উষ্ণবীর্য্য হইলেও প্রভাববশতঃ স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক হয়॥ ২৪

কার্য্যনিষ্পত্তি বিষয়ে রসাদির সমশক্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—রস, বিপাক, বীর্য্য ও প্রভাব ইহাদের মধ্যে যাহা দ্রব্যে অতিপ্রবল ভাবে অবস্থিতি করে; তাহা অপর দুর্ব্বলকে পরাভূত করিয়া কর্ম্মকরণে কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ রসবিপাকাদির মধ্যে যদি দ্রব্যে বিপাকাদি অপেক্ষা রসের প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে রস দুর্ব্বল বিপাকাদিকে পরাভব করিয়া স্বয়ং কার্য্যসম্পাদনে কারণ হয়। এইরূপ বিপাকাদিবিষয়েও জানিবে। আর পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের সংযোগস্থলে বলবান্ গুণ অল্পগুণকে পরাজিত করে। অর্থাৎ বলবানেরই কর্ম্মকর্তৃত্ব

দেখা যায়। যেমন—দুগ্ধ শীতবীর্য্য, সুতরাং ইহার দ্বারা বায়ুর প্রকোপ হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু তাহা না হইয়া ইহাতে মধুর রসজন্য স্নেহ গৌরবাদি গুণের আধিক্য থাকায় তদ্দ্বারা বায়ুর শান্তিই হইয়া থাকে, শীতবীর্য জন্য ক্রিয়া হয় না ॥ ২৫।২৬

যে দ্রব্যে রসবিপাকাদির মধ্যে কাহারও উৎকর্ষ নাই, পরন্তু রসাদির বলের পরস্পর সাম্য আছে, সেখানে কার্য্যসম্পাদনে কাহার কর্তৃত্ব হইবে, তাহা বলা যাইতেছে—যদি রসাদির বলের সাম্য থাকে তাহা হইলে বিপাক রসকে, বীর্য্য রস ও বিপাককে এবং প্রভাব রস বীর্য্য ও বিপাক এই তিনটীকে অভিভূত করিয়া কার্য্যনিষ্পত্তির কারণ হইয়া থাকে, ইহাই রসাদির স্বাভাবিক শক্তি। (এবিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—যেমন মধু মধুররসবিশিষ্ট কিন্তু বিপাকে কটুরস ; এই কটুবিপাক দ্বারা মধুররস অভিভূত হয়, সেইজন্য মধুর রসের বাতশমনরূপ কার্য্য হইতে পারে না, অধিকন্তু কটুবিপাক জন্য বায়ুর প্রকোপই হইয়া থাকে। মহিষের মাংস মধুররস ও মধুরবিপাক ; কিন্তু ইহা উষ্ণবীর্য্য বলিয়া তদ্দ্বারা রস ও বিপাকের শক্তি পরাভূত হয় সেইজন্য উহা পিত্তশমনরূপ রসবিপাকের কার্য্য না করিয়া উষ্ণবীর্য্য জন্য পিত্তের দুষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ সুরা অম্লরস অম্লবিপাক ও উষ্ণবীর্য্য হইয়াও প্রভাব বশতঃ ক্ষীরজনক হইয়া থাকে)॥ ২৭

প্রভাবের কার্য্য—দুইটী দ্রব্যের মধ্যে রস, বীর্য্য ও বিপাকের সাম্য থাকিলেও যে একটী দ্রব্য সামান্য কার্য্য করে ও আর একটী দ্রব্য বিশিষ্ট কার্য্য করে, সেই বিশিষ্ট কার্য্য প্রভাবজ বলিয়া জানিবে। রস বীর্য্য ও বিপাকাদি গুণ অপেক্ষা অধিকশক্তিশালী দ্রব্যের স্বভাবকে প্রভাব কহে। উদাহরণ যথা—দন্তী রস বীর্য্য ও বিপাকে চিতার তুল্য হইলেও প্রভাববশতঃ উহা বিরেচনী, চিতা বিরেচক নহে। মৌলফলের সহিত রসাদিতে তুল্য হইলেও দ্রাক্ষা বিরেচনী, কিন্তু মৌল বিরেচক নহে। দুগ্ধ ও ঘৃত রস বীর্য্য বিপাকে তুল্যগুণ হইলেও ঘৃত অগ্নির দীপক কিন্তু দুগ্ধ অগ্নিদীপক নহে। ঘৃতের অগ্নিদীপকত্ব গুণ প্রভাবজ ॥ ২৮।২৯

এই প্রকারে দ্রব্য রস বীর্য্যাদির কর্ম্ম সামান্যভাবে (অর্থাৎ কারণানুরূপভাবে) বলা হইল। পুনর্ব্বার বিচিত্র কারণারব্ধ দ্রব্যবিশেষে কর্ম্মের যেরূপ ভেদ হয়, তাহা বলিব। (কতকগুলি দ্রব্য রসাদির সমানকারণারব্ধ, কতকগুলি দ্রব্য বিচিত্রকারণারব্ধ। যে মহাভূতদ্বারা রসাদি উৎপন্ন হয়, তদাশ্রিত দ্রব্যও সেই মহাভূত দ্বারা উৎপন্ন হইলে তাহাকে সমানকারণারব্ধ দ্রব্য বলে। ইহা দ্বারা রসাদির অনুগুণ কার্য্য হয়। আর প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম প্রেরিত নানা প্রকার সন্নিবেশযুক্ত যে মহাভূত পরিণাম—যাহাতে রসাদির উৎপত্তি হেতু ও তদাশ্রিত দ্রব্যের উৎপত্তি হেতু পৃথক্—তাহাকে বিচিত্র প্রত্যয়ারব্ধ দ্রব্য বলে। ইহা দ্বারা রসাদির অনুগুণ কার্য্য হয় না। এ বিষয়ে গ্রন্থকার উদাহরণ দিতেছেন। যথা—মধুর রস ও গুরুগুণ উভয়ই বায়ুনাশক, গোধূমে মধুর রস ও গুরুত্ব উভয় গুণ থাকাতে উহা বায়ু নাশ করে, অতএব গোধূমের বায়ুনাশকত্ব গুণ সমানকারণারব্ধ, সেই জন্য ইহাতে কারণানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু যবেও মধুর রস ও গুরুগুণ থাকিলেও উহা বায়ুনাশক না হইয়া বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে। অতএব যব বিচিত্রকারণারব্ধ, সেইজন্য ইহাতে কার্য্য ভেদ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা রসাদির অনুগুণ কার্য্য হয় না)। এইরূপ দুগ্ধ ও মৎস্য উভয়ই মধুর রস, সুতরাং উভয়ই শীতবীর্য্য হওয়া উচিত, কিন্তু মৎস্য

উষ্ণবীর্য্য ও দুগ্ধ শীতবীর্য্য। সিংহ ও শূকর উভয়ই মধুর রস, সুতরাং উভয়ই শীতবীর্য্য হওয় উচিত, কিন্তু সিংহ কটুবিপাক ও শূকর মধুরবিপাক। অতএব যে সকল দ্রব্য রসাদির সমান-কারণারব্ধ তাহাদের রসোপদেশেই গুণ নির্দ্দিষ্ট হইবে। আর এইরূপ দ্রব্যই বহুতর। বিচিত্র প্রত্যয়ারব্ধ দ্রব্য অল্পমাত্র, তাহার প্রত্যেকটির উল্লেখ করা যাইবে॥ ৩০।৩১

সূত্রস্থানে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা রসভেদীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রস ছয় প্রকার; এক্ষণে তাহাদের বিষয় কথিত হইতেছে। পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের দুই দুইটীর আধিক্যে যথাক্রমে মধুরাদি ছয়প্রকার রস উৎপন্ন হয়। যথা—ক্ষিতি ও জলের আধিক্যে মধুর রস, ক্ষিতি ও অগ্নির আধিক্যে অম্লরস, জল ও অগ্নির আধিক্যে লবণ রস, আকাশ ও বায়ুর আধিক্যে কটুরস, অগ্নি ও বায়ুর আধিক্যে তিক্তরস এবং ক্ষিতি ও বায়ুর আধিক্যে কষায় রস উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২

স্বস্ব লক্ষণ ভিন্ন রসবিশেষের জ্ঞান হয় না, সেই জন্য ছয় প্রকার রসের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। যে রস আস্বাদনে করিলে মুখ উপলিপ্ত, শরীর আহ্লাদযুক্ত ও ইন্দ্রিয় সমূহ প্রসন্ন হয়, তাহাকে মধুর রস কহে। ইহা পিপীলিকাদির প্রিয়। (প্রমেহাদি রোগে মূত্রগন্ধে পিপীলিকা উপগত হইলে মধুর রসের অনুমান দ্বারা মধুমেহত্বাদি রোগ জানা যায়)। যে রস আস্বাদন করিলে মুখ হইতে জলস্রাব, রোমাঞ্চ, দন্তহর্ষ, এবং চক্ষু ও ভ্রূর সঙ্কোচ হয়, তাহা অম্লরস। যে রস আস্বাদন করিলে মুখস্রাব এবং কপোলে ও গলদেশে দাহ হয়, তাহাকে লবণ রস বলে। (ইহা অন্নের রোচক)। তিক্তরস আস্বাদনে মুখ বিশদ (পৈচ্ছিল্যযুক্ত) ও রসনেন্দ্রিয় নষ্ট হয় অর্থাৎ তৎকালে জিহ্বার অন্য রসগ্রহণ শক্তি লুপ্ত হয়। কটুরস আস্বাদন করিলে জিহ্বা অগ্নিশিখাস্পর্শের ন্যায় চিমিচিমি বেদনা দ্বারা উদ্বেজিত হয়, এবং চক্ষু, নাসিকা ও মুখ দিয়া জল পড়ে, আর কপোল দেশ জলিয়া যায়। কষায়রস আস্বাদনে জিহ্বার জড়তা ও কণ্ঠস্রোত বিবদ্ধ হয়॥ ৩—৭

মধুরাদি রসের লক্ষণ সমূহ কথিত হইল। এক্ষণে তাহাদের যথাযথ কার্য্য সকল বলা যাইতেছে। মধুররস আজন্ম সাত্ম্য (বাল্যকাল হইতেই মধুররসবিশিষ্ট দুগ্ধাদি পান জন্য মধুর রস অভ্যস্ত হইয়া যায়) বলিয়া উহা রসাদি ধাতু সমূহের বল অতীব বর্দ্ধিত করে। মধুর রস—বালক, বৃদ্ধ, উরঃক্ষত ও ক্ষীণ ব্যক্তিগণের হিতকর, বর্ণ কেশ ও ইন্দ্রিয় সমূহের পক্ষে প্রশস্ত, ওজোবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, স্বরবর্দ্ধক, স্তনদুগ্ধজনক, ভগ্নসন্ধানকারক, গুরুপাক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, জীবনহিত, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত বায়ু ও বিষ নাশক। মধুর রস অতি সেবিত হইলে মেদ ও কফ জন্য রোগ সমূহ যথা—স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, সন্ন্যাস, মেহ, গণ্ড ও অর্ব্বুদাদি রোগ জন্মে॥ ৮।১০

অম্লরস—অগ্নিদীপ্তিকারক, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, পাচক, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, তৃপ্তিজনক, ক্লেদক, লঘুপাক, কফজনক, রক্তপিত্তকারক এবং মূঢ় বায়ুর অনুলোমক অর্থাৎ বিমার্গগত বায়ুকে স্বপথে আনয়ন করে। ইহা অতি সেবিত হইলে শরীরের শৈথিল্য, তিমির (নেত্র রোগ বিশেষ), ভ্রম (গা ঘোরা), কণ্ডু, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোট, পিপাসা ও জ্বর উৎপন্ন হয়॥ ১১।১২

লবণরস—ভুক্ত দ্রব্যের স্তব্ধতা, সংঘাত (পিণ্ডীভূতত্ব) ও মলাদির বিবন্ধনাশক, অগ্নিকারক, স্নেহন, স্বেদজনক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, গ্রন্থ্যাদির ছেদক ও ভেদক। ইহা অতি সেবিত হইলে বাতরক্ত, খালিত্য (টাক্), পালিত্য (কেশের অকালপক্কতা), বলি (মাংসের লোলতা), তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও বিসর্প রোগ উৎপাদন এবং বল নষ্ট করে॥ ১৩।১৪

তিক্তরস—স্বয়ং অরোচিষ্ণু কিন্তু অরুচিনাশক। ইহাদ্বারা ক্রিমি, তৃষ্ণা, বিষদোষ, কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, জ্বর, উৎক্লেশ (বমন ভাব), দাহ, কফ ও পিত্ত নষ্ট হয়। তিক্তরস ক্লেদ মেদ বসা মজ্জা মল ও মূত্রের শোধক এবং লঘুপাক, মেধ্য, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, স্তন্য ও কণ্ঠবিশোধক। ইহা অতি সেবিত হইলে ধাতুক্ষয় ও বায়ুজনিত রোগ সমূহ আনয়ন করে॥ ১৫।১৬

কটুরস—ব্রণরোপক, স্নেহ মেদ ও ক্লেদ শোষক, অগ্নির দীপক, পাচক, রুচিজনক, শোধক, অন্নের শোষক (বিদাহকারক), মলাদির বিবন্ধনাশক, স্রোতঃপ্রসারক ও কফঘ্ন। ইহা দ্বারা গল রোগ, উদর্দ্দ, কুষ্ঠ, অলসক ও শোথ নষ্ট হয়। কটুরস (ঝাল) অতি সেবিত হইলে তৃষ্ণা, শুক্রক্ষয়, বলনাশ, মূর্চ্ছা, শরীরের সঙ্কোচ, কম্প এবং কটী ও পৃষ্ঠাদিতে বেদনা উৎপন্ন হয়॥ ১৭—১৯

কষায়রস—পিত্তশ্লেষ্মঘ্ন, গুরুপাক, রক্তবিশোধক, পীড়ক (ব্রণাদিকে পীড়িত করিয়া স্রাব নিঃসারণ করে), ক্ষত রোপক, শীতবীর্য্য, ক্লেদ ও মেদের শোষক, আম-স্তম্ভক, মলসংগ্রাহক, অতিরুক্ষ ও ত্বক্‌পরিষ্কারক। ইহা অতি সেবিত হইলে বিষ্টম্ভ, আধ্মান, হৃদ্রোগ, পিপাসা, কার্শ্য, ধ্বজভঙ্গ, স্রোতোরোধ ও গলগ্রহরোগ উৎপাদিত হয়॥ ২০।২১

মধুর স্কন্ধ। ঘৃত, স্বর্ণ, গুড়, আক্‌রোট, কদলী, দারুচিনি, (পাঠান্তরে—তালফল), ফলসা, শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, কাঁঠাল, পিয়ালফল, ত্রিবিধ বেড়েলা (শ্বেত বেড়েলা পীত বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে), মেদা, মহামেদা, শালপানি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, মৌলফল, যষ্টিমধু, তেলাকুচা, ভুঁইকুমড়া, থুলকুড়ি, বড়থুলকুড়ি, শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড, বংশলোচন, ক্ষীরিণী (স্বর্ণক্ষীরী), গাম্ভারী, মহাসহা, ক্ষুদ্রসহা, দুগ্ধ, ইক্ষু, গোক্ষুর, মধু ও দ্রাক্ষাদিকে মধুরগণ কহে। (দ্রাক্ষাদি আদি শব্দ দ্বারা তৃণ পঞ্চমূল, মেদ, মজ্জা, তৈল, মধুরদাড়িম্ব, পদ্মবীজ, শিঙ্গাড়া, অশ্বগন্ধা, শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), মৃণাল, কেশুর, নারিকেল, খেজুর, তালমাতী প্রভৃতি দ্রব্য মধুরস্কন্ধের অন্তর্গত জানিবে)॥ ২২—২৪

অম্লস্কন্ধ। আমলকী, তেঁতুল, ছোলঙ্গ লেবু, অম্ল বেতস, অম্লদাড়িম, রৌপ্য, তক্র (তাম্রক), চুক্র, পারেবত, দধি, আম্র, আমড়া, চাল্‌তে, কয়েত বেল ও করমচা, ইহারা অম্লবর্গ। এতদ্ব্যতীত ডেলোমান্দার, কুল বদর দধির মাৎ কাঁজি প্রভৃতি আরও অনেক দ্রব্য অম্লবর্গে গৃহীত

লবণস্কন্ধ। সৈন্ধব, সচল, কাল, বিট্, করকচ, ঔদ্ভিদ, রোমক ও ক্ষারি লবণ, সীস। ও ক্ষার (যবক্ষারাদি) ইহারা লবণ বর্গের অন্তর্গত॥ ২৬

তিক্তস্কন্ধ। পটোলী, বলাডুমুর, বালা, বেণামূল, চন্দন, চিরতা, নিম, কট্কী, তগর-পাদুকা, অগুরু, কুড়চি, করঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, মূর্ব্বা, আকনাদি, আপাং, কাংস্য, লৌহ, গুলঞ্চ, দুরালভা, বৃহৎ পঞ্চমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, রাখালশশা, আতইচ ও বচ ইহারা তিক্তস্কন্ধে পরিগণিত॥ ২৭।২৮

কটুকস্কন্ধ। হিং, মরিচ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চকোল ও শ্বেততুলসী প্রভৃতি, হরিতক (আদা প্রভৃতি) ছাগাদির পিত্ত ও মুত্র এবং ভেলা ইহাদিগকে কটুবর্গ কহে। (সংগ্রহোক্ত মনঃশিলা, সর্ষপ ও কুষ্ঠাদি দ্রব্যও কটুকস্কন্ধের অন্তর্গত জানিবে)॥ ২৯

কষায়স্কন্ধ। হরীতকী, বহেড়া, শিরীষ, খদির, মধু, কদম্ব, যজ্ঞডুমুর, মুক্তা, প্রবাল, রসাঞ্জন, গিরিমাটী, কচিকয়েতবেল (কেহ বলেন—বালা ও কয়েতবেল), খর্জ্জুর, মৃণাল, পদ্ম ও উৎপলাদি (আদিশব্দে প্রিয়ঙ্গু লোধ প্রভৃতি বোদ্ধব্য) এইগুলি কষায় বর্গ॥ ৩০

সম্প্রতি মধুরাদি বর্গের গুণ কথিত হইতেছে—মধুর দ্রব্য প্রায়ই শ্লেষ্মজনক; কেবল পুরাতন শালিধান্য, যব, মুগ, গোধুম, মধু, চিনি ও জাঙ্গল মাংস ইহারা শ্লেষ্মবর্দ্ধক নহে॥ ৩১

প্রায় সমস্ত অম্লরস দ্রব্যই পিত্তজনক; কেবল দাড়িম ও আমলকী পিত্তজনক নহে। সমস্ত লবণ দ্রব্য প্রায়ই চক্ষুর অহিতকারক; কেবল সৈন্ধব লবণ চক্ষুর হিতকর। গুলঞ্চ ও পটোল ভিন্ন প্রায় সমস্ত তিক্তদ্রব্য এবং শুঁঠ পিপুল ও রসুন ব্যতীত প্রায় সমস্ত কটু দ্রব্য অত্যন্ত অবৃষ্য ও বায়ুর প্রকোপক। কষায়রস দ্রব্য প্রায়ই শীতবীর্য্য ও মলের স্তম্ভন; কেবল হরীতকী শীতবীর্য্য ও স্তম্ভকারক নহে॥ ৩২—৩৪

কটু অম্ল ও লবণরস যথাক্রমে উত্তরোত্তর উষ্ণবীর্য্য; অর্থাৎ কটু উষ্ণ, অম্ল উষ্ণতর ও লবণ উষ্ণতম। আর তিক্ত কষায় ও মধুর রস ক্রমশঃ উত্তরোত্তর শীতবীর্য্য অর্থাৎ তিক্ত শীতবীর্য্য, কষায় শীতবীর্য্যতর ও মধুর শীতবীর্য্যতম॥ ৩৫

তিক্ত কটু ও কষায়রস, পূর্ব্ববৎ যথোত্তর রুক্ষ ও মলস্তম্ভক এবং লবণ অম্ল ও মধুর রস ইহারা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে স্নিগ্ধ ও মলমূত্রবাত-নিঃসারক॥ ৩৬।৩৭

লবণরস অপেক্ষা কষায়রস গুরুতর এবং কষায় অপেক্ষা মধুর রস অত্যন্ত গুরু। অম্লরস লঘু, অম্লরস অপেক্ষা কটুরস লঘুতর ও কটু অপেক্ষা তিক্তরস লঘুতম॥ ৩৮।৩৯

এক্ষণে শরীর ধারণের উপযোগিত্বহেতু, রস সমূহের স্থূলতঃ সপ্তপঞ্চাশৎ (৫৭) প্রকার সংযোগ ও ত্রিষষ্টি (৬৩) প্রকার কল্পনা বিভাগ করা যাইতেছে॥ ৪০

মধুরাদি ছয় রস দ্বিকসংযোগে অর্থাৎ দুই দুইটী রসের সংযোগে ক্রমে এক এক রস হীন হইয়া পঞ্চদশ প্রকার যোগ হয়, যথা—মধুর অম্ল, মধুর লবণ। তন্মধ্যে মধুর রসের পাঁচপ্রকার, মধুর রস ত্যাগ করিয়া অম্লরসের চারিপ্রকার, মধুর অম্ল ত্যাগ করিয়া লবণ রসের তিন প্রকার, মধুর অম্ল ও লবণরস ত্যাগ করিয়া তিক্তরসের দুই প্রকার ও মধুরাদি রস চতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া কটুরসের একপ্রকার, সমুদায়ে পঞ্চদশ প্রকার সংযোগ হইয়া থাকে। আর ত্রিক সংযোগে ক্রমে এক একটী হীন হইয়া মধুর রস দশ প্রকারে, অম্লরস ছয় প্রকারে, লবণ রস তিন প্রকারে

ও তিক্তরস এক প্রকারে সমুদায়ে বিংশতি প্রকারে সংযুক্ত হয়। চতুষ্ক রস সংযোগে একএকটী হীন হইয়া মধুর রসের দশপ্রকার, অম্লরসের ছয় প্রকার ও লবণ রসের এক প্রকার সমুদায়ে পঞ্চদশ প্রকার সংযোগ হয়। পঞ্চক সংযোগে মধুর রস পাঁচ প্রকারে ও অম্লরস এক প্রকারে সমুদায়ে ছয় প্রকারে সংযুক্ত হয়। আর মধুরাদি ছয় রস সম্মিলনে এক প্রকার, সমুদায়ে ৫৭ প্রকার রস সংযোগ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অসংযুক্ত রস ছয় প্রকার লইয়া ত্রিষষ্টি প্রকারে রস কল্পনা করা যায়। এক্ষণে স্পষ্টার্থ প্রত্যেকের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—দ্বিক-সংযোগে পঞ্চদশ প্রকার যথা—১ মধুর অম্ল ২ মধুর লবণ, ৩ মধুর তিক্ত, ৪ মধুর কটুক ও ৫ মধুর কষায় (মধুর রসের ৫ প্রকার) ; ১ অম্ল লবণ, ২ অম্ল তিক্ত, ৩ অম্ল কটুক, ৪ অম্ল কষায় (অম্লরসের ৪ প্রকার) ; ১ লবণ তিক্ত, ২ লবণ কটু, ৩ লবণ কষায় (লবণ রসের ৩ প্রকার) ; ১ তিক্তকটু ও ২ তিক্ত কষায় (তিক্তরসের ২ প্রকার) এবং কটু কষায় (কটুরসের ১ প্রকার) ; সমুদায়ে ১৫ প্রকার। ত্রিক সংযোগে ২০ প্রকার যথা—১ মধুর অম্ললবণ, ২ মধুর অম্ল তিক্ত, ৩ মধুর অম্ল কটু, ৪ মধুর অম্ল কষায়, ৫ মধুর লবণ তিক্ত, ৬ মধুর লবণ কটু, ৭ মধুর লবণ কষায়, ৮ মধুর তিক্ত কটু, ৯ মধুর তিক্ত কষায়, ১০ মধুর কটু কষায় (মধুরের দশসংযোগ) ; ১ অম্ল লবণ তিক্ত, ২ অম্ল লবণ কটু, ৩ অম্ল লবণ কষায়, ৪ অম্ল তিক্ত কটু, ৫ অম্ল তিক্ত কষায়, ৬ অম্ল কটু কষায় (অম্লের ছয় সংযোগ) ; ১ লবণ তিক্ত কটু, ২ লবণ তিক্ত কষায়, ৩ লবণ কটু কষায় (লবণ রসের ৩টী সংযোগ) ; ১ তিক্ত কটু কষায় (তিক্তের একটী সংযোগ) ; সমুদায়ে বিংশতি যোগ। চতুষ্ক রস সংযোগ ১৫ প্রকার যথা—১ মধুরাম্ল লবণ তিক্ত, ২ মধুরাম্ল লবণ কটু, ৩ মধুরাম্ল লবণ কষায়, ৪ মধুরাম্ল তিক্ত কটু, ৫ মধুরাম্ল তিক্ত কষায়, ৬ মধুরাম্ল কটু কষায়, ৭ মধুর লবণ তিক্ত কটু, ৮ মধুর লবণ তিক্ত কষায়, ৯ মধুর লবণ কটু কষায়, ১০ মধুর তিক্ত কটু কষায় (মধুরের দশসংযোগ) ; ১ অম্ল লবণ তিক্ত কটু, ২ অম্ললবণ তিক্ত কষায়, ৩ অম্ললবণ কটু কষায়, ৪ অম্লতিক্ত কটু কষায় (অম্লের ৪টী) ; ১ লবণ তিক্ত কটু কষায় (লবণরসের ১টী) সমুদায়ে পঞ্চদশযোগ। পঞ্চকসংযোগ ছয় প্রকার যথা—১ অম্ললবণতিক্তকটুকষায় (অম্লের একটী যোগ), ১ মধুরলবণ তিক্ত কটু কষায়, ২ মধুরাম্লতিক্তকটুকষায়, ৩ মধুরাম্ল লবণ কটু কষায়, ৪ মধুরাম্ল লবণ তিক্ত কষায়, ৫ মধুরাম্ল লবণ তিক্তকটু (মধুর রসের পাঁচ প্রকার যোগ) সমুদায়ে ছয় প্রকার ; আর মধুরাদি ছয় রসের মিলনে একপ্রকার ; এইরূপে সমুদায়ে রসসংযোগ ৫৭ প্রকার কথিত হইল। তৎসহ অসংযুক্ত রস ছয়টী (মধুর অম্ল লবণ তিক্ত কটু কষায়) মিলিত করিলে ৬৩ প্রকার রসকল্পনা পরিগণিত হয়॥ ৪১।৪২

সংক্ষেপে রসভেদ নিরূপণ। পঞ্চকরসের যোগ ৬ প্রকার, অসংযুক্ত রস ৬ প্রকার, চতুষ্ক রসসংযোগ ১৫ প্রকার, দ্বিকরসসংযোগ ১৫ প্রকার, ত্রিকরসসংযোগ ২০ প্রকার, ছয়টী রস মিলিয়া একপ্রকার, এই সমুদায়ে ৬৩ প্রকার রস কল্পনা উক্ত হইয়াছে॥ ৪৩

পূর্ব্বোক্ত ত্রিষষ্টিবিধ রসভেদ কল্পনা স্থূলভাবে (মোটামুটি ভাবে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যদি রসভেদ সমূহ রস অনুরস ও রসদিগের তারতম্যানুসারে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে অসংখ্য প্রকার হইয়া থাকে। এই রসভেদ সকল বাতাদিদোষ ও হরীতক্যাদি ভেষজ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ৪৪

সূত্রস্থানে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দোষাদিবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব; ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (দোষাদির আদি পদে ধাতু ও মল গ্রাহ্য; তাহাদের বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃতভাবে, বৈকৃতভাবে ও স্বরূপতঃ সম্যক্ জ্ঞান)॥ ১

দোষ (বাতাদি), ধাতু (রসরক্তাদি) ও মল (মূত্র-পুরীষাদি) ইহারা দেহের মূল (অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা শরীর উৎপন্ন ও রক্ষিত হইয়া থাকে)। তন্মধ্যে অবিকৃত বায়ু উৎসাহ (সর্ব্বকার্য্যে উদ্যোগ), প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস, বাচিক কায়িক ও মানসিক চেষ্টা, বেগপ্রবৃত্তি (মল-মূত্র-বাতাদির বহির্নির্গমন), ধাতুসমূহের সম্যক্ গতি ও ইন্দ্রিয় সকলের পটুত্ব দ্বারা এই শরীরকে অনুগৃহীত করে; অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ বায়ু দ্বারা উৎসাহাদি ব্যাপার সমুদায় সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়ায় শরীরের উপকার হয়। অবিকৃত পিত্ত পরিপাক, উষ্মা (উষ্ণতা), দৃষ্টিশক্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, প্রভা, মেধা, বুদ্ধি, পৌরুষ ও দেহের কোমলতা দ্বারা শরীরের উপকার করে। এইরূপ অবিকৃত শ্লেষ্মা দেহের স্থিরতা, স্নিগ্ধতা, সন্ধিবন্ধন ও ক্ষমাগুণ প্রভৃতি দ্বারা শরীরের উপকার করে॥ ২—৪

রসাদি সাতটী ধাতুর প্রীণনাদি সাতটী শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ক্রমশঃ বলা যাইতেছে। যথা—রসের প্রীণন (ইন্দ্রিয় সমূহের প্রসন্নতাপূর্ব্বক মনের প্রীতিসম্পাদন), রক্তের জীবন (ওজোবর্দ্ধন), মাংসের লেপন (লিপ্ততাকরণ), মেদের স্নেহন (নেত্রাদিতে স্নিগ্ধতাসম্পাদন), অস্থির দেহধারণ, মজ্জার পূরণ (স্নেহের দ্বারা অস্থি-ছিদ্রের পূরণ) এবং শুক্রের গর্ভোৎপাদন এইগুলি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। (এতদ্ব্যতীত রসাদির অন্যান্য মধ্যম কর্ম্ম যথা—রসের দৃষ্টিরক্তপুষ্ট্যাদি, রক্তের বর্ণপ্রসাদ-মাংসপোষণাদি কর্ম্ম অবগত হইবে)॥ ৫

মলসমূহের প্রধান কর্ম্ম বলা যাইতেছে—পুরীষের প্রধান কর্ম্ম শরীরধারণ, মূত্রের প্রধান কর্ম্ম আভ্যন্তর ক্লেদনিঃসারণ, ঘর্ম্মের প্রধান কার্য্য ক্লেদবিধারণ (ও কেশ রোমাদির রক্ষণ।) বায়ু বর্দ্ধিত হইলে শরীরের কার্শ্য, কৃষ্ণবর্ণতা, উষ্ণাভিলাষ, কম্প, আনাহ, মলবদ্ধতা, বলহানি, নিদ্রানাশ, ইন্দ্রিয়শক্তির লোপ, প্রলাপ, ভ্রম ও দীনতা (উৎসাহহীনতা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পিত্ত বর্দ্ধিত হইলে মল মূত্র নেত্র ও ত্বকের পীতবর্ণতা, অতি-ক্ষুধা, অতি-তৃষ্ণা, দাহ ও নিদ্রাল্পতা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা প্রবৃদ্ধ হইলে অগ্নিমান্দ্য, প্রসেক (লালাদি স্রাব), আলস্য, শরীরের গুরুত্ব, ত্বগাদির শ্বেতবর্ণতা, শৈত্য, অঙ্গের শিথিলতা, শ্বাস, কাস ও অতিনিদ্রা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়॥ ৬—৮

রস বর্দ্ধিত হইলে উহা প্রবৃদ্ধ শ্লেষ্মবৎ অগ্নিমান্দ্যাদি জন্মাইয়া থাকে। রক্ত প্রবৃদ্ধ হইলে বিসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, গুল্ম, উপকুশ (দন্তরোগ বিশেষ), কামলা, ব্যঙ্গ (মেচেতা), অগ্নিমান্দ্য, সংমোহ, এবং ত্বক্ নেত্র ও মূত্রের রক্তবর্ণতা হইয়া থাকে॥ ৯

মাংস বর্দ্ধিত হইলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, গণ্ডস্থল উরু ও উদরের বৃদ্ধি এবং কণ্ঠাদি স্থানে অধিমাংস নামক রোগ এই সকল উপস্থিত হয়। মেদোধাতু বর্দ্ধিত হইলে

উক্ত গলগণ্ডাদি রোগ সমূহ এবং অল্প পরিশ্রমে অধিক শ্রান্তি ও শ্বাস জন্মে। ইহাতে পাছা স্তন ও উদর ঝুলিয়া পড়ে॥ ১০

অস্থি প্রবৃদ্ধ হইলে অধ্যস্থি ও অধিদন্ত রোগ জন্মে। মজ্জা বর্দ্ধিত হইলে নেত্র ও দেহের গৌরব এবং অঙ্গুলি সন্ধিতে স্থূলমূল ও কৃচ্ছ্রসাধ্য পিড়কা সমূহ উৎপন্ন হয়॥ ১১

শুক্র বর্দ্ধিত হইলে অত্যন্ত স্ত্রীকামতা ও শুক্রাশ্মরী রোগ জন্মে॥ ১২

পুরীষ বর্দ্ধিত হইলে উদরে আধ্মান (ফাঁপ), আটোপ (গুড় গুড় করিয়া পেট ডাকা), ভার ও বেদনা হইয়া থাকে॥ ১৩

মূত্র বর্দ্ধিত হইলে বস্তিদেশে বেদনা (টন্‌টনানি) হয় এবং প্রস্রাব করিলেও বোধ হয় যেন প্রস্রাব করা হয় নাই (অর্থাৎ মূত্রত্যাগ না করিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রস্রাব করিলেও সেই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।) ১৪

স্বেদ প্রবৃদ্ধ হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শরীরে দৌর্গন্ধ্য ও গাত্রকণ্ডু হয়। নেত্রমল ও নাসাকর্ণাদির মল বর্দ্ধিত হইলে তত্তৎ মলের বাহুল্য হেতু সেই সকল মলাশয়ের গুরুতা কণ্ডূ ও ক্লেদাদি উপদ্রব জন্মে॥ ১৫

বাতাদি বর্দ্ধিত হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা বলিয়া এক্ষণে উহারা ক্ষীণ হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করে তাহা বলা যাইতেছে।

বায়ু ক্ষীণ হইলে (স্ব-প্রমাণ অপেক্ষা হীন হইলে) অঙ্গের অবসাদ (কার্য্যে অসামর্থ্য), বাক্যের অল্পতা, শারীরিক চেষ্টার ন্যূনতা, জ্ঞানের অভাব এবং শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইলে অগ্নিমান্দ্যাদি যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে॥ ১৬

পিত্ত ক্ষীণ হইলে অগ্নিমান্দ্য, শীতবোধ ও কান্তির হানি হইয়া থাকে।

কফ ক্ষীণ হইলে ভ্রম (পাঠান্তরে—শ্রান্তিবোধ), হৃদয় মস্তক প্রভৃতি শ্লেষ্মস্থান সমূহের শূন্যতা, হৃদ্রোগ এবং সন্ধি সকলের শিথিলতা হইয়া থাকে॥ ১৭

রস-ধাতু ক্ষীণ হইলে শরীরের রুক্ষতা, ভ্রম (পাঠান্তরে—শ্রম), শোষ, গ্লানি ও শব্দাসহিষ্ণুতা (উচ্চশব্দ শ্রবণে বিরক্তি) হয়। রক্ত ক্ষীণ হইলে অম্লদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, শীতাভিলাষ, শিরাশৈথিল্য ও রুক্ষতা; মাংস ক্ষীণ হইলে নেত্রের গ্লানি, সন্ধি-বেদনা এবং গণ্ডস্থল ও স্ফিকের (পাছার) শুষ্কতা; মেদঃ ক্ষীণ হইলে কটীদেশের স্পর্শানভিজ্ঞতা, প্লীহার বৃদ্ধি ও অঙ্গের কৃশতা; অস্থি ক্ষীণ হইলে অস্থি সমূহে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং দন্ত কেশ ও নখাদির পতন; মজ্জা ক্ষীণ হইলে অস্থি সমূহে ছিদ্র, ভ্রম ও অন্ধকার দর্শন; শুক্র ক্ষীণ হইলে মৈথুন সময়ে বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের স্খলন, কোষদ্বয়ে অত্যন্ত বেদনা এবং লিঙ্গে ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি অর্থাৎ লিঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা হইয়া থাকে॥ ১৮—২১

পুরীষ ক্ষীণ হইলে বায়ু শব্দের সহিত কুক্ষিতে ভ্রমণ করে, এবং অন্ত্র সমূহকে বেষ্টনবৎ পীড়ায় পীড়িত করিয়া ঊর্দ্ধে গমনাগমন করে, ইহাতে হৃদয় ও পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা হয়॥ ২২

মূত্র ক্ষীণ হইলে অতি কষ্টে বিবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। স্বেদ কমিয়া গেলে রোম সমূহের পতন, রোমের স্তব্ধতা ও চর্ম্মের স্ফুটন (চর্ম্ম ফাটা ফাটা) হয়॥ ২৩

অতি সূক্ষ্ম দূষিকাদি মল সমূহের ক্ষয়লক্ষণ সহজে বোধগম্য হয় না; তবে তত্তৎ মলাশয়ের শুষ্কতা, তোদ, শূন্যতা ও লাঘব দ্বারা উহাদের ক্ষয় লক্ষণ অবগত হইবে॥ ২৪

দোষ ধাতু ও মল সমূহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে বলিয়া এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে—দোষ ধাতু ও মল ইহাদের মধ্যে যে পদার্থ যে গুণযুক্ত, শরীরে যদি তাহার বিপরীত গুণের ক্ষয় দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই পদার্থের বৃদ্ধি এবং যদি বিপরীত গুণের বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা হইলে সেই পদার্থের ক্ষয় হইয়াছে জানিতে হইবে। যেমন—বায়ুর গুণ রুক্ষ শীত লঘু প্রভৃতি; ইহার বিপরীত গুণ স্নিগ্ধ উষ্ণ ও গুরুত্বাদি। শরীরে যদি রুক্ষাদি গুণের বিপরীত স্নিগ্ধাদি গুণের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে বুঝিবে বায়ুর বৃদ্ধি হইয়াছে। আর যদি স্নিগ্ধাদি গুণের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বুঝিবে বায়ুর ক্ষয় হইয়াছে। এই প্রকারে বিবেচনা পূর্ব্বক ধাতু ও মল সমূহের বৃদ্ধি বা ক্ষয় নির্ণয় করিবে। মলের বৃদ্ধি ক্ষয় জানিবার আরও একটী উপায় আছে—পুরীষাদি মলের বিবদ্ধতা দ্বারা তাহাদের বৃদ্ধি এবং তাহাদের অতি প্রবর্ত্তন দ্বারা ক্ষয় অবগত হইবে॥ ২৫

মল পদার্থের ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই পীড়াকর হইলেও তন্মধ্যে মলবৃদ্ধি অপেক্ষা মলক্ষয় অধিক পীড়াকর। কারণ মল দ্বারা দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে, মলের বৃদ্ধিও প্রায়ই ঘটে; সুতরাং মল বৃদ্ধি অভ্যস্ত, সেইজন্য ইহা তেমন পীড়াকর হয় না। আর মলক্ষয় সর্ব্বদা ঘটে না, সুতরাং ইহা অনভ্যস্ত, অনভ্যস্ত বিষয় অধিক পীড়াকর হইয়া থাকে॥ ২৬

দোষাদির আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রদর্শিত হইতেছে—বাতাদির মধ্যে বায়ু অস্থিতে আশ্রিত, পিত্ত স্বেদ ও রক্তে স্থিত এবং কফ, রস মাংস মেদ মজ্জা শুক্র মূত্র ও পুরীষাদিতে অবস্থিত। অর্থাৎ বায়ু আশ্রয়ী, অস্থি আশ্রয়। পিত্ত আশ্রয়ী স্বেদ ও রক্ত আশ্রয় এবং শ্লেষ্মার আশ্রয় রসাদি পদার্থ, রসাদির আশ্রয়ী শ্লেষ্মা। এই প্রকার পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব থাকায় যে ঔষধাদি একের (আশ্রয়ের বা আশ্রয়ির) বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর তাহা অন্যেরও (তদাশ্রয় বা তদাশ্রয়িরও) বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্রয়াশ্রয়িভাবাপন্ন হইলেও অস্থি এবং বায়ুর পক্ষে এ নিয়ম নহে। কারণ স্নিগ্ধ মধুরাদি বৃংহণ দ্রব্য দ্বারা অস্থির বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুর হ্রাস হইয়া থাকে। আর রুক্ষ-তিক্তাদি অপতর্পণ দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে অস্থির ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব যাহা অস্থির বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর, তাহা তদাশ্রয়ী বায়ুর বর্দ্ধক বা ক্ষয়কর হয় না। প্রায়ই স্নিগ্ধমধুরাদি সন্তর্পণ দ্বারা দোষাদির বৃদ্ধি হয়, তাহা শ্লেষ্মানুগামী, আর তদ্বিপরীত রুক্ষতিক্তাদি অপতর্পণ দ্বারা দোষাদির ক্ষয় হয়, তাহা বাতানুগামী। অতএব দোষধাতুসম্বন্ধি বৃদ্ধি ও ক্ষয়সম্ভূত রোগ সমূহের যথাক্রমে লঙ্ঘন ও বৃংহণ ঔষধ দ্বারা সত্বর প্রতিকার করিবে। অর্থাৎ দোষাদির বৃদ্ধিজনিত রোগের লঙ্ঘন দ্বারা এবং ক্ষয়জনিত রোগের বৃংহণ দ্বারা শীঘ্র চিকিৎসা করিবে (কারণ বিলম্বে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে)। কিন্তু বায়ুর বৃদ্ধি বা ক্ষয় জনিত রোগের চিকিৎসা ইহার বিপরীত ক্রমে করিতে হইবে অর্থাৎ বায়ুর বৃদ্ধি জনিত রোগের সন্তর্পণ দ্বারা এবং বায়ুর ক্ষয় জনিত রোগের অপতর্পণ দ্বারা চিকিৎসা কর্ত্তব্য॥ ২৭—৩০

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রবৃদ্ধ রস ও শ্লেষ্মা উভয়ের লক্ষণ একই প্রকার; সুতরাং উভয়ের চিকিৎসাও যে একই প্রকার তাহাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, সেই জন্য এখানে পুনরায় তাহা বলা হইল না। এক্ষণে রক্তাদি ধাতুর বৃদ্ধি ও ক্ষয় জনিত রোগের চিকিৎসা বিশেষ ভাবে বলা যাইতেছে। রক্তবৃদ্ধিজনিত রোগের রক্তস্রাব ও বিরেচন দ্বারা; মাংসবৃদ্ধিজনিত রোগের শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নি কর্ম্ম দ্বারা, মেদোবৃদ্ধিজনিত রোগের স্থৌল্য চিকিৎসা (দ্বিবিধোপক্রমণীয়োক্ত)

বিধানে, মেদঃক্ষয়জনিত রোগের কার্শ্য চিকিৎসা দ্বারা, অস্থিক্ষয়জনিত রোগের তিক্ত দ্রব্য সংযুক্ত দুগ্ধ, ঘৃত ও বস্তি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। (এস্থলে কথা হইতেছে যে, যে দ্রব্য বাতজনক তাহা অস্থিক্ষয় জন্য বিকারের বর্দ্ধক, অতএব অস্থিক্ষয় জন্য রোগে তিক্তদ্রব্য সংযুক্ত ক্ষীরাদির উপযোগ অনুচিত; কারণ তিক্তরস বাতবর্দ্ধক। সেইজন্য বলা হইতেছে যে, যে দ্রব্য স্নিগ্ধ শোষণ ও খরত্বোৎপাদক তাহা অস্থির বর্দ্ধক, কারণ অস্থি খরস্বভাব। এমন একটী জিনিস নাই যাহা স্নিগ্ধ ও শোষক, সেইজন্য তিক্তদ্রব্য যুক্ত ক্ষীর ঘৃত ও বস্তি প্রয়োগ করিতে বলা গেল; ক্ষীর ঘৃত তিক্তদ্রব্য সাধিত হইলে তাহা খর স্বভাব হইয়া থাকে সুতরাং অস্থিরও বর্দ্ধক হয়।) (অধিক পাঠের অর্থ—মজ্জা ও শুক্রক্ষয় জনিত রোগে মধুর ও শীতল দ্রব্য ভোজন, বমনাদি পঞ্চকর্ম্মদ্বারা শুদ্ধি, মৈথুন, ব্যায়াম ও অন্যান্য শুক্রশোধক বিষয় হিতকর।) ৩১।৩২

পুরীষবৃদ্ধিজনিত রোগের চিকিৎসা অতিসারের চিকিৎসানুসারে করিতে হইবে। মলক্ষয় জনিত রোগে মেষ ও ছাগের মধ্যভাগের মাংস, কুল্মাষ (হিঙ্গু ঘৃতাদি যুক্ত অর্দ্ধসিদ্ধ মাষকলাই প্রভৃতি দ্বারা কৃত খাদ্যবিশেষ, ঘুঘ্‌নী), যব, মাষকলাই, বরবটী প্রভৃতি মলবর্দ্ধক দ্রব্য প্রয়োগ করিবে॥ ৩৩

মূত্রবৃদ্ধিজনিত রোগে মেহের ন্যায় চিকিৎসা এবং মূত্রক্ষয়জনিত ব্যাধিতে মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। স্বেদক্ষয়জ রোগে ব্যায়াম, তৈলাভ্যঙ্গ, স্বেদপ্রয়োগ ও মদ্যপান হিতকর॥ ৩৪

স্বস্থানস্থ (পকাশয় ও আমাশয় মধ্যবর্ত্তী) জাঠরাগ্নির যে সকল অংশ রসাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের মান্দ্য হইলে ধাতুবৃদ্ধি এবং দীপ্তি হইলে ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে। (পাচক পিত্তকে জাঠরাগ্নি বলে। এই জাঠরাগ্নির যে অংশ রসাদি ধাতুতে থাকে তাহাকে ধাত্বগ্নি কহে।)॥ ৩৫

পূর্ব্ব ধাতু বর্দ্ধিত হইলে পর ধাতুকে বর্দ্ধিত করে অর্থাৎ রসধাতু বর্দ্ধিত হইলে রক্তকে বর্দ্ধিত করে, রক্ত প্রবৃদ্ধ হইলে মাংসকে বর্দ্ধিত করে ইত্যাদি। আর পূর্ব্ব ধাতু ক্ষীণ হইলে পর ধাতুকে ক্ষীণ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ রসক্ষয়ে রক্তক্ষয় ইত্যাদি ক্রম জানিবে।)॥ ৩৬

মিথ্যাযোগ অযোগ ও অতিযোগ যুক্ত মধুরাদি রস দ্বারা বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া রসরক্তাদি ধাতুসমূহকে দূষিত করে। পরে ঐ দুষ্ট দোষ ও ধাতু উভয়ে পুরীষাদি মলকে দূষিত করিয়া থাকে। শরীরের অধোভাগে মলমার্গ দুইটী যথা গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ বা যোনি; মস্তকে সাতটী যথা দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও একটী মুখবিবর; এতদ্ভিন্ন শরীরের যাবতীয় লোমকূপ এই সমস্ত মলের মার্গ। যে যে মলের যে যে মার্গ, সেই মলজনিত রোগ সেই সেই মার্গে প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৩৭

ওজোলক্ষণ। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সমূহের যে শ্রেষ্ঠ তেজঃপদার্থ, তাহাকে ওজঃ কহে। ওজঃপদার্থের প্রধান স্থান হৃদয় হইলেও ইহা সমস্ত শরীরব্যাপী। ওজোবলেই দেহের স্থিতি অর্থাৎ ওজই জীবনের আশ্রয়। ইহা স্নিগ্ধ, সোমগুণবহুল, বিশুদ্ধ (মলরহিত) ও ঈষৎ রক্তাভ পীতবর্ণ। ওজঃপদার্থের নাশ হইলে নিশ্চিত মৃত্যু হয়। আর ওজঃ বিদ্যমান থাকিলে মনুষ্য জীবিত থাকে। ওজঃ হইতে শরীরসংশ্রিত বিবিধ ভাব নিষ্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৮।৩৯

ক্রোধ, ক্ষুধা, চিন্তা, শোক ও পরিশ্রমাদি দ্বারা ওজঃপদার্থের ক্ষয় হইয়া থাকে। ওজঃক্ষয় হইলে মানব ভীত, দুর্ব্বল, নিয়ত চিন্তাপরায়ণ, ব্যথিতেন্দ্রিয়, কান্তিহীন, বিষণ্ণমনা, রুক্ষ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। ওজঃক্ষয়ে জীবনীয় ঔষধ, দুগ্ধ, মাংসরস ও ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ওজো বর্দ্ধিত হইলে দেহের তুষ্টি পুষ্টি ও বলের সম্যক্ বৃদ্ধি হয়॥ ৪০।৪১

পুরুষ যে অন্নে দ্বেষ করে সেই দ্বিষ্ট অন্ন ত্যাগ করিয়া এবং যে অন্ন অভিলাষ করে সেই অভিলষিত অবিরোধী অন্ন সেবন করিয়া সেই সেই দোষের বৃদ্ধি ও ক্ষয়কে জয় করিবে। (অর্থাৎ যে দোষের বৃদ্ধি হইলে যে দ্রব্যে অশ্রদ্ধা হয় তাহা ত্যাগ করিয়া সেই দোষের বৃদ্ধিকে জয় করিবে এবং যে দোষের ক্ষয় হইলে যে দ্রব্যের প্রতি অভিলাষ জন্মে তাহা ভোজন করিয়া সেই ক্ষয়কে নষ্ট করিবে।) ॥ ৪২

দ্বেষ্যান্ন ত্যাগ ও ইষ্টান্ন ভোজন দ্বারা কি হেতু দোষের বৃদ্ধি ও ক্ষয় নষ্ট হয় তাহা বলা যাইতেছে। দোষ সমূহ বর্দ্ধিত হইলে বিপরীতগুণবিশিষ্ট দ্রব্যে এবং ক্ষীণ হইলে সমানগুণান্বিত দ্রব্যে প্রায়ই রুচি জন্মাইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না। (যেমন বায়ু বর্দ্ধিত হইলে স্নিগ্ধাম্লমধুর দ্রব্যে এবং বায়ু ক্ষীণ হইলে রুক্ষকষায়াদি দ্রব্যে অভিলাষ হয়। পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইলে শীতমধুররুক্ষতিক্তকষায় দ্রব্যে এবং ক্ষীণ হইলে অম্ল লবণ কটু দ্রব্যে প্রীতি হয়। শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইলে রুক্ষাম্লকটুতিক্ত দ্রব্যে এবং ক্ষীণ হইলে স্নিগ্ধাম্ললবণ দ্রব্যে রুচি হইয়া থাকে। সেই জন্য বিপরীতগুণান্বিত দ্রব্যের সেবন দ্বারা দোষের বৃদ্ধি এবং সমানগুণান্বিত দ্রব্য সেবন দ্বারা দোষের ক্ষয় ও জয় করিবে। কখন কখনও ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে, সেই জন্য মূর্খ ব্যক্তি দোষের হ্রাস বৃদ্ধি স্থির করিতে পারে না।) ॥ ৪৩

দোষ সকল বর্দ্ধিত হইলে স্বকীয় বলানুসারে স্ব স্ব লক্ষণ প্রকাশ করে এবং ক্ষীণ হইলে নিজ নিজ লক্ষণ ত্যাগ করে। আর সমদোষ (স্বপ্রমাণস্থদোষ) শরীরানুকূল স্বকীয় কর্ম্ম (উৎসাহাদি) সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ৪৪

যে সকল দোষ সমভাবে স্বপ্রমাণে অবস্থিত হইলে শরীরের বৃদ্ধি করে, সেই সকল দোষই বৈষম্যাবস্থা (ক্ষয় বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হইলে শরীর নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব হিতজনক আহার বিহারাদি দ্বারা সেই দোষকে ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইতে রক্ষা করিবে। অর্থাৎ দোষের বর্দ্ধক বা ক্ষয়কারক আহারবিহারাদি করিবে না॥ ৪৫

সূত্রস্থানে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দোষভেদীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (দোষের ভেদজ্ঞান না থাকিলে দোষবিজ্ঞান হয় না। পূর্ব্বে দোষবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে ইহা বলা হয় নাই বলিয়া সম্প্রতি দোষভেদীয় অধ্যায় বলা যাইতেছে।) ॥ ১

বায়ুর অবস্থিতিস্থান ছটী ; যথা—পক্বাশয়, কটী, উরু, কর্ণ, অস্থি ও ত্বক্। তন্মধ্যে পক্বাশয় বায়ুর বিশেষ স্থান অর্থাৎ প্রধান অবস্থিতিস্থান ॥ ২

পিত্তের স্থান—নাভি, আমাশয়, স্বেদ, লসীকা (জলসদৃশ পদার্থ), রক্ত, রস, চক্ষু ও ত্বক্। এতন্মধ্যে নাভি প্রধান স্থান। (ত্বক্ বায়ু ও পিত্ত উভয়েরই স্থান) ; অগ্নির সখা বায়ু, আর পিত্তই অগ্নি ; সুতরাং সখিত্বনিবন্ধন উভয়ের একস্থানে স্থিতি বিরুদ্ধ নহে।) ॥ ৩

শ্লেষ্মার স্থান—বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, ক্লোম, পর্ব্বস্থান সমূহ, আমাশয়, রস, মেদ, নাসিকা ও জিহ্বা। তন্মধ্যে বক্ষঃস্থলই শ্লেষ্মার প্রধান স্থান ॥ ৪

বায়ু এক মাত্র হইলেও প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানভেদে উহা পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া কার্য্যভেদে পাচক, পূজক, গায়ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বায়ু একমাত্র হইয়াও কার্য্যভেদে প্রাণাদি নামবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে প্রাণ-বায়ু মস্তকস্থ হইয়াও বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশে বিচরণ করে। ইহা বুদ্ধি, হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের ধারক এবং ষ্ঠীবন, হাঁচি, উদ্গার ও নিঃশ্বাস জনক। ইহা দ্বারা ভুক্ত অন্ন উদর মধ্যে প্রবেশ করে ॥ ৫

উদান বায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল। উদান বায়ু বক্ষঃস্থলস্থ হইলেও নাসিকা নাভি ও গলদেশে বিচরণ করে। ইহা দ্বারা বাক্যের প্রবর্ত্তন, কার্য্যে উদ্যম, উৎসাহ, বল, বর্ণ ও স্মৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬

ব্যান বায়ু প্রধানতঃ হৃদয়স্থ হইয়াও সমস্ত দেহে বিচরণ করে। ইহা মহাবেগবান্। প্রাণির গমন, অঙ্গের অধঃক্ষেপ ও উর্দ্ধক্ষেপ, চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ এবং জৃম্ভাদি সমস্ত ক্রিয়া ব্যান বায়ু দ্বারা সম্পাদিত হয় ॥ ৭

সমান বায়ু পাচকাগ্নির সমীপস্থ। ইহা কোষ্ঠের সর্ব্বত্র বিচরণ করে, অপক্ব অন্নকে আমাশয়ে ধারণ করে, পরিপাক করে, কঠিন ভুক্তদ্রব্যকে পাকার্থ বিভাগ করে এবং মলমূত্রাদিকে অধোনিঃসারণ করে ॥ ৮

অপান বায়ুর প্রধান স্থান গুহ্যদেশ। অপান বায়ু গুহ্যদেশস্থ হইয়াও শ্রোণি, বস্তি, লিঙ্গ ও উরুদেশে বিচরণ করে। ইহা শুক্র আর্ত্তব মল মূত্র ও গর্ভকে বহির্নিঃসারণ করিয়া থাকে। (বায়ুর ভেদ পাঁচ প্রকার কথিত হইল।) ॥ ৯

বায়ুর ন্যায় পিত্তও পাঁচপ্রকার। সেই পাঁচপ্রকার পিত্তের মধ্যে যাহা পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যগত, এবং যাহা পঞ্চভূতাত্মক হইলেও আগ্নেয় গুণাধিক্য হেতু (তজ্জন্য সোমগুণ নষ্ট হওয়ায়) কঠিন হইয়া পাকদাহাদি ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা অগ্নি নামে অভিহিত হয়, তাহাকে পাচক পিত্ত

কহে। এই পাচক পিত্ত অন্নকে পরিপাক করে, সার ও মল পদার্থকে পৃথক্ বিভাগ করে এবং স্বস্থানে থাকিয়া (আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে থাকিয়া) অবশিষ্ট রঞ্জকাদি (ধাতুস্থ) পিত্তদিগের বল বৰ্দ্ধিত করিয়া উপকার করিয়া থাকে॥ ১০—১২

যে পিত্ত আমাশয়স্থিত, তাহা রসকে রঞ্জিত (রক্তবর্ণ) করে বলিয়া রঞ্জক পিত্ত নামে অভিহিত হয়।

যে পিত্ত হৃদয়স্থিত, তাহাকে সাধক-পিত্ত কহে। বুদ্ধি মেধা ও অভিমানাদি দ্বারা অভিলষিত বিষয়ের সাধন করে বলিয়া ইহা সাধক নামে খ্যাত। চক্ষুঃস্থ পিত্ত কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি রূপ আলোকন করে বলিয়া আলোচক নামে এবং ত্বগ্‌গত পিত্ত ত্বকের ভ্রাজন (দীপন) হেতু ভ্রাজক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (ভ্রাজক পিত্ত অভ্যঙ্গ লেপ ও পরিষেকাদি পাক করে)॥ ১৩।১৪

শ্লেষ্মাও পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে যাহা উরঃস্থ, তাহা স্বকীয় শক্তি দ্বারা ত্রিক ভাগের (পৃষ্ঠাধারের, মেরুদণ্ডের নিম্ন স্থানের), অন্নবীর্য্য (রস) দ্বারা ও নিজবীর্য্য দ্বারা হৃদয়ের এবং স্বস্থানস্থ (বক্ষঃস্থিত) হইয়া অম্বুকর্ম্ম দ্বারা (ক্লেদ-শ্লেষ্মাদিদ্বারা) সন্ধিস্থানাদি অন্যান্য শ্লেষ্ম-স্থানের অবলম্বন অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মে তাহাদের সামর্থ্য উৎপাদন করে বলিয়া অবলম্বক নামে অভিহিত হয়। যে শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিত, তাহা কঠিন অন্ন সমূহকে ক্লিন্ন করে বলিয়া ক্লেদক নামে খ্যাত। জিহ্বাস্থিত শ্লেষ্মদ্বারা মধুরাদি রসের বোধ হয় বলিয়া তাহাকে বোধক কহে। শিরঃস্থ শ্লেষ্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তিকর বলিয়া তর্পক নামে অভিহিত। আর সন্ধিস্থিত শ্লেষ্মা সন্ধি সকলকে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখে বলিয়া শ্লেষ্মক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে॥ ১৫—১৭

অবিকৃত বাতাদি দোষ সমূহ সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও প্রায়ই তাহাদের পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও কর্ম্ম সকল জানিবে॥ ১৮

দোষের বিকৃতি বলিতে দোষের বৃদ্ধি ও ক্ষয় বুঝা যায়। বৃদ্ধিও চয়প্রকোপভেদে দুই প্রকার। দোষাদিবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে সামান্যতঃ বৃদ্ধি ও ক্ষয় লক্ষণ বলা হইয়াছে; এক্ষণে চয় প্রকোপরূপ বৃদ্ধিনিদান সংক্ষেপে কথিত হইতেছে—রুক্ষাদি বাতগুণসমূহ, (বিরুদ্ধ) উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর সঞ্চয় ও শীতগুণান্বিত হইয়া বায়ুর প্রকোপ করে। অপিচ স্নিগ্ধাদিগুণ সকল উষ্ণ গুণযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রশম করিয়া থাকে। তীক্ষ্ণাদি পিত্তগুণ সকল শীতগুণযুক্ত হইয়া পিত্তের সঞ্চয় ও উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া পিত্তের প্রকোপ করে। আর মন্দাদিগুণসমূহ শীতগুণযুক্ত হইয়া পিত্তের প্রশম করিয়া থাকে। স্নিগ্ধাদিগুণ সকল শীতগুণযুক্ত হইয়া শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া শ্লেষ্মার প্রকোপ করে এবং রুক্ষাদিগুণসমূহ উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া কফের প্রশম করিয়া থাকে॥ ১৯—২১

স্ব স্ব স্থানে দোষের যে বৃদ্ধি, তাহাকে চয় কহে। দোষের চয় হইলে দোষবর্দ্ধক কারণে দ্বেষ ও তাহার বিপরীতগুণে অভিলাষ জন্মে। অর্থাৎ বায়ুর চয় হইলে বাতবর্দ্ধক রুক্ষাদি কারণে দ্বেষ জন্মে, এবং তদ্বিপরীত স্নিগ্ধাদি গুণে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। বৃদ্ধি কারণে দ্বেষ ও বিপরীত গুণে ইচ্ছা এই দুই লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইলে তবে দোষের চয় নির্ণয় করিবে। নতুবা নহে। পিত্ত শ্লেষ্মার বিষয়েও এইরূপ নিয়ম জানিবে। সঞ্চিত দোষ অতিবৃদ্ধি হেতু স্বস্থান ত্যাগ করিয়া উন্মার্গগামী হইলে অর্থাৎ স্থানান্তরে গমন করিলে তাহাকে কোপ কহে। প্রকুপিত দোষ

সমূহ নিজ নিজ লক্ষণ প্রকাশ করে এবং স্বাস্থ্যহানি ও রোগোৎপত্তি করিয়া থাকে। (প্রকুপিত দোষ সকলের লক্ষণ পূর্ব্বে দোষাদিবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে এবং বাতব্যাধি নিদানে বলা যাইবে। দোষ সকল যখন সমত্বাবস্থায় স্বস্থানে অবস্থিতি করে এবং কোনরূপ রোগোৎপত্তি করে না, তখন তাহাকে প্রশম কহে)॥ ২২

গ্রীষ্মাদি ঋতুত্রয়ে যথাক্রমে বায়ুর চয় প্রকোপ ও প্রশম হইয়া থাকে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে বায়ুর চয়, বর্ষাঋতুতে বায়ুর প্রকোপ এবং শরৎকালে বায়ুর প্রশম হইয়া থাকে। এইরূপ বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে যথাক্রমে পিত্তের চয় প্রকোপ ও প্রশম এবং শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কফের চয় প্রকোপ ও প্রশম হইয়া থাকে॥ ২৩

লঘু রুক্ষ গুণান্বিত গ্রীষ্মকালে লঘু ও রুক্ষ ওষধি (যবশালিগোধূমাদি) সেবনহেতু লঘুরুক্ষস্বভাব বায়ু আদান কাল জন্য লঘুরুক্ষগুণযুক্ত দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে; কালের উষ্ণতাবশতঃ প্রকুপিত হয় না। (বায়ু শীতগুণযুক্ত, উষ্ণগুণ তাহার বিরোধী, বিরুদ্ধগুণ সংযোগে প্রকোপ অসম্ভব। তবে লঘু রুক্ষাদি তুল্য গুণ দ্বারা কেবলমাত্র বায়ুর সঞ্চয় হইয়া থাকে)॥ ২৪

বর্ষাকালে জল ও ওষধি সকল অম্লপাক হয়, পিত্তও অম্লরসান্বিত; সেইজন্য তুল্যগুণ যোগে পিত্তের সঞ্চয় হয় মাত্র, বর্ষাকালের শৈত্যবশতঃ উষ্ণগুণযুক্ত পিত্তের প্রকোপ হইতে পারে না॥ ২৫

এইরূপ স্নিগ্ধশীতস্বভাব শিশিরকালে স্নিগ্ধ ও শীতগুণযুক্ত ওষধি ও জল সেবাহেতু তুল্যগুণান্বিত কফ স্নিগ্ধ ও শীতল দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ সময়ে কফ ঘনীভূত থাকায় প্রকুপিত হইতে পারে না॥ ২৬

কালস্বভাববশতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাতাদি দোষের চয়প্রকোপাদি হইয়া থাকে। কিন্তু অন্নপানাদি আহার সামর্থ্যে কাল অপেক্ষা না করিয়া দোষ সমূহের সত্বই সঞ্চয় প্রকোপাদি হয়। আবার আহারাদি বশে দোষ সকলের চয়াদিকালেও চয় প্রকোপ প্রশমাদি হয় না। তজ্জন্য কাল অপেক্ষা আহারাদিরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৭

যেমন গিরিনদী প্রভৃতির জলবেগ সমবিষম সমস্ত স্থানকে অকস্মাৎ প্লাবিত করে এবং অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ কুপিত দোষ সকল সহসা আপাদমস্তক সমস্ত দেহকে ব্যাপ্ত করে এবং ক্রমশঃ মন্দ মন্দ ভাবে কমিয়া থাকে॥ ২৮

কুপিত মল সমূহ (বায়ু পিত্ত কফ) অনেক প্রকার ও অসংখ্য রোগ উৎপাদন করিয়া শরীরকে সন্তাপিত করিয়া থাকে; সেই অসংখ্য রোগের প্রত্যেকের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দেশ করা অসাধ্য; অতএব সাধারণ ভাবে কথিত হইতেছে॥ ২৯

বাতাদি দোষ সমূহই জ্বর অতীসার প্রভৃতি সমস্ত রোগের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। দৃষ্টান্ত যথা—পক্ষী যেমন সমস্ত দিন সকল দিকে পরিভ্রমণ করিয়াও নিজের ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, অথবা এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাদি নানা প্রকার ভূতবিকার সমূহ যেমন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে অতিবর্ত্তন করে না, সেইরূপ স্বীয় ধাতুবৈষম্যনিমিত্ত রোগ সমূহও দোষত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ দোষসম্বন্ধ ভিন্ন কখনই রোগের উৎপত্তি হয় না। এই সকল দোষের প্রকোপ বিষয়ে তিনটী কারণ; যথা—অসাত্ম্য-ইন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ

(অনুপযোগী রূপ রসাদির সংযোগ), শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণ দুষ্ট কাল, এবং ইহজন্মে ও পরজন্মে কৃত দুষ্কার্য্য। এই কারণ ত্রয়ের প্রত্যেকটী আবার হীনযোগ মিথ্যাযোগ ও অতিযোগ ভেদে তিন প্রকারে ভিন্ন হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের অল্প সংযোগ বা অসংযোগকে হীন-যোগ কহে। যেমন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, এই শব্দের অল্পশ্রবণ বা একেবারে অশ্রবণকে হীন-যোগ বলে। চক্ষুর বিষয় রূপ, এই রূপের অল্প দর্শন বা একবারে অদর্শনকে হীনযোগ কহে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই নিয়ম জানিবে। আর স্বকীয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের অতিসংসর্গকে অতিযোগ কহে। অতিসূক্ষ্ম, অতিদীপ্তিশালী, অতিভৈরব, অতি নিকটবর্ত্তী বা অতি দূরবর্ত্তী, অপ্রিয় ও বিকৃতাদি রূপ দর্শনকে দর্শনেন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ বলা যায়। এই মিথ্যাযোগ তিমিরাদি নেত্ররোগের কারণ বলিয়া অতি দারুণ। এইরূপ অতি উচ্চ, পরুষ, ইষ্টবিনাশ ও ভীষণাদি শব্দ-শ্রবণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ। পূতিবিষ্ঠাদি অনিষ্ট গন্ধের আঘ্রাণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মিথ্যা-যোগ। এই প্রকার যথাযথ ভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মিথ্যাযোগ জানিবে। কাল তিন প্রকার— শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। এই কালত্রয়ে শীতগ্রীষ্মাদির অল্পতা হইলে হীনযোগ, অধিক হইলে অতিযোগ ও বিপরীতলক্ষণ ঘটিলে তাহাকে মিথ্যাযোগ কহে॥ ৩০—৩৭

কালের ন্যায় কর্ম্মও ত্রিবিধ, যথা—কায়িক বাচিক ও মানসিক। কায়িকাদি কর্ম্মের হীন (অল্প) প্রবৃত্তিকে হীনযোগ,অতিপ্রবৃত্তিকে অতিযোগ এবং মলমূত্রাদির অনুপস্থিত বেগে বেগদান, উপস্থিত বেগ ধারণ, বিষমভাবে অঙ্গন্যাসাদি কার্য্যকরণ, উভয়লোকবিরুদ্ধ কার্য্য, বিসম পতন ও বিষম স্খলনাদি ব্যাপারি সমূহকে মিথ্যাযোগ কহে। অর্দ্ধভুক্ত ব্যক্তির যে বাক্যালাপ তাহা বাচিক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ। রাগ দ্বেষ ও ভয়াদি মানসিক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ। দিনচর্য্যাধ্যায়োক্ত প্রাণাতি-পাতাদি (হিংসা চৌর্য্য প্রভৃতি) দশবিধ নিন্দিত কর্ম্ম যথাযথ কায়িক বাচিক ও মানসিক মিথ্যাযোগ। আর ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কৃত নিন্দিত সমস্ত কার্য্যই মিথ্যাযোগ॥ ৩৮—৪০

এই সমস্ত হীনযোগাদি দোষ সমূহের প্রকোপে নিদান। এই নিদান দ্বারা কুপিত দোষ সকল নানারূপে শাখা কোষ্ঠ অস্থি ও সন্ধিস্থলে বিবিধ ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে॥ ৪১

রক্তাদি ছয় প্রকার ধাতু ও ত্বক্‌কে শাখা কহে। শাখা বাহ্য রোগ সকলের স্থান। শাখাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া মষক, ব্যঙ্গ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অলজী ও অর্ব্বুদ (বিসর্প বিদ্রধি) প্রভৃতি এবং অর্শঃ গুল্ম ও শোথাদি রোগ সমূহকে বাহ্যরোগ কহে॥ ৪২

মহাস্রোত এবং আমাশয় ও পক্বাশয়ের আশ্রয় অভ্যন্তর ভাগকে কোষ্ঠ বলে। বমি, অতিসার, কাস, শ্বাস, উদর, জ্বর, শোথ, অর্শঃ, গুল্ম, বিসর্প ও অন্তর্বিদ্রধি এই সকল রোগ কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে আভ্যন্তর রোগ কহে॥ ৪৩

মস্তক হৃদয় ও বস্ত্যাদি মর্ম্মস্থান, অস্থি সমূহের সন্ধি, এবং অস্থিনিবদ্ধ শিরা স্নায়ু কণ্ডরা ও ধমনী প্রভৃতিকে মধ্যম রোগ মার্গ কহে। এই মধ্যম রোগমার্গে যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, মূর্দ্ধাদি রোগ (মস্তক হৃদয় ও বস্তিগত রোগ) এবং সন্ধি অস্থি ও ত্রিকদেশে শূল ও গ্রহ প্রভৃতি (বায়ুরোগ সকল) জন্মিয়া থাকে॥ ৪৪।৪৫

বায়ুর কার্য্য। সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ; ব্যধ (মুদ্গরাদিদ্বারা তাড়নবৎ ব্যথা), স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গের অবসাদ (কার্য্যে অসামর্থ্য), রুক্ (সততশূলবৎ বেদনা), তোদ (বিচ্ছিন্ন

শূলবৎ বেদনা), ভেদন (অঙ্গের বিদারণবৎ পীড়া), সঙ্গ (মলমূত্রাদির অনিঃসরণ ও বাক্যের বদ্ধতা), অঙ্গভঙ্গ, সঙ্কোচ (শিরাদির সঙ্কোচ), বর্ত্ত (পুরীষাদির পিণ্ডীকরণ), লোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, পরুষতা, অস্থির সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষ, স্পন্দন (কিঞ্চিৎ চলন), বেষ্টন (রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টনবৎ পীড়া), স্তব্ধতা, কষায়াস্বাদ এবং শ্যাব ও অরুণ বর্ণ এই গুলি বায়ুর কার্য্য।

পিত্তের কার্য্য। দাহ (সর্ব্বাঙ্গ সন্তাপ), লৌহিত্য, উষ্ণতা, পাকিতা (অজীর্ণে পাককর্তৃত্ব); স্বেদ, ক্লেদ, স্রাব, কোথ, অবসাদ, মূর্চ্ছন (ভ্রম), মদরোগ, কটু ও অম্লরস এবং পাণ্ডুর ও অরুণ-ভিন্ন বর্ণ এই সমস্ত পিত্তের কার্য্য ॥ ৪৬—৪৮

শ্লেষ্মার কার্য্য। স্নিগ্ধতা, কাঠিন্য, কণ্ডূ (চুলকনা), শৈত্য, গৌরব, স্রোতঃসমূহের বদ্ধতা, অস্থ্যাদির উপলেপ, স্তৈমিত্য (শরীরের অপটুতা), শোথ, অপরিপাক, অতিনিদ্রতা, গাত্রের শ্বেতবর্ণতা, মধুর ও লবণ রস এবং চিরকারিতা (বিলম্বে কার্য্যনিষ্পত্তি) এই গুলি শ্লেষ্মার কার্য্য।

এইরূপে দোষ সমূহের সকল রোগ ব্যাপক যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল তাহা, ব্যাধির অবস্থা-বিভাগজ্ঞ সাবধান চিকিৎসক দর্শনস্পর্শনাদি দ্বারা রোগীদিগকে প্রতিক্ষণ সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া অবগত হইবেন ॥ ৪৯—৫১

অভ্যাসহেতু (চিকিৎসাকর্ম্মে বারংবার প্রবর্ত্তন হেতু) কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশক চিকিৎসা বিজ্ঞান জন্মে। কেবল অধ্যয়ন করিলেই চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে না। সুবর্ণরত্নাদির সদসৎ জ্ঞান যেমন পুনঃপুনঃ দর্শন দ্বারা জন্মিয়া থাকে, কেবল রত্নশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে রত্ন জ্ঞান হয় না, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও সর্ব্বদা আতুর দর্শন হেতু কর্ম্মসিদ্ধিদায়ক চিকিৎসাজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ॥ ৫২

ব্যাধিসমূহ তিন প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যাধি দৃষ্টাপচার (ইহ জন্মকৃতব্যাধিহেতু) হইতে, কতকগুলি আত্মকৃত প্রাক্তন অশুভ কর্ম্ম হইতে এবং কতিপয় রোগ এই উভয় মিশ্র হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫৩

যে দোষের যে নিদান (যেমন বাতাদিদোষের লঘুরুক্ষাদি নিদান), সেই নিদান-কুপিত দোষ হইতে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাকে দোষজ (দৃষ্টাপচারজ) ব্যাধি; হেতু ব্যতিরেকে যে রোগ জন্মে, তাহাকে কর্ম্মজ এবং অল্প হেতুতে প্রবল পূর্ব্বরূপাদি যুক্ত যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে দোষকর্ম্মজ রোগ বলে ॥ ৫৪

এই ত্রিবিধ রোগের মধ্যে দোষজব্যাধি, নিদানবিপরীত দ্রব্যাদি সেবন দ্বারা, কর্ম্মজব্যাধি কর্ম্মক্ষয় দ্বারা এবং উভয়জন্মা অর্থাৎ দোষকর্ম্মজ ব্যাধি, দোষ ও কর্ম্ম এই উভয়ের ক্ষয় হেতু বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫

ব্যাধির ত্রৈবিধ্য বর্ণন করিয়া এক্ষণে দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইতেছে। ব্যাধি দুই প্রকার, যথা—স্বতন্ত্র (প্রধান) ও পরতন্ত্র (অপ্রধান)। পরতন্ত্র ব্যাধি আবার দুই প্রকার, যথা—রোগের পূর্ব্বজাত পূর্ব্বরূপসংজ্ঞ এবং পশ্চাৎ জাত উপদ্রবসংজ্ঞক। (স্বনিদানকুপিত দোষদ্বারা উৎপন্ন ব্যাধিকে স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র ব্যাধি উৎপন্ন হইবার পরে বা পূর্ব্বে তাহার পরিকর স্বরূপ যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকে পরতন্ত্র ব্যাধি কহে)॥ ৫৬

স্বতন্ত্র ব্যাধিসমূহের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে জন্ম ও উপশয় হয় এবং তাহাদের লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরতন্ত্র ব্যাধিসমূহ ইহার বিপরীত। অর্থাৎ ইহাদের জন্ম ও উপশয় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মে হয় না এবং লক্ষণ স্পষ্ট নহে। রোগের ন্যায় বাতাদি মল সকলও স্বতন্ত্র পরতন্ত্র ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। অতএব অবহিত হইয়া প্রতিরোগে বিকৃতিপ্রাপ্ত সেই দোষ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ॥ ৫৭।৫৮

প্রধান (স্বতন্ত্র) ব্যাধির শান্তিতে পরতন্ত্র (অপ্রধান) ব্যাধির শমতা হইয়া থাকে। পরতন্ত্র ব্যাধির পৃথক্ চিকিৎসা করিতে হয় না। তবে যদি কোন সময়ে অপ্রধান ব্যাধির প্রশম না হয়, তাহা হইলে প্রধান ব্যাধির চিকিৎসার পর প্রধান-চিকিৎসা-লক্ষণ অনুসারে অপ্রধান ব্যাধি বা দোষের চিকিৎসা করিবে। কিন্তু উপদ্রব যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার প্রতিকার করিবে। প্রধানের চিকিৎসার অপেক্ষা করিবে না; কারণ ব্যাধি-ক্লিষ্টশরীরের পক্ষে ইহা অতিশয় পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। ফলকথা এই পরতন্ত্র ব্যাধিসকল হীনবল, প্রধান ব্যাধির প্রশমে তাহাদেরও প্রশম হয়; কিন্তু যে পরতন্ত্র ব্যাধি পশ্চাৎ উৎপন্ন হইলেও প্রধান ব্যাধির চিকিৎসায় শান্তি না হয়, তাহাদের পশ্চাৎ চিকিৎসা করিবে। পরন্তু পরতন্ত্র ব্যাধি বলবান্ হইলে প্রথমেই তাহার চিকিৎসা করিবে। কারণ উহা অতি পীড়াকর হইয়া থাকে ॥ ৫৯।৬০

রোগের নাম নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে চিকিৎসকের কখনও লজ্জিত হওয়া উচিত নহে। কারণ সকল রোগের নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। বিবেচনা করিয়া দোষানুসারে তাহাদের চিকিৎসা করিবে ॥ ৬১

বাতাদির অন্যতম কোন একটী কুপিত দোষ কারণভেদে এবং স্থানান্তরে গমন করিয়া অনন্ত রোগ উৎপাদন করে। সেইজন্য রোগের প্রকৃতি (উপাদান কারণ বাতাদি দোষ), স্থানবিশেষ ও নিদানবিশেষ বুঝিয়া শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৬২।৬৩

বাতাদি দোষ ও ঔষধের সম্যক্ আলোচনপূর্ব্বক যে চিকিৎসক দূষ্য, দেশ, বল, কাল, অগ্নি, বাতাদি প্রকৃতি, বয়স, সত্ব, সাত্ম্য ও আহার এই দশটী এবং ইহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পৃথগ্‌বিধ অবস্থাসকল সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, তিনি কখনও বিফলমনোরথ হয়েন না ॥ ৬৪।৬৫

চিকিৎসা বিষয়ে কেবল দূষ্যাদি পরীক্ষ্য নহে। গুরু লঘু ভেদে ব্যাধিরও পরীক্ষা করা উচিত, তাহাই কথিত হইতেছে—সত্ব (ধৈর্য্য), দেহ (বৃহৎ ক্ষুদ্র স্থূল সূক্ষ্মাদি), বল ও দৌর্ব্বল্য হেতু কখন কখন ব্যাধিসকল বিপরীতভাবে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ গুরুতর রোগকে অল্পলক্ষণযুক্ত এবং হীনবল ব্যাধিকেও প্রবললক্ষণযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। (রোগির যদি সত্ব বল ও দেহ উত্তম হয় তাহা হইলে প্রবল ব্যাধি দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়, আর যদি সত্ববলাদি অধম হয় তাহা হইলে দুর্ব্বল ব্যাধিও প্রবল বলিয়া বোধ হয়), অতএব ব্যাধির গুরুত্ব ও লঘুত্ব নির্ণয় বিষয়ে সাবধান হইবে ॥ ৬৬

কুৎসিত চিকিৎসক, ব্যাধির লক্ষণমাত্র দেখিয়া গুরুতর ব্যাধিকে লঘু মনে করে এবং চিকিৎসা বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য গুরু ব্যাধিতে অল্পমাত্র বা অল্পবীর্য্য

সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করায় তাহা হীনযোগবশতঃ ব্যাধিসকলকে অতিশয় উদীর্ণবেগ করে। আবার লঘু ব্যাধিতে মাত্রাধিক বা উগ্রবীর্য্য সংশোধন ঔষধ প্রযুক্ত হওয়ায় তাহা অতিযোগ হেতু কেবল যে রোগোৎপাদক দোষকেই নষ্ট করে তাহা নহে, শরীরকেও নষ্ট করিয়া থাকে। এই হেতু (রোগের গতি দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া) সতত অভিযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা ও আয়ুর্ব্বেদানুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া দোষ দুষ্যাদি সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া যাহাতে নিশ্চয় রোগের শান্তি হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৬৭—৭০

অতঃপর আমরা বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের বিবিধভেদ অনুসারে বাতাদি দোষসমূহের বর্ণন করিব। স্বপ্রমাণাধিক পৃথক্ দোষ তিন প্রকার। যথা—বৃদ্ধ বায়ু, বৃদ্ধ পিত্ত ও বৃদ্ধ কফ। দোষসংসর্গ তিন প্রকার; এই সংসর্গে (দ্বন্দ্বে) নয় প্রকার দোষ-ভেদ হইয়া থাকে। যথা সমান বৃদ্ধিদ্বারা তিন প্রকার এবং একের আতিশয্যে ছয় প্রকার। সমানবৃদ্ধি যথা—সমবৃদ্ধ বাতপিত্ত, সমবৃদ্ধ বাতশ্লেষ্ম এবং সমবৃদ্ধ পিত্তশ্লেষ্ম। একের আতিশয্যে যথা—বাত বৃদ্ধ, পিত্ত বৃদ্ধতর; পিত্ত বৃদ্ধ, বায়ু বৃদ্ধতর; কফ বৃদ্ধ, পিত্ত বৃদ্ধতর; পিত্ত বৃদ্ধ কফ বৃদ্ধতর; কফ বৃদ্ধ, বাত বৃদ্ধতর; বাত বৃদ্ধ, কফ বৃদ্ধতর; সমুদায়ে নয় প্রকার সংসর্গ ভেদ জানিবে॥ ৭১—৭৩

তিন দোষের বৃদ্ধিতে সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার হয়। তন্মধ্যে দুই দোষের আধিক্যে তিন প্রকার, এক দোষের আধিক্যে তিন প্রকার, এবং তিন দোষেরই তুল্যাধিক্যে এক প্রকার ও দোষত্রয়ের তারতম্যভেদে ছয় প্রকার, সমুদায়ে ত্রয়োদশ প্রকার। যথা—কফ বৃদ্ধ বাতপিত্ত অধিক বৃদ্ধ ১, পিত্ত বৃদ্ধ বাতকফ অধিক বৃদ্ধ ২, বাত বৃদ্ধ পিত্তকফ অতিবৃদ্ধ ৩, পিত্তকফ বৃদ্ধ বাত অতিবৃদ্ধ ৪, বাতকফ বৃদ্ধ পিত্ত অতিবৃদ্ধ ৫, বাতপিত্ত বৃদ্ধ কফ অতিবৃদ্ধ ৬, বাতপিত্তকফ তুল্য বৃদ্ধ ৭ প্রকার। (তরতমভেদে যথা) বাত বৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর কফ বৃদ্ধতম (৮), বাত বৃদ্ধ কফ বৃদ্ধতর পিত্ত বৃদ্ধতম ৯, পিত্ত বৃদ্ধ, কফ বৃদ্ধতর বাত বৃদ্ধতম ১০, পিত্ত বৃদ্ধ, বাত বৃদ্ধতর, কফ বৃদ্ধতম ১১, কফ বৃদ্ধ বাত বৃদ্ধতর পিত্ত বৃদ্ধতম ১২, কফ বৃদ্ধ পিত্ত বৃদ্ধতর বাত বৃদ্ধতম ১৩, দোষের বৃদ্ধি অনুসারে সমুদায়ে এই পঁচিশপ্রকার দোষ-ভেদ জানিবে। এইরূপ ক্ষয়ভেদেও ২৫শ প্রকার দোষ-ভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বৃদ্ধি শব্দস্থলে ক্ষীণশব্দ প্রয়োগ করিলে অনায়াসে ২৫শ প্রকার ভেদ জানা যাইবে। তথাপি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে। যথা—(পৃথক্ ৩) ক্ষীণবাত ১, ক্ষীণপিত্ত ২, ক্ষীণকফ ৩; (দ্বন্দ্ব ৯) তুল্যক্ষীণ-বাতপিত্ত ৪, তুল্যক্ষীণ-বাতকফ ৫, তুল্যক্ষীণ-পিত্তকফ ৬; বাত ক্ষীণ পিত্ত ক্ষীণতর ৭, পিত্ত ক্ষীণ বাত ক্ষীণতর ৮, বাত ক্ষীণ কফ ক্ষীণতর ৯, কফ ক্ষীণ বাত ক্ষীণতর, ১০, কফ ক্ষীণ পিত্ত ক্ষীণতর ১১, পিত্ত ক্ষীণ কফ ক্ষীণতর ১২; (সন্নিপাত ১৩) বাত ক্ষীণ পিত্তকফ ক্ষীণতর ১৩, পিত্ত ক্ষীণ বাতকফ ক্ষীণতর ১৪, কফ ক্ষীণ বাত-পিত্ত ক্ষীণতর ১৫, বাতপিত্ত ক্ষীণ কফ ক্ষীণতর১৬, পিত্তকফ ক্ষীণ বাত ক্ষীণতর ১৭, বাতকফ ক্ষীণ পিত্ত ক্ষীণতর ১৮, তুল্যক্ষীণ বাতপিত্তকফ ১৯, কফক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর বাতক্ষীণতম ২০, বাতক্ষীণ কফক্ষীণতর পিত্তক্ষীণতম ২১, পিত্তক্ষীণ কফ ক্ষীণতর বায়ু ক্ষীণতম ২২, কফ ক্ষীণ বায়ু ক্ষীণতর পিত্ত ক্ষীণতম ৩৪,বাতক্ষীণ পিত্তক্ষীণতর কফক্ষীণতম ২৪, পিত্তক্ষীণ বাতক্ষীণতর কফক্ষীণতম ২৫। বৃদ্ধি ও ক্ষয় ভেদে এই ৫০ প্রকার দোষ ভেদ বর্ণিত হইল। পুনশ্চ সন্নিপাতস্থ বাতাদি দোষের

মধ্যে এক দোষের বৃদ্ধি এক দোষের সমতা ও এক দোষের ক্ষয় দ্বারা অপর ছয়প্রকার দোষ ভেদ হইয়া থাকে। যথা—বাত বৃদ্ধ পিত্ত সম কফ ক্ষীণ ১, পিত্ত বৃদ্ধ বাত সম কফ ক্ষীণ ২, কফ বৃদ্ধ পিত্ত সম বাত ক্ষীণ ৩, কফ বৃদ্ধ বাত সম পিত্ত ক্ষীণ ৪, বাত বৃদ্ধ কফ সম পিত্তক্ষীণ ৫, পিত্ত বৃদ্ধ কফ সম বাতক্ষীণ ৬, এই প্রকার এক দোষের ক্ষয় ও দোষদ্বয়ের বৃদ্ধি দ্বারা ৩ প্রকার এবং ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ দোষদ্বয়ের ক্ষয় ও এক দোষের বৃদ্ধি দ্বারা ৩ প্রকার সমুদায়ে ৬ প্রকার, যথা—বাত ক্ষীণ পিত্তকফ বৃদ্ধ ১, পিত্ত ক্ষীণ বাতকফ বৃদ্ধ ২, কফ ক্ষীণ বাত-পিত্ত বৃদ্ধ ৩, বাতপিত্ত ক্ষীণ কফ বৃদ্ধ ৪, বাতকফ ক্ষীণ পিত্ত বৃদ্ধ ৫, পিত্তকফ ক্ষীণ বাত বৃদ্ধ ৬, এই দ্বাদশটী এবং পূর্ব্বোক্ত ৫০ সমুদায়ে ৬২ প্রকার দোষভেদ নির্ণীত হইয়াছে। ত্রিষষ্ঠ অর্থাৎ দ্বিষষ্টির পর যেটী গণনা করা যায়, সেটী আরোগ্যের কারণ। যেহেতু তাহাতে বাতাদি দোষ স্বপ্রমাণা-বস্থায় থাকে। পূর্ব্বোক্ত ৬২ প্রকার দোষ ভেদ রোগের হেতু। কারণ—দোষের বৈষম্যই রোগের নিদান॥ ৭৪—৭৭

দোষ সমূহের কেবল যে দ্বিষষ্টি প্রকারই ভেদ হইয়া থাকে, তাহা নহে। রসরক্তাদি সপ্তধাতুর সংসর্গে, তাহাদের ক্ষয় সমতা ও বৃদ্ধি ভেদে এবং তারতম্যানুসারে দোষ ভেদ অনন্তবিধ হইয়া থাকে। (কেবল রসাদি ধাতুর সংসর্গে চারিশত একচল্লিশ প্রকার হয়। পুরীষাদি সংসর্গে ও ক্ষীণতমাদি ভেদে দোষ অনন্ত প্রকার হইতে পারে।) শিষ্যব্যুৎপত্তির জন্য কেবল উক্ত ভেদ প্রদর্শিত হইল। অতএব অবহিতচিত্ত হইয়া দোষসমূহের ভেদ যথাযথ লক্ষ্য করিবে। রসভেদ ও দোষভেদ অবগত হইলে চিকিৎসকের হেতু লক্ষণ ও চিকিৎসা বিষয়ে মোহ উপস্থিত হয় না॥ ৭৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দোষোপক্রমণীয় (বাতাদি দোষের উপক্রমণ অর্থাৎ চিকিৎসা) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি ঋষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

প্রকুপিত বায়ুর চিকিৎসা। দোষ সকলের মধ্যে বায়ুই প্রধান। সেই জন্য প্রথমে বায়ুর চিকিৎসা কথিত হইতেছে। তৈল ঘৃতাদি স্নেহ প্রয়োগ, স্বেদপ্রয়োগ, মৃদু সংশোধন (অল্প বমন বিরেচন; তীক্ষ্ণ বমনাদিতে বায়ু প্রকুপিত হয়), মধুর অম্ল লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈল অভ্যঙ্গ ও হস্তাদি দ্বারা তৈল মর্দ্দন, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ত্রাসোৎপাদন, দশমূলকাথাদি দ্বারা সেক, পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্যপান, স্নিগ্ধোষ্ণ বস্তি প্রয়োগ, বস্তিনিয়ম (শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্নেহপানাদি পঞ্চকর্ম্মের পর বস্তিদান), সুখশীলতা এবং অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক দ্রব্য সহ সিদ্ধ তিল প্রিয়াল প্রভৃতি নানা দ্রব্যের তৈল প্রয়োগ বিশেষতঃ পুষ্টমাংসের রস ও তৈলানুবাসন এই সমস্ত দ্বারা প্রকুপিত বায়ুর শান্তি হয়॥ ২—৪

প্রকুপিত পিত্তের চিকিৎসা। ঘৃত পান, মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন, মধুর তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট ভোজ্য ও ঔষধ সেবন, সুগন্ধ শীতল ও মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ, কণ্ঠে গুণ

নামক মুক্তাহার ও বক্ষে মণিহার ধারণ, কর্পূর চন্দন ও উশীর দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে অনুলেপন, প্রদোষ কাল, চন্দ্রকিরণ, সুধাধবলিত গৃহ, মনোরম সঙ্গীত, শীতল বায়ু, অযন্ত্রণমুখ মিত্র (যাহার মুখে কোন যন্ত্রণাসূচক বাক্য নাই, হাস্যমুখ মধুরকোমলভাষী), অব্যক্ত-মুগ্ধবচন পুত্র, প্রিয় সুশীলা মনোনুকূলা স্ত্রী, শীতলজলধারাবিশিষ্ট গৃহাভ্যন্তর, উপবন, দীর্ঘিকা (গৃহ পুষ্করিণী), সৌম্যভাব সমূহ বিশেষতঃ দুগ্ধ ঘৃত পান ও বিরেচন এই সমস্ত দ্বারা প্রকুপিত পিত্তের শান্তি হয়। পিত্তার্ত্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত তৃণগৃহে (খড়ো ঘরে) অবস্থান করিবেন। তৃণ-গৃহ খানি সুন্দর সোপান পঙক্তিবিরাজিত বিকচকমলসনাথ বিতত বিমল জলাশয়ের সমীপস্থ সৈকত পুলিনে অবস্থিত ও সমন্তাৎ দ্রুম পরিশোভিত হইবে ॥ ৫—১০

প্রকুপিত শ্লেষ্মার চিকিৎসা। বিধিপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, রুক্ষ অল্প তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য কটুতিক্তকষায়রসান্বিত অন্ন, পুরাণ মদ্য, রমণানন্দে রাত্রিজাগরণ, নানাবিধ ব্যায়াম, চিন্তা, রুক্ষ মর্দ্দন, বিশেষতঃ বমন, যূষ, মধু, মেদোনাশক ঔষধ সমূহ, ধূমপান, উপবাস, গণ্ডূষধারণ, দুঃখজনক বাচিক শারীরিক ও মানসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান জনিত অসুখ এই গুলি প্রকুপিত শ্লেষ্ম-শান্তির সুখকর উপায় ॥ ১১—১৩

সংসর্গ দোষ চিকিৎসা।—বাতাদি প্রত্যেক দোষ উদ্দেশ করিয়া যে চিকিৎসা কথিত হইল, সংসর্গ ও সন্নিপাত স্থলে সেই চিকিৎসা যথাযথ ভাবে কল্পনা করিবে। অর্থাৎ বায়ু ও পিত্তের যে পৃথক্ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা মিলিত করিয়া বাতপিত্ত সংসর্গ স্থলে প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতস্থলেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে ॥ ১৪

বাতপিত্তসংসর্গে গ্রীষ্ম ঋতুচর্য্যোক্ত চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে যেমন লবণ কটু অম্লরস এবং ব্যায়াম ও সূর্য্য-কিরণ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মধুর অন্ন প্রভৃতি সেবন করিতে হয়, বাতপিত্তসংসর্গেও সেইরূপ করিবে। বায়ু ও শ্লেষ্মার সংসর্গে প্রায় বসন্ত ঋতুচর্য্যাবিহিত তীক্ষ্ণ নস্য বমনাদিরূপ চিকিৎসা এবং কফ ও পিত্তের সংসর্গে প্রায় শরৎ ঋতুচর্য্যোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত শীতসেবা এবং বসন্তকালে তীক্ষ্ণ বমন নস্যাদি—উভয়ই ত অতিশয় বাতজনক, তবে কেমন করিয়া বাতপিত্তসংসর্গে গ্রীষ্মঋতুচর্য্যোক্ত ও বাতশ্লেষ্মসংসর্গে বসন্তঋতুচর্য্যোক্ত চিকিৎসা বিহিত হইতে পারে? সেই জন্য বলা হইতেছে যে, বায়ু যোগবাহী অর্থাৎ যখন যে দোষের সহিত মিলিত হয়, তখন সেই দোষের কার্য্য করে। সেই জন্য পিত্তের সহিত অবস্থিত বায়ুর পিত্তচিকিৎসা এবং কফের সহিত অবস্থিত বায়ুর কফ-চিকিৎসা স্বভাববশে করিতে হয়। গ্রীষ্মে কেবল যে শীতল সেবাই করিতে হয় এমন নহে, স্নিগ্ধাদি দ্রব্যও সেব্য। সেই হেতু বাতপিত্তে গ্রীষ্মকালোক্ত বিধি যুক্তিযুক্ত। কফপিত্ত সংসর্গে শরৎ ঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসা করিবে। সন্নিপাতস্থলে বর্ষাঋতুচর্য্যোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে ॥ ১৫

সম্প্রতি চিকিৎসার কাল কথিত হইতেছে। সঞ্চয়কালেই বাতাদি দোষকে জয় করিবে। প্রকোপকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে না। দোষ সকল প্রথমেই ছিন্নমূল হইলে আর বিকার উৎপাদন করিতে পারে না। সর্ব্বদোষপ্রকোপে যে দোষ বলবান্, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। কিন্তু এই উভয় চিকিৎসা যেন কুপিত অবশিষ্ট দোষের বিরোধী না হয়। কারণ

যে চিকিৎসা বর্ত্তমান ব্যাধিকে প্রশমিত করে অথচ অন্যান্য ব্যাধি উৎপাদন করে তাহা বিশুদ্ধ চিকিৎসা নহে। যে চিকিৎসা ব্যাধির শান্তিকারক অথচ অন্য দোষের প্রকোপক নহে, তাহাই শুদ্ধ চিকিৎসা। ১৬।১৭

দোষ সকল কি প্রকারে কোষ্ঠ হইতে শাখা (রক্তাদি ধাতু) অস্থি ও সন্ধিস্থানে গমন করে তাহা কথিত হইতেছে—ব্যায়াম, অগ্নি ও সূর্য্যকিরণজাত উষ্মার তীক্ষ্ণতা, অহিতাচরণ ও বায়ুর শীঘ্রগামিত্ব হেতু দোষসকল কোষ্ঠ হইতে রক্তাদি ধাতু, অস্থি ও মর্ম্মস্থানসমূহে গমন করে। (শাখাদি হইতে দোষের কোষ্ঠে প্রত্যাগমনে হেতু) স্রোতোমুখের বিশোধন (বিস্তার), দোষের বৃদ্ধি, অভিষ্যন্দি ভোজন, পাচনাদি দ্বারা দোষের পাক এবং বায়ুর নিগ্রহ এই সকল কারণে দোষ সকল রক্তাদি স্থান হইতে কোষ্ঠে প্রত্যাগত হইয়া থাকে॥ ১৮.১৯

দোষ সমূহ স্থানান্তরগমন হেতু হীনশক্তি হইয়া যায়, সেই জন্য কোষ্ঠে গমন করিয়াই রোগোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। সেইস্থানে থাকিয়া পুনর্ব্বার রোগোৎপাদক হেত্বন্তরের প্রতীক্ষা করে। যখন তাহারা কাল দেশ দূষ্য ও অপথ্যাদি দ্বারা লব্ধবল হয়, তখনই অন্যাশ্রয়েও রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ কোষ্ঠস্থ দোষ শাখা মর্ম্মাদিতে ও শাখা-মর্ম্মাস্থিসন্ধিস্থ দোষ কোষ্ঠে রোগ জন্মায়॥ ২০।২১

তন্মধ্যে দোষ সকল অন্যস্থানগত ও দুর্ব্বল হইলে তাহাদের নিজ চিকিৎসা না করিয়া স্থানিদোষসম্বন্ধিনী চিকিৎসা করিবে। আর প্রবল দোষ পরকীয় স্থানে গমন পূর্ব্বক স্থানিদোষকে অভিভূত করিয়া অবস্থিত হইলে তাহাদের নিজ চিকিৎসা করিবে। তাহা হইলে অন্যস্থানগত দুর্ব্বল দোষে স্থানিদোষসম্বন্ধিনী এবং প্রবল দোষে নিজ চিকিৎসা ইহাই কি নিয়ম? এবিষয়ে কথা হইতেছে যে, স্থানিদোষ যাহাতে আগন্তুদোষের চিকিৎসা নিবৃত্তি হেতু বিকার করিতে না পারে, সেইরূপে স্থানিদোষের প্রতিকার করিয়া দুর্ব্বল আগন্তু দোষেরও শান্তি করিবে। আর অন্যস্থানগত দুর্ব্বল আগন্তুদোষে কেবল স্থানি-দোষের চিকিৎসা করিলেই চলিবে না, আগন্তু দোষেরও চিকিৎসা করিতে হইবে। স্থানিদোষ প্রবল আগন্তু দোষকর্ত্তৃক অভিভূত হইলে বিকার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেই জন্য তখন তাহার প্রতিকার না করিয়া আগন্তু দোষেরই প্রতিকার করিবে॥ ২২

তির্য্যক্‌গত দোষ সমূহ প্রায়ই রোগিকে দীর্ঘকাল পীড়িত করিয়া থাকে। সেই জন্য দেহাগ্নি-বলবিৎ চিকিৎসক তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিবে না। শাস্ত্রবিহিত প্রয়োগ দ্বারা তির্য্যগ্‌গত দোষের শান্তি করিবে, কিংবা যাহাতে শরীরের কোন কষ্ট না হয়, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে ক্রমশঃ কোষ্ঠে আনয়ন করিবে। দোষসমূহ কোষ্ঠে আনীত হইলে কোষ্ঠের সমীপবর্ত্তী পথ দিয়া বমনবিরেচনাদি দ্বারা তাহাদিগকে নির্হরণ করিবে॥ ২৩।২৪

সামমল লক্ষণ। স্রোতঃসমূহের রোধ, বলহানি, শরীরের গুরুত্ব, বায়ুর স্তব্ধতা, আলস্য (তন্দ্রা), অপরিপাক, মুখস্রাব, পুরীষাদির অপ্রবর্ত্তন, অরুচি ও গ্লানি এইগুলি আমরসযুক্ত দোষের লক্ষণ। নিরাম দোষের লক্ষণ ইহার বিপরীত॥ ২৫

অগ্নির দুর্ব্বলতা হেতু অপরিপক্ব, বাতাদিদোষ দুষ্ট, আমাশয়গত, রসনামক যে আদ্য ধাতু, তাহাকে আম কহে। অন্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, যেমন কোদোধান্য হইতে

বিষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতিদুষ্ট দোষসমূহের পরস্পর মিশ্রীভাব হেতু আমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই আমের সহিত সংযুক্ত, বাতাদিদ্বারা দূষিত দোষ ও দূষ্য পদার্থকে সাম কহে। জ্বরাদি যে সকল রোগ সেই সামদোষদূষ্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সামরোগ কহে॥ ২৬—২৮

অনির্হরণীয় সামদোষের নির্দ্দেশ। সামদোষ যদি সকল শরীরে ব্যাপ্ত, রসরক্তাদি ধাতু সমূহে লীন, স্বস্থান হইতে অচলিত হয়, তবে তাহাকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা বিশোধিত করিবে না। কারণ, অপক্ক আম্রাদি ফল হইতে রস নিষ্কাশিত করিলে যেমন রসাশ্রয় ফলের নাশ হয়, সেইরূপ দুর্নির্হর সামদোষকে নিঃসারিত করিলে দোষাশ্রয় শরীরের নাশ হইয়া থাকে॥ ২৯

এরূপ অবস্থায় জ্বরচিকিৎসোক্ত অগ্নিদীপ্তিকর পাচন, স্নেহন এবং যথাবিধি স্বেদপ্রদান দ্বারা আমদোষ সকলের সংস্কার করিয়া যথাকালে রোগির বলানুসারে মৃদু মধ্য বা তীক্ষ্ণ-বমন বিরেচনাদি দ্বারা তাহাদিগকে দোষের সমীপবর্ত্তী পথ দিয়া নিষ্কাশিত করিবে॥ ৩০

কোন্ দোষের কোন্ পথ আসন্ন, তাহা কথিত হইতেছে। মুখ দ্বারা পীতদ্রব্য আমাশয় হইতে মলকে আশু নির্হরণ করে। ঘ্রাণ-পীত দ্রব্য উর্দ্ধজত্রু হইতে এবং গুহদ্বার প্রযুক্ত দ্রব্য পক্বাশয় হইতে মলকে নিষ্কাশিত করিয়া থাকে॥ ৩১

উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ, আমদোষ যদি অধ বা উর্দ্ধমার্গ দ্বারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে স্তম্ভন ঔষধদ্বারা তাহাদিগকে ধারণ করিবে না। যেহেতু এই আমদোষ বিধৃত হইলে জ্বরাদি রোগকারক হইয়া থাকে। অতএব প্রথমে হিতভোজী হইয়া স্বয়ংপ্রবৃত্ত দোষসকলকে উপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ ধারক ঔষধ সেবন না করিয়া, কেবল সুপথ্য ভোজন করিবে। আমদোষ সকল যদি বিবদ্ধ ও ঈষৎপ্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পাচন ঔষধ দ্বারা তাহাদের পরিপাক করিবে কিংবা নির্হরণ করিবে॥ ৩২।৩৩

সংশোধন কাল। গ্রীষ্মকালে সঞ্চিত বায়ু শ্রাবণ মাসে, বর্ষাকালে সঞ্চিত পিত্ত কার্ত্তিক মাসে এবং হেমন্ত ও শিশির কালে সঞ্চিত কফ চৈত্রমাসে নির্হরণ করিবে। দোষহরণ বিষয়ে ইহাই সাধারণ কাল; অতএব এই সময়ে শোধন যুক্তিযুক্ত॥ ৩৪

গ্রীষ্ম বর্ষা ও হেমন্ত কালে যথাক্রমে অতিশয় উষ্ণতা বৃষ্টি ও শীত হইয়া থাকে। সেই জন্য উহাদের সন্ধিকালে অর্থাৎ যে সময়ে শীত উষ্ণ ও বর্ষা সমভাবে থাকে, সেই সময়ে সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দুষ্ট বাতাদি দোষের নির্হরণ করিবে। প্রথম গ্রীষ্ম বর্ষা বা শীতকালে বমন বিরেচনাদি সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, গ্রীষ্মকালে কালস্বভাবে মানবগণ গ্লানিযুক্ত, প্রখর সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত, অতিমিক্ত পিপাসায় ব্যাকুল, অতি প্রবিলীন দোষ ও শিথিলশরীর হয়, সে সময়ে ঔষধ সমূহও উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য হয়, সুতরাং উক্তরূপ দেহে এইরূপ ঔষধ প্রযুক্ত হইলে তাহার অতিযোগ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টিতে ভূমি ক্লিন্ন এবং অগ্নি ও শরীর দুর্ব্বল হয়, ঔষধ সকল জলপ্লাবিত-মূল হওয়ায় অল্পবীর্য্য ও ভূবাষ্পসম্বন্ধে বিদগ্ধ হয় সুতরাং তখন ঔষধের অযোগ হইয়া থাকে। শীতকালে অতিশয় শীত দ্বারা শরীর বাতবিষ্টব্ধ অতিস্নিগ্ধ ও গুরুদোষাক্রান্ত হয়, ঔষধ সমূহও উষ্ণস্বভাব হইলেও শৈত্যসংযোগে মন্দবীর্য্য হওয়ায়

তাহার অযোগ হইয়া থাকে; অতএব এই তিন ঋতুতে সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না॥ ৩৫

স্বস্থব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই সংশোধন কাল উক্ত হইল। কিন্তু আত্যয়িক রোগে ব্যাধি অনুসারে সংশোধন কাল নির্দ্দেশ করিবে। যদি হেমন্ত গ্রীষ্মাদি অতি শীতোষ্ণাদি কালে সংশোধন সাধ্য কোন রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শীতোষ্ণবৃষ্টির প্রতিকার করিয়া অর্থাৎ কৃত্রিম ঋতুগুণ উৎপাদন করিয়া (যেমন হেমন্ত কালে গৃহাভ্যন্তরে অগ্নিস্থাপনাদি ও গ্রীষ্মকালে ধারা গৃহাদি করিয়া) সংশোধনাদি ক্রিয়া করিবে। চিকিৎসা কাল অতিক্রম করিবে না, কারণ আত্যয়িক ব্যাধি প্রাণনাশক হইতে পারে॥ ৩৬।৩৭

সম্প্রতি ঔষধ সেবনের কাল কথিত হইতেছে। ঔষধ সেবনের কাল দশপ্রকার; যথা—অনন্ন ঔষধ সেবন, আহারের অনতি পূর্ব্বে ঔষধ সেবন, আহারের মধ্যে ও শেষে ঔষধ সেবন, কবলান্তরে (দুই গ্রাসের মধ্যে), গ্রাসে গ্রাসে (গ্রাসের সহিত মিশ্রিত করিয়া), মুহুর্মুহুঃ ও অন্নের সহিত ঔষধ সেবন, সামুদ্গ অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে ও পশ্চাৎ ঔষধ সেবন এবং রাত্রিতে শয়ন কালে ঔষধ সেবন॥ ৩৮

রোগ যদি প্রবল এবং রোগী যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে কফপ্রধান রোগে অনন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কারণ শূন্যোদরে সেবিত ঔষধ অতিবীর্য্য হইয়া থাকে। অপান বায়ু কুপিত হইলে আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঔষধ সেব্য। সমান বায়ু প্রকুপিত হইলে আহারের মধ্যে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ব্যান বায়ু বিগুণ হইলে পূর্ব্বাহ্ণ ভোজনের পরে এবং উদান বায়ু প্রকুপিত হইলে সায়ংভোজনের শেষে ঔষধ সেবন করিবে। প্রাণ বায়ু প্রকুপিত হইলে গ্রাস-গ্রাসান্তরে অর্থাৎ গ্রাস মিশ্রিত ঔষধ দুই গ্রাসের মধ্যে সেবনীয়। বিষ বমি হিক্কা তৃষ্ণা শ্বাস ও কাস রোগে মুহুর্মুহুঃ ঔষধ সেব্য। অরোচক রোগে নানাবিধ বিচিত্র ভোজ্যের সহিত ঔষধ প্রযোজ্য। কম্প আক্ষেপ হিক্কা রোগে রোগিকে লঘু ভোজনদ্রব্য খাইয়া সামুদ্গ (ভোজনের পূর্ব্বে ও পশ্চাৎ) ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে রাত্রিতে শয়ন কালে ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৩৯—৪২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা দ্বিবিধোপক্রমণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—ইহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

চিকিৎস্য বিষয়ের দ্বিবিধত্ব হেতু চিকিৎসাও দুই প্রকার। এক প্রকার সন্তর্পণরূপ চিকিৎসা ও অপর প্রকার অপতর্পণরূপ চিকিৎসা। সন্তর্পণের পর্য্যায় বৃংহণ এবং অপতর্পণের পর্য্যায় লঙ্ঘন। যাহার দ্বারা শরীরের বৃহত্ত্ব হয় তাহাকে বৃংহণ এবং যদ্দ্বারা দেহের লাঘব হয় তাহাকে লঙ্ঘন বলে। প্রায়ই ভূমি-জলাত্মক দ্রব্য সন্তর্পণ এবং অগ্নি বায়ু ও আকাশাত্মক দ্রব্য অপতর্পণ হইয়া থাকে॥ ২—৪

স্নেহন রুক্ষণ স্বেদন ও স্তম্ভন এই যে চারি প্রকার কর্ম্ম, ইহারাও সন্তর্পণাপতর্পণরূপ দ্বৈবিধ্য অতিক্রম করে না। কারণ, পৃথিব্যাদি ভূত সমূহ সন্তর্পণ ও অপতর্পণ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া উক্ত স্নেহনাদি কর্ম্মচতুষ্টয়ও সন্তর্পণ অপতর্পণের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে ॥৫

পূর্ব্বোক্ত বৃংহণ ও লঙ্ঘনের মধ্যে লঙ্ঘন দুই প্রকার; যথা—শোধন ও শমন। যে ঔষধ অভ্যন্তরস্থ বাতাদি দোষকে শরীর হইতে বহির্নিষ্কাশিত করে তাহাকে, শোধন কহে। শোধন পাঁচ প্রকার; যথা—নিরূহবস্তি, বমন, বিরেচন, শিরোবিরেচন ও রক্তস্রাব। আর যে ঔষধ শরীরস্থ বাতাদি দোষকে বহির্নিষ্কাশিত করে না এবং সমান দোষকেও উৎক্লেশিত করে না, অথচ বিষম দোষের সমতা করে, তাহাকে শমন কহে। শমন সাত প্রকার; যথা—পাচন, দীপন, ক্ষুধা-নিগ্রহ, তৃষ্ণা-নিগ্রহ, ব্যায়াম, আতপ ও বায়ু॥ ৭

বৃংহণ দ্রব্য কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুরই শমন; কোপন নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বৃংহণ দ্রব্য শরীরের বৃহত্ত্বকারক এবং লঙ্ঘন দ্রব্য শরীরের লঘুতা-সম্পাদক। শোধন ও শমনভেদে লঙ্ঘন দুই প্রকার হইয়া থাকে। কতকগুলি বৃংহণ দ্রব্য শোধনস্বভাববশতঃ শোধনও হইয়া থাকে যেমন দুগ্ধ প্রভৃতি। এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, শোধন দ্রব্য কেবল বায়ু বা পিত্তযুক্ত বায়ুর প্রকোপকই হইয়া থাকে, শমন কিরূপে হইবে? সেই জন্য মূলে বিশেষ অর্থে 'তু' শব্দ এবং অবধারণার্থে এব শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহার নিরসন করা হইতেছে —ইহার অভিপ্রায় এই যে, শোধনস্বভাব বৃংহণই কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর শমন কিন্তু শোধনরূপ লঙ্ঘন কেবল বায়ুর বা পিত্তযুক্ত বায়ুর শোধন বা প্রকোপন হয়॥ ৮

বৃংহণীয় নির্দ্দেশ। যাহারা ব্যাধি, ঔষধ সেবন, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ বা শোক দ্বারা কর্শিত-দেহ; যাহারা ভারবহনে, পথশ্রমে ও উরঃক্ষত রোগে ক্ষীণ; যাহারা রুক্ষ-দেহ, দুর্ব্বল, বাতপ্রধান ধাতু, গর্ভিণী, নবপ্রসূতা, বালক বা বৃদ্ধ তাহাদিগকে এবং গ্রীষ্মকালে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি দ্বারা বৃংহিত (পুষ্ট) করিবে। বৃংহণ দ্রব্য যথা—মাংস, ক্ষীর, চিনি, ঘৃত এবং মধুরস্নিগ্ধ বস্তি, সুনিদ্রা, শয্যাসুখ (খট্বা শয়ন জনিত সুখ), অভ্যঙ্গ, স্নান, চিত্তের অনাকুলত্ব ও হর্ষণ॥ ৯।১০

লঙ্ঘনীয় নির্দ্দেশ। যাহারা মেহ, আমদোষ, জ্বর, উরুস্তম্ভ, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিদ্রধি, প্লীহা, শিরঃপীড়া, কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগ দ্বারা আক্রান্ত; যাহারা অতিস্নিগ্ধ ও স্থূল তাহাদিগকে এবং হেমন্ত শিশির ঋতুতে অপর সমস্ত রোগিকে লঙ্ঘন দিবে অর্থাৎ লঙ্ঘন দ্বারা তাহাদের দেহের লাঘব করিবে॥১১

এই লঙ্ঘনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা অতিস্থূল, অতিবলবান্, পিত্তাধিক বা শ্লেষ্মাধিক, তাহারা যদি আমদোষ জ্বর অর্শঃ বমি অতিসার হৃদ্রোগ মলবিবদ্ধতা শরীরের গৌরব উদ্গার ও হৃল্লাস (উপস্থিত বমনবেগ) প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সংশোধনাখ্য লঙ্ঘন দ্বারা লঙ্ঘিত করিবে। যাহারা মধ্য-স্থৌল্যবলাদিযুক্ত ও আমদোষাদিরোগাক্রান্ত তাহাদিগকে প্রথমে প্রায় পাচন ও দীপন নামক লঙ্ঘন দ্বারা লঙ্ঘিত করিবে। আর যাহারা হীন-স্থৌল্যবলাদিযুক্ত ও আমদোষাদিরোগ-পীড়িত, তাহাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিগ্রহ (ক্ষুধাতৃষ্ণার বেগধারণরূপ লঙ্ঘন) দ্বারা লঙ্ঘিত করিতে হইবে। যাহারা মধ্যবল, বাতাদি দোষে পীড়িত

ও দৃঢ় শরীর, তাহাদিগকে বায়ু আতপ ও ব্যায়াম রূপ লঙ্ঘন দিবে। আর অল্পবল বাতাদি দোষার্ত্ত ব্যক্তিকেও উক্ত বাতাদিরূপ লঙ্ঘন দিবে॥১২—১৪

লঙ্ঘন যোগ্য ব্যক্তিদিগকে (অর্থাৎ যাহারা মেহ, আমদোষ প্রভৃতি লঙ্ঘনসাধ্য রোগগ্রস্ত) বৃংহণ করিবে না। কিন্তু বৃংহণ যোগ্য ব্যক্তিগণ যদি লঙ্ঘনসাধ্য জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মৃদু লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবে। অথবা দেশ কাল বল সত্ত্ব ও সাত্ম্য অনুসারে যুক্তিপূর্ব্বক সন্তর্পণাপতর্পণাদি মিশ্র চিকিৎসা করিবে॥১৫

সম্যক্ বৃংহিত হইলে বল ও পুষ্টি লাভ হয় এবং বৃংহণসাধ্য রোগ সকলের শান্তি হইয়া থাকে॥ ১৬

সম্যক্ লঙ্ঘনে ইন্দ্রিয় সকলের বৈমল্য, মলমূত্রের বিসর্গ, শরীরের লঘুতা, আহারে রুচি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার এককালে উদয়, হৃদয় উদ্গার ও কণ্ঠের বিশুদ্ধি, ব্যাধির মৃদুতা, উৎসাহ ও তন্দ্রানাশ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়॥১৭

বৃংহণ ও লঙ্ঘন অযথা মাত্রায় (মাত্রার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া) সেবন করিলে অতিস্থৌল্য ও অতিকার্শ্য প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। এক্ষণে অতিস্থৌল্যাদি রোগ ও তাহার ঔষধ বর্ণন করিতেছি॥১৮

অতিবৃংহণ দ্বারা অতিস্থৌল্যাদি ও অতিলঙ্ঘন দ্বারা অতিকার্শ্যাদি বক্ষ্যমাণ রোগ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥১৯

অতিবৃংহণে অতিস্থৌল্য, অপচী, মেহ, জ্বর, উদররোগ, ভগন্দর, কাস, সন্ন্যাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, আমদোষ ও কুষ্ঠাদি অতি কঠিন রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়॥২০

অতিবৃংহণজ অতিস্থৌল্যাদি রোগে মেদ বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক সর্ব্বপ্রকার অন্নপান হিতকর। কুলথকলায়, জূর্ণ (তৃণধান্যবিশেষ জনার), শ্যামাধান, যব, মুগ, মধুমিশ্রিত জল, দধির মাত, মথিত (তক্রবিশেষ), অরিষ্ট, চিন্তা, বমন বিরেচনাদি শোধন, রাত্রি জাগরণ, মধুর সহিত ত্রিফলা, গুলঞ্চ, হরীতকী বা মুতা লেহন এবং গণিয়ারী রসসহ রসাঞ্জন, বৃহৎ পঞ্চমূল, গুগ্গুলু ও শিলাজতুর প্রয়োগ; এবং বিড়ঙ্গ শুঁঠ যবক্ষার কাললৌহ চূর্ণ মধু যব ও আমলকীচূর্ণ সমভাগে একত্র মিশাইয়া সেবন, এই সকল অতিস্থৌল্য দোষনাশক॥২১—২৪

(ব্যোষাদিশক্তু প্রয়োগ।) ত্রিকটু, কটুকী, ত্রিফলা, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শালপাণি, হিং, সচল লবণ, জীরা, যোয়ান, ধনে, চিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, হবুষ, আকনাদি, কেঁউমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; মধু ঘৃত ও তিলতৈল প্রত্যেকে চূর্ণ-সমষ্টির সমান, এই সমস্ত দ্রব্যের ১৬ গুণ যবের ছাতু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতিস্থৌল্যাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ, তদ্বিধ অন্যান্য রোগ এবং হৃদ্রোগ কামলা শ্বিত্র শ্বাস কাস ও গলগ্রহ প্রশমিত হয়। এই যোগ বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক এবং মন্দাগ্নির দীপক॥২৫—২৮

অতি লঙ্ঘন হেতু অতিকার্শ্য, ভ্রম, কাস, তৃষ্ণাধিক্য, অরোচক এবং শরীরের স্নেহ পদার্থ, পাচক অগ্নি, নিদ্রা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, শুক্র শুজঃ ক্ষুধা ও স্বরের ক্ষয়, বস্তি হৃদয় মস্তক জঙ্ঘা উরু ত্রিকস্থান ও পার্শ্বদেশে বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, উদ্গারাদি উর্দ্ধবায়ু, গ্লানি,

বমি, পর্ব্বস্থানে ও অস্থিতে ভঙ্গবৎ বেদনা, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয় ॥ ২৯।৩০

অতিস্থৌল্য অপেক্ষা অতিকার্শ্য বরং শ্রেষ্ঠ, কারণ অতি স্থূল ব্যক্তির ঔষধ নাই। বৃংহণ কিংবা লঙ্ঘন কোন ঔষধেই অতিস্থৌল্য নিবারণ হয় না। ইহার কারণ এই যে, মেদ অগ্নি ও বায়ুনাশক ঔষধ স্থূল ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু যাহা মেদোনাশক তাহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতনাশক। আর বৃংহণ দ্বারা স্থূল ব্যক্তির মেদ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়; লঙ্ঘন দ্বারা যদিও মেদোনাশ হয়, কিন্তু তাহাতে অগ্নি ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং মাংসক্ষীরাদি বৃংহণ বা কোদোধান ও শ্যামাধান্য প্রভৃতি লঙ্ঘন কোন ঔষধই স্থূল ব্যক্তির উপযোগী নহে ॥ ৩১

মধুর স্নিগ্ধ দ্রব্যের তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন দ্বারা কার্শ্য অনায়াসে নষ্ট হয়। আর অতি বিপরীত কটু তিক্ত কষায় রস বহুল দ্রব্য সেবন দ্বারা স্থৌল্য অতিকষ্টে নিবারিত হয়, অতএব স্থৌল্য অপেক্ষা কার্শ্যই ভাল। স্থূল ও কৃশ ব্যক্তির যদি বৃংহণসাধ্য তুল্য রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্থূল ব্যক্তির সেই রোগ চিকিৎসাবিরোধহেতু সহজে প্রশমিত হয় না। কারণ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বৃংহণ ঔষধ স্থূল ব্যক্তির উপযোগী নহে। কিন্তু কৃশ ব্যক্তির সেই পীড়া অনায়াসে নিবারিত হয়, কারণ কৃশ ব্যক্তির বৃংহণই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অপিচ স্থূল ও কৃশ ব্যক্তির লঙ্ঘন সাধ্য বিসূচিকাদি কোন রোগ উপস্থিত হইলে সেই রোগ স্থূল ব্যক্তির পক্ষে বিরুদ্ধোপক্রম বলিয়া কষ্টসাধ্য হয়। কারণ লঙ্ঘন স্বেদ প্রভৃতি দ্বারা এই রোগের শান্তি হয়, কিন্তু স্থূল ব্যক্তির পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। আর বৃংহণ চিকিৎসা করিলে আম বর্দ্ধিত হওয়ায় পীড়া আরও কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু অবিরুদ্ধ চিকিৎসা বলিয়া কৃশ ব্যক্তির উক্ত পীড়া লঙ্ঘনাদি দ্বারা অনায়াসে নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্থৌল্য অপেক্ষা কার্শ্যই প্রশস্ততর ॥ ৩২

কার্শ্য চিকিৎসা। কার্শ্যরোগে সর্ব্বপ্রকার বৃংহণ (পুষ্টিকর) পান অন্ন ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে। চিন্তারাহিত্য, মনের তুষ্টি, সন্তর্পণ (পুষ্টিকর ঘৃতাদি বহুল) আহার ও অতিনিদ্রা এই সকল কারণে কৃশ মানব বরাহের ন্যায় পুষ্ট হয় ॥ ৩৩

মাংসের ন্যায় দেহবৃদ্ধিকর অপর কোন দ্রব্যই নাই। বিশেষতঃ মাংসাশী পশুপক্ষীর মাংস অতীব পুষ্টিকর। কারণ তাহা মাংস দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৪

যাহা গুরুপাক ও অপতর্পণ তাহা স্থূল ব্যক্তির পক্ষে হিতকর এবং যাহা লঘুপাক ও সন্তর্পণ (যেমন শালিধান্য ষষ্টিক মৃগ লাব কপিঞ্জল মাংস) তাহা কৃশ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত। যব ও গোধূম উভয়ের পক্ষে হিতকর। অর্থাৎ স্থূল ব্যক্তির উপযোগী দ্রব্যাদি সংযোগ ও সংস্কার দ্বারা প্রস্তুত যব স্থূল ব্যক্তির এবং কৃশ ব্যক্তির উপযোগী দ্রব্যসংযোগ সংস্কার দ্বারা প্রস্তুত গোধূম কৃশ ব্যক্তির পক্ষে হিতজনক ॥ ৩৫

এক্ষণে শঙ্কা হইতেছে অতিসার জ্বর গুল্ম প্রভৃতি রোগের বহুপ্রকারত্ব হেতু তাহাদের চিকিৎসাও বহু প্রকার হইবে, তাহা হইলে চিকিৎস্য বিষয়ের দ্বিত্ব হেতু দুই প্রকার চিকিৎসা কথিত হইতেছে এ কথা কেন বলা হইল? তদুত্তরে বলা যাইতেছে—বাতাদি দোষের গতিভেদ বশতঃ জ্বরাদি রোগ সকল নানাপ্রকার হইলেও যেমন বৃংহণ লঙ্ঘন সাধ্যত্ব, সাধ্যত্ব বা দ্বিরা-মত্বকে অতিক্রম করে না, সেইরূপ চিকিৎসা সমূহও গ্রাহি ও ভেদি প্রভৃতি ভেদানুসারে ভিন্ন

হইলেও সন্তর্পণ অপতর্পণরূপ চিকিৎসাদ্বয়কে অতিক্রম করে না। অর্থাৎ চিকিৎসা যতপ্রকারই হউক না কেন, তাহা সন্তর্পণ বা অপতর্পণরূপ চিকিৎসার অন্তর্বর্ত্তী হইবেই ॥ ৩৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা শোধনাদিগণ সংগ্রহ অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

শোধন চারিপ্রকার—বমন বিরেচন আস্থাপন ও শিরোবিরেচন; তন্মধ্যে প্রথমে বমনকারক ঔষধ সমূহ কথিত হইতেছে।—ময়নাফল, যষ্টিমধু, তিতলাউ, নিম, তেলাকুচা, রাখালশশা, তিক্তশশা, কুড়চি, মূর্ব্বা, ঘোষাফল, বিড়ঙ্গ, জলবেতস, চিতা, ইন্দুরকাণি, ঝিঙ্গা, পীতঝিঙ্গা (ঘোষাভেদ), করঞ্জ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, বচ, এলাইচ ও সর্ষপ এই দ্রব্যগুলি বমনকারক। ইহাদের মধ্যে ময়নাফল রাখালশশা প্রভৃতির ফল, যষ্টিমধু বেতস প্রভৃতির মূল এবং অপরের ফল পত্র পুষ্প বমন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় ॥ ২

বিরেচন দ্রব্য যথা—দন্তী, তেউড়ী, ত্রিফলা, রাখালশশা বিশেষ (হিন্দী গোমক সংস্কৃত গবাক্ষী), মনসাসিজ, শঙ্খিনী (যবতিক্তা), নীলবুহা, লোধ, সোন্দাল, কমলাগুঁড়ি, স্বর্ণক্ষীরী, দুগ্ধ ও মূত্র এই দ্রব্যগুলি বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হয় ॥ ৩

নিরূহণ দ্রব্য যথা—মদনফল, কুড়চি, কুড়, ঘোষা, যষ্টিমধু, বচ, দশমূল, দেবদারু, রাস্না, যব, মৌরি, ধামার্গব (ঘোষাভেদ), কুলথ কলায়, মধু, লবণ ও তেউড়ী ॥ ৪

শিরোবিরেচক দ্রব্য—বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রা, ধুনা, শিরীষবীজ, বৃহতী বীজ, সজিনা বীজ, মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, শুষ্ক রসাঞ্জন, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ ও হিঙ্গুপত্রী ॥ ৫

দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, দশমূল, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই ভদ্রদার্ব্বাদিগণ এবং বক্ষ্যমাণ বীরতর্ব্বাদি ও বিদার্য্যাদিগণ বায়ুনাশক ॥ ৬

দূর্ব্বাদিগণ। দূর্ব্বা, দুরালভা, নিম, বাসক, আলকুশী, গুন্দ্রা, (হোগলাবিশেষ), শতমূলী, শীতপাকী (কুঁচবিশেষ) ও প্রিয়ঙ্গু, এই দূর্ব্বাদিগণ, আর বক্ষ্যমাণ ন্যগ্রোধাদি, পদ্মকাদি ও সারিবাদিগণ এবং শালপানি, চাকুলে, পদ্ম ও কুটন্নট (কৈবর্ত্ত মুতা) ইহারা পিত্তনাশক ॥ ৭

আরগ্বধাদি, অর্কাদি, মুষ্ককাদ্য, অসনাদি, সুরসাদি, মুস্তাদি ও বৎসকাদি এই গণগুলি শ্লেষ্মনাশক ॥ ৮

জীবনীয়গণ। জীবন্তী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, মুগানি, মাষাণি, ঋষভক, জীবক ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে জীবনীয়গণ কহে। এগুলি জীবনীয়গণের উদাহরণ মাত্র, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ মধুর শীত স্নিগ্ধাদি গুণান্বিত দুগ্ধ ইক্ষু দ্রাক্ষা আখরোট প্রভৃতি জীবনবর্দ্ধক দ্রব্যগুলিকেও জীবনীয়গণের মধ্যে অবধারণ করিবেন ॥ ৯

বিদার্য্যাদিগণ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, এরণ্ড, বিছুটী, শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু, মুগানি, মাষাণি, আলকুশী, জীবনাখ্য পঞ্চমূল (শতমূল, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, জীবক ও ঋষভক), হ্রস্ব-পঞ্চমূল (শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), অনন্তমূল ও হংসপাদী ইহাদিগকে বিদারীগণ কহে। এই বিদার্য্যাদিগণ হৃদ্য, পুষ্টিকারক, বাতপিত্তনাশক এবং শোষ গুল্ম অঙ্গমর্দ্দ ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাস নিবারক॥ ১০।১১

সারিবাদিগণ। অনন্তমূল, বেণামূল, গাম্ভারী, মৌল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও ফল্‌সা ইহাদিগকে সারিবাদিগণ কহে। ইহা দাহ রক্তপিত্ত পিপাসা ও জ্বরের শান্তিকারক॥ ১২

পদ্মকাদিগণ। পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, বৃদ্ধি, বংশলোচন, ঋদ্ধি, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও গুলঞ্চ এই পদ্মকাদিগণ এবং পূর্ব্বোক্ত জীবনীয়গণোক্ত দশটী দ্রব্য, ইহারা স্তন্যজনক, বাতপিত্তঘ্ন, প্রীণন, জীবন, হিতকর, বৃংহণ ও বৃষ্য॥ ১৩

পরূষকাদিগণ। ফল্‌সা, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, নির্ম্মলীফল, কর্ণিকার, দাড়িম ও শাকবৃক্ষ (সেগুণ) এই পরূষকাদিগণ পিপাসা মূত্ররোগ (পাঠান্তরে—মূর্চ্ছারোগ) ও বায়ুনাশক॥ ১৪

অঞ্জনাদিগণ। (স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন ভেদে) দুই প্রকার অঞ্জন, প্রিয়ঙ্গু, জটামাংসী, পদ্ম, উৎপল, রসাঞ্জন, এলাইচ, যষ্টিমধু ও নাগকেশর এই অঞ্জনাদি বিষ অন্তর্দাহ ও পিত্ত নাশক॥ ১৫

পটোলাদিগণ। পটোল, কট্‌কী, চন্দন, মৌলবৃক্ষ, গুলঞ্চ ও আক্‌নাদি এই পটোলাদিগণ কফ পিত্ত কুষ্ঠ জ্বর বিষ বমি অরুচি ও কামলা রোগ নষ্ট করে॥ ১৬

গুড়ূচ্যাদিগণ। গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, নিম, ধনে ও রক্তচন্দন. এই গুড়ূচ্যাদিগণ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বমি দাহ ও তৃষ্ণা নাশক এবং অগ্নিদীপক॥ ১৭

আরগ্বধাদিগণ। সোন্দাল, ইন্দ্রযব, পাটলি (পারুল) গুড়কামাই. নিম (টীকাকারের মতে পালিধামাদার), গুলঞ্চ, মূর্ব্বা, স্রুববৃক্ষ (বৈঁচ অথবা কণ্টকারী), আক্‌নাদি, চিরতা, ঝাঁটী, পটোল, করঞ্জ, ডহর করঞ্জ, ছাতিম, চিতা, সুষবী, (অজশৃঙ্গী, কৃষ্ণজীরা, করলা), ময়নাফল, বাণ (রামশর) ও ঘোণ্টা (সুপারীবিশেষ) ইহাদিগকে আরগ্বধাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে বমি, কুষ্ঠ, বিষ, জ্বর, কফ, কণ্ডু ও প্রমেহ নিবারিত ও দুষ্টব্রণ বিশোধিত হয়॥ ১৮।১৯

অসনাদিগণ। পিয়াশাল, তিনিশ, ভূর্জ্জপত্র, অর্জ্জুন, ডহরকরঞ্জ. খদির, শ্বেতখদির, শিরীষ, শিংশপা (শিশু), মেড়াশিঙী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, তালবৃক্ষ, পলাশ, অগুরু, সেগুণ, শাল, সুপারী, ধাওয়া, ইন্দ্রযব, ছাগকর্ণ ও অশ্বকর্ণ (শালভেদ) ইহাদিগকে অসনাদিগণ কহে। অসনাদিগণ শ্বিত্র কুষ্ঠ কফ ক্রিমি পাণ্ডুরোগ প্রমেহ ও মেদোদোষ বিনাশক॥ ২০।২১

বরুণাদিগণ। বরুণ, সহচরদ্বয় (রক্তপুষ্প ও পীতপুষ্প), শতমূলী, চিতা, মূর্ব্বা, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জ ও বিষকরঞ্জ, জয়ন্তী, হরীতকী, সজিনা, কুশ ও হিতালু (হেন্তাল) ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে। এই গণ কফ, মেদোদোষ, অগ্নিমান্দ্য, ঊর্দ্ধোবায়ু (পাঠান্তরে—আঢ্যবাত), শিরঃশূল, গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট করে॥ ২২।২৩

উষকাদিগণ। উষক (কল্লরনামক ক্ষার মৃত্তিকা), তুঁতে, হিং, হিরাকস (ধাতু-কাসীস ও পুষ্পকাসীস দ্বিবিধ), সৈন্ধবলবণ ও শিলাজতু ইহারা উষকাদিগণ। ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, গুল্ম, মেদ ও কফ রোগ নষ্ট হয়॥ ২৪

বীরতরাদিগণ। উশীর, গণিয়ারী, বৃক (ঈশ্বর মল্লিকা), বাসক; পাষাণভেদী, গোক্ষুর, ইৎকট (ইকড়গাছ), ঝিণ্টা, বাণ (নীলঝিণ্টী), কেশে, বাঁদরা, নল, স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ কুশ, গুণ্ঠ (বৃন্ততৃণ), গুন্দ্রা (হোগ্‌লা), শোণা, ক্ষীরমোরট, কুরণ্ট (পীতঝাঁটী), করম্ভ (রাখালশশা), পার্থা (সূর্য্যমুখী); ইহাদিগকে বীরতরাদিগণ কহে। বীরতরাদিগণ বাতজ রোগসমূহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত এবং তজ্জন্য বেদনা নাশক॥ ২৫।২৬

রোধ্রাদিগণ। লোধ, সাবর লোধ, পলাশ (শটী), জিঙ্গিনী (কৃষ্ণশাল্মলী), দেবদারু, কট্‌ফল, রাম্না (কাহারও মতে অপরাজিতা), কদম্ব, রম্ভা, অশোক, এলবালুক, কৈবর্ত্ত-মুতা ও মোচা (শল্লকী); ইহারা রোধ্রাদিগণ। এই গণ মেদ ও কফনাশক, যোনিদোষ-নিবারক, দোষমলাদির স্তম্ভক, বর্ণ-হিত ও বিষঘ্ন॥ ২৭।২৮

অর্কাদিগণ। আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, হাতিশুঁড়া, লাঙ্গলী, বামুনহাটী, রাম্না, বিছুটী, নাটাকরঞ্জ, আপাং, পীতৈতলা (কাকাদনী গুড়কামাই), করঞ্জ, শ্বেতা (কিণিহী), মহাশ্বেতা (পালিন্দী) ও ইঙ্গুদী ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। এই গণ কফ মেদোদোষ ও বিষনাশক, ক্রিমি ও কুষ্ঠশমক এবং ব্রণশোধক॥ ২৯।৩০

সুরসাদিগণ। শ্বেত তুলসী, কৃষ্ণ তুলসী, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, কৃষ্ণার্জ্জক (ক্ষুদ্রপত্রকৃষ্ণতুলসী), বিড়ঙ্গ, খরবুস্ (তুলসীভেদ), ইন্দুরকানি, কট্‌ফল, কালকাসুন্দা, অপামার্গ, সরসী (তুম্বর পত্রিকা শ্বেতেতউড়ী), বামুনহাটী, কাম্লুকা (অতিমুক্তলতা), কাকমাচী, ভূমিকদম্ব, বিষমুষ্টি (কুঁচিলা বা মহানিম), গন্ধতৃণ ও ভূতকেশী ইহাদিগকে সুরসাদিগণ কহে। এই সুরসাদিগণ ব্যবহারে শ্লেষ্মা মেদ কৃমি প্রতিশ্যায় অরুচি শ্বাস ও কাস প্রশমিত এবং ব্রণ বিশোধিত হয়॥ ৩১।৩২

মুষ্ককাদিগণ। ঘণ্টাপারুল, মনসাসিজ, ত্রিফলা, চিতা, পলাশ, ধাওয়া, শিশুগাছ; ইহা-দিগকে মুষ্ককাদিগণ কহে। ইহা দ্বারা গুল্ম, মেহ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, মেদোরোগ, অর্শঃ, কফ ও শুক্রনাশক। ৩৩

বৎসকাদিগণ। বৎসক (ইন্দ্রযব), মূর্ব্বা, বামুনহাটী, কট্‌কী, মরিচ, আতইচ, মনসাসিজ, এলাইচ, আক্‌নাদি, কৃষ্ণজীরা, শোনাফল (মতান্তরে—শোণা ও ময়না ফল), যমানী, শ্বেতসর্ষপ, বচ, জীরা, হিং, বিড়ঙ্গ, বনযমানী ও পঞ্চকোল ইহাদিগকে বৎসকাদিগণ কহে। এই গণ বায়ু কফ মেদ পীনস গুল্ম জ্বর শূল ও অর্শোরোগ নষ্ট করে॥ ৩৪।৩৫

বচাদি ও হরিদ্রাদিগণ। বচ, মুতা, দেবদারু, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী ইহাদিগকে বচাদিগণ এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে ও ইন্দ্রযব ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ কহে। এই গণদ্বয় আমাতিসার মেদ কফ আঢ্যবাত ও স্তন্যদোষ নিবারক॥ ৩৬।৩৭

প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণ। প্রিয়ঙ্গু, স্রোতোঽঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, পদ্মচারিণী (বামুনহাটী) পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, শিমুল, শাল্মলীনির্য্যাস, লজ্জালুলতা, পুন্নাগ (রক্তকেশরবৃক্ষ), চন্দন ও ধাতকী (ধাইফুল); ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ কহে। অম্বষ্ঠা (ময়ূরশিখা, পুদিনা), যষ্টিমধু,

বরাক্রান্তা, নন্দীবৃক্ষ (গয়া অশ্বত্থ), পলাশ, কচ্ছুরা (ধন্বযবাসক, দুরালভাভেদ), লোধ, ধাইফুল, বিল্বপেশিকা (বিল্বমজ্জা বা বেলশুঁঠ), শোনা ও পদ্মকেশর; ইহাদিগকে অম্বষ্ঠাদিগণ কহে। এই দুইটী গণ পক্কাতিসারনাশক, ব্রণসন্ধানকারক, ব্রণরোপক ও পিত্তনাশক ॥ ৩৮—৪০

মুস্তাদিগণ। মুতা, বচ, চিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটুকী, কাকতিক্তা (কাকজঙ্ঘা), ভেলা, আকনাদি, ত্রিফলা, বিষ (শুক্লকন্দ), কুড়, ছোট এলাইচ ও শ্বেতবচ। এই মুস্তাদিগণ যোনিরোগ ও স্তন্যদোষ নাশক এবং মলপাচক ॥ ৪১

ন্যগ্রোধাদিগণ। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, লোধ, পট্টিয়া লোধ, বড়জাম, ছোটজাম, অর্জ্জুন, কপীতন (আমড়া) শ্বেত খদির, পাকুড়, আম, বেতস, পিয়াল, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ, কুল, কদম্ব, তিন্দুকী (গাব), যষ্টিমধু ও মৌলফুল ইহারা ন্যগ্রোধাদিগণ। এই গণ ব্রণের হিতকারী, মল-সংগ্রাহী, ভগ্নসংযোজক এবং মেদ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও যোনিরোগের শান্তিকারক ॥ ৪২।৪৩

এলাদিগণ। ছোটএলাচ, বড় এলাচ, তুরুষ্ক (কৃত্রিম নির্য্যাসবিশেষ, শিলারস), কুড়, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, মাংসী (নলদ, উশীর), বালা, ধ্যামক (রোহিষ তৃণ), স্পৃক্কা (গন্ধপিড়িং), চোরপুষ্পী, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, তগরপাদুকা, স্থৌণেয় (গেঁঠেলা), জাতীরস (গন্ধবোল), নখী, ব্যাঘ্রনখ (সমুদ্রজ দ্রব্যবিশেষ), দেবদারু, অগুরু, শ্রীবাস (সরল নির্য্যাস), কুঙ্কুম, চণ্ডা (শঙ্খপুষ্পী,) গুগ্‌গুলু, ধুনা, কুন্দুরুখোটী, পুন্নাগ ও নাগকেশর; এই এলাদিগণ বায়ু কফ বিষদোষ কণ্ডু পিটিকা ও কোঠ নাশক এবং বর্ণপ্রসাদক ॥ ৪৪।৪৫

শ্যামাদিগণ। শ্যামমূলা তেউড়ী, দন্তী, ইন্দুরকানি, পট্টিয়া লোধ, শ্বেত তেউড়ী, শঙ্খিনী (যবতিক্তা, শঙ্খপুষ্পী), চর্ম্মকষা (বা ব্রাহ্মী), স্বর্ণক্ষীরী (কঙ্কুষ্ঠ নামক ধাতুবিশেষ ?), ইন্দ্রবারুণী (রাখাল শশা), আপাং, কমলাগুঁড়ি, গুলঞ্চ, করঞ্জ, বন্তাল্লী (বৃষগন্ধা, ছাগলবেঁটে), সোন্দাল, ইক্ষু ও পীলুফল; এই শ্যামাদিগণ ব্যবহারে গুল্ম, বিষদোষ, অরুচি, কফ, হৃদ্রোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয় ॥ ৪৬

এই ৩৩টী বর্গ বা তেত্রিশ প্রকার যোগ কথিত হইল। ইহাদের মধ্যে কোন দ্রব্য পাওয়া না গেলে তৎসদৃশ অন্য দ্রব্য (অর্থাৎ রস বীর্য্য ও বিপাকে তৎসদৃশ) প্রয়োগ করিবে। এবং অযৌগিক দ্রব্য ত্যাগ করিবে। উক্ত গণের সমস্ত দ্রব্যই যে সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা নহে। দেশ কাল ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া এক দুই বা বহু দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। এবং কোন দ্রব্য তত্তদ্‌রোগে অনুপযোগী বুঝিলে তাহা ত্যাগ করিবে ॥ ৪৭

এই বর্গ সকল দোষ দূষ্য বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া কল্ক কাথ স্নেহ ও লেহাদিরূপে পানে নস্যে অনুবাসনে লেপে ও অভ্যঙ্গাদিতে বাহ্য বা আভ্যন্তর প্রযুক্ত হইলে অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য রোগসমূহ নাশ করে ॥ ৪৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা স্নেহবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥১

গুরু, শীত, সর, স্নিগ্ধ, মন্দ, সূক্ষ্ম, মৃদু ও দ্রব গুণান্বিত ঔষধ সমূহ প্রায়ই স্নেহন এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু, উষ্ণ, স্থির, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, স্থূল, কঠিন ও সান্দ্র গুণান্বিত দ্রব্য সকল প্রায় বিরুক্ষণ॥২

(প্রায় শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে কোন ২ স্থলে ইহার ব্যভিচারও হয়; যেমন—সর্ষপ তৈল ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি লঘু হইলেও এবং মৎস্য মহিষ মাংসাদি উষ্ণ হইলেও স্নেহন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আর যব, বরবটী প্রভৃতি গুরু-শীত-সরাদিগুণযুক্ত হইলেও বিরুক্ষণ হইয়া থাকে। ইত্যাদি।)

সর্ব্বপ্রকার স্নেহের মধ্যে ঘৃত মজ্জা বসা ও তৈল শ্রেষ্ঠ। আবার এই ঘৃতাদি চারিটী স্নেহের মধ্যে ঘৃতই উৎকৃষ্ট। কারণ ঘৃত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ ঘৃত যে যে দ্রব্যের সহিত পাক করা যায় তাহাদের গুণ গ্রহণ করে পরন্তু স্বকীয় শৈত্যাদিগুণ ত্যাগ করে না। মজ্জা বসা তৈল ইহারা সংস্কারবশে স্বকীয় গুণ ত্যাগ করিয়া থাকে। সেই জন্য ঘৃত সমস্ত স্নেহ হইতে উত্তম॥৩

উক্ত স্নেহ-চতুষ্টয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অধিকতর পিত্তঘ্ন এবং পর পরটী অধিকতর ইতরঘ্ন অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মঘ্ন। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে যথাপূর্ব্ব বলায় বসা পিত্তঘ্ন মজ্জা পিত্তঘ্নতর এবং ঘৃত পিত্তঘ্নতম। তৈল কাহারও পূর্ব্বে নহে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। যথোত্তর বলায় মজ্জা বাতশ্লেষ্মঘ্ন বসা বাতশ্লেষ্মঘ্নতর ও তৈল বাতশ্লেষ্মঘ্নতম। এ স্থলে ঘৃতকে ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ঘৃত কাহারও পরে নহে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, যদিও ইতরঘ্ন বলায় বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়কেই পাওয়া যায় তথাপি শ্লেষ্মার স্নেহ নিষিদ্ধ থাকায় উক্ত মজ্জাদিগকে কেবল বাতঘ্ন বুঝিতে হইবে। আর যদি ইতরশব্দে শ্লেষ্মাও বুঝিতে হয় তাহা হইলে শুদ্ধ মজ্জাদিকে শ্লেষ্মঘ্ন না বুঝিয়া দ্রব্যান্তরসংস্কৃত মজ্জাদিকে শ্লেষ্মনাশক বুঝিতে হইবে। ঘৃত অপেক্ষা তৈল গুরুপাক, তৈল অপেক্ষা বসা গুরুতর এবং বসা অপেক্ষা মজ্জা গুরুতম॥৪

দুইটী স্নেহ দ্বারা যমক স্নেহ, তিনটী স্নেহদ্বারা ত্রিবৃত স্নেহ এবং চারিটী স্নেহ দ্বারা মহাস্নেহ সংজ্ঞা হয়। (যমক স্নেহ যথা—ঘৃততৈল, ঘৃত বসা ইত্যাদি। ত্রিবৃত স্নেহ ঘৃততৈল বসা ইত্যাদি)॥৫

স্নেহার্হনির্দ্দেশ অর্থাৎ স্নেহযোগ্য ব্যক্তির নির্দ্দেশ। যাহারা স্বেদযোগ্য (যাহাদিগকে স্বেদ দিতে হইবে), সংশোধনার্হ (যাহাদিগকে বমন বিরেচনাদি 'সংশোধন' প্রদান করিতে হইবে), মদ্যপান স্ত্রীসঙ্গ বা ব্যায়ামে আসক্ত, চিন্তাশাল, বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, কৃশ, রুক্ষশরীর, ক্ষীণরক্ত, ক্ষীণশুক্র, বাতপীড়িত, অভিষ্যন্দ বা তিমিররোগাক্রান্ত এবং যাহারা অতিকষ্টে নেত্র উন্মীলন করে, তাহাদিগকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে।

অস্নেহ্য নির্দ্দেশ। যাহারা অতিমন্দাগ্নি বা তীক্ষাগ্নি, অতিস্থূল, অতিদুর্ব্বল, যাহারা উরুস্তম্ভ, অতিসার, আমদোষ, গলরোগ, গরোদর, মূর্চ্ছা বমি অরুচি শ্লেষ্মদোষ তৃষ্ণা বা মগু দ্বারা পীড়িত, যাহারা অক্তগর্ভা, তাহাদিগকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে না। নস্য বস্তি বা বিরেচন ক্রিয়ার পরও স্নেহ প্রযোজ্য নহে॥ ৬—৮

চারি প্রকার স্নেহের মধ্যে যে স্নেহ যাহাদের পক্ষে হিতকর, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। বুদ্ধি স্মৃতিশক্তি মেধা ও অগ্নি আকাঙ্ক্ষাকারিদের পক্ষে ঘৃত প্রশস্ত। গ্রন্থি নাড়ীব্রণ ক্রিমি শ্লেষ্মা মেদ ও বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের এবং যাহারা শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা কামনা করে ও যাহারা ক্রূরকোষ্ঠ তাহাদের পক্ষে তৈল প্রশস্ত। যাহারা বায়ু আতপ পথপর্য্যটন ভারবহন স্ত্রীসঙ্গ ও ব্যায়াম দ্বারা ক্ষীণধাতু, যাহারা রুক্ষদেহ ক্লেশসহ ও তীক্ষাগ্নি, যাহাদের স্রোতঃ সমূহ বায়ু দ্বারা আবৃত, তাহাদের পক্ষে বসা ও মজ্জা প্রশস্ত। বিশেষতঃ সন্ধি, অস্থি, মর্ম্ম ও কোষ্ঠ বেদনায় দাহ ও আঘাত জন্য পীড়ার বেদনায়, যোনি-ভ্রংশজনিত বেদনায়, এবং কর্ণরোগে ও শিরো-রোগে বসাই শ্রেষ্ঠ॥৯—১১

এক্ষণে কোন্ ঋতুতে কোন স্নেহ সেবন করা উচিত, তাহা কথিত হইতেছে। প্রাবৃট্ কালে (বর্ষাকালে) তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বসন্তকালে বসা ও মজ্জা স্নেহনার্থ প্রশস্ত। সাধারণ ঋতুতে (ঋতুলক্ষণ সকল যখন সমভাবে থাকে, শ্রাবণাদি মাসে) আকাশ মণ্ডল মেঘাদি শূন্য ও পরিষ্কার থাকিলে দিবসে সংশোধনের পূর্ব্বে তৈলাদি স্নেহ চতুষ্টয় প্রয়োগ করিবে। তৈল যে কেবল বর্ষাকালেই প্রয়োগ করিতে হইবে, এমন নহে। ব্যাধির অবস্থা বিশেষে যদি সত্বর স্নেহ ক্রিয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হেমন্ত শিশিরকালেও সংশোধনের পূর্ব্বে স্নেহনার্থ তৈল প্রয়োগ করা যায়। কেবল শরৎকালেই ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা নহে; গ্রীষ্মকালেও রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিবে। আর পিত্ত বা বায়ুর প্রকোপ অথবা সংসর্গ কিংবা কুপিত বাত বা পিত্ত জন্য রোগ স্নেহসাধ্য হইলে গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিবে। এইরূপ পিত্তাধিক সংসর্গে (বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্ম) বা তজ্জনিত রোগেও গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহার অন্য আচরণ করিলে অর্থাৎ শীতকালে রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিলে বাতশ্লেষ্মজ রোগ এবং গ্রীষ্মকালে দিবসে তৈল প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত রোগ জন্মিয়া থাকে। বসা ও মজ্জার অনিশ্চিত স্বরূপ হেতু এরূপ বিশেষ নিয়ম কিছু কথিত হয় নাই॥ ১২—১৫

স্নেহোপযোগ বিধি। ঘৃতাদি স্নেহ সমূহ যুক্তিপূর্ব্বক (মাত্রা কাল ক্রিয়া ভূমি দেহ দোষ প্রভৃতি বুঝিয়া) ভক্ষ্য ভোজ্যাদি অন্নের সহিত বা ত্রিবিধ বস্তিক্রিয়া, নস্য, অভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, মূর্দ্ধতর্পণ, কর্ণপূরণ বা অক্ষিতর্পণে (তর্পণ পুটপাকাদিতে) প্রয়োগ করিবে॥ ১৬

ত্রিষষ্টিপ্রকার রসভেদের সহিত স্নেহপ্রয়োগ এবং রস ব্যতিরেকে কেবল মাত্র স্নেহ প্রয়োগ এই চতুঃষষ্টি প্রকার স্নেহ প্রয়োগ কল্পনা হইয়া থাকে। ভক্ষ্যদ্রব্যের ও রসভেদের সহিত প্রযুক্ত হওয়ায় এবং শিরোবিরেচন ও মূর্দ্ধকর্ণাক্ষি-তর্পণে অল্পমাত্র প্রযুক্ত হওয়ায় স্নেহ পদার্থের গুণ অভিভূত হয়, সেই জন্য স্নেহ প্রয়োগ কল্পনা চতুঃষষ্টি প্রকার হইয়া থাকে॥ ১৭

যথোক্ত কারণাভাবে (অর্থাৎ পূর্ব্বে ৬৪ প্রকার স্নেহপ্রয়োগ কল্পনার যে হেতু কথিত হইয়াছে তাহার অভাবে) অচ্ছপেয় স্নেহকে স্নেহপ্রয়োগ কল্পনা বলা যায় না। এস্থলে

আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বে চতুঃষষ্টি প্রকার স্নেহ প্রয়োগ কল্পনার মধ্যে অচ্ছপেয় স্নেহের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে অচ্ছপেয় স্নেহকে স্নেহপ্রয়োগ কল্পনা বলা যাইতেছে না, সুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধ হইল? ইহার মীমাংসা এই যে, অচ্ছপেয় স্নেহকে (শুদ্ধ স্নেহপানকে) কল্পনা বলা যাইবে না, কিন্তু মূর্দ্ধাক্ষিকর্ণতর্পণাদি নিমিত্ত যে অচ্ছস্নেহ পান, তাহাই স্নেহপ্রয়োগ কল্পনা বলিয়া অভিহিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার স্নেহপানের মধ্যে অচ্ছপেয় স্নেহই প্রশস্ত, কারণ ইহা দ্বারা শরীরের স্নেহক্রিয়া, (তর্পণ মার্দ্দবাদি) আশু সাধিত হইয়া থাকে॥ ১৮

স্নেহের ত্রিবিধ মাত্রা লক্ষণ। স্নেহের মাত্রা ত্রিবিধ। হ্রস্ব মধ্যম ও উত্তম মাত্রা। যে মাত্রা দুই প্রহরে জীর্ণ হয় তাহাকে হ্রস্বমাত্রা, যাহা চারিপ্রহরে জীর্ণ হয় তাহাকে মধ্যম মাত্রা এবং যে মাত্রা আটপ্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে উত্তম মাত্রা কহে। এই ত্রিবিধ মাত্রার মধ্যে প্রথমে হ্রসীয়সী মাত্রা (যাহা হ্রস্ব মাত্রা অপেক্ষা শীঘ্র জীর্ণ হয়) প্রয়োগ করিবে। দোষাদি বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ দোষ ভেষজ দেশ বল কাল শরীর আহার সত্ব সাত্ম্য ও প্রকৃতি বুঝিয়া প্রথমে হ্রস্ব মাত্রা ক্রমে মধ্যম ও উত্তম মাত্রা প্রয়োগ করিবে। অজ্ঞাতকোষ্ঠ পুরুষকে প্রথমেই অধিক মাত্রায় স্নেহ পান করাইলে অনেক স্থলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। সেই জন্য প্রথমে ত্রিবিধ মাত্রার মধ্যে হ্রসীয়সী মাত্রাই প্রযোজ্য॥ ১৯

সম্প্রতি শোধন শমন ও বৃংহণ ভেদে ত্রিবিধ স্নেহের কাল মাত্রা ও লক্ষণ কথিত হইতেছে। পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলেই ক্ষুধার অপেক্ষা না করিয়া শোধনার্থ (বিরেচনার্থ) বহুমাত্রায় অচ্ছস্নেহ (কেবল স্নেহ) পান করাইবে। ক্ষুধার সময় স্নেহ পান করাইলে তাহা জঠরাগ্নির দীপ্তিহেতু শোধন কার্য্য না করিয়াই জীর্ণ হইয়া যায়। শমন স্নেহ রোগের শান্তির জন্য প্রয়োগ করা হয়। ক্ষুধার সময় অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত না মিশাইয়া শমনার্থ কেবল স্নেহ মধ্যম মাত্রায় সেবন করাইবে। কারণ তৎকালে স্রোতঃসমূহ বিশুদ্ধ থাকায় পীত স্নেহ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া যত্র তত্রস্থ কুপিত দোষের শমন করিয়া থাকে॥ ২০।২১

বৃংহণ স্নেহ মাংসরস ও মদ্যাদির এবং ভক্তের সহিত অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। এই সভক্ত (অন্নমিশ্রিত) স্নেহ বালক বৃদ্ধ পিপাসার্ত্ত স্নেহদ্বেষী মদ্যপায়ী নিত্য স্ত্রীসঙ্গরত নিত্যস্নেহসেবী মন্দাগ্নি সুখী ক্লেশভীরু মৃদুকোষ্ঠ অল্পদোষান্বিত ও কৃশ ব্যক্তিদের পক্ষে এবং গ্রীষ্মাদি উষ্ণকালে হিতকর॥ ২২।২৩

এই স্নেহ, ভোজনের পূর্ব্বে সেবিত হইলে শরীরের অধোভাগের ভোজনের মধ্যকালে সেবিত হইলে দেহের মধ্যভাগের এবং ভোজনের পর সেবন করিলে শরীরের উর্দ্ধভাগের রোগনাশ ও বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে॥ ২৪

অচ্ছস্নেহ পান করিয়া উষ্ণ জল অনুপান করিবে। উষ্ণজল অনুপান করিলে পীত স্নেহ সুখে পরিপাক পায় এবং স্নেহলিপ্ত মুখের ও শুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণবীর্য্য তৌবর স্নেহ (তৈল) বা ভল্লাতক তৈল পান করিয়া উষ্ণ জল অনুপান করিবে না। স্নেহপানের অনেকক্ষণ

পরে যদি জীর্ণাজীর্ণ শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় উষ্ণজল পান করিবে। তাহাতে পীতস্নেহ ব্যক্তির উদ্‌গারের শুদ্ধি, শরীরের লঘুতা এবং আহারে রুচি হইয়া থাকে ॥ ২৫।২৬

স্নেহপানের পূর্ব্বদিন, স্নেহপান দিবসে এবং স্নেহপান করিয়া, মুদ্গযূষাদিযুক্ত উষ্ণ অন্ন বা কেবল দ্রবোষ্ণ পেয়াদি এবং অনভিষ্যন্দি (যাহা কফকর নহে), ঈষৎ স্নিগ্ধ ও অসঙ্কর (যাহা সংযোগবিরুদ্ধ বা অপথ্যমিশ্রিত নহে) অন্ন অল্প মাত্রায় ভোজন করাইবে। যতদিন স্নেহ পান করিবে ততদিন এবং স্নেহপানের পর আরও ততদিন উষ্ণজল ব্যবহার করিবে, ব্রহ্মচারী (স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত) হইবে, রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে, মলমূত্রাদির বেগধারণ করিবে না এবং ব্যায়াম, ক্রোধ, শোক, হিম, সূর্য্য ও অগ্নির তাপ, প্রবল বায়ু, যানে গমন, পথশ্রম, অধিক বাক্যকথন, দীর্ঘকাল উপবেশন, অতিনীচ বা অতি উচ্চ বালিসে মস্তক স্থাপন, দিবানিদ্রা, ধূম ও ধূলি বর্জ্জন করিবে। বমন বিরেচনাদি সমস্ত কার্য্যে এবং ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রায় এই নিয়ম। কিন্তু শমন স্নেহপানের পর বিরিক্তবৎ বিধি অবলম্বনীয়। (অর্থাৎ বিরেচনান্তে যেমন পেয়াদিক্রম পালন করিতে হয়, সেইরূপ বিধান কর্ত্তব্য) ॥ ২৭—৩১

মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি তিন দিন এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি সাত দিন সাধারণতঃ অচ্ছস্নেহ পান করিবে। মধ্য কোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে ছয় দিন অচ্ছ-স্নেহ পান ব্যবস্থা। যদি তিন দিন স্নেহপানের পর সম্যক্ স্নিগ্ধ লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে চারিদিন বা পাঁচদিন পর্য্যন্ত স্নেহপান করিবে। ফলতঃ যতদিন স্নিগ্ধলক্ষণ সম্যক্ উপস্থিত না হয়, তত দিন স্নেহ পান করিতে হইবে। সপ্তাহ পর্য্যন্তই যে স্নেহপানের নিয়ম তাহা নহে, সপ্তাহের পরও স্নেহপান করা যায়। তবে সপ্তাহের পর স্নেহপান করিতে হইলে এক দিন বিশ্রাম করিয়া পুনরায় স্নেহপান করিতে হয়। স্নিগ্ধলক্ষণ প্রকাশের পরও স্নেহ পান করিলে তাহা সাত্ম্যীভূত (অভ্যস্ত) হয়; সুতরাং তাহাতে কোন ফল দর্শে না অর্থাৎ ঐ স্নেহ, মলাদি নিঃসারণ করিতে পারে না ॥ ৩২

সম্যক্‌স্নিগ্ধাদির লক্ষণ। সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি, মলের স্নিগ্ধতা ও শৈথিল্য, স্নেহোদ্বেগ ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু রুক্ষ হইলে ইহার বিপরীত লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে। অতিস্নিগ্ধ হইলে শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং নাসিকা মুখ ও গুহ্য দ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হইয়া থাকে ॥ ৩৩

অনুচিত মাত্রায় ও অকালে (গ্রীষ্মাদি নিষিদ্ধ কালে) স্নেহ পান করিলে, অহিত স্নেহ (যে স্নেহ যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ) এবং অনুপযুক্ত আহার ও বিহারের (পূর্ব্বোক্ত) সহিত স্নেহ পান করিলে শোথ, অর্শঃ, তন্দ্রা, স্তব্ধতা, সংজ্ঞাহীনতা, কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, বমনবেগ, শূল, আনাহ ও ভ্রমাদি উপদ্রব জন্মে ॥ ৩৪

স্নেহব্যাপচ্চিকিৎসা। স্নেহবিধিভ্রংশ হইলে ক্ষুধারোধ, তৃষ্ণানিগ্রহ, বমন, স্বেদ, রুক্ষ পান, রুক্ষ অন্ন ও রুক্ষ ঔষধ, তক্র, অরিষ্ট, খল (ব্যঞ্জন বিশেষ), উদ্দাল (শালিধান্য বিশেষ), যব, শ্যামাধান্য, কোদোধান্য, পিপুল, ত্রিফলা, মধু, হরীতকী, গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু এবং দোষানুসারে প্রতি রোগের যে যে ঔষধ তত্তদধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৫।৩৬

বিরুক্ষণের সম্যক্ কৃতাতিকৃত লক্ষণ। সম্যক্‌কৃত বিরুক্ষণের ও অতিকৃত বিরুক্ষণের লক্ষণ, সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের ও অতিকৃত লঙ্ঘনের লক্ষণের ন্যায় জানিবে। অর্থাৎ সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের বিমলেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ, তাহাই সম্যক্‌কৃত বিরুক্ষণের লক্ষণ এবং অতিকৃত লঙ্ঘনের কার্শ্যাদি যে সকল লক্ষণ, অতিকৃত বিরুক্ষণেরও সেই লক্ষণ জানিবে॥ ৩৭

স্নেহপানান্তে স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ দ্রব ও উষ্ণ জাঙ্গলমাংসরস ভোজন করাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। স্বেদ গ্রহণের তিন দিন পরে বিরেচন দিবে। আর যদি স্নেহপানের পর বমনই উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ ভোজন করাইয়া স্বেদ দিবে এবং স্বেদগ্রহণের একদিন পরে কফজনক ক্ষীর মৎস্যাদি দ্রব্য সেবন দ্বারা কফকে উৎক্লেশিত করিয়া বমন দিবে॥ ৩৮

মাংসল মেদস্বী শ্লেষ্মবহুল বিষমাগ্নি ও স্নেহাভ্যস্ত ব্যক্তিদিগকে শোধনার্থ স্নেহপ্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে রুক্ষ ক্রিয়া করিয়া তৎপরে স্নেহপ্রয়োগ করিতে হইবে এবং স্নেহপ্রয়োগের পর তাহাদের শোধনকার্য্য করিবে। এই নিয়মে স্নেহ ক্রিয়া করিলে স্নেহব্যাপত্তি ঘটে না। অপিচ সেই পীত স্নেহ অসাত্ম্যতা প্রাপ্ত হইয়া বাতাদি দোষ ও পুরীষাদিকে নিঃসারিত করিতে সমর্থ হয়। দীর্ঘকাল সেবনে স্নেহ সাত্ম্য হইলে তাহা মলাদি নিঃসারণ করিতে পারে না কিন্তু উক্ত নিয়মে স্নেহ পান করিলে তাহা অসাত্ম্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় মলাদিকে সহজে নিঃসারিত করিয়া থাকে॥ ৩৯।৪০

বালক বা বৃদ্ধ প্রভৃতিকে এবং যাহারা স্নেহপান কালে পরিহার্য্য (শীতল জল প্রভৃতি) পরিত্যাগে অসমর্থ, তাহাদিগকে অনুদ্বেগকর নিম্নলিখিত সদ্যঃস্নেহন যোগ সমূহ প্রয়োগ করিবে॥ ৪১

প্রভূত মাংসরস, স্নেহভর্জ্জিত পেয়া, স্নেহ (ঘৃতাদি) ও ফাণিত (গুড়বিশেষ) যুক্ত তিল চূর্ণ, কৃশরা (খিচুড়ি), উষ্ণ ও ঘৃতমিশ্রিত ক্ষীরপেয়া সগুড় দধিসর এবং পঞ্চপ্রসৃতিকা পেয়া (ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও তণ্ডুল প্রত্যেক ১ প্রসৃত অর্থাৎ ১৬ তোলা) সমুদায়ে এই সাত-প্রকার স্নেহন যোগ সদ্যঃস্নিগ্ধতাকারক। লবণবহুল ঘৃতাদিও সদ্যঃস্নেহন। কারণ লবণরস স্রোতঃসমূহের স্রাবক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, অরুক্ষ, উষ্ণ ও ব্যবায়ী (যাহা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক পায় তাহাকে ব্যবায়ী কহে।)॥ ৪২—৪৪

কুষ্ঠ শোথ ও প্রমেহরোগী স্নেহনযোগ্য হইলেও তাহাদিগকে গুড় আনূপমাংস দুগ্ধ তিল মাষকলায় সুরা ও দধি স্নেহনার্থ প্রদান করিবে না॥ ৪৫

ত্রিফলা পিপুল হরীতকী ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা বিপাচিত তত্তদধিকারোক্ত অবিকারি স্নেহ সকল উক্ত কুষ্ঠাদি রোগে স্নেহনার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ৪৬

যাহারা নানাবিধ রোগে ক্ষীণদেহ, তাহাদিগকে অগ্নিদীপক ও দেহের পুষ্টিকর স্নেহ সমূহ প্রদান করিবে॥ ৪৭

নিত্য স্নেহসেবনশীল ব্যক্তির জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত, কোষ্ঠ বিশুদ্ধ, রসরক্তাদি ধাতুসমূহ বর্দ্ধিত, ইন্দ্রিয়সমূহ স্বস্থ এবং জরা অল্প হয়। স্নেহসেবী ব্যক্তি শতায়ুঃ ও বলবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৪৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা স্বেদবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

স্বেদ চারিপ্রকার ; যথা—তাপ-স্বেদ, উপনাহ-স্বেদ, উষ্ম-স্বেদ ও দ্রব-স্বেদ।

তাপ-স্বেদ। বস্ত্র লৌহফাল হস্ততল ও বালুকা কাংস্যপাত্রাদি অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে তাপস্বেদ কহে ॥ ২

উপনাহস্বেদ। কেবল বায়ুতে বচ, কিণ্ব (সুরাবীজ), শুল্‌ফা, দেবদারু, ধান্য (এখানে সাধারণভাবে ধান্য শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তিল, মসিনা, মাষকলায় প্রভৃতি স্বেদোপযোগী স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য গ্রাহ্য), কুষ্ঠ অগুরু প্রভৃতি সমস্ত গন্ধদ্রব্য, রাস্না, এরণ্ডমূল, আমিষ (মাংসাদি) ইহাদিগকে শিলাতে পেষিত ও অধিক লবণ মিশ্রিত, ঘৃতাদি স্নেহ, চুক্র (অম্ল) তক্র বা দুগ্ধ দ্বারা আপ্লুত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। শ্লেষ্মসংযুক্ত বায়ুতে সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্যের এবং অম্লপিত্তযুক্ত বায়ুতে পদ্মকাদিগণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। এই স্বেদদ্বয়েও লবণ ঘৃতাদি পূর্ব্ববৎ মিশ্রিত করিতে হইবে। এই স্বেদের নাম উপনাহ স্বেদ (চলিত কথায় পুলটিশ) ; ইহাকে শাল্বণ স্বেদও বলে। পীড়িত অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত উপনাহ (পুলটিস্ বা প্রলেপ) দিয়া স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য মৃদু ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্মপট্ট দ্বারা অভাবে বাতঘ্ন এরণ্ডপত্রাদি দ্বারা কিংবা রেশমী বস্ত্র কম্বল বা বস্ত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। রাত্রির বন্ধন দিবসে খুলিয়া দিবে এবং দিবসে বান্ধিলে তাহা রাত্রিতে খুলিয়া দিবে ॥৩—৫

উষ্মস্বেদ। উৎকারিকা (যব মাষকলায় এরণ্ডবীজ প্রভৃতি দ্রব্য পিষ্ট ও স্বিন্ন করিয়া মোহন ভোগের ন্যায় করিলে তাহাকে উৎকারিকা বলে), লোষ্ট্র, খাপরা, প্রস্তর, ধূলি, পত্রসমূহ, ধান্য, ঘুঁটে চূর্ণ, বালুকা অথবা তুষ ইহাদিগকে নানা উপায়ে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা দেশ কাল ও দোষদূষ্যানুসারে স্বেদ দেওয়াকে উষ্মস্বেদ বলে। উষ্মস্বেদপ্রয়োগ বিধি—লোষ্ট্র, প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অগ্নিবর্ণ করিবে পরে তাহা সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া দোষানুসারে জল কাঁজি বা শুক্তাদিতে মগ্ন করিবে, তদুদ্ভূত বাষ্প দ্বারা স্বেদ দিবে। অথবা গোময়াদি পিণ্ডীকৃত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে, ইহাকে পিণ্ডস্বেদ বলে। কিংবা এরণ্ডাদিপত্রযুক্ত যবাদি দ্রব্য কাঁজির সহিত একটী কলসীতে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। এবং রোগিকে বায়ুশূন্য স্থানে কম্বলাদি বেষ্টিত করিয়া একখানি খাটিয়ায় এরণ্ডপত্রাদি বিছাইয়া তদুপরি বসাইবে এবং তন্নিম্নে উক্ত কলসী স্থাপন করিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দিয়া ভাপরা লইবে অথবা উক্ত কলসী নিকটে স্থাপন করিয়া ঘন বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার স্বেদ লইবে। এইরূপ নানা উপায়ে উষ্মস্বেদ দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৬

দ্রবস্বেদ। সজিনা, বেণা, এরণ্ড, করঞ্জ, নিসিন্দা, তুলসী, শিরীষ, বাসক, বাঁশ, আকন্দ, মালতী ও সোন্দাল, ইহাদের পত্র সমূহ, বচাদিগণোক্ত দ্রব্য সকল, আনূপ ও জলজ মাংস এবং দশমূল ইহাদের সমস্ত গুলিকে অথবা যাহা পাওয়া যায় সেই দ্রব্য গুলিকে কুট্টিত, দোষানুসারে

ঘৃতাদি স্নেহ সংযুক্ত এবং সুরা শুক্ত জল বা দুগ্ধাদি দ্বারা সিদ্ধ করিয়া একটী হাঁড়ি গর্গরী বা বাঁশের নলের মধ্যে পুরিবে, তৎপরে পীড়িত গাত্র স্নেহাক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি পূর্ব্বোক্ত কাথ সহ্যমত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেচন করিবে॥ ৭—৯॥

সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে কিংবা অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি পীড়ায় রোগী পূর্ব্বোক্ত সুখোষ্ণ দ্রব পূর্ণ কোন একটী কুণ্ডে বা টবে অবগাহন করিয়া থাকিবে॥ ১০

স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গ দ্বারা অভ্যন্তরে ও বাহিরে স্নিগ্ধ হইয়া পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে বায়ু শূন্য স্থানে বসিয়া স্বেদ গ্রহণ করিবে॥ ১১

রোগের অবস্থা, রোগির অবস্থা এবং দেশ ঋতু ও ধাতু বুঝিয়া মধ্য উৎকৃষ্ট বা হীন স্বেদ প্রয়োগ করিবে। কফার্ত্ত ব্যক্তি রুক্ষ হইয়া অর্থাৎ কোন রূপ স্নেহ ব্যবহার না করিয়া রুক্ষ স্বেদ লইবে। শ্লেষ্মবাতে রুক্ষস্নিগ্ধ স্বেদ অর্থাৎ কোন অঙ্গে রুক্ষ ও কোন অঙ্গে স্নিগ্ধ স্বেদ গ্রহণ করিবে। আমাশয়গত বাতে প্রথমে রুক্ষ স্বেদ পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ এবং পক্বাশয়গত বাতে প্রথমে স্নিগ্ধ স্বেদ পশ্চাৎ রুক্ষ স্বেদ লইবে। স্থানানুরোধে এইরূপ স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়; কারণ আমাশয় কফের স্থান, বায়ু তথায় আগন্তু, সেই জন্য প্রথমে রুক্ষস্বেদ দ্বারা কফের শান্তি করিয়া পশ্চাৎ বায়ুশান্তির জন্য স্নিগ্ধ স্বেদ দিতে হয়। আর পক্বাশয় বায়ুর স্থান, কফ তথায় আগন্তু, সেই জন্য বায়ুশান্তির নিমিত্ত প্রথমে স্নিগ্ধ স্বেদ পশ্চাৎ কফশান্তির জন্য রুক্ষ স্বেদ প্রদান করিতে হয়॥ ১২।১৩

বঙ্ক্ষণদ্বয়ে অল্প স্বেদ দিবে। চক্ষুর্দ্বয় মুষ্ক ও হৃদয়ে স্বেদ অতি অল্প মাত্র দিবে অথবা একবারেই দিবে না। স্বেদ দিতে দিতে যখন দেখিবে শীত ও বেদনা অপগত হইয়াছে এবং হস্তপদাদি অঙ্গের কোমলতা জন্মিয়াছে, তখন বুঝিবে সম্যক্ স্বেদ দেওয়া হইয়াছে। সম্যক্‌স্নিগ্ধ ব্যক্তির অঙ্গ অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া তাহাকে উষ্ণজলে স্নান করাইবে। পরে স্নেহোক্ত বিধি পালন করাইবে॥ ১৪

স্বেদাতিযোগ লক্ষণ। অধিক মাত্রায় স্বেদ প্রয়োগ করিলে পিত্তরক্তের প্রকোপ, পিপাসা, মূর্চ্ছা, স্বরভেদ, অঙ্গাবসাদ, ভ্রম (অজ্ঞানতা), সন্ধিপীড়া, জ্বর, শ্যাব ও রক্তবর্ণ মণ্ডল সমূহের উৎপত্তি ও বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে স্তম্ভন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। আর বিষ ক্ষার অগ্নি অতিসার বমন ও মোহ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও স্তম্ভন ঔষধ প্রশস্ত॥ ১৫।১৬

যে সকল দ্রব্য গুরু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, তাহারা প্রায়ই স্বেদন (প্রায় শব্দের অভিপ্রায় এই যে, ভয় শোকাদি গুরু না হইলেও স্বেদন হইয়া থাকে)। ইহার বিপরীতগুণান্বিত দ্রব্যসমূহ অর্থাৎ লঘু মৃদু ও শীতল দ্রব্য স্তম্ভন। আর দ্রব স্থির সর স্নিগ্ধ রুক্ষ ও সূক্ষ্ম গুণবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ স্বেদন এবং মসৃণ রুক্ষ সূক্ষ্ম সর ও দ্রবগুণান্বিত দ্রব্যসকল স্তম্ভন॥ ১৭

সংক্ষেপতঃ তিক্ত কষায় ও মধুর রস প্রায়ই স্তম্ভন হয়। অতিস্বেদজনিত রোগসমূহের নাশ হেতু রোগী যখন লব্ধবল হইবে, তখনই জানিবে সম্যক্ স্তম্ভিত হইয়াছে॥ ১৮

অতিস্তম্ভিত লক্ষণ। দেহের স্তব্ধতা, ত্বক্ ও স্নায়ুর সঙ্কোচ, কম্প, হৃদয়বেদনা, বাক্যের অবসন্নতা, হনুগ্রহ এবং পাদ হস্ত ওষ্ঠ ও ত্বকের শ্যাববর্ণতা এইগুলি অতিস্তম্ভিতের লক্ষণ॥ ১৯

অস্বেদার্হ নির্দ্দেশ। যাহারা অতিস্থূল, রুক্ষ, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, স্তম্ভনীয়, ক্ষতক্ষীণরোগে কৃশ, মদ্যপানজনিত রোগাক্রান্ত এবং তিমিররোগ, উদররোগ, বিসর্প, কুষ্ঠ, শোষ ও বাতরক্তরোগে পীড়িত; যাহারা দুগ্ধ দধি স্নেহ ও মধু পান করিয়াছে; যাহাদের গুহ্যদেশ, অতিসাররোগে ভ্রষ্ট বা ক্ষারাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে; যাহারা কৃতবিরেচন, গ্লানিযুক্ত, ক্রোধ শোক ও ভয়ান্বিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণাকাতর, কামলা পাণ্ডু মেহ ও পিত্তরোগে পীড়িত; যাহারা গর্ভিণী ঋতুমতী বা প্রসূতা (রক্তস্রাবযুক্তা) তাহাদিগকে স্বেদ দিবে না। তবে ইহাদের প্রাণান্তকর বিসূচিকাদি কোন রোগ যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মৃদুস্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ২০—২২

স্বেদার্হ নির্দ্দেশ। শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, হিক্কা, আধ্মান, বিবন্ধ, স্বরভেদ, বাতব্যাধি, শ্লেষ্ম-দুষ্টি, আমদোষ, স্তব্ধতা, গৌরব, অঙ্গমর্দ্দ, কটী পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও কুক্ষিদেশে বেদনা, হনুগ্রহ, মুষ্ক-বৃদ্ধি, খল্লী (খাইল ধরা) রোগ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, বাতকণ্টক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, শুক্রাঘাত ও উরুস্তম্ভ, এই সকল রোগে তত্তদ্ রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিভাগানুসারে যথাযথ স্বেদ দিবে। অর্থাৎ অবস্থানুসারে কখন তাপস্বেদ কখন উপনাহস্বেদ কখন উষ্মস্বেদ কখন বা দ্রবস্বেদ দিবে॥ ২৩—২৫

মেদঃকফাবৃত বাতে অনাগ্নেয় স্বেদ হিতকর। অনাগ্নেয় স্বেদ যথা—বায়ুশূন্য গৃহ, ব্যায়াম, কম্বলাদি গুরু প্রাবরণ, ভয়, যুদ্ধ, ক্রোধ, প্রচুর মদ্যপান, ক্ষুধা, আতপ ও উপনাহ। উপনাহ স্বেদ দুই প্রকার; একপ্রকার আগ্নেয়, অপর প্রকার অনাগ্নেয়। বচ কিণ্ব প্রভৃতি দ্বারা যে উপনাহ স্বেদ তাহা আগ্নেয় এবং স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য মৃদু চর্ম্মপট্টাদি দ্বারা যে উপনাহ স্বেদ তাহা অনাগ্নেয়॥ ২৬।২৭

যে সকল দোষ স্নেহক্লিন্ন, কোষ্ঠগত বা ধাতুগত, স্রোতোলীন, শাখাগত (হস্তপদাদিগত) ও অস্থিসঞ্চিত, তাহাদিগকে স্বেদ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া ও কোষ্ঠে আনিয়া বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি দ্বারা সম্যক্ নির্হৃত করিবে॥ ২৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বমন-বিরেচনবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

কেবল কফরোগে বা কফপ্রধান সংযোগে (বাতকফাদিতে) বমন এবং কেবল পিত্তে বা পিত্ত-প্রধান সংযোগে (বাতপিত্তাদিতে) বিরেচন করাইবে। বিশেষতঃ নবজ্বর, অতিসার, অধোগ রক্তপিত্ত, রাজযক্ষ্মা, কুষ্ঠ, মেহ, অপচী, গ্রন্থি, শ্লীপদ, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, হৃল্লাস (বমন ভাব), বীসর্প, স্তন্যদোষ ও ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষরূপে বমন করাইবে॥২।৩

অবমনার্হ নির্দ্দেশ। গর্ভিণী, রুক্ষধাতু, ক্ষুধিত, নিত্যদুঃখিত, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, স্থূল, হৃদ্রোগী, ক্ষতরোগী, দুর্ব্বল, নিরন্তর বমনকারী এবং প্লীহা, তিমিররোগ, ক্রিমিকোষ্ঠ, ঊর্দ্ধগ

বাতরক্ত, স্বরভেদ, মূত্রাঘাত, উদর, গুল্ম, দুর্ব্বাত, অত্যগ্নি, অর্শঃ, উদাবর্ত্ত, ভ্রম, অষ্ঠীলা, পার্শ্ববেদনা ও বাত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং দত্তবস্তি (অর্থাৎ যাহাকে বস্তি দেওয়া হইয়াছে) ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। কিন্তু যদি উক্ত অবমনার্হদের অজীর্ণ ও বিরুদ্ধ ভোজন দোষ থাকে বা ইহারা যদি বিষ বা গর বিষ ভোজন করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদিগকেও বমন করাইবে॥ ৪—৭

পূর্ব্বোক্ত গর্ভিণী হইতে দুর্ব্বল: পর্য্যন্ত এই একাদশ ব্যক্তিকে এবং আমজ্বরীকে কেবল যে বমন দিবে না তাহা নহে, ইহাদের ধূমগ্রহণ ও গণ্ডূষধারণাদিও নিষিদ্ধ। অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তিরও ধূমগ্রহণ গণ্ডূষধারণ এবং তর্পণাদি নিষিদ্ধ। (মূলে 'প্রায়' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে সদ্যোভুক্তজ্বরিত ব্যক্তি এবং সদ্য অজীর্ণাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যবস্থানুসারে বমন দিতে হইবে। অষ্টমমাস গর্ভিণীর নিরূহ বর্জ্জনীয়)॥ ৮

বিরেকসাধ্য রোগ নির্দ্দেশ। গুল্ম, অর্শঃ, বিস্ফোট, ব্যঙ্গ, কামলা, জীর্ণজ্বর, উদর, গরবিষ, বমি, প্লীহা, হলীমক, বিদ্রধি, তিমিররোগ, কাচ ও অভিষ্যন্দ নামক নেত্ররোগ, পক্বাশয় বেদনা, যোনি ও শুক্রাশয় গত রোগ, কোষ্ঠগত ক্রিমিরোগ, ব্রণ, বাতরক্ত, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, মূত্রাঘাত ও মলবদ্ধতা এই সকল রোগে এবং বমনপ্রকরণোক্ত কুষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ পর্য্যন্ত যে সকল রোগ বমনার্হ, সেই সকল রোগে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু নবজ্বরী, অল্পাগ্নি, অধোগরক্তপিত্ত রোগী, ক্ষতপায়ু ব্যক্তি, অতিসারী, শল্যযুক্ত, আস্থাপিত, ক্রূরকোষ্ঠ, অতিস্নিগ্ধ ও শোষরোগিকে বিরেচন দিবে না॥৯—১২

বমন বিধি। সাধারণ কালে (শ্রাবণাদিমাসে) বমনার্হ রোগিকে যথাবিধি স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। পরে বমনের পূর্ব্ব দিন মৎস্য মাষকলাই ও তিলাদি ভোজন করাইয়া বমনার্হ ব্যক্তির কফকে উৎক্লিষ্ট (স্বস্থান হইতে চালিত) করিবে। পর দিন অর্থাৎ বমন দিনে রোগির সুনিদ্রা ও ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হইয়াছে বুঝিলে পূর্ব্বাহ্ণে স্বস্ত্যয়নাদি মঙ্গলাচরণ ও দেব ব্রাহ্মণ অগ্নি গুরু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পূজা করিয়া রোগিকে পূর্ব্ব মুখে উপবেশন করাইবে এবং মৃদু মধ্যাদি কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া রোগোপযুক্ত ভৈষজ্যমাত্রা মূলোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত এবং মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। বমন দিনে আহার করিবে না। অবস্থা বিশেষে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ আহার অর্থাৎ পেয়ার সহিত ঘৃত পান করিবে। বমনার্হ রোগী যদি বৃদ্ধ বালক দুর্ব্বল ক্লীব (দুঃখাসহিষ্ণু) বা ভীরু হয়, তাহা হইলে রোগানুসারে তাহাকে অগ্রে মদ্য দুগ্ধ ইক্ষুরস বা মাংসরস আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন ঔষধ দিবে। ঔষধ সেবনানন্তর রোগী তন্মনা হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবে। পরে বমনবেগ ও মুখস্রাব হইলে রোগী জানুপ্রমাণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া অনায়াসে অঙ্গুলি বা এরণ্ডাদি নাল গলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া অপ্রবৃত্ত বেগের প্রেরণ ও প্রবৃত্ত বেগের প্রবর্ত্তন করিয়া বমন করিবে। অঙ্গুলি বা নাল গলদেশে এরূপ ভাবে প্রয়োগ করিবে, যেন গলদেশে কোনরূপ পীড়া না হয়। বমন কালে বমনকারী ব্যক্তির উভয় পার্শ্ব ও ললাট দেশ ধারণ করিয়া থাকিবে এবং পৃষ্ঠদেশ ও নাভি প্রতিলোমভাবে পীড়ন করিবে।

তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য ও কটু দ্রব্য দ্বারা কফে, মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তে এবং স্নিগ্ধ অম্ল ও লবণ দ্বারা বায়ুযুক্ত কফে বমন করাইবে। যতক্ষণ পিত্তদর্শন বা কফনাশ না হয়, ততক্ষণ বমন করাইতে হইবে॥ ১৩—২৩

হীনবেগবিশিষ্ট ব্যক্তি পিপুল আমলকী শ্বেতসর্ষপ ও লবণ জল সেবন করিয়া বারংবার বমি করিবে। বমন ঔষধ সেবন দ্বারা যদি সম্যক্ বমনবেগ উপস্থিত না হয় কিংবা মধ্যে মধ্যে এক একবার বমন বেগ হয় অথবা কেবল মাত্র দোষাদি রহিত ঔষধের বমন হয়, তাহা হইলে তাহাকে অযোগ বলে। অযোগ হেতু নিষ্ঠীবন, কণ্ডু, কোঠ ও জরাদি রোগ জন্মে॥২৪।২৫

বমনের সম্যক্ যোগ হইলে কফ পিত্ত ও বায়ু বিবন্ধরহিত হইয়া ক্রমশঃ নির্গত হইয়া থাকে। আর অতিযোগ হইলে ফেন চন্দ্রক ও রক্তযুক্ত বমন হয়। জীবশোণিতের নির্গম হেতু রোগির ক্ষীণতা, দাহ, কণ্ঠশোষ, অন্ধকার দর্শন, ভ্রম ও দারুণ বায়ুরোগ জন্মে এবং মৃত্যু ঘটিয়া থাকে॥২৬।২৭

সম্যক্ যোগদ্বারা বমিত ব্যক্তিকে ক্ষণকাল শীতল বায়ু সেবনাদি দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত (স্নিগ্ধ মধ্য ও তীক্ষ্ণভেদে) ত্রিবিধ ধূমের অন্যতম একপ্রকার ধূমপান করাইবে। অনন্তর স্নেহপানবিধি সমুহ (উষ্ণোদকোপচার, ব্রহ্মচারী ইত্যাদি) পালন করিতে উপদেশ দিবে॥ ২৮

অতঃপর বমিত রোগী পূর্ব্বাহ্নে বা সায়াহ্নে ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন পেয়াদিক্রমে ভোজন করাইবে। পেয়াদিক্রম কথিত হইতেছে—প্রধান মধ্য ও হীন শুদ্ধিতে শুদ্ধ ব্যক্তি তিন ভোজনকাল, দুই ভোজনকাল ও এক ভোজনকাল পেয়া, বিলেপী, অসংস্কৃত ও সংস্কৃত যূষ এবং মাংসরস ভোজন করিবে। অর্থাৎ প্রধান শোধনে শুদ্ধব্যক্তি প্রথমদিন দুই ভোজনকালে দুইবার পেয়া পান করিবে। দ্বিতীয় দিন এক ভোজনকালে পেয়া এবং বৈকালে বিলেপী, তৃতীয় দিন দুইবারই বিলেপী, চতুর্থ দিবসে দুই ভোজনকালে অসংস্কৃত (শুণ্ঠীলবণাদি) রহিত মুদ্গাদি যূষ, পঞ্চম দিবসে প্রথম ভোজনকালে সংস্কৃত যূষ ও দ্বিতীয় ভোজনকালে অসংস্কৃত মাংসরস ; ষষ্ঠদিনে একবার অসংস্কৃত মাংসরস ও একবার সংস্কৃত মাংসরস ভোজন করিবে। পরে সপ্তম দিবসে স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমশঃ ভোজন করিবে। প্রধান শুদ্ধিতে শুদ্ধব্যক্তিকে যেমন তিনবার পেয়া তিনবার বিলেপী এই নিয়মে পথ্য দেওয়া যায়, সেইরূপ মধ্যশুদ্ধিতে শুদ্ধব্যক্তিকে দুইবার পেয়া দুইবার বিলেপী এই নিয়মে দুই অন্নকাল এবং হীনশুদ্ধিতে শুদ্ধব্যক্তিকে একবার পেয়া একবার বিলেপী এই নিয়মে এক অন্নকাল পথ্য প্রদান করিবে॥ ২৯।৩০

পেয়াদিক্রমে পথ্য দেওয়ার ফল এই—যেমন বাহিরের অল্প অগ্নি, তৃণ গোময় কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ক্রমশঃ সন্ধুক্ষ্যমাণ হইয়া মহান্ স্থির ও সর্ব্বপচ হয়, সেইরূপ বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ ব্যক্তির জঠরাগ্নি পেয়াদিক্রমে পথ্যদ্বারা ক্রমশঃ উদ্দীপ্যমান হইয়া বর্দ্ধিত স্থিত ও সর্ব্বপচ হইয়া থাকে॥৩১

হীন বমনে চারিবার বেগ, মধ্য বমনে ছয়বার বেগ এবং প্রধান বমনে আটবার বেগ তন্ত্রজ্ঞগণের অভিপ্রেত। এইরূপ হীন বিরেচনে দশ বার, মধ্য বিরেচনে কুড়িবার এবং শ্রেষ্ঠ বিরেচনে ত্রিশবার বেগ অভিলষিত। বিরেচিত বস্তুর পরিমাণ এইরূপ—যথা হীন বিরেচন বস্তুর পরিমাণ এক প্রস্থ; মধ্য বিরেচনের দুই প্রস্থ এবং প্রধান বিরেচনের চারি প্রস্থ। (বিরেচনের অর্দ্ধপরিমিত বমন হইবে)॥ ৩২

পিত্তের অবসান পর্য্যন্ত বমন করিবে অর্থাৎ পিত্ত নিঃসরণ হইলে বমন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে জানিবে। বিরেচনের অর্দ্ধমাত্রায় বমন করিতে হয়। কফান্ত বিরেচন কর্ত্তব্য

অর্থাৎ যখন দেখিবে বিরেচনে কফ নির্গত হইতেছে তখন বুঝিবে বিরেচনকার্য্য সম্যক্‌কৃত হইয়াছে। মলসংযুক্ত দুইটী বা তিনটী বেগ ত্যাগ করিয়া বিরেচনের এবং পীত ঔষধ ত্যাগ করিয়া বমনের সংখ্যা গণনা করিতে হয়॥ ৩৩

অনন্তর এই বমিত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া শ্লেষ্মকাল গত হইলে উহার কোষ্ঠ মৃদু মধ্য বা ক্রূর তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া বিরেচন করাইবে। বহুপিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তির কোষ্ঠ মৃদু হয়। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির দুগ্ধ পানদ্বারা বিরেচন হইয়া থাকে। বাতবহুল ব্যক্তির কোষ্ঠ ক্রূর হয়। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির শ্যামা ত্রিবৃৎ কঙ্কুষ্ঠ স্নুহীক্ষীর প্রভৃতি সেবনে অতিকষ্টে বিরেচন হইয়া থাকে। কষায় মধুরদ্রব্য ও আরগ্বধাদি দ্বারা পিত্তপ্রধান, কটুদ্রব্য দ্বারা কফপ্রধান এবং স্নিগ্ধোষ্ণ লবণ ও এরণ্ডতৈলাদি দ্বারা বায়ুপ্রধান ব্যক্তিকে বিরেচন দিবে। বিরেচন না হইলে রোগিকে উষ্ণজল পান করাইবে এবং তাহার উদরে পাণিতাপ দ্বারা স্বেদ দিবে। ইহাতেও বিরেচন অল্প হইলে তৎপর দিন ভোজনের পর বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে॥ ৩৪—৩৭

অদৃঢ়স্নেহ-কোষ্ঠ-ব্যক্তি পুনর্বার স্নেহস্বেদ দ্বারা সংস্কৃতশরীর হইয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিরেচন বিধি সকল স্মরণ পূর্ব্বক দশদিন পরে যৌগিক বিরেচন ঔষধ পান করিবে॥ ৩৮

বিরেচনের অযোগের ও সম্যক্ যোগের লক্ষণ। হৃদয় ও কুক্ষিদেশের অশুদ্ধি, অরুচি, শ্লেষ্ম ও পিত্তের উৎক্লেশ, কণ্ডু, বিদাহ, গাত্রে পিড়কা নির্গম, পীনস, মলবদ্ধতা, অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি, এইগুলি অযোগের লক্ষণ এবং ইহার বৈপরীত্য অর্থাৎ হৃদয় ও কুক্ষির শুদ্ধি, আহারে রুচি প্রভৃতি সম্যক্ যোগের লক্ষণ॥ ৩৯.

অতি বিরেচনের লক্ষণ। অতি বিরিক্ত ব্যক্তির মল. পিত্ত কফ ও বায়ু ক্রমশঃ নির্গত হওয়ার পর শ্লেষ্ম ও পিত্তরহিত, শ্বেত কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণ, অথবা মাংসধাবন জলতুল্য বা মেদঃখণ্ডসদৃশ জল নিঃসৃত হয়। আর গুদভ্রংশ, তৃষ্ণা, ভ্রম, চক্ষুর অন্তঃপ্রবেশ ও অতিবমন জন্য রোগসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৪০

সম্যক্ বিরিক্ত ব্যক্তিকে ধূম ব্যতীত বমনোক্ত যাবতীয় বিধি পালন করাইবে। তৎপরে বমিতব্যক্তির ন্যায় পেয়াদিক্রমে পথ্য দিয়া যথাকালে প্রকৃতি ভোজন করাইবে॥ ৪১

পীত-ভেষজ ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য, দেহ অকৃশ অথচ দোষদুর্ব্বল ও বিরেচন দ্বারা অশোধন হইলে এবং ঔষধের জীর্ণলক্ষণ প্রকাশ না পাইলে তাহাকে লঙ্ঘন করাইবে। লঙ্ঘন করাইলে ইহাদের স্নেহ স্বেদ ও ঔষধের উৎক্লেশ এবং বিবদ্ধতাদ্বারা কোন ক্লেশ হয় না॥ ৪২

বমন বিরেচনাদি সংশোধন, রক্তমোক্ষণ, স্নেহপ্রয়োগ ও লঙ্ঘনদ্বারা অগ্নি মন্দ হয়। সেই জন্য পেয়াদিক্রমে পথ্য প্রদান করিবে। তাহাতে অগ্নির দীপ্তি হইবে॥ ৪৩

যাহাদের পিত্ত ও শ্লেষ্ম অল্প নিঃসৃত হয়, যাহারা মদ্যপায়ী, অথবা যাহারা বাতপিত্তপ্রধান, তাহাদিগকে পেয়া পান করাইবে না। তাহাদের পক্ষে লাজশক্তুকৃত তর্পণাদিক্রম হিতকর॥ ৪৪

বিরেচন ঔষধের ন্যায় বমন ঔষধের পাককাল প্রতীক্ষা করা হয় না কেন—তাহা কথিত হইতেছে। বমন ঔষধ অপক্ক অবস্থায় এবং বিরেচন ঔষধ পচ্যমান অবস্থায় দোষ সমূহকে নির্হরণ করে, সেই জন্য বমন ঔষধের পরিপাক কাল প্রতীক্ষা করিতে হয় না॥ ৪৫

দুর্ব্বল ও বহুদোষান্বিত ব্যক্তির যদি দোষ পাক হেতু স্বয়ং (আপনা আপনিই) বিরেচন হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিরেচন না দিয়া ভেদনীয় দ্রব্য সাধিত ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিবে॥ ৪৬

দুর্ব্বল, পূর্ব্বে শোধিত, অল্পদোষ, কৃশ ও অপরিজ্ঞাতকোষ্ঠ ব্যক্তিকে মৃদুবীর্য্য অল্প বিরেচন ঔষধ পান করাইবে। বিরেচন ঔষধ বারংবার সেবন করা ভাল, তথাপি বহুপরিমিত তীক্ষ্ণ বিরেচন ঔষধ একবারে পান করা উচিত নহে। যেহেতু তাহা দুর্ব্বলব্যক্তির প্রাণসংশয়কারী। বারংবার প্রযুক্ত বিরেচন ঔষধ, বহুপরিমিত সচল দোষকেও অল্পে অল্পে নির্হরণ করে। ইহাতে সম্যক্ বিরেচন হয় অথচ রোগির বল নষ্ট হয় না॥ ৪৭—৪৮

মৃদুবীর্য্য ঔষধ দ্বারা দুর্ব্বল ব্যক্তির সেই অল্প দোষের সংশমন করিবে। কারণ সেই সকল দোষ অনির্হৃত হইলে রোগিকে চিরকাল ক্লেশ দেয় বা তাহার প্রাণ নাশ করিয়া থাকে॥ ৪৯

মন্দাগ্নি ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে ক্ষারলবণ-সাধিত ঘৃত পান করাইয়া তাহার অগ্নিকে উদ্দীপিত ও কফবায়ুর নাশ করিবে, পরে সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৫০

রুক্ষ, বদ্ধবাত, ক্রূরকোষ্ঠ, ব্যায়ামশীল ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের বিরেচন ঔষধ বিরেচন না করিয়াই জীর্ণ হয়। সেই জন্য তাহাদিগকে প্রথমে বস্তি প্রদান করিবে অথবা তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ মল নিঃসারণ করিবে, পরে এরণ্ড তৈল বিন্দুঘৃতাদি স্নিগ্ধ বিরেচন ঔষধ সেবন করাইবে। বস্তি বা ফলবর্ত্তি দ্বারা কিঞ্চিৎ মল প্রবৃত্ত হইলে স্নিগ্ধ বিরেচন দ্বারা সুখে অবশিষ্ট মল নির্গত হইয়া থাকে॥ ৫১।৫২

বিষ, অভিঘাত, পিড়কা, কুষ্ঠ, শোথ, বিসর্প, কামলা, পাণ্ডু ও মেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ঈষৎ স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন দিবে। বিষাদি পীড়িতাদি ঈষৎ স্নিগ্ধ সমস্ত রোগিকেই স্নেহ বিরেচন এবং স্নেহভাবিত ব্যক্তিদিগকে রুক্ষ বিরেচন দ্বারা শোধিত করিবে॥ ৫৩

বমনাদি কর্ম্মের মধ্যে মধ্যে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। (প্রথমে স্নেহ স্বেদ, তৎপরে বমন, পুনঃ স্নেহ স্বেদ পরে বিরেচন, পুনর্ব্বার স্নেহ স্বেদ অনন্তর অনুবাসন, পুনশ্চ স্নেহ স্বেদ তৎপরে নিরূহবস্তি প্রযোজ্য।) কর্ম্মান্তে শরীরের বলাধানার্থ স্নেহ প্রয়োগ করিবে॥ ৫৪

বস্ত্রের মল যেমন স্নেহস্বেদ দ্বারা পতনোন্মুখ হইয়া অপনীত হয়, সেইরূপ শারীরিক মল স্নেহ স্বেদ দ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়া শোধন ঔষধ দ্বারা হৃত হইয়া থাকে॥ ৫৫

যেমন শুষ্ককাষ্ঠ নোয়াইতে গেলে তাহা বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ স্নেহস্বেদ অভ্যাস না করিয়া সংশোধন ক্রিয়া করিলে শরীরও নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৬

সংশোধন ক্রিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে বুদ্ধির প্রসন্নতা, অগ্নির দীপ্তি, ইন্দ্রিয় সমূহের বল, ধাতুর স্থিরতা ও দীর্ঘকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়॥ ৫৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা বস্তিবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বাতপ্রধান দোষে বা কেবল বাতে বস্তি প্রয়োগ করিবে। সকল প্রকার চিকিৎসার মধ্যে বস্তিই প্রধানতম। বস্তি তিন প্রকার; যথা—নিরূহ অন্বাসন ও উত্তর বস্তি। (যাহা লিঙ্গাদি উত্তরমার্গদ্বারা প্রযুক্ত হয়, তাহাকে উত্তরবস্তি কহে।) গুল্ম, আনাহ, খুড়বাত, প্লীহা, শুদ্ধ অতীসার, শূল, জীর্ণজ্বর, প্রতিশ্যায়, শুক্রবিবদ্ধতা, অনিলরোধ, মলবিবন্ধ, ব্রধ্ন, অশ্মরী, রজোনাশ ও দারুণ বায়ুরোগ সকল নিরূহবস্তি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ এই সকলরোগে নিরূহ বস্তি প্রযোজ্য। (কষায়দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে নিরূহ বলে)॥ ২—৪

অতিস্নিগ্ধ, অত্যন্ত কৃশ, বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ, কৃতনস্য, কৃতাহার ও অল্পমল ব্যক্তিকে; উরঃক্ষত, আমাতীসার, বমি, কাস, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, হিক্কা, উদরাধ্মান, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, দকোদর, কুষ্ঠ ও মধুমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে; সপ্তমাস গর্ভিণীকে এবং যাহাদের গুহ্যদেশে শোথ হইয়াছে, তাহাদিগকে আস্থাপন (নিরূহ) বস্তি দিবে না॥ ৫।৬

যাহারা আস্থাপন যোগ্য, তাহাদিগকে অনুবাসন বস্তি (স্নেহবস্তি) দিবে। বিশেষতঃ যাহারা অতিবহ্নি, রুক্ষ বা কেবল বাতপীড়িত, তাহাদিগকে অবশ্য স্নেহবস্তি দিতে হইবে। যাহারা আস্থাপন বস্তির অনুপযুক্ত, তাহারা অনুবাসন বস্তিরও অযোগ্য। আর পাণ্ডু, কামলা, মেহ, পীনস, প্লীহা, মলভেদ, গুরুকোষ্ঠতা, কফোদর, অত্যন্তস্থৌল্য, কৃমিকোষ্ঠতা, আঢ্যবাত, অপচী, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ, অভিষ্যন্দসেবী, পীতবিষ বা গরবিষপায়ী ব্যক্তি ও নিরন্ন-কোষ্ঠ ব্যক্তি অনুবাসনার্হ নহে। অর্থাৎ ইহাদিগকে স্নেহবস্তি দিবে না॥ ৭—৯

নিরূহ ও অনুবাসনের যন্ত্রলক্ষণ। নিরূহ ও অনুবাসনের নেত্র (নল), স্বর্ণাদি ধাতু, শিশুপ্রভৃতি কাষ্ঠ, হস্তী প্রভৃতির অস্থি ও বংশদ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহা গোপুচ্ছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কোমল, সরল, গাত্রে ছিদ্ররহিত ও গুলিকাসদৃশ মুখবিশিষ্ট হইবে। (ইহা দ্বারা স্নেহকল্কাদি দ্রব্য অপানদেশে নীত হয় বলিয়া ইহাকে নেত্র কহে।)

নেত্র-পরিমাণ। এক বৎসরের ন্যূন বয়স্কের নেত্র পরিমাণ পাঁচ অঙ্গুলি, দুই হইতে ছয় বৎসর বয়স্কের ছয় অঙ্গুলি, সাত বৎসর বয়স্কের সাত অঙ্গুলি, দ্বাদশবর্ষ বয়স্কের আট অঙ্গুলি, ষোড়শবর্ষ বয়স্কের নয় অঙ্গুলি, এবং বিংশ বর্ষের পর হইতে বার অঙ্গুলি। এই যে নেত্রপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহা একবারে বর্দ্ধিত করিতে হইবে না। বর্ষান্তর অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী বর্ষ নবমাদি সকলে বিবেচনা করিয়া এবং বয়স বল ও শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমশঃ নেত্রের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। নেত্রের দৈর্ঘ্য বিষয়ে যে অঙ্গুলি-পরিমাণ কথিত হইল, তাহা আতুরের অঙ্গুলি-পরিমাণ বুঝিতে হইবে॥ ১০—১২

নেত্রের মূলভাগের স্থৌল্য আতুরের অঙ্গুষ্ঠসদৃশ এবং অগ্রভাগের স্থূলতা কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় হইবে॥ ১৩

অন্য প্রকারে নেত্রস্থৌল্য পরিমাণ কথিত হইতেছে। পূর্ণ এক বৎসর বয়সে নেত্রমূলের স্থূলতা এক অঙ্গুল হইবে; বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সিকি পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া ক্রমশঃ তিন অঙ্গুল পর্য্যন্ত করিবে। অর্থাৎ একবর্ষ হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এক অঙ্গুলি ছিদ্র, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১।০ অঙ্গুলি, দ্বাদশ বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ১৷৷০ অঙ্গুলি, ষোড়শবর্ষে ১৸০ অঙ্গুলি, সপ্তদশ বর্ষে ২ অঙ্গুলি, অষ্টাদশ বর্ষে ২।০ অঙ্গুলি, উনবিংশ বর্ষে ২৷৷০ অঙ্গুলি, বিংশ বর্ষে ২৸০ অঙ্গুলি এবং এক বিংশ বর্ষ হইতে ৩ অঙ্গুল ছিদ্র হইবে। তিন অঙ্গুলির অধিক ছিদ্র হইবে না। ইহা উৎকর্ষ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল। মধ্যমছিদ্রের বিষয় পূর্ব্বে (১৩ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে। একবৎসরের ন্যূন বয়স্কের নেত্রমূল-ছিদ্র অর্দ্ধাঙ্গুল করিতে হইবে। নেত্রের অগ্রভাগের ছিদ্র—মুদ্গ, মাষ, মটর, স্বিন্ন মটর ও কুল পরিমিত হইবে। অর্থাৎ প্রথম হইতে ছয়বর্ষ পর্য্যন্ত মুদ্গবাহী, সপ্তমবর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মাষবাহী, দ্বাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কলায়বাহী, ষোড়শবর্ষ হইতে বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্বিন্নকলায়বাহী এবং একবিংশ বর্ষ হইতে কর্কন্ধুবাহী ছিদ্র হইবে। এক বৎসরের কম বয়স্কের পক্ষে মুদ্গবাহী ছিদ্র হইবে না। ছিদ্র অনুসারে নেত্রের স্থূলতা স্বয়ং কল্পনা করিয়া লইতে হইবে॥ ১৪

বস্তিনেত্র গুদনাড়ীর ভিতরে অধিক প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্য নেত্রের প্রান্তভাগে মূলচ্ছিদ্র প্রমাণ অনুসারে ছত্রাকার একটী কর্ণিকা নিবদ্ধ করিবে এবং আঘাত নিবারণার্থ নেত্রাগ্র বস্তিদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। বস্তিপুট বান্ধিবার জন্য নেত্রের মূলদেশে আতুরাঙ্গুল প্রমাণে ২ অঙ্গুলি অন্তর দুইটী কর্ণিকা নিবিষ্ট করিবে। সেই কর্ণিকাদ্বয়ান্তরে ছাগ মেষ মহিষ হরিণ প্রভৃতির বস্তি (মূত্রাশয়), সূত্রদ্বারা উত্তমরূপে বান্ধিবে। যেন নেত্রে ঔষধ ঢালিলে তাহা অনায়াসে বস্তির মধ্যে নিপতিত হয়, বাহির হইয়া না যায়। বস্তিচর্ম্ম স্নেহ-মর্দ্দিত, হরীতক্যাদির কষায়দ্বারা রঞ্জিত, তনু এবং ছিদ্র গ্রন্থি দুর্গন্ধ ও শিরাবিহীন হইবে॥ ১৫—১৭

ছাগাদির বস্তি না পাইলে তদভাবে অঙ্ক পাদ (ছাগহরিণাদির অবয়ব বিশেষ) অথবা ঘনবস্ত্র নেত্রে যোজনা করিবে॥ ১৮

নিরূহমাত্রা। প্রথম বৎসরে নিরূহের মাত্রা ১ পল হইবে। (এই নিয়মে ছয় মাসের শিশুকে অর্দ্ধপলাদি মাত্রা দিতে হইবে।) এক বৎসরের পর প্রতিবৎসর ১ পল করিয়া মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে। ইহাতে দ্বাদশ বৎসরে দ্বাদশ পল হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দুইপল করিয়া মাত্রা বাড়াইবে। অষ্টাদশ বর্ষে নিরূহ মাত্রা ২৪ পল হইবে। এই ২৪ পল মাত্রা ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ৭০ বৎসরের পর হইতে নিরূহ মাত্রা দশপ্রসৃতের (২০ পলের) অধিক হইবে না॥ ১৯।২০

অনুবাসন মাত্রা। যে যে বয়সে নিরূহের যে যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা তাহার (নিরূহের) চতুর্থাংশ হইবে। অর্থাৎ যে বয়সের নিরূহের মাত্রা ১ পল, সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা ১ কর্ষ হইবে॥ ২১

আস্থাপনার্হ (নিরূহণ যোগ্য) ব্যক্তিকে প্রথমে স্নিগ্ধ স্বিন্ন ও বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ করিবে। পরে রোগী লব্ধবল ও অনুবাসন যোগ্য হইলে তাহাকে প্রথমেই (আস্থাপনের

পূর্ব্বেই) অনুবাসন বস্তি দিবে। হেমন্ত শিশির ও বসন্তকালে দিবসে অনুবাসন বস্তি দিবে। কোন কোন আচার্য্য বলেন—হেমন্তাদি ঋতু ভিন্ন অন্য ঋতুতে—গ্রীষ্ম প্রাবৃট্ ও শরৎ ঋতুতে—রাত্রিতে অনুবাসন দিবে, কিন্তু ধন্বন্তরি সম্প্রদায় কোন ঋতুতেই রাত্রিকালে অনুবাসন দিতে বলেন না। অনুবাসন বস্তিদানের পূর্ব্বে রোগিকে তৈলাভ্যঙ্গ, স্নান, অভ্যস্ত ভোজনের পাদহীন (চতুর্থাংশ কম) হিতকর লঘু কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধরুক্ষ দ্রবোষ্ণত্বাদিগুণযুক্ত সানুপান পান ভোজন, পদব্রজে ভ্রমণ ও মল মূত্রত্যাগ করাইয়া অনতি উচ্চ অনুচ্ছীর্ষ সুখকর শয্যায় বামপার্শ্বে শয়ন করাইবে। শয়নকালে বামপদ প্রসারিত ও তাহার উপর দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত করিয়া থাকিবে। ২২—২৫

অনন্তর এইরূপে শয়ন করিলে রোগির গুহ্যদেশ ও বস্তিনেত্র তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং নেত্রমুখে ফুৎকরি দ্বারা উচ্ছ্বাস বায়ু প্রবেশ করাইয়া নেত্রমুখ টিপিয়া গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে, তৎপরে অনতিদ্রুত নাতিবিলম্বিত অনতিবেগ বা নাতিমন্দভাবে অকম্পিত হস্তে পৃষ্ঠবংশাভিমুখে একবার পীড়ন করিবে, তাহাতে সমস্ত দ্রব্য গুহ্যদেশে যাইবে, কেবল অল্প স্নেহ বস্তিতে অবশিষ্ট রাখিবে, কারণ স্নেহের শেষ থাকিলে তাহাতে বায়ু থাকিবে॥ ২৬—২৮

স্নেহ অতি প্রদত্ত হইলে রোগিকে উত্তান ভাবে (চিৎ করিয়া) শয়ন করাইবে, তাহার স্ফিক্ (পাছা) দ্বয়ে হস্ত ও রোগির পার্ষ্ণিদ্বারা আঘাত করিবে এবং পায়ের দিক্ হইতে শয্যাকে তিনবার উত্তোলন করিবে॥ ২৯

তৎপরে উপাধানে মস্তক রাখিয়া প্রসারিত দেহ রোগির পার্ষ্ণিদেশে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিবে, এবং তাহার গাত্র তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, শরীর বেদনার্ত্ত হইলে শীঘ্র স্নেহ নির্গত হইবে না। যদি স্নেহ শীঘ্র বহির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে অপর স্নেহ প্রয়োগ করা আবশ্যক; কারণ শরীরাভ্যন্তরে থাকিতে না পারিলে উহা কার্য্যকারক হয় না অর্থাৎ স্নেহন কার্য্যে সমর্থ হয় না। রোগী দীপ্তাগ্নি ও নিবৃত্তস্নেহ হইলে তাহাকে সায়ংকালে লঘু মাত্রায় ভোজন করাইবে॥ ৩০—৩২

স্নেহের চরম নিবৃত্তিকাল তিন প্রহর। যদি তিন প্রহরের মধ্যে স্নেহ নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে অহোরাত্র উপেক্ষা করিবে। ইতোমধ্যে স্নেহাকর্ষণের জন্য চেষ্টা করিবে না। অহোরাত্রের পর অর্শশ্চিকিৎসিতোক্ত ফলবর্ত্তি অথবা বস্তিকল্পোক্ত তীক্ষ্ণবস্তি দ্বারা স্নেহাগমনার্থ যত্ন করিবে॥ ৩৩

শরীরের অতি রুক্ষতা হেতু যদি স্নেহ বিনির্গত না হয় এবং তজ্জন্য শরীরের জড়তা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত না করে, তাহা হইলে স্নেহনিষ্কাশনে যত্ন না করিয়া রাত্রিতে উপবাস দিবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে ধনে ও শুঁঠের ঈষদুষ্ণ কাথ বা কেবল গরম জল পান করাইবে॥ ৩৪

সেই রোগিকে পুনর্ব্বার তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে অনুবাসন বস্তি দিবে। অথবা জঠরাগ্নির শক্তি বুঝিয়া—যতদিনে স্নেহের পরিপাক হয়, তত দিন পরে—অনুবাসন বস্তি প্রদান করিবে। প্রবল বাতবিশিষ্ট, ব্যায়ামনিত্য, দীপ্তাগ্নি ও রুক্ষ ব্যক্তিদিগকে প্রত্যহ স্নেহবস্তি দিবে॥ ৩৫

এই প্রকারে তিন চারিবার অনুবাসন বস্তি প্রদান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইবে। তৎপরে স্রোতোবিশুদ্ধির জন্য শোধন নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু শরীর স্নিগ্ধ না হইলে রুক্ষ অর্থাৎ নিরূহ বস্তি না দিয়া স্নেহন বস্তিই দিবে॥ ৩৬

অনুবাসনের পর তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে শুভ নক্ষত্রে বলি মঙ্গলাদি কার্য্য করিয়া মধ্যাহ্ন কাল কিঞ্চিৎ অতিক্রান্ত হইলে দোষ ঔষধ সাত্ম্য বলাদি বিবেচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বহু চিকিৎসকের সহিত আলোচনা পূর্ব্বক ত্যক্তমল ও কিঞ্চিৎ বুভুক্ষিত আতুরকে বস্তি প্রদান করিবে। নিরূহ বস্তি প্রদানের পূর্ব্বে রোগিকে স্নেহ ও স্বেদ দিতে হইবে॥ ৩৭।৩৮

নিরূহ কল্পনা। নিরূহ কল্পনার্থ বস্তিকল্পোক্ত দ্রব্যের বিংশতি পল এবং মদন ফল আটটী একত্র ষোড়শ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। রোগির ধাতু বায়ুপ্রধান হইলে এই ক্কাথের সহিত চতুর্থাংশ স্নেহ, পিত্তপ্রধান বা স্বস্থ হইলে ষষ্ঠাংশ স্নেহ এবং কফাধিক হইলে অষ্টমাংশ স্নেহ মিশ্রিত করিবে। নিরূহ দ্রব্যের পরিমাণ মোট ২৪ পল। অতএব বাতে ৬ পল, পিত্তে ও স্বস্থে ৪ পল এবং কফে ৩ পল স্নেহ মিশ্রিত করিতে হয়। বায়ু পিত্ত বা কফের আধিক্য অথবা স্বস্থ অবস্থায় সর্ব্বত্র কল্কের পরিমাণ অষ্টমাংশ অর্থাৎ ৩ পল হইবে। অথবা কল্কদ্রব্য এরূপ ভাবে কল্পনা করিবে যাহাতে বস্তিদ্রব্য অতি পাত্‌লা বা অতি ঘন না হয়। ইহাতে গুড় এক পল (৮ তোলা) মিশাইতে হইবে এবং মধু ও সৈন্ধব লবণাদি (আদি শব্দে মাংসরস সুরা আসব ঘৃত দুগ্ধ ও কাঁজি প্রভৃতি গ্রহণীয়) যুক্তিপূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে (মধু ৪ পল ও সৈন্ধব লবণ ২ তোলা, কোন স্থলে যবক্ষার ২ তোলা এই যুক্তি অনুসারে মিশ্রণ কর্ত্তব্য)। তদনন্তর সমস্ত ঔষধ দ্রব্য একত্র বাষ্পস্বেদে তপ্ত, মন্থন দণ্ড দ্বারা মথিত ও আলোড়িত এবং ব্রহ্মদক্ষেত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া বস্তিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। এই ক্কাথাদি মিশ্র দ্রব্য নাত্যুষ্ণ, নাতি শীতল, নাতি স্নিগ্ধ, অনতিরুক্ষ, অনতিতীক্ষ্ণ, অনতি মৃদু, নাতি তরল, অনতি গাঢ়, অন্যূন, অনতিমাত্র, অলবণ, অনতি লবণ, অনম্ল ও নাত্যম্ল হওয়া আবশ্যক। বস্তিবিদ্ অপর পণ্ডিতগণ স্বস্থাবস্থায় নিম্নলিখিতরূপে মাত্রা স্থির করিয়া থাকেন—যথা স্নেহ ও মধু প্রত্যেক ৩ পল, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, কল্কের পরিমাণ ২ পল, অবশিষ্ট দ্রব পদার্থ ১০ পল। সম্প্রতি নিরূহাবয়ব দ্রব্য সকলের সংযোজন বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমে একটী পাত্রে মধু রাখিয়া তদুপরি লবণ দিয়া মর্দ্দন, লবণ মিশ্রিত হইলে ক্রমশঃ স্নেহ, তৎপরে কল্ক ও ক্কাথ মিশ্রিত করিবে। এইরূপ সংযোজনে দ্রব্যসকল সমরসতা প্রাপ্ত হইয়া নিরূহের সম্যক্ উপযোগী হইবে॥ ৩৯—৪৬

নিরূহ বস্তি প্রদত্ত হইবার পরই রোগী উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) বালিশে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে, এবং নিরূহবেগে দত্তাবধান হইবে। বেগ উপস্থিত হইলে উৎকটক (উবু) ভাবে উপবেশন করিয়া বেগ ত্যাগ করিবে॥ ৪৭

বস্তি বেগাগমের চরমকাল এক মুহূর্ত্ত। একমুহূর্ত্তের মধ্যে নিরূহ প্রত্যাগত না হইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। সেই জন্য শীঘ্র অর্থাৎ মুহূর্ত্ত পরেই তাহাকে বাতাদির অনুলোমকর, স্নেহ ক্ষার গোমূত্র ও কাঞ্জিকাদির দ্বারা প্রকল্পিত, স্নিগ্ধতর, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য অন্য নিরূহ বস্তি প্রদান করিবে। বস্তিপ্রত্যাগমনার্থ ফলবর্ত্তিপ্রয়োগ, স্বেদক্রিয়া এবং ত্রাসনাদি কার্য্য সকল করিবে॥ ৪৮।৪৯

নিরূহ বস্তি স্বয়ং বিনা ক্লেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থবার বস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা যতক্ষণ সম্যক্ নিরূঢ় লক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ বস্তি প্রয়োগ করিতে

হইবে। কিন্তু উপরি-উক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগাদি যন্ত্রদ্বারা নিরূহ প্রত্যাবৃত্ত হইলে অন্য বস্তি প্রয়োগ করা উচিত নহে॥ ৫০

সম্যক্ নিরূহ লক্ষণ বিবিক্তবৎ জানিবে অর্থাৎ সম্যক্‌বিরেচনের হৃৎকুক্ষিশুদ্ধিপ্রভৃতি যে লক্ষণ, সম্যক্ নিরূহেরও সেই লক্ষণ অবগত হইবে। নিরূহের সম্যক্ যোগ হইলে রোগিকে ঈষদুষ্ণজলে স্নান করাইয়া জাঙ্গল মাংসের অঘন রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। নিরূহ-বস্তি, বাতবিকারশান্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেই জন্য নিরূহ বস্তির পর মাংসরস ও অন্ন সুপথ্য॥ ৫১

নিরূহবস্তি দ্বারা দোষসমূহ প্রচলিত হওয়ায় যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও মাংসরসযুক্ত অন্নভোজনে তাহাদের শান্তি হইয়া থাকে। অতএব এই বিধি অবশ্য পালনীয়॥ ৫২

নিরূহান্তে বাতপীড়িত ব্যক্তিকে সদ্যঃ (সেই দিনেই) অনুবাসন বস্তি দিবে। স্নেহ পানের সম্যক্‌যোগ, হীনযোগ ও অতিযোগ লক্ষণের ন্যায় অনুবাসনেরও সম্যক্ যোগ, হীন যোগ ও অতিযোগ লক্ষণ অবগত হইবে॥ ৫৩

অনুবাসনের অপর সম্যক্‌যোগলক্ষণ—অনুবাসনের স্নেহ, কোষ্ঠাভ্যন্তরে অল্পক্ষণ অবস্থিত হইয়া মলের সহিত নির্গত এবং বায়ু অনুলোমগামী হইলে তাহাকে সিদ্ধ (অভিমত কার্য্যকারি) অনুবাসন কহে॥ ৫৪

শ্লেষ্মবিকারে একটী বা তিনটী, পিত্তজ রোগে পাঁচটী বা সাতটী এবং বাতজরোগে নয়টী বা এগারটী স্নেহবস্তি প্রকল্পনা করিবে। প্রয়োজন হইলে ইহার অধিকও অযুগ্ম স্নেহবস্তি কল্পনা করা যায়। স্নেহবস্তি প্রদানের পর পুনর্ব্বার আস্থাপন বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৫৫

আস্থাপন ক্রিয়ার পর শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে মুদ্গাদিযূষের সহিত, পিত্তপ্রধান ব্যক্তিকে দুগ্ধের সহিত এবং বাত-প্রধান ব্যক্তিকে মাংসরসের সহিত অন্ন পথ্য দিবে॥ ৫৬

বাতবিষয়ে একটী স্নিগ্ধবস্তি হিতকর। দশমূলাদির কাথে তেউড়ীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া তাহা তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ, মধুর অম্ল লবণ রসান্বিত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা একটী বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৫৭

পিত্ত বিষয়ে মধুর ও শীতল দুইটী বস্তি প্রযোজ্য। ন্যগ্রোধাদিগণের কাথে পদ্মকাদিগণের কল্ক, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও মধু মিশাইয়া তদ্দ্বারা দুইটী বস্তি দিবে॥ ৫৮

কফ বিষয়ে তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও কটুরস যুক্ত তিনটী বস্তি প্রদেয়। আরগ্বধাদিগণের কাথে বৎস-কাদি গণের কল্ক, মধু ও গোমূত্র মিশাইয়া রুক্ষ অবস্থায় তদ্দ্বারা ৩টী বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৫৯

সন্নিপাতেও তিনটী বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ তিনটী বস্তি দ্বারা যথাক্রমে তিন দোষ নিরাকৃত হয়। এই হেতু অন্য চিকিৎসকগণ তিনটীর অধিক বস্তি ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা বলেন যে, তিনটী বস্তি দ্বারা বাতাদি তিনটী দোষ নির্জ্জিত হয়, চতুর্থ দোষ নাই, সুতরাং কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্থ বস্তি দেওয়া যাইবে॥ ৬০।৬১

অপর চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, দোষের উৎক্লেশন শোধন ও শমন এই তিন প্রকার বস্তিই ক্রমশঃ কল্পনা করিবে॥ ৬২

দোষ ঔষধ ও সাত্ম্যাদি বশে উক্ত সমস্ত মতই প্রামাণ্য। ফলকথা, যতক্ষণ সম্যক্ নিরূহ লক্ষণ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তি প্রদান করিবে। তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না ইহাই গ্রন্থকারের অভিমত ॥ ৬৩।৬৪

এক্ষণে কর্ম্মবস্তি কালবস্তি ও যোগবস্তিবিশেষ কথিত হইতেছে। প্রথমে একটী স্নেহবস্তি ও শেষকালে পাঁচটি স্নেহবস্তি এবং মধ্যে দ্বাদশটী আস্থাপন ও দ্বাদশটী অনুবাসনবস্তি, এই ত্রিশটী বস্তি কর্ম্মবস্তি নামে অভিহিত হয়। কালবস্তি পঞ্চদশ প্রকার, প্রথমে একটী স্নেহবস্তি ও শেষে তিনটী স্নেহবস্তি এবং পাঁচটী নিরূহ বস্তিদ্বারা অন্তরিত ৬টী স্নেহবস্তি সমুদায়ে পঞ্চদশ বস্তি। যোগবস্তি আটটী। তিনটী নিরূহ ও তিনটী অনুবাসন বস্তি এবং প্রথমে একটী ও শেষে একটী স্নেহবস্তি এই আটটী বস্তিকে যোগবস্তি বলে ॥ ৬৫,৬৬

কেবল স্নেহবস্তি বা কেবল নিরূহ বস্তি অতিশয় ব্যবহার করিবে না। কারণ, কেবল স্নেহ বস্তি অধিক ব্যবহার করিলে উৎক্লেশ ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে এবং কেবল নিরূহবস্তি অধিক ব্যবহৃত হইলে বায়ুর প্রকোপ হয়। সেই কারণে নিরূঢ় ব্যক্তিকে অনুবাসন বস্তি এবং অনুবাসিত ব্যক্তিকে নিরূহবস্তি প্রদান করিতে হয়। এইরূপ স্নেহন ও শোধন যুক্তি দ্বারা বস্তি প্রযুক্ত হইলে তাহা বাতাদিত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে ॥ ৬৭—৬৯

মাত্রাবস্তি। দুই প্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এরূপ স্নেহপানের হ্রস্বমাত্রার সমান স্নেহবিশিষ্ট বস্তিকে মাত্রাবস্তি কহে। এই মাত্রাবস্তি, বালক বৃদ্ধ পথশ্রান্ত ভারবাহী স্ত্রীপ্রসক্ত ব্যায়ামশীল চিন্তাপরায়ণ বাতভগ্নবল অল্পাগ্নি নৃপ ধনী ও সুখী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা শীলনীয়। কারণ মাত্রা-বস্তি দোষঘ্ন অনির্বন্ধ্রণ বলজনক মলভেদক ও সুখকারী ॥ ৭০।৭১

উত্তরবস্তি। স্ত্রীলোক বা পুরুষের বস্তিস্থানে রোগ হইলে তাহাদিগকে দুইটী বা তিনটী আস্থা-পন বস্তিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের যোনি ও গর্ভাশয়ে এবং পুরুষদিগের লিঙ্গে উত্তরবস্তি প্রদান করিবে ॥ ৭২

উত্তরবস্তির নেত্র (নল) আতুরের অঙ্গুলির দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ হইবে। (স্ত্রীলোক-দিগের বস্তিনেত্র দশ অঙ্গুল)। ইহা গোলাকার, গোপুচ্ছসদৃশ, মসৃণ, দৃঢ়, স্বর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত এবং কুন্দ করবীর ও জাতী পুষ্পের বৃন্তোপম হইবে। ইহার মূলভাগে ও মধ্যে কর্ণিকা সন্নিবিষ্ট থাকিবে এবং অগ্রভাগের ছিদ্র শ্বেতসর্ষপ :প্রবেশ যোগ্য হইবে ॥ ৭৩,৭৪

এই নেত্রে মৃদু ও লঘু বস্তি যোজনা করিবে। উত্তরবস্তির স্নেহের পরিমাণ ৪ তোলা; অথবা বয়স বল সত্ত্ব ও দেহ সাত্ম্যাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহের মাত্রা কল্পনা করিবে ॥ ৭৫

অতঃপর নিরূহ বস্তিবিধানে মঙ্গলাচরণ করিয়া রোগিকে স্নান এবং স্নেহ বস্তিবিধানে ভোজন করাইবে। পরে জানুসম উচ্চ কোমল আসনে সরলভাবে উপবেশন করাইয়া, স্রোতঃ-শুদ্ধির জন্য অগ্রে তাহার স্তব্ধ ও ঋজুভাবে অবস্থিত লিঙ্গে সূক্ষ্ম শলাকা ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইবে। শলাকাদ্বারা লিঙ্গ শুদ্ধ হইলে সেবনী লক্ষ্য করিয়া লিঙ্গান্ত পর্য্যন্ত গুহ্যদেশের ন্যায় নিষ্কম্পভাবে নেত্র প্রয়োগ করিবে। তৎপরে বস্তিপুটপীড়নদ্বারা স্নেহ প্রবিষ্ট হইলে হস্ত ও পার্ষ্ণি দ্বারা স্ফিক্ প্রদেশে আঘাতাদি স্নেহবস্তির নিয়ম সকল পালন করিবে ॥ ৭৬—৭৮

এই নিয়মে তিনবার বা চারিবার উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহার বিধি নিষেধ সম্যক্ প্রয়োগ ও ব্যাপদাদি সমস্তই অনুবাসন বস্তির ন্যায় জানিবে॥ ৭৯

স্ত্রীলোকদিগের উত্তরবস্তি বিধি কথিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে ঋতুকালে উত্তরবস্তি প্রদান করিবে। কারণ, সে সময়ে যোনিমুখ বিবৃত থাকায় অনায়াসে উত্তরবস্তির স্নেহ গ্রহণ করিতে পারে। অন্য সময়ে যোনি সংবৃত থাকায় স্নেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই জন্য ঋতুকালই উত্তরবস্তি প্রদানের প্রশস্ত সময়। তবে কোন আত্যয়িক ব্যাধি—যথা যোনিভ্রংশ, যোনিশূল, যোনিব্যাপৎ, অসৃগ্দরাদি পীড়া—উপস্থিত হইলে ঋতুকালের অপেক্ষা না করিয়া অন্যকালেও উত্তরবস্তি প্রদান করিবে॥ ৮০

স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য বস্তিনেত্রের দৈর্ঘ্য দশাঙ্গুল। নেত্রের অগ্রভাগের ছিদ্র মুদ্গপ্রবেশ যোগ্য। অপর অংশ পূর্ব্বোক্ত বস্তির ন্যায় করিতে হইবে। ইহা অপত্যমার্গে চারি অঙ্গুলি পরিমাণে এবং মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে মূত্রপথে দুই অঙ্গুলি পরিমাণে প্রবেশ করাইবে। বালিকাদিগের এক অঙ্গুলি পরিমাণে প্রবেশিত করিবে॥ ৮১

স্ত্রীলোকদের উত্তরবস্তিতে স্নেহের মধ্যম মাত্রা ৮ তোলা এবং বালিকাদিগের মধ্যম মাত্রা ৪ তোলা॥ ৮২

উত্তরবস্তি গ্রহণকালে রোগিণী পাদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া ও ঊর্দ্ধজানু হইয়া উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিবে। স্নেহের মাত্রা এক তোলা দুই তোলা ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া দিবারাত্রির মধ্যে ৩।৪ বার বস্তিপ্রয়োগ করিবে। এইরূপ ৩ দিন বস্তি দিতে হইবে। তৎপরে তিন দিন বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ক্রমে তিন দিন উত্তরবস্তি প্রদান করিবে॥ ৮৩।৮৪

উত্তম শুদ্ধিদ্বারা বমনের একপক্ষ পরে বিরেচন, বিরেচনের একপক্ষ পরে নিরূহ বস্তি, নিরূহ বস্তির দিনেই অনুবাসন বস্তি, এবং বিরেচনের সপ্তাহ পরে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়॥ ৮৫

স্নেহস্বেদ দ্বারা দোষ ও ধাতুসমূহের সংমিশ্রণ হেতু বস্তি, কি প্রকারে কেবল দোষ সমূহেরই নির্হরণ করে, ধাতুসমূহের নির্হরণ করে না, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন বস্ত্র, কুসুম্ভকুঙ্কুমাদিযুক্ত জল হইতে কেবল বর্ণ মাত্র গ্রহণ করে, কুসুম্ভাদিগ্রহণ করে না, সেইরূপ বস্তিও স্নেহস্বেদ দ্বারা দ্রবীকৃত শরীরে এক লোলীভূত দোষধাতু হইতে কেবল দোষকেই নির্হরণ করিয়া থাকে॥ ৮৬

শাখা (হস্তপদ), কোষ্ঠ, মর্ম্মস্থান, ঊর্দ্ধজত্রু, সর্ব্বাঙ্গ ও অবয়ব ইহাদের কোন স্থানে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাঁহাদের জন্ম বিষয়ে বায়ু ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ হেতু নাই। কারণ বায়ুই উক্ত রোগ সমূহের উৎপত্তি বিষয়ে প্রধান কারণ। (ঊর্দ্ধাঙ্গজ রোগ—মুখরোগাদি, সর্ব্বাঙ্গজ—জ্বরাদি, অবয়বজ—শ্বিত্রাদি)॥ ৮৭

বায়ুই প্রধান কারণ কেন, তাহা কথিত হইতেছে। বায়ুই সঞ্চিত পুরীষ শ্লেষ্মা ও পিত্তাদি দোষ সমূহের বিক্ষেপকারক ও সংহারক। পিত্ত বা শ্লেষ্মদ্বারা বায়ু কখন বিক্ষিপ্ত বা সংহৃত হয় না। অতএব বায়ুই রোগোৎপত্তি বিষয়ে প্রধান। সেই প্রবৃদ্ধ বায়ুর শমনার্থ বস্তি ভিন্ন অন্য ঔষধ নাই॥ ৮৮

দোষপ্রধান বায়ুর শমনার্থ বস্তিই প্রধান বলিয়া পণ্ডিতগণ বস্তিকেই চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলিয়া থাকেন। কোন কোন চিকিৎসক বস্তিকে সম্পূর্ণ চিকিৎসাই বলিয়া থাকেন। সেই-রূপ নিজ ও আগন্তুজরোগ সমূহের উৎপাদক রক্তের ঔষধ বলিয়া শিরাব্যধকেও চিকিৎসার্দ্ধ বা সম্পূর্ণ চিকিৎসা বলা যায়॥ ৮৯

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা নস্তবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥১

পঞ্চকর্ম্মকথন-প্রস্তাবে বমন, বিরেচন, অনুবাসন ও নিরূহ বর্ণন করিয়া এক্ষণে নস্ত বিধি কথিত হইতেছে। ঊর্দ্ধজত্রুগত বিকারে (শিরোরোগ প্রভৃতিতে) নস্য বিশেষ হিতকর। নাসিকা মস্তকের দ্বারস্বরূপ, সেই দ্বার দিয়া নস্ত মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সমূহকে নাশ করে। নস্ত তিন প্রকার; যথা বিরেচন, বৃংহণ ও শমন নস্ত॥ ২

বিরেচন নস্ত নিম্নলিখিত রোগে প্রযোজ্য। শিরঃশূল, শিরোজাড্য, অভিষ্যন্দ, গলরোগ, শোথ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, গ্রন্থি, কুষ্ঠ, অপস্মার ও পীনস রোগে বিরেচন নস্ত হিতকর॥ ৩

বৃংহণ নস্ত। বাতজ শূল, সূর্য্যাবর্ত্ত, স্বরভঙ্গ, নাসাশোষ, মুখশোষ, বাগ্‌দোষ, কৃচ্ছ্রবোধ (কষ্টে নেত্রের উন্মীলন) ও অববাহুক রোগে বৃংহণ নস্ত প্রয়োগ করিবে॥ ৪

শমন নস্ত। নীলিকা, ব্যঙ্গ, কেশশাত ও অক্ষিরাজি রোগে শমন নস্ত প্রযোজ্য॥ ৫

যথাযোগ্য সর্ষপতৈলাদি যে যে স্নেহ, মরিচ শুণ্ঠী প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত ও কফঘ্ন কল্ক-কাথ-স্বরসাদি দ্বারা যুক্ত, তাহাদের দ্বারা এবং মধু লবণ ও আসব দ্বারা বিরেচন নস্ত প্রস্তুত করা হয়॥ ৬

মরুদেশজ পশুপক্ষির মাংসরস বা রক্ত দ্বারা, খপুর নামক নির্য্যাস বিশেষ দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত অতীক্ষ্ণ স্নেহ দ্বারা বৃংহণ নস্য এবং পূর্ব্বকথিত ঘৃতাদি অতীক্ষ্ণ স্নেহ, মাংসরসাদি, দুগ্ধ বা জল দ্বারা শমন নস্ত প্রয়োগ করিবে॥ ৭

এই সকল নস্তভেদের মধ্যে স্নেহ-নস্ত মাত্রাভেদে মর্শ ও প্রতিমর্শ নামে দ্বিবিধ উক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন বস্তু ভেদ থাকে না। কেবল স্নেহের মাত্রানুসারে মর্শ বা প্রতিমর্শ নাম হয়। তীক্ষ্ণ (শুণ্ঠ্যাদি) দ্রব্যের কল্ক কাথ স্বরসাদি দ্বারা অবপীড় নস্ত হয়। ইহার নাম শিরো-বিরেচন॥ ৮

মরিচাদির চূর্ণ দ্বারা বিরেচন নস্য হয়। ইহার অপর নাম ধ্মান বা প্রধ্মান। এই নস্ত প্রয়োগ করিবার নিয়ম—ষড়ঙ্গুল দীর্ঘ ও দ্বিমুখ বিশিষ্ট একটী নলের মধ্যে ঔষধ চূর্ণ পুরিয়া, নলের একমুখ নাসাছিদ্রে লাগাইয়া অন্য মুখে ফুৎকার দ্বারা ঔষধচূর্ণ নাসাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিবে ইহা। চূর্ণ বলিয়া বহুতর দোষকে নির্হরণ করিতে সমর্থ হয়॥ ৯

মর্শস্নেহের পরিমাণ। তর্জ্জনী অঙ্গুলির দুইটী পর্ব্ব তৈল মধ্যে ডুবাইয়া তুলিলে তাহা হইতে যতটুকু স্নেহ একবারে পতিত হয়, তাহাকে বিন্দু কহে। সেইরূপ দশবিন্দু আটবিন্দু বা ছয় বিন্দু, মর্শের উত্তম, মধ্যম ও অধম মাত্রা। মর্শের মাত্রা অপেক্ষা কল্কাদির মাত্রা যথাক্রমে দুইবিন্দু করিয়া ন্যূন হইবে অর্থাৎ কল্কস্বরসাদির উত্তম মাত্রা ৮বিন্দু, মধ্যম মাত্রা ৬বিন্দু ও অধম মাত্রা ৪ বিন্দু। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নস্য প্রয়োগ করিবে না। যাহারা জল, মদ্য, গরবিষ বা স্নেহ পান করিয়াছে অথবা পান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে—তাহাদিগকে, যাহারা ভুক্তভক্ত, শিরঃস্নাত বা স্নান করিতে ইচ্ছুক, ক্ষতরক্ত, মলমূত্রাদিবেগ পীড়িত, নূতন প্রতিশ্যায় সূতিকারোগ শ্বাস ও কাস রোগে আক্রান্ত, বমনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ, দত্তবস্তি—তাহাদিগকে. ও ঋতুবিপর্য্যয়াদি দুর্দ্দিনে নস্য দিবে না। তবে যদি আত্যয়িক রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অবশ্য নস্য প্রয়োগ করিতে হইবে। (পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণকে নস্য দিলে যে দোষ হয়, তাহা কথিত হইতেছে—তোয়াদি পীত ব্যক্তিদিগকে বা তোয়াদি পান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নস্য দিলে নাসারোগ, মুখরোগ, তিমির ও শিরোরোগ জন্মে। ভুক্তভক্ত (যাহারা ভোজন করিয়াছে) ব্যক্তিকে নস্য দিলে দোষ সমূহ উর্দ্ধস্রোতঃসমূহকে আবৃত করিয়া বমি শ্বাস কাস ও প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। শিরঃস্নাত ব্যক্তির নস্য দ্বারা শিরোরোগ, নেত্ররোগ, কর্ণশূল, কণ্ঠরোগ, পীনস, হনুগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, অর্দ্দিত ও শিরঃকম্প রোগ জন্মে। স্নান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নস্য গ্রহণে মস্তকে দোষ সকল স্তিমিত হইয়া শিরোজাড্য, অরুচি ও পীনস রোগ জন্মাইয়া থাকে। ক্ষতরক্ত ব্যক্তির নস্য গ্রহণে দুর্ব্বলতা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য হয়। নূতন প্রতিশ্যায়ে নস্য প্রদানে স্রোতোরোধ হেতু দুষ্ট প্রতিশ্যায়, ক্রিমি, কণ্ডু ও বিচর্চ্চিকা রোগ উৎপন্ন হয়। মলমূত্রাদি-বেগ-পীড়িত ব্যক্তির নস্য দ্বারা বেগধারণজ রোগ সমূহ বহুলরূপে প্রকাশ পায়। সূতিকা-রোগিণীর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ক্ষতরক্তের লক্ষণ জন্মে। শ্বাস ও কাসরোগে ব্যাধি বৃদ্ধি হয়। বমন বিরেচন শুদ্ধ ব্যক্তির শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, শিরোগুরুত্ব, ক্রিমি, কণ্ডু প্রভৃতি ও দত্তবস্তি ব্যক্তির বিবৃতস্রোত হেতু শ্বাস কাসাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋতুবিপর্য্যয়াদি দুর্দ্দিনে নস্য গ্রহণ করিলে সহসা শৈত্যহেতু শিরোরোগ, কম্প, স্তৈমিত্য, মন্যাস্তম্ভ, কণ্ঠরোগ ও প্রতিশ্যায়াদি নানারোগ জন্মে। এইরূপ নস্য দোষ জন্মিলে যথাযোগ্য স্থান ও দোষোদ্রেক দেখিয়া স্নেহস্বেদ, শিরোবিরেচন, মুখলেপ, সেক, তীক্ষ্ণ অবপীড়, ধূমপান ও গণ্ডূষধারণাদি চিকিৎসা করিবে)॥ ১০—১২

সম্প্রতি যে দোষে যে সময়ে নস্য দিতে হইবে তাহা বলা যাইতেছে। শ্লেষ্মরোগে প্রাতঃকালে, পিত্তরোগে মধ্যাহ্নে এবং বায়ুজন্য রোগে সায়ংকালে ও রাত্রিতে নস্য দিবে॥ ১৩

স্বস্থব্যক্তিকে শরৎ ও বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্নে, শীতকালে মধ্যদিবসে, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় এবং বর্ষাকালে রৌদ্রের সময় নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ১৪

মস্তক বাতাভিভূত হইলে এবং হিক্কা, অপতানক, মন্যাস্তম্ভ ও স্বরভেদ রোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নস্য দিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যরোগে একদিন অন্তর এক সপ্তাহকাল নস্য প্রয়োগ করিবে। সপ্তাহের পর আর নস্য প্রদান করিবে না॥ ১৫

নস্য প্রয়োগবিধি। প্রথমে রোগির মস্তক স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। অনন্তর মলমূত্রত্যাগ ও দন্তধাবনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধা করিয়া রোগী

নিবাত স্থানে শয়ন করিলে পুনরায় তাহার জত্রুর ঊর্দ্ধদেশে স্বেদ দিবে। তৎপরে উত্তান (চিৎভাবে) ও ঋজুদেহ হইয়া হস্তপদ প্রসারিত কিন্তু পাদদ্বয় কিছু উন্নত এবং মস্তক কিঞ্চিৎ নমিত করিয়া থাকিবে। তখন তাহার এক নাসাপুট বন্ধ করিয়া অন্য নাসাপুটে নল বা তুলার পলিতা দ্বারা উষ্ণজল তপ্ত ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে নিষেক করিবে, একসঙ্গে উভয় নাসাপুটে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না॥ ১৬—১৮

নস্য প্রয়োগের পর রোগির পাদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণাদি মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনের পর সেই অবস্থায় উভয় পার্শ্বে শনৈঃ শনৈঃ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। একপার্শ্বে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে সকল শিরা ঔষধ দ্বারা সম্যগ্‌রূপে ব্যাপ্ত হয় না॥ ১৯।২০

এই ক্রমে নস্য লওয়ার পর ঔষধ ক্ষয় হইলে প্রয়োজনানুসারে আরও দুইবার বা তিনবার নস্য লইবে॥ ২১

নস্য প্রদত্ত হইলে ঔষধ-বেগবশে যদি মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মস্তক ভিন্ন সমস্ত শরীরে শীতল জল সেচন করিবে।

বিরেচন নস্যের পর দেশ দোষ সাত্ম্যাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ করিবে॥ ২২

নস্যান্তে শতমাত্রা পরিমিত কাল উত্তানভাবে নিদ্রা যাইবে। তৎপরে উঠিয়া কণ্ঠশুদ্ধির জন্য ধূমপান করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের কবল ধারণ করিবে॥ ২৩

মস্তক সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে সুখোচ্ছ্বাস, সুখে নিদ্রা ও জাগরণ এবং নেত্রের পটুতা হয়। মস্তক রুক্ষ হইলে চক্ষুর স্তব্ধতা, নাসিকা ও মুখের শোষ এবং মস্তক শূন্য হয়। মস্তক অতি স্নিগ্ধ হইলে কণ্ডূ, দেহের গুরুতা, প্রসেক, অরুচি ও পীনস হইয়া থাকে। সুবিরিক্ত হইলে চক্ষুর লঘুতা, স্বর ও মুখের বিশুদ্ধি, দুর্ব্বিরিক্ত হইলে রোগের আধিক্য এবং অতিবিরিক্ত হইলে কৃশতা হয়॥ ২৪—২৬

অকাল বর্ষণ হইলেও ক্ষত ক্ষীণ বালক বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিদিগকে প্রতিমর্শ নস্য প্রদান করিবে। কিন্তু যাহারা দুষ্টপীনসরোগাক্রান্ত, মদ্যপীত, দুর্ব্বলশ্রোত্র, কৃমিদূষিতমস্তক ও কুপিত প্রবল দোষাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে প্রতিমর্শ নস্য প্রশস্ত নহে। কারণ মাত্রাল্পত্বহেতু প্রতিমর্শ—দোষের উৎক্লেশই করে, শান্তি করিতে পারে না॥ ২৭।২৮

প্রতিমর্শ নস্যের প্রয়োগকাল পঞ্চদশ ; যথা—রাত্রি, দিবা, ভোজন, বমন, দিবানিদ্রা, পথ-পর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, শিরোঽভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, প্রস্রাব, অঞ্জন, মলত্যাগ, দন্তধাবন ও হাস্য ইহাদের অন্তে দ্বিবিন্দু পরিমাণে প্রতিমর্শ নস্য প্রয়োগ করিবে॥ ২৯

উক্ত পঞ্চদশ কালের মধ্যে প্রথম পাঁচটী কালের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য দিলে স্রোতঃ-শুদ্ধি ; পরোক্ত ত্রিবিধকালান্তে প্রতিমর্শ প্রদানে শ্রমনাশ, মনঃপ্রসাদ ও শিরোলাঘব ; শিরোঽভ্যঙ্গনাদি পঞ্চকালান্তে প্রতিমর্শ নস্যদানে দৃষ্টিশক্তির বল এবং দন্তধাবন ও হাস্যান্তে প্রদত্ত হইলে যথাক্রমে দন্তের দৃঢ়তা ও বায়ুর শান্তি হয়॥ ৩০

সপ্তম বর্ষের কম বয়সে এবং আশীবৎসরের অধিক বয়সে নস্য দিবে না। আঠার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ধূমপান, পাঁচবৎসর বয়সের পূর্ব্বে কবলধারণ, দশবৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং সত্তর বৎসর বয়সের পর বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি ক্রিয়া করিবে না॥ ৩১

প্রতিমর্শ নস্য বস্তির ন্যায় আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত প্রশস্ত। নিত্য সেবন করিলে ইহা মর্শের ন্যায় গুণপ্রদ হয়। ইহাতে (উষ্ণোদকোপচার প্রভৃতি) কোন যন্ত্রণা নাই এবং মর্শের ন্যায় কোন রোগেরও (অক্ষিস্তব্ধতা শোষাদি) ভয় নাই॥ ৩২

মস্তক শ্লেষ্মার স্থান বলিয়া স্বস্থব্যক্তির শ্লেষ্মঘ্ন তৈলের নস্যই নিত্য ব্যবহার করা উচিত। অপর স্নেহসমূহ শ্লেষ্মবর্দ্ধক, সুতরাং তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য নহে॥ ৩৩

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রতিমর্শ নস্য নিত্য সেবন করিলে মর্শের ন্যায় গুণকারী হয় অপিচ ইহাতে মর্শের ন্যায় নিয়মাদি পালন করিতে হয় না এবং কোন রোগেরও ভয় থাকে না। যদি উপকারিতা বিষয়ে তুল্যতা এবং পরিহারাদি না থাকে এইরূপ হয়, তাহা হইলে লোকে প্রতি-মর্শ ত্যাগ করিয়া কেন মর্শ ব্যবহার করিবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে— মর্শ আশুকারী (শীঘ্র দোষনির্হারক) এবং প্রতিমর্শ চিরকারী (বিলম্বে কার্য্যকারী); অতএব আশু কার্য্যকারিত্ব হেতু মর্শের গুণোৎকর্ষ এবং বিলম্বে কার্য্যকারিত্বহেতু প্রতিমর্শের গুণাপকর্ষতা উভয়ের এই মাত্র ভেদ। অতএব যে ব্যক্তি শীঘ্র সুখোচ্ছ্বাসাদি উপকার পাইতে ইচ্ছুক, তাহার মর্শ নস্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্নেহ বিষয়ে অচ্ছ-পান ও বিচারণা, রসায়নাধ্যায়ে কুটীপ্রবেশ ও বাতাতপিক বিধি এবং অনুবাসন ও মাত্রাবস্তিও চিরকারিত্ব শীঘ্রকারিত্বাদি গুণেই ভিন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৪।৩৫

অণুতৈল।

জীবন্তী, বালা, দেবদারু, মুতা, দারুচিনি, বেণার মূল, অনন্তমূল, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রার ত্বক্, যষ্টিমধু, কৈবর্ত্তমুতা, অগুরু, ত্রিফলা, পৌণ্ডরীক, বিল্ব, উৎপল, কণ্টকারী, বৃহতী, সল্লকীনির্য্যাস, শালপানি, চাকুন্দে, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, রেণুক, নাগকেশর ও পদ্মরেণু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শত গুণ বৃষ্টির জলে পাক করিবে এবং তৈলের দশগুণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা দশবার তৈল পাক করিবে। শেষ পাকে তৈলের সমান ছাগদুগ্ধ দিয়া পাক করিবে। এই তৈলকে অণুতৈল কহে। ইহা নস্য প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ। অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় স্রোতে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে অণুতৈল কহে॥ ৩৬।৩৭

যাহারা নিত্য নস্য ব্যবহার করে তাহাদের ত্বক্ স্কন্ধ গ্রীবা মুখ ও বক্ষঃস্থল ঘন (সংহতাবয়ব) উন্নত ও রমণীয়, ইন্দ্রিয় সকল দৃঢ় এবং কেশাদি পলিত বর্জ্জিত হয়॥ ৩৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

ততঃপর আমরা ধূমপানবিধি ব্যাখা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, ঊর্দ্ধজত্রুগত কফবাতজনিত রোগ সমূহের অনুৎপত্তির জন্য এবং সঞ্জাত উক্ত রোগসকলের প্রতিকারার্থ সর্ব্বদা ধূমপান করিবে ॥ ২

স্নিগ্ধ মধ্য ও তীক্ষ্ণভেদে এই ধূম ত্রিবিধ। ইহা যথাক্রমে বাতজ বাতকফজ ও কফজরোগে প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ বাতে স্নিগ্ধ, বাতকফে মধ্য এবং কফে তীক্ষ্ণ ধূম প্রয়োগ করিবে। কিন্তু রক্তপিত্ত, উদর, মেহ, তিমির নামক নেত্ররোগ, ঊর্দ্ধগ বায়ুরোগ, উদরাধ্মান, পাণ্ডু ও রোহিণী নামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে, বিরিক্ত ও দত্তবস্তি ব্যক্তিদিগকে, মৎস্য মদ্য দধি দুগ্ধ মধু স্নেহ ও বিষভোজী ব্যক্তিদিগকে এবং মস্তকাভিঘাতে ও রাত্রিজাগরণে ধূম প্রয়োগ করিবে না ॥ ৩।৪

অকালে (নিষিদ্ধ কালে), অথবা অতি মাত্রায় ধূমপান করিলে রক্তপিত্ত, আন্ধ্য, বাধির্য্য, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা (সংজ্ঞানাশ), মদ ও মোহ (চিত্তবিভ্রম) হয়। অযথা ধূমপান জনিত রক্তপিত্তাদি রোগে ঘৃত পান নস্য আলেপন ও পরিষেকাদি শীতল ক্রিয়া হিতজনক ॥ ৫

ধূমপানের ত্রিবিধ কাল। ক্ষুত (হাঁচি), জৃম্ভা, মল ও মূত্রত্যাগ, স্ত্রীসেবা, শস্ত্রকর্ম্ম, হাস্য ও দন্তধাবন এই অষ্টবিধ কার্য্যের পর মৃদু স্নেহনাখ্য ধূমপান করিবে। এই অষ্টবিধ কার্য্যের সময় এবং রাত্রিভোজন ও নস্য (মধ্যম) গ্রহণের পর মধ্যম ধূমপান করিবে। নিদ্রা, নস্য (তীক্ষ্ণ) গ্রহণ, অঞ্জন ধারণ, স্নান ও বমনান্তে বিরেচন ধূমপান করিতে হইবে ॥ ৬।৭

সম্প্রতি নেত্রস্বরূপ কথিত হইতেছে। বস্তিনেত্র নির্ম্মাণ করিতে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, ধাতু কাষ্ঠ অস্থি বেণু প্রভৃতি সেই সকল দ্রব্যদ্বারা ধূমনেত্র প্রস্তুত করিবে। ইহা ত্রিপর্ব্ববিশিষ্ট ও ঋজু হইবে। ধূমনেত্রের মূলভাগের ছিদ্র অঙ্গুষ্ঠপ্রবেশযোগ্য এবং অগ্রভাগের ছিদ্র কোলাস্থিপ্রবেশযোগ্য হইবে ॥ ৮

ত্রিবিধ ধূমনেত্রের দৈর্ঘ্য। ধূমপায়ীর অঙ্গুলের ২৪ অঙ্গুল। তীক্ষ্ণধূমের নেত্র, ৩২ অঙ্গুল স্নেহন ধূমের নেত্র এবং ৪০ অঙ্গুল মধ্য ধূমের নেত্র দীর্ঘ হইবে ॥ ৯

ধূমপান বিধি। সরলভাবে উপবেশন পূর্ব্বক, ধূমপানে একাগ্রচিত্ত ও বিবৃতাস্য হইয়া নাসিকার একটী ছিদ্র টিপিয়া অপর ছিদ্রদ্বারা ধূমপান করিবে এবং পীতধূম মুখদ্বারা ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার অন্য ছিদ্র টিপিয়া অপর ছিদ্রদ্বারা ধূমপান পূর্ব্বক মুখদ্বারা ত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার ধূমপান করিতে হইবে ॥ ১০

নাসাগত বা শিরোগত দোষ উৎক্লিষ্ট (স্বস্থানচলিত, বহির্গমনোন্মুখ) হইলে প্রথমে নাসিকা দ্বারা ধূমপান করিবে। উৎক্লিষ্ট না হইলে দোষের উৎক্লেশনার্থ অগ্রে মুখদ্বারা পশ্চাৎ নাসিকাদ্বারা ধূমপান করিবে। আর কণ্ঠগত দোষের উৎক্লেশনার্থ ইহার বিপরীত

ক্রম করিবে অর্থাৎ প্রথমে নাসিকাদ্বারা পশ্চাৎ মুখদ্বারা ধুমপান করিতে হইবে। মুখ বা নাসিকাদ্বারা পীত ধুম মুখ দিয়াই ত্যাগ করিবে। কারণ নাসিকাদ্বারা ধুম ত্যাগ করিলে দৃষ্টিনাশ তিমিরাদিরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধুমপান কালে এক একবারে তিনবার করিয়া ধুম গ্রহণ ও ত্যাগ করিবে ; এইরূপ তিনবার ধুমপান করিতে হইবে॥ ১১—১৩

দিবসের মধ্যে স্নিগ্ধধুম একবার, মধ্য ধুম দুইবার এবং শোধন অর্থাৎ তীক্ষ্ণধুম তিন বা চারি বার পান করিবে। এই ত্রিবিধ ধুমের মধ্যে স্নিগ্ধ (প্রায়োগিক) ধুমে নিম্নলিখিত দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। যথা—অগুরু, গুগ্‌গুলু, মুতা, স্থৌণেয় (গেঁটেলা,) শৈলেয়, জটমাংসী, বেণামূল, বালা, কলমি দারুচিনি, রেণুক, যষ্টিমধু, বিল্বমজ্জা, এলবালুক, সরলনির্য্যাস, ধুনা, গন্ধ তৃণ, ময়না ফল, কৈবর্ত্তমুতা, শল্লকী, কুঙ্কুম, মাষকলাই, যব, কুন্দুরুক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ); তিল, আখরোট ও নারিকেলাদি ফলের স্নেহ, খদির ও অসনাদির সারের স্নেহ, এবং মেদ মজ্জা বসা ও ঘৃত॥ ১৪—১৬

মধ্য (শমন) ধুমের দ্রব্য। যথা—শল্লকী, লাক্ষা, পৃথ্বিকা (ছোট এলাচ), পদ্ম, উৎপল এবং বট যজ্ঞডুমুর অশ্বত্থ পাকুড় ও লোধ ইহাদের ত্বক্‌, চিনি, যষ্টিমধু, হরিচন্দন ত্বক্‌, পদ্মকাষ্ঠ ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য এবং কুষ্ঠ ও তগর বর্জ্জিত গন্ধ দ্রব্য সমুহ গ্রহণীয়। তীক্ষ্ণ (বিরেচন) ধুমে নিম্নলিখিত দ্রব্য গ্রহণীয়। যথা—লতা ফট্‌কী, হরিদ্রা, দশমূল, মনঃশিলা, হরিতাল, লাক্ষা, কাষ্ঠপাটলা, ত্রিফলা, এবং কুষ্ঠ তগরাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য সকল, শল্লকী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সকল ও বিড়ঙ্গাপামার্গাদি সংগ্রহোক্ত শিরোবিরেচন গণ॥ ১৭-১৯

ধুমবর্ত্তি প্রস্তুত বিধি। দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত একগাছি ইষীকা (কুশ বা কাশমূল অথবা শরকাণ্ড) দিবারাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ধুম বিধানোক্ত দ্রব্য সকল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পাঁচবার উক্ত ইষীকা প্রলিপ্ত করিবে। এরূপ ভাবে প্রলেপ দিতে হইবে যেন বর্ত্তি অঙ্গুষ্ঠবৎ স্থূল এবং যব মধ্য অর্থাৎ উহার মধ্যভাগ স্থূল ও দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম হয়। এই বর্ত্তি ছায়াতে শুষ্ক করিয়া অভ্যন্তরস্থিত কুশ বা কাশমূল বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপরে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া তাহার একপ্রান্ত ধুমনেত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইবে এবং অপর প্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহার ধুম পান করিবে॥ ২০।২১

কাসরোগির ধুমপান বিধি। দুই খানি শরার মধ্যে ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত কাসঘ্ন ঔষধ রাখিয়া উভয়ের সংযোগস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। এবং উপরের শরার মধ্যে একটী ছিদ্র করিয়া উহাতে দশাঙ্গুল বা অষ্টাঙ্গুল একটী নল প্রবেশ করাইয়া দিবে। পরে ঐ শরাবসম্পুট নির্ধুম অঙ্গারাগ্নিতে স্থাপন করিয়া যখন তাহা হইতে ঔষধের ধুম বাহির হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত নল মুখে দিয়া সেই ধুম পান করিবে॥ ২২

কাস শ্বাস পীনস স্বরভেদ মুখ ও নাসিকার দুর্গন্ধ, মুখের পাণ্ডুতা, অকালপক্বতাদি কেশ দোষ, কর্ণ মুখ ও নেত্রের স্রাব, কণ্ডু, বেদনা ও জড়তা এবং তন্দ্রা ও হিক্কা এই সকল রোগ ধুমপায়ীকে স্পর্শ করিতে পারে না॥ ২৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা গণ্ডূষাদিবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

স্নিগ্ধ, শমন, শোধন ও রোপণ এই চারি প্রকার গণ্ডূষ, ইহার মধ্যে স্নিগ্ধ গণ্ডূষ বাতে, শমন গণ্ডূষ পিত্তে ও শোধন গণ্ডূষ কফে প্রযোজ্য। রোপণগণ্ডূষ ব্রণঘ্ন অর্থাৎ ইহা ব্রণসাধনে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ গণ্ডূষ মধুর-অম্ল-লবণ-রস-সাধিত স্নেহ দ্বারা, শমন গণ্ডূষ তিক্তকষায় ও মধুর ঔষধ দ্বারা, শোধন গণ্ডূষ তিক্ত-কটু-অম্ল-লক্ষ ও উষ্ণ বীর্য্য ঔষধ দ্বারা এবং রোপণ গণ্ডূষ কষায় ও তিক্তরস ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই সকল গণ্ডূষে ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ দুগ্ধ মধু জল শুক্ত মদ্য মাংসরস গোমূত্র ও ধান্যাম্ল এই সকল দ্রব্য যথাযথ কল্কের সহিত মিশ্রিত বা বিপক্ক করিয়া তাহা শীতল বা উষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করিবে ॥ ২—৫

দন্তহর্ষ, দন্তচাল ও বাতিক মুখরোগে দোষানুসারে ঈষদুষ্ণ বা শীতল জল মিশ্রিত তিলকল্ক হিতকর। নিত্য গণ্ডূষধারণে তৈল অথবা মাংসরস প্রশস্ত ॥ ৬।৭

উষা ও দাহান্বিত মুখপাকে, আগন্তুজক্ষতে, বিষে অথবা ক্ষার বা অগ্নিদগ্ধে ঘৃত বা দুগ্ধের গণ্ডূষ হিতকর ॥ ৮

মধুর গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বৈশদ্য (পিচ্ছিলতার অভাব) জন্মে, মুখক্ষতের সন্ধান হয় এবং দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৯

ধান্যাম্ল অর্থাৎ কাঁজির গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বিরসভাব মল ও দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়। ঐ ধান্যাম্ল লবণ বিহীন হইলে শীতবীর্য্য ও মুখশোষনাশক হইয়া থাকে ॥ ১০

ক্ষারযুক্ত জলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে শীঘ্র শ্লেষ্মসঞ্চয় নষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের লঘুতা হয় ॥ ১১

বায়ু-প্রবাহরহিত সূর্য্যালোকযুক্ত স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক প্রথমে স্কন্ধ ও কন্ধরা স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ এবং পশ্চাৎ স্বেদিত ও মর্দ্দিত করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নতমুখ হইয়া গণ্ডূষ ধারণ করিবে। গণ্ডূষদ্রব্য পান করিতে হয় না ॥ ১২

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ কফপূর্ণ থাকে অথবা নাক মুখ দিয়া স্রাব নির্গত হয়, তাবৎকাল গণ্ডূষ ধারণ করিতে হইবে। শরীর স্বস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ পাঁচ বা সাত বার গণ্ডূষ ধারণ করা উচিত। গণ্ডূষ ও কবলের ভেদ এই—দ্রবপদার্থ দ্বারা মুখ পূর্ণ হইলে যদি উহা সঞ্চালিত (নাড়িতে) করিতে না পারা যায় তাহা হইলে উহাকে গণ্ডূষ, এবং মুখস্থিত দ্রব্য সঞ্চারিত করিতে পারিলে তাহাকে কবল কহে ॥ ১৩

কবল ধারণ দ্বারা নিম্নলিখিত রোগ সমূহ বিশেষরূপে সাধ্য অর্থাৎ চিকিৎস্য হইয়া থাকে; যথা—মন্যা মস্তক কর্ণ মুখ ও নেত্র-রোগ, মুখপ্রসেক, কণ্ঠরোগসমূহ, মুখশোষ, হৃল্লাস, তন্দ্রা, অরুচি ও পীনস ॥ ১৪

কল্ক রসক্রিয়া ও চূর্ণ এই তিন প্রকার প্রতিসারণ। শ্লেষ্মজন্য রোগে শোধন গণ্ডূষ বিহিত ঔষধ দ্বারা এই প্রতিসারণ প্রয়োগ করিতে হয়। (জলাদি পিষ্ট দ্রব্যকে কল্ক এবং মাক্ষিকাদি দ্বারা দ্রবীকৃত দ্রব্যকে রসক্রিয়া কহে) ॥ ১৫

মুখালেপ তিন প্রকার। যথা—দোষহর, বিষহর ও বর্ণকর। বাতশ্লেষ্ম দোষে উষ্ণ এবং এবং অস্রদোষে (পিত্তে বাতপিত্তে ও বিষে) অত্যন্ত শীতল মুখালেপ প্রশস্ত। মুখালেপের প্রমাণ তিন প্রকার; যথা—মুখলেপ অঙ্গুলির চতুর্ভাগ ত্রিভাগ ও অর্দ্ধ পরিমিত স্থূল (পুরু) হইবে। ঐ লেপ যতক্ষণ আর্দ্র থাকিবে ততক্ষণ মুখে রাখিবে। কারণ শুষ্ক লেপ ত্বক্‌কে দূষিত করিয়া থাকে। লেপ তুলিবার সময় উহাকে আর্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে, তৎপরে তৈলাদির অভ্যঙ্গ করিবে। মুখালেপী ব্যক্তি দিবানিদ্রা, অধিক বাক্য কথন, অগ্নি, আতপ, শোক ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। কারণ দিবানিদ্রাদি সেবনে কণ্ডূ, ত্বকে শোথ, পীনস ও দৃষ্টিনাশাদি ভয় উপস্থিত হয় ॥ ১৬—১৮

পীনস অজীর্ণ হনুগ্রহ ও অরোচক রোগে, নস্য গ্রহণান্তে ও রাত্রি জাগরণে মুখালেপ প্রযোজ্য নহে। ইহা বিধিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে অকালপালিত্য ব্যঙ্গ বলি তিমির ও নীলিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯

হেমন্তাদি ছয় ঋতুতে ছয়টী মুখালেপ কথিত হইতেছে। হেমন্ত ঋতুতে কুল আঁটির শাঁস, বাসকমূল, শাবর লোধ ও শ্বেতসর্ষপ; শিশিরে বৃহতীমূল, কৃষ্ণতিল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি ও নিস্তুষ যব; বসন্তে কুশমূল, কর্পূর বা চন্দন, বেণামূল, শিরীষ মৌরী ও বিড়ঙ্গ; গ্রীষ্মে কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, দূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও চন্দন; বর্ষায় কৃষ্ণাগুরু, তিল, বেণামূল, জটামাংসী, তগর পাদুকা ও পদ্মকাষ্ঠ এবং শরৎকালে তালীশপত্র, ভদ্রমুতা, পুণ্ডরীক, যষ্টিমধু, কাশ, তগরপাদুকা ও অগুরুর প্রলেপ দিবে ॥ ২০—২২

মুখালেপশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় এবং মুখ পদ্মসদৃশ বিকসিত ও কোমল হইয়া থাকে ॥ ২৩

অভ্যঙ্গ সেক পিচু ও বস্তি এই চারিপ্রকার মূৰ্দ্ধতৈল ব্যবহৃত হয়। ইহারা উত্তরোত্তর বহুগুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ অভ্যঙ্গ অপেক্ষা পরিষেক, পরিষেক অপেক্ষা পিচু ও তদপেক্ষা বস্তি অধিক গুণযুক্ত ॥ ২৪

উক্ত চারিপ্রকার তৈল প্রয়োগের মধ্যে মস্তকের রুক্ষতা, কণ্ডূ ও মলাদিশান্তির জন্য অভ্যঙ্গ; মস্তকের ব্রণ তোদ দাহ পাক ও ক্ষতাদি নিবারণার্থ পরিষেক; কেশশাত (চুল উঠিয়া যাওয়া), কেশভূমি স্ফুটন, ধূমনির্গমবৎ বেদনা ও নেত্রস্তম্ভ প্রশমার্থ পিচু (কাপাস তুলা তৈলে ভিজাইয়া ধারণ করাকে পিচু কহে) এবং প্রসুপ্তি, অর্দ্দিত, নিদ্রানাশ, নাসাশোষ, মুখশোষ, তিমির ও শিরোরোগে বস্তিস্নেহ প্রয়োগ করিবে ॥ ২৫।২৬

শিরোবস্তি বিধি। বমনাদিশুদ্ধ তৈলাভ্যক্ত ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে অপরাহ্নে বা রাত্রিতে জানুসম উচ্চ ও কোমল আসনে উপবেশন করাইয়া তাহার মস্তকে দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তীর্ণ, মস্তক-সম দীর্ঘ ও কর্ণ পর্য্যন্ত বন্ধনস্থানযুক্ত গব্য বা মাহিষ চর্ম্মপট্ট, বস্ত্র বেণিকা (কাপড়ের বেণীর ন্যায় দড়ি) দ্বারা বান্ধিয়া দিবে। চর্ম্মপট্টের নিম্নে ললাটে বস্ত্র জড়াইয়া সন্ধিস্থান মাষকল্ক দ্বারা

প্রলিপ্ত করিবে। (অথবা মাষকল্ক লিপ্ত বস্ত্র কপালে বান্ধিয়া তাহার উপর চর্ম্মপট্ট বসাইয়া বান্ধিয়া দিবে।) তৎপরে ব্যাধির দোষানুসারে পক্ব তৈলাদি স্নেহ ঈষদুষ্ণ করিয়া মস্তকে (চর্ম্মপট্টের উপর দিয়া) কেশভূমির উপর দুই অঙ্গুলি যাবৎ নিষেচন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ ও নাসিকার স্রাব না হয়, ততক্ষণ মস্তকে তৈল ধারণ করিতে হইবে। বাত প্রধান রোগে দশ সহস্র মাত্রা, পিত্তদুষ্টিতে অষ্টসহস্র মাত্রা, কফদুষ্টিতে ছয় সহস্র মাত্রা এবং স্বস্থ অবস্থায় এক সহস্র মাত্রা স্নেহ ধারণ করিতে হয়। শিরোবস্তি অপনীত করিয়া মুক্তস্নেহ ব্যক্তির স্কন্ধ গ্রীবাদি স্থান মর্দ্দন করিবে। এই স্নেহবস্তি সেবনের চরম সীমা এক সপ্তাহ॥ ২৭—৩০

কর্ণপূরণ। স্নেহ দ্বারা কর্ণপূরণ করিয়া কর্ণমূল মর্দ্দন করিবে। বেদনার লাঘব হইলে আর স্নেহ ধারণ করিবে না। সুস্থ অবস্থায় একশত মাত্রা পর্য্যন্ত কর্ণে স্নেহ ধারণ করিবে॥ ৩১

মাত্রার প্রমাণ। দক্ষিণ হস্তাগ্র দ্বারা জানু মণ্ডল আবর্ত্তন করিতে যে সময় লাগে, তাহা যদি নিমিষোন্মেষ কালের সমান হয়, তবে সেই সময়কে মাত্রা কহা যায়॥ ৩২

মূর্দ্ধতৈল ব্যবহারে কেশের পতন শুক্লতা পিঙ্গলবর্ণতা পরিস্ফুটন ও মস্তকের বায়ুরোগ সমূহ নষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, স্বর হনু ও মস্তকের বল জন্মে॥ ৩৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা আশ্চ্যোতনাঞ্জনবিধি ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগের চিকিৎসায় প্রথমে আশ্চ্যোতন (পরিষেক) হিতকর। কারণ ইহা দ্বারা নেত্রের বেদনা, সূচীবেধবৎ ব্যথা, কণ্ডু, ঘর্ষ, অশ্রুপাত, দাহ ও রাগ (রক্তবর্ণতা) প্রশমিত হয়। বাতজনেত্র রোগে উষ্ণ, কফজ নেত্রে ঈষদুষ্ণ এবং রক্তপিত্তজ নেত্রে শীতল আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে॥ ২

আশ্চ্যোতন প্রয়োগ বিধি। চিকিৎসক, বায়ুপ্রবাহরহিত স্থানে, রোগীকে বসাইয়া বাম হস্তদ্বারা তাহার নেত্র উন্মীলিত করিবে এবং দক্ষিণ হস্তে ঝিনুক বা কার্পাসবর্ত্তি দ্বারা ঔষধ লইয়া তাহা দুই অঙ্গুলি অন্তর হইতে কনীনিকায় (নেত্রতারায়) দশ বা বার বিন্দু পরিষেক করিবে। তৎপরে কোমল বস্ত্র দ্বারা নেত্র মুছিয়া, ঈষদুষ্ণ জল সিক্ত অপর বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাহাতে মৃদু স্বেদ দিবে। কফবাতজ নেত্ররোগে এই আশ্চ্যোতন হিতকর। পিত্ত বা রক্ত জন্য নেত্ররোগে ইহা প্রযোজ্য নহে॥ ৩।৪

আশ্চ্যোতন অতি উষ্ণ বা তীক্ষ্ণ হইলে তদ্দ্বারা বেদনা রক্তবর্ণতা ও দৃষ্টিনাশ; অতি শীতল হইলে নিস্তোদ স্তব্ধতা ও শূল বেদনা; মাত্রাধিক হইলে কষায়বর্ত্মতা (চক্ষুর পাতার রক্তবর্ণতা), ঘর্ষ (চক্ষুর পাতার পরস্পর সংশ্লেষ) ও নেত্রোন্মীলনে কৃচ্ছ্রতা; অত্যল্প মাত্র প্রযুক্ত হইলে রোগের বৃদ্ধি ও সংরম্ভ এবং অপরিস্রুত (মলযুক্ত) হইলে নেত্রক্ষোভ হইয়া থাকে॥ ৫।৬

নেত্রে প্রযুক্ত ঔষধ, অক্ষিকোষ-সম্বন্ধিস্রোত এবং মস্তক ঘ্রাণ ও মুখস্রোতে গমন করিয়া ঊর্দ্ধগ মল সমূহকে অপসারিত করে॥ ৭

আশ্চ্যোতনের পর অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। দোষসমূহ শরীরব্যাপী না হইয়া কেবল মাত্র নেত্রগত হইলে এবং অল্প শোথ, অতি কণ্ডু, পিচ্ছিলতা, মন্দঘর্ষ, অল্প অশ্রুপাত ও নেত্রমলের (পিচুটির) গাঢ়তা প্রভৃতি পক্ক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে রোগিকে বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। পিত্ত কফ রক্ত ও বায়ু পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে অঞ্জন বিশেষ উপকারী॥ ৮।৯

লেখন রোপণ ও দৃষ্টিপ্রসাদন ভেদে অঞ্জন তিন প্রকার। তন্মধ্যে লেখন—কষায় অম্ল লবণ ও কটুদ্রব্য দ্বারা, রোপণ—তিক্ত কষায়দ্রব্য দ্বারা এবং দৃষ্টিপ্রসাদন—মধুরশীতল দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। (যে অঞ্জন দ্বারা ছানি প্রভৃতি নেত্ররোগ চাঁচিয়া ফেলার মত ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায় তাহাকে লেখন অঞ্জন, যাহার দ্বারা অভিষ্যন্দাদি নেত্ররোগের সংরোহণ হয় তাহাকে রোপণ অঞ্জন এবং যে অঞ্জনে নেত্র প্রসন্ন হয় তাহাকে দৃষ্টি প্রসাদন অঞ্জন কহে। মধুরশীতল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ অঞ্জন সন্তপ্ত চক্ষুতে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্রত্যঞ্জন কহে)॥ ১০।১১

দশ অঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ মধ্যে সূক্ষ্ম ও উভয় মুখ মুকুলাকার এই প্রকার শলাকা অঞ্জন প্রদানার্থ প্রশস্ত। তাম্র নির্ম্মিত শলাকা লেখন কার্য্যে, কাল লৌহ নির্ম্মিত শলাকা ও অঙ্গুলি রোপণ অঞ্জনে এবং স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত শলাকা প্রসাদন কার্য্যে প্রশস্ত॥ ১২।১৩

অঞ্জন কল্পনা তিনপ্রকার। যথা—পিণ্ডী, রসক্রিয়া ও চূর্ণ। দোষের আধিক্যে পিণ্ডী, মধ্যদোষে রসক্রিয়া এবং অল্প দোষে চূর্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে॥ ১৪

তীক্ষ্ণদ্রব্যকৃত পিণ্ডের পরিমাণ এক মটর মাত্র, মৃদুদ্রব্যকৃত পিণ্ডের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ, রসক্রিয়ার পরিমাণ বিড়ঙ্গপরিমিত। তীক্ষ্ণ চূর্ণে দ্বিগুণ শলাকা ও মৃদু চূর্ণে তিনগুণ শলাকা ব্যবহার করিবে॥ ১৫

নিশাকালে, নিদ্রাবস্থায় ও মধ্যাহ্নে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। এবং উষ্ণ কিরণ দ্বারা ম্লান চক্ষুতেও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। রাত্রিকালে নিদ্রাহেতু এবং মধ্যাহ্নে পান ভোজন ও উষ্ণ সূর্য্যকিরণ হেতু দোষ সকল বর্দ্ধিত অক্ষিস্থলে গমন হেতু উৎপীড়িত ও কালের উষ্ণতা হেতু দ্রবীভূত হইয়া চক্ষুরোগ উৎপাদন করে। তাহার শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মেঘাপগমে সূর্য্য প্রকাশকালে অঞ্জন দিবে॥ ১৬

অপর আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, দিবসে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। কারণ তীক্ষ্ণাঞ্জন দ্বারা নেত্রের বিরেচন হওয়ায় নেত্র দুর্ব্বল হয়। এই দুর্ব্বল চক্ষু দিবসে সূর্য্যকিরণে অবসন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য রাত্রিকালে অঞ্জন দেওয়া উচিত। আগ্নেয়দৃষ্টি রাত্রিতে তীক্ষ্ণাঞ্জন দ্বারা ক্ষোভিতা হইলেও রাত্রির সৌম্যত্ব এবং নিদ্রা দ্বারা পুনর্ব্বার তর্পিত হইয়া থাকে। অপিচ নেত্র শীতসাত্ম্য বলিয়া রাত্রির শৈত্যগুণেও স্নিগ্ধ হওয়ায় স্থিরতা লাভ করে। এই জন্য রাত্রিতে অঞ্জন দেওয়া বিধেয়॥ ১৭।১৮

কফের আধিক্য থাকিলে বা লেখনীয় শুক্রার্ম্মাদি রোগ উপস্থিত হইলে নাত্যুষ্ণ দিবসেও

চক্ষুতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অত্যুষ্ণ দিবসে মধ্যাহ্নাদিকালে তীক্ষ্ণ অঞ্জন দিবে না। কারণ কালের উষ্ণত্ব এবং অঞ্জনের তীক্ষ্ণত্ব হেতু দৃষ্টিনাশ হইতে পারে॥ ১৯

এস্থলে শঙ্কা হইতেছে যে, দিবসে তেজোময় সূর্য্যকিরণে তৈজস চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হওয়া উচিত। যেহেতু সামান্য বৃদ্ধির কারণ। তাহা না হইয়া নেত্রজ্যোতিঃ নষ্ট হইবার কারণ কি? সেইজন্য বলা হইতেছে। যেমন প্রাষাণ হইতে লৌহের জন্ম হয়, এবং পাষাণের ঘর্ষণে (শাণ প্রস্তরে) লৌহের তীক্ষ্ণতা হয়, আবার সেই প্রস্তরেরই আঘাতে লৌহের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়, সেইরূপ তেজঃপদার্থ (অগ্নি হইতে) হইতে নেত্রের জন্ম, তেজঃ পদার্থের সম্যক্ যোগ (সূর্য্যসান্নিধ্য) হেতু নেত্রের তীক্ষ্ণতা এবং তাহার অতিযোগ হেতু নেত্রের উপঘাত হয়। অতএব উষ্ণ দিবসে উষ্ণ কালে অতিতীক্ষ্ণ অঞ্জন নেত্রে প্রয়োগ করিবে না॥ ২০

কেহ বলেন—রাত্রিতেও কফাধিক্য হেতু অতি শীতল নেত্রে (কণ্ডুপৈচ্ছিল্যাদিযুক্তে) তীক্ষ্ণ অঞ্জন হিতকর নহে। কারণ রাত্রির শৈত্যবশতঃ তৎকালপ্রযুক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জনও দোষস্রাবণ করিতে পারে না; অধিকন্তু নেত্রের স্তব্ধতা কণ্ডু ও জড়তাদি উৎপাদন করে। (অতএব পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয়ী শীতসাত্ম্যা দৃষ্টি রাত্রির শৈত্যগুণে স্নিগ্ধ হওয়ায় স্থিরতা লাভ করে এই বাক্য সমীচীন নহে)॥ ২১

ভীত, বমিত, বিরিক্ত, সদ্যোভুক্ত, সঞ্জাতবেগ, ক্রুদ্ধ, নবজ্বরার্ত্ত, অতিসূক্ষ্ম ও ভাস্বরদ্রব্য দর্শন হেতু ক্লান্তচক্ষুঃ, শিরোরোগার্ত্ত, শোকপীড়িত, রাত্রিজাগরিত, শিরঃস্নাত, ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী, অজীর্ণগ্রস্ত, অগ্নি ও সূর্য্যতাপতপ্ত, দিবাসুপ্ত ও পিপাসিত ব্যক্তিদিগকে অঞ্জন দিবে না। অপিচ মেঘাচ্ছন্ন দিনেও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না॥ ২২।২৩

যে প্রকার অঞ্জন প্রযোজ্য নহে, তাহা কথিত হইতেছে। অতিতীক্ষ্ণ, অতিমৃদু, অত্যল্প, অত্যধিক, অতিতরল, অতিঘন, অতিকর্কশ, অতিশীতল ও অতিতপ্ত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না॥ ২৪।২৫

অঞ্জনদ্বারা নেত্রদ্বয় অঞ্জিত হইলে দৃষ্টি-গোলক উন্মীলিত না করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষুর পাতা কিঞ্চিৎ চালিত করিয়া নেত্রস্থ অঞ্জন ক্রমশঃ সঞ্চালিত করিবে। তাহাতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন সমস্ত নেত্রে ব্যাপ্ত হইবে। সহসা অর্থাৎ অবিধিপূর্ব্বক নিমেষ উন্মেষ, বর্ত্মদ্বারা নেত্রপীড়ন অথবা ক্ষালন করিবে না॥ ২৬

যখন ঔষধের ক্ষোভ অপগত ও নেত্র নির্বৃত হইবে, তখন ব্যাধি (অভিষ্যন্দাদি) দোষ (বাতাদি) ও ঋতুর (বসন্তাদি) উপযোগী জলদ্বারা নেত্রদ্বয় প্রক্ষালিত করিবে। প্রক্ষালনের পর বস্ত্রবেষ্টিত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রোগির বাম নয়ন ঊর্দ্ধবর্ত্মে ধরিয়া শোধন করিবে এবং ঐরূপ বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নয়ন ঊর্দ্ধবর্ত্মে ধরিয়া পরিষ্কার করিবে। কারণ শোধন না করিলে বর্ত্মপ্রাপ্ত অঞ্জন হেতু দোষ কণ্ডুপ্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। নেত্রে কণ্ডু বা জড়তা হইলে তীক্ষ্ণ অঞ্জন বা ধূম প্রয়োগ করিবে। আর তীক্ষ্ণ অঞ্জন দ্বারা নেত্র অতিতপ্ত হইলে প্রত্যঞ্জন চূর্ণ হিতকর জানিবে॥ ২৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা তর্পণপুটপাকবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। (আশ্চ্যোতন ও অঞ্জন প্রয়োগে নেত্র দুর্ব্বল হয়, তৎপ্রতিকারার্থ তর্পণাদি প্রয়োগ করা উচিত।) ॥ ১

তর্পণ-বিধি। চক্ষু ম্লান, স্তব্ধ, শুষ্ক, রুক্ষ, আঘাতপ্রাপ্ত, বাতপিত্তাক্রান্ত, কুটিল, শীর্ণপক্ষ্ম ও আবিলদৃষ্টি হইলে, কৃচ্ছ্রোন্মীলন, শিরাহর্ষ, শিরোৎপাত, তম, অর্জ্জুন, অভিষ্যন্দ, মন্থ, অন্যতোবাত, বাতপর্য্যয় ও শুক্ররোগে পীড়িত হইলে এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা, অশ্রুপাত, শূল বেদনা, শোথ ও দূষিকা (পিচুটী জমা) প্রশমিত হইলে রোগিকে বাতাতপধূলি প্রভৃতি শূন্যস্থানে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া তর্পণ প্রয়োগ করিবে। তর্পণ প্রয়োগের পূর্ব্বে বমন বিরেচন ও নস্য দ্বারা রোগির মস্তক ও দেহ শুদ্ধ করিয়া লইবে। বসন্তাদি সাধারণ কালে দোষ-দূষ্যানুসারে প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে তর্পণক্রিয়া করিতে হয় ॥ ২—৪

যবমিশ্র মাষকলাই বাটিয়া তদ্দ্বারা নেত্রকোষের বাহিরে উভয়পার্শ্বে দুই অঙ্গুলিমিত উচ্চ দৃঢ় ও সমান একটী পালী (আলবাল) প্রস্তুত করিবে। পরে যথাবিধি সিদ্ধ ঘৃত উষ্ণজলে দ্রবীভূত করিয়া নিমীলিত নেত্রোপরি (ঐ আলবালের মধ্যে) ঢালিয়া দিবে ॥ ৫।৭

নক্তান্ধ্য বাত তিমির ও কৃচ্ছ্রোন্মীলনাদি নেত্ররোগে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বসা প্রয়োগ করিবে। পক্ষ্মের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায় এতটুকু স্নেহ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিতে করিতে মাত্রা গণনা করিবে। (নেত্রের উন্মেষ ও নিমেষ কালকে মাত্রা কহে।) বর্ত্মগত রোগে একশত মাত্রা, সন্ধিগত রোগে তিনশত মাত্রা, সিত রোগে পাঁচশত, কৃষ্ণগত রোগে সাতশত, দৃষ্টিগত রোগে আটশত মাত্রা এবং মন্থরোগে দশশত, বাতরোগে দশশত, পিত্তরোগে ছয়শত, স্বস্থবৃত্তে ছয়শত ও কফরোগে পাঁচশত মাত্রাকাল পর্য্যন্ত নেত্রে নিক্ষিপ্ত স্নেহ ধারণ করিবে ॥ ৮

উক্ত নিয়মে স্নেহধারণান্তে অপাঙ্গ দেশে পালীর দ্বার (পালীতে ছিদ্র) করিয়া সেই দ্বার দিয়া নেত্রোপরিস্থ স্নেহ বাহির করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে। তৎপরে ধূমপান করিবে এবং আকাশ ও ভাস্বররূপাদি দর্শন করিবে না ॥ ৯

এই নিয়মে বায়ুতে প্রতিদিন, পিত্তে একদিন অন্তর, এবং কফে ও সুস্থাবস্থায় দুই দিন অন্তর তর্পণ প্রয়োগ করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত নেত্রের তৃপ্তি না হইবে, ততদিন এইরূপ তর্পণ প্রয়োগ করিবে ॥ ১০

তৃপ্তলক্ষণ। নেত্র সম্যক্ তৃপ্ত হইলে প্রকাশক্ষম (প্রভা ও জ্যোতির্ম্ময় বস্তু দর্শন সমর্থ), স্বস্থ বিশদ ও লঘু; অতৃপ্ত হইলে ইহার বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত এবং অতিতৃপ্ত হইলে কণ্ডু পৈচ্ছিল্যাদি কফজ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১১

স্নেহপানে স্নিগ্ধ শরীর যেমন ক্লান্ত হয়, সেইরূপ স্নেহপীত দৃষ্টিও ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া

থাকে। অতএব তর্পণের পর পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহে দৃষ্টিবলাধানকারী পুটপাক প্রয়োগ করিবে॥ ১২

বাতজ নেত্ররোগে স্নেহন পুটপাক, শ্লেষ্মযুক্ত বাতে লেখন পুটপাক হিতকর। দৃষ্টি-দৌর্ব্বল্যে বায়ু পিত্ত ও রক্তে এবং স্বস্থে প্রসাদন পুটপাক প্রযোজ্য॥ ১৩

পুট-পাকের কল্পনা। ভূশয় (ব্যাঙ, গোসাপ প্রভৃতি), প্রসহ (গোগর্দ্দভাদি) ও আনূপ (মহামৃগ বারিচর প্রভৃতি) জন্তুগণের মেদ মজ্জা বসা ও মাংস এবং জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্য এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা স্নেহন পুটপাক কল্পনা করিবে॥ ১৪

জাঙ্গল মৃগ (হরিণ প্রভৃতি) ও পক্ষির যকৃৎ মাংস এবং মুক্তা লৌহ তাম্র সৈন্ধব স্রোতোঞ্জন শঙ্খ সমুদ্রফেন ও হরিতাল এই সমস্ত দ্রব্য মস্তুদ্বারা পেষণ করিয়া লেখন পুটপাক এবং মৃগ-পক্ষির যকৃৎ মজ্জা বসা অন্ত্র হৃদয় মাংস মধুরবর্গোক্তদ্রব্য ও ঘৃত স্তনদুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রসাদন পুটপাক প্রস্তুত করিবে॥ ১৫।১৬

মাংস ও ভেষজকল্ক প্রত্যেকে একপল পরিমাণে লইয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে ঐ পিণ্ড স্নেহন পুটপাকার্থ এরণ্ড পত্রদ্বারা, লেখন পুটপাকার্থ বটপত্র দ্বারা এবং প্রসাদন পুটপাকার্থ পদ্মপত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া উহাতে মৃত্তিকাদ্বারা (বৃদ্ধ বৈদ্যগণের মতে কৃষ্ণমৃত্তিকাদ্বারা) দুই অঙ্গুলি স্থূল প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে পিণ্ডটী স্নেহনাদি পুটপাক ভেদে ধাওয়া, ধামনীকাষ্ঠ বা গোময় অগ্নিতে পুটপাক করিবে। (স্নেহন পুটপাকার্থ ধাওয়া কাষ্ঠের অগ্নিতে, লেখন পুটপাকার্থ ধামনী কাষ্ঠের অগ্নিতে ও প্রসাদন পুটপাকার্থ গোময় অগ্নিতে পুটপাক করিতে হয়।) পিণ্ডটী যখন অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে তখন সম্যক্ পক্ব হইয়াছে জানিয়া অগ্নি হইতে উত্তোলিত করিবে এবং পত্রাদি ত্যাগ করিয়া বস্ত্রদ্বারা নিঙড়াইয়া উহার রস গ্রহণ করিবে। এই রস নেত্রে তর্পণবৎ প্রয়োগ করিবে। লেখন পুটপাক একশত মাত্রা, স্নেহন দুইশত মাত্রা এবং প্রসাদন তিনশত মাত্রা কাল ধারণ করিবে। প্রসাদন পুটপাক শীতল এবং স্নেহন ও লেখন পুটপাক ঈষদুষ্ণ ব্যবহার্য্য॥ ১৭—১৯

স্নেহন ও লেখন পুটপাক গ্রহণের পর স্নেহেরিত কফ শান্তির জন্য ধূমপান করিবে। ইহাদের সম্যক্ যোগ অযোগ ও অতিযোগ লক্ষণ, তর্পণের ন্যায় জানিবে। নস্যের অযোগ্য ব্যক্তিকে তর্পণ ও পুটপাক প্রয়োগ করিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত তর্পণ ও পুটপাক গ্রহণ করিবে, তাহার দ্বিগুণকাল পর্য্যন্ত হিতভোজী হইবে। রাত্রিকালে মালতী ও মল্লিকা পুষ্পদ্বারা চক্ষু বাঁধিয়া রাখিবে॥ ২০।২১

নস্য অঞ্জন ও তর্পণাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে চক্ষুর সামর্থ্যের জন্য চেষ্টা করিবে। কারণ দৃষ্টি নষ্ট হইলে বিবিধরূপ জগৎ কেবল একমাত্র তমোময় রূপ ধারণ করে॥ ২২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা যন্ত্রবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥১

শরীরের নানাস্থানে নিবিষ্ট নানাপ্রকার শল্যের আকর্ষণ ও দর্শনে যে উপায়, অর্শঃ ভগন্দর প্রভৃতি রোগে শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিলে তৎসমীপবর্ত্তী স্বস্থ স্থান সমূহের শল্যবাধা হইতে রক্ষার যে উপায় ও বস্তিনস্যাদি কর্ম্মের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহাদিগকে এবং ঘটিকা অলাবু শৃঙ্গ ও জাম্ববৌষ্ঠ সন্দংশ প্রভৃতিকে যন্ত্র কহে॥ ২।৩

অনেক প্রকার আকৃতি ও কার্য্য বিশিষ্ট বিবিধ যন্ত্র আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যানুসারে যন্ত্রের কল্পনা করিবে। এস্থলে স্থূল স্থূল যন্ত্রের উল্লেখ করিব। স্থূলযন্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি প্রয়োজনমত শেষ সূক্ষ্ম যন্ত্রের উৎপাদনে সমর্থ হইবেন॥ ৪

স্বস্তিকযন্ত্র। যে পার্শ্বদ্বারা ধরিয়া শল্য উদ্ধার করা হয় সেই পার্শ্বকে যন্ত্রের মুখ কহে। স্বস্তিক যন্ত্র সমূহের মুখ কঙ্ক (হাড়গিলা) সিংহ ভল্লুক কাক গৃধ্র ও হরিণ প্রভৃতি পশু-পক্ষির মুখের ন্যায় করিতে হয়। আর ঐ পশুপক্ষীর নামানুসারে যন্ত্রের নামকরণ হইয়া থাকে। যেমন কঙ্কমুখ সিংহমুখ প্রভৃতি। স্বস্তিক যন্ত্র সকল অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও প্রায়ই লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহাদের কণ্ঠদেশ কীলদ্বারা আবদ্ধ থাকে, এই কীলের প্রান্তভাগ মসূরের ন্যায় চেপ্টা। যন্ত্রের মূলভাগ (ধরিবার স্থান) অঙ্কুশের ন্যায় বক্র। এই স্বস্তিক যন্ত্রদ্বারা অস্থিগত শল্য আহরণ করা হয়॥ ৫—৭

সন্দংশ যন্ত্র (সাঁড়াশী)। এই যন্ত্র দুই প্রকার। এক প্রকার মসূরপ্রান্ত কীলদ্বারা বদ্ধ, অপর একপ্রকার বিমুক্তমুখ (একপ্রান্তে সংযুক্ত), ইহা ষোড়শাঙ্গুলি দীর্ঘ। এই সন্দংশ-যন্ত্র ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসগত শল্যের আহরণার্থ ব্যবহৃত হয়। আর এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র আছে, তাহা ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ, সূক্ষ্মশল্য (নাসারোমাদি) ও বর্ত্মাদিগত শল্য হরণার্থ ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥

মুচুণ্ডী। মুচুণ্ডী নামক যন্ত্র সূক্ষ্মদন্তবিশিষ্ট, সরল (অবক্র) ও মূলভাগে রুচক (অঙ্গুরীয়ক) দ্বারা বেষ্টিত। ইহা দ্বারা গম্ভীর ব্রণের মাংস ও ছিন্নাবশিষ্ট অর্শ্ম উদ্ধৃত করা যায়॥ ৮।৯

তালযন্ত্র। ইহা দুই প্রকার; মৎস্যগলতালবৎ একতালক ও দ্বিতালক। দ্বিতালক যন্ত্র দুই পার্শ্বে মৎস্যমুখসদৃশ ও একতালক যন্ত্র এক পার্শ্বে মৎস্যমুখ সদৃশ। ইহা ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ। এই যন্ত্রদ্বয় কর্ণগত ও নাড়ীব্রণস্থ শল্য আহরণার্থ ব্যবহৃত হয়॥ ১০

নাড়ীযন্ত্র। নাড়ীযন্ত্র সমূহ বস্তিনেত্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র এবং একমুখ বা অনেক মুখবিশিষ্ট। ইহা দ্বারা কর্ণাদি-স্রোতোগত শল্যের দর্শন, কণ্ঠাদি-স্রোতোগত রোগের দর্শন, শস্ত্রক্ষারাগ্নিব্যাহত স্থানের প্রক্ষালন, ঔষধ প্রণিধানাদির সৌকর্য্য এবং বিষদিগ্ধ অঙ্গাদির আচূষণ এই সকল

ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। নাড়ীযন্ত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তার ও স্থূলত্ব স্রোতোরন্ধ্রের পরিমাণানুসারে করিতে হইবে॥ ১১।১২

দশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ ও পাঁচ অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট নাড়ীযন্ত্র, কণ্ঠাভ্যন্তরস্থ শল্যের দর্শনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চমুখচ্ছিদ্রা নাড়ী চতুষ্কর্ণবিশিষ্ট বারঙ্গের সংগ্রহার্থ এবং ত্রিমুখচ্ছিদ্রা নাড়ী দ্বিকর্ণবারঙ্গের সংগ্রহার্থ ব্যবহৃত হয়। (শরাদি দণ্ড প্রবেশ যোগ্য শিখাকার কীলককে বারঙ্গ কহে)॥ ১৩

বারঙ্গ কর্ণের আকৃতি পরিধি ও দীর্ঘতা অনুসারে নাড়ীর আকারাদি হইবে। শরীরান্তর্গত শল্যের দর্শনার্থ এই প্রকার অপর নাড়ীও প্রস্তুত করিবে॥ ১৪

শল্যনির্ঘাতিনী নাড়ী। দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ তিন অঙ্গুলি প্রশস্ত ছিদ্রযুক্ত এবং মুখ ভাগে পদ্মকর্ণিকার আকৃতি বিশিষ্ট নাড়ীকে শল্যনির্ঘাতিনী কহে। ইহা শল্যনির্ঘাতনার্থ ব্যবহৃত হয়॥ ১৫

অর্শোযন্ত্র। ইহা গোস্তনাকার, চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ও পাঁচ অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের ছয় অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট। অর্শোরোগ দেখিবার জন্য দ্বিচ্ছিদ্র (উভয়পার্শ্বে ছিদ্রযুক্ত) যন্ত্র এবং শস্ত্রক্ষারাদি প্রয়োগের জন্য একছিদ্র যন্ত্র ব্যবহার্য্য। যন্ত্রমধ্যে ছিদ্র ৩ অঙ্গুলি দীর্ঘ, পরিধি অঙ্গুষ্ঠোদর বিস্তৃত। যন্ত্রের উপরে অর্দ্ধাঙ্গুল উন্নত একটী কর্ণিকা নিবদ্ধ থাকে। অর্শঃপীড়ন করিবার জন্য আর এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে শমীযন্ত্র কহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের ন্যায় কেবল ছিদ্রবিহীন।

ভগন্দর যন্ত্র। ইহাও অর্শোযন্ত্রের ন্যায়। ইহাতে ওষ্ঠ থাকিবে না। তবে অর্শোযন্ত্রে যে কর্ণিকা আছে, তাহা ছিদ্র হইতে ঊর্দ্ধে অর্দ্ধাঙ্গুল অপনয়ন করিবে॥ ১৬—১৮

নাসাযন্ত্র। নাসার্ব্বুদ ও নাসার্শঃ চিকিৎসার জন্য এক ছিদ্রবিশিষ্ট, দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তর্জ্জনীর ন্যায় স্থূল নাসাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা ভগন্দর যন্ত্রের ন্যায় ওষ্ঠরহিত॥ ১৯

অঙ্গুলিত্রাণক যন্ত্র। ইহা হস্তিদন্ত বা কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই যন্ত্র চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং অর্শোযন্ত্রের ন্যায় দ্বিচ্ছিদ্র ও গোস্তনাকৃতি হইবে। ইহাদ্বারা মুখ ব্যাদান করা যায়। দন্তাঘাত হইতে অঙ্গুলিকে রক্ষা করে বলিয়া এই যন্ত্রের নাম অঙ্গুলিত্রাণক॥ ২০

যোনিব্রণেক্ষণ যন্ত্র। ইহা দ্বারা যোনির অভ্যন্তরস্থক্ষতাদি দর্শন করা যায় বলিয়া ইহাকে যোনিব্রণেক্ষণ যন্ত্র কহে। এই যন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ, মধ্যে সুষির, মুদ্রাবদ্ধ (শলাকা চতুষ্টয়ের উপর একটী আংটীর মত থাকে, ইহা ইচ্ছামত সরাইয়া দেওয়া যায়), চারিখণ্ডে বিভক্ত (এই খণ্ড চতুষ্টয় মিলাইলে দেখিতে নাড়ীযন্ত্রের ন্যায় হয়) ও পদ্মের কোরকের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট, ইহার মূলদেশে চারিটী শলাকা চাঁপিলে (কোরকাকৃতি) মুখ বিকসিত হইয়া থাকে॥ ২১

নাড়ীব্রণের অভ্যঙ্গ ও প্রক্ষালন নিমিত্ত দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রদ্বয় ৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও বস্তিযন্ত্রের ন্যায় বৃত্ত বা গোপুচ্ছাকৃতি বিশিষ্ট। ইহাদের ছিদ্র মূলে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এবং মুখে কলায় প্রমাণ হইয়া থাকে। বস্তিযন্ত্রের অগ্রভাগে যেমন কর্ণিকা থাকে ইহাতে সেরূপ কর্ণিকা থাকে না; তবে মূলভাগে যে কোমল চর্ম্মের থলি (বস্তিপুটাধার) থাকে, তাহা বাঁধিবার জন্য দুইটী কর্ণিকা কৃত হইয়া থাকে॥ ২২

দকোদর যন্ত্র। জলোদর হইতে জল স্রাবণার্থ উভয় মুখ বিশিষ্ট নলিকা বা ময়ূরপুচ্ছের নল ব্যবহার করিবে।

ধূমযন্ত্র বা বস্ত্যাদি যন্ত্র সমূহ ধূমপানাদি অধ্যায়ে যথাযথ উল্লিখিত হইয়াছে॥ ২৩

শৃঙ্গযন্ত্র। দূষিত রক্ত ও দুষ্টস্তন্যাদির চূষণ নিমিত্ত শৃঙ্গযন্ত্র ব্যবহার্য্য। ইহা ১৮ অঙ্গুল দীর্ঘ ত্র্যঙ্গুলবিস্তার মুখ বিশিষ্ট, প্রান্তভাগে সর্ষপপ্রমাণ ছিদ্রযুক্ত, সম্যক্ বদ্ধ ও স্তনাগ্রের আকৃতির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট॥ ২৪

অলাবুযন্ত্র। ১২ অঙ্গুল দীর্ঘ ও আঠার ১৮ অঙ্গুলি স্থূল একটী শূন্যগর্ভ শুষ্ক লাউকে অলাবুযন্ত্র কহে। ইহার মুখ গোলাকার এবং তিন বা চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত। অলাবু যন্ত্রের মধ্যে প্রদীপ্ত বর্ত্তি রাখিয়া উহা রোগস্থানের উপর বসাইয়া দিতে হয়। ইহাদ্বারা দূষিত কফ ও রক্ত আকর্ষণ করা হয়॥ ২৫

ঘটীযন্ত্র। গুল্মের বিলয়ন ও উন্নমন কার্য্যে ঘটীযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ঘটীযন্ত্রের প্রয়োগ ও আকার অলাবুযন্ত্রের ন্যায় জানিবে। ইহাদ্বারাও দুষ্টশ্লেষ্মরক্ত অপহৃত হইয়া থাকে॥ ২৬

শলাকাযন্ত্র। শলাকাযন্ত্র সমূহ নানা প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট ও নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কার্য্যানুসারে ইহাদের যথাযোগ্য প্রমাণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গণ্ডূপদের (কেঁচোর) ন্যায় মুখ বিশিষ্ট দুইপ্রকার শলাকা নাড়ীব্রণের শোষ অন্বেষণের নিমিত্ত ব্যবহার করা যায়। আর স্রোত হইতে শল্য আহরণের নিমিত্ত দুই প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়, ইহারা ৮।৯ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও মসুর দলের ন্যায় মুখবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৭।২৮

শঙ্কুযন্ত্র। শঙ্কুযন্ত্র ছয় প্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার ষোড়শ বা দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ এবং সর্পফণার ন্যায় মুখ বিশিষ্ট। ইহারা ব্যূহনকার্য্যে (শল্যের উর্দ্ধীকরণে) ব্যবহৃত হয়। আর দুই প্রকার দশ বা দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ শঙ্কু চালন কার্য্যে ব্যবহার করা যায়, ইহাদের মুখ শরপুঙ্খ (কাণ্ডবাজ) সদৃশ। আর দুইপ্রকার শঙ্কু বড়িশের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, ইহারা শল্যের আহরণ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥ ২৯

গর্ভশঙ্কু। শঙ্কুযন্ত্র অগ্রভাগে বক্র ও অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ হইলে তাহাকে গর্ভশঙ্কু কহে। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের মূঢ়গর্ভ আকর্ষণ করা যায়॥ ৩০।৩১

সর্পফণাখ্যযন্ত্র। অশ্মরীর আহরণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার মুখ সর্পফণার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে সর্পফণাখ্য যন্ত্র কহে।

শরপুঙ্খমুখযন্ত্র। শরপুঙ্খ (বাজপক্ষী বিশেষ) সদৃশ মুখবিশিষ্ট ও চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ যন্ত্র দ্বারা চলদন্ত বা ক্রিমিভক্ষিত দন্ত উৎপাটন করা যায়॥ ৩২

শলাকাযন্ত্র। ক্ষার ও ক্লেদাদির ধাবনার্থ ছয়প্রকার শলাকাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অগ্রভাগে পাগড়ীর ন্যায় কার্পাস তুলা জড়ান থাকে। সামীপ্য ও দূরতানুসারে গুহ্যদেশে দশ ও দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ, নাসিকায় ছয় ও সপ্ত অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং কর্ণে আট ও নয় অঙ্গুলি দীর্ঘ শলাকা প্রয়োগ করা যায়। কর্ণশোধন যন্ত্রের প্রান্তভাগ অশ্বত্থপত্রসদৃশ এবং মুখ স্রুবের ন্যায় হইয়া থাকে॥ ৩৩।৩৪

স্থূল সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ তিনপ্রকার শলাকা ও তিনপ্রকার জাম্ববৌষ্ঠ যন্ত্র ক্ষার প্রয়োগে ও অগ্নিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে যে শলাকা ব্যবহৃত হয় তাহার দণ্ড মধ্যভাগ

হইতে উর্দ্ধদেশে বৃত্তাকার এবং মূলে অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ। আর যে শলাকার মুখ কোলাস্থি খণ্ড সদৃশ (কুলের আঁটির আধ খানার মত) তাহা দ্বারা নাসার্শ ও নাসার্ব্বুদ দাহ করা যায়॥ ৩৫।৩৬

ক্ষার-ঔষধ প্রয়োগার্থ নিম্নমুখ এবং কনিষ্ঠ মধ্যম ও অনামিকা অঙ্গুলির নখের সমান প্রমাণ বিশিষ্ট তিন প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়॥ ৩৭

মেঢ্রশোধন (উত্তরবস্তি) ও অঞ্জন নাবনাদি প্রয়োগার্থ যথোপযুক্ত যন্ত্র কথিত হইয়াছে॥ ৩৮

অণুযন্ত্র। অয়স্কান্ত রজ্জু বস্ত্র প্রস্তর মুদগর রেশম অন্ত্র (তাঁত) জিহ্বা কেশ শাখা নখ মুখ দাঁত কাল পাক হস্ত পাদ ভয় ও হর্ষ ইহাদিগকে অণুযন্ত্র কহে। উপায়বিৎ চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ঘাতনাদি ব্যাপারে এই সকল অণুযন্ত্র ব্যবহার করিবেন॥ ৪০

যন্ত্রকর্ম্ম। নির্ঘাতন (তাড়ন), উন্মথন (উন্মূলন), পূরণ, মার্গশুদ্ধি, সংব্যূহন (উর্দ্ধীকরণ), আহরণ, বন্ধন, পীড়ন, আচূষণ, উন্নমন, নাময়ন, চাল, ভঙ্গ, ব্যাবর্ত্তন (ভিতরে ঘুরান) ও ঋজুকরণ এই সকল কার্য্য যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়॥ ৪১

কঙ্কমুখযন্ত্র শরীর প্রদেশে সুখে অবগাহন (প্রবেশ) করিয়া গ্রাহ্য শল্যকে সহজে গ্রহণ করিয়া উদ্ধার করে, ইহাকে শরীরের সকল অংশেই প্রয়োগ করা যায় এবং ইচ্ছামত নিবর্ত্তন (ব্যাবর্ত্তন, ঘুরান ফিরান) করা যায় বলিয়া যন্ত্র সকলের মধ্যে কঙ্কমুখই প্রধান বলিয়া জানিবে॥৪২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা শস্ত্রবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

সাধারণতঃ শস্ত্রসকল ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ষড়্‌বিংশতি সংখ্যক হইয়া থাকে। কর্ম্মকুশল কর্ম্মকার দ্বারা সুধ্মাত সুতীক্ষ্ণ ও আবর্ত্তিত লৌহে এই সকল শস্ত্র প্রস্তুত করাইবে। শস্ত্র সকল সুরূপ, সুধার, লোমচ্ছেদনে সমর্থ, সুখগ্রাহী, অকরাল (সুদর্শন), সমাহিতমুখাগ্র (সুন্দর ফলা বিশিষ্ট), নীলোৎপলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ও নাম সদৃশ রূপবিশিষ্ট হইবে। ইহাদিগকে সর্ব্বদা আপনার সমীপে রাখিবে। শস্ত্র সমূহের ফলা নিজ পরিমাণের অষ্টমাংশ হইবে। এই শস্ত্র স্থান বিশেষে ২।৩টী পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥ ২—৫

মণ্ডলাগ্রশস্ত্র। শস্ত্র সমূহের মধ্যে মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের ফলের (মুখাগ্রভাগের) আকৃতি তর্জ্জনীর অন্তর্নখ সদৃশ। পোথকী ও শুণ্ডিকা প্রভৃতি রোগে লেখন ও ছেদনার্থ ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৬

বৃদ্ধিপত্র। ইহা ক্ষুরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং ছেদন ভেদন ও উৎপাটন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সরলাগ্র বৃদ্ধিপত্র উন্নত শোথে এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে নতাগ্র বৃদ্ধিপত্র গম্ভীর শোথে প্রয়োগ করিতে হয়॥ ৭

উৎপল পত্র ও অধ্যর্দ্ধধার শস্ত্র। এই শস্ত্রদ্বয় যথাক্রমে দীর্ঘমুখ ও হ্রস্বমুখ হইয়া থাকে অর্থাৎ উৎপলপত্র দীর্ঘমুখ এবং অধ্যর্দ্ধধার হ্রস্বমুখ। ইহারা ছেদন ও ভেদন কার্য্যে ব্যবহার্য্য।

সর্পাস্য। ইহার আকৃতি সর্পের মুখের ন্যায়। ইহার ফলা অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত। নাসার্শঃ ও কর্ণার্শঃ ছেদনে সর্পাস্য শস্ত্র প্রয়োজ্য। ভেদনার্থও ইহা ব্যবহার করা যায়॥ ৮

এষণী। নালীঘায়ের শোষ জানিবার জন্য এষণী নামক শস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা মল-স্পর্শ ও গণ্ডুপদের (কেঁচোর) মুখের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। আর এক প্রকার এষণী নাড়ীব্রণের গতি ভেদন করিবার জন্য ব্যবহার করা যায়। ইহা সূচীমুখ ও মূলভাগে ছিদ্রবিশিষ্ট।

বেতসপত্র শরারিমুখ ও ত্রিকূর্চ্চক। বেতসপত্র নামক শস্ত্র ব্যধন কার্য্যে ব্যবহার্য্য। ইহা ছয় অঙ্গুলি পরিমিত। শরারিমুখ ও ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্রদ্বয় ব্রণের স্রাব কার্য্যে ব্যবহৃত হয়॥ ৯।১০

কুশাটা। কুশাটা নামক শস্ত্র মুখব্রণের স্রাবণার্থ প্রযুক্ত হয়। শরারিমুখ ও কুশাটা শস্ত্রের ফল দুই অঙ্গুল পরিমিত।

অন্তর্মুখ অর্দ্ধচন্দ্রমুখ ও ব্রীহিমুখ শস্ত্র। অন্তর্মুখ শস্ত্র কুশাটা শস্ত্রের ন্যায়। ইহার ফল দেড় অঙ্গুলি পরিমিত। অর্দ্ধচন্দ্রমুখ শস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ হইয়া থাকে। ইহাও কুশাটা শস্ত্রের ন্যায় স্রাবণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ব্রীহিমুখ শস্ত্র দেড় অঙ্গুলি ফলবিশিষ্ট। ইহা সিরা ও উদর বেধনার্থ ব্যবহৃত হয়॥ ১১।১২

কুঠারী শস্ত্র। ইহার দণ্ড বিস্তীর্ণ এবং মুখ গোদন্তসদৃশ ও অর্দ্ধাঙ্গুলমিত। কুঠারী শস্ত্র দ্বারা অস্থির উপরিস্থ শিরা বিদ্ধ করা যায়॥ ১৩

শলাকাশস্ত্র। ইহা তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়। শলাকা দুই মুখবিশিষ্ট। ইহার মুখের আকৃতি রক্ত ঝিণ্টি পুষ্পের মুকুলের ন্যায় জানিবে। লিঙ্গনাশ নামক নেত্ররোগ বিদ্ধ করিতে এই শস্ত্র ব্যবহার করা যায়।

অঙ্গুলিশস্ত্র। অঙ্গুলিশস্ত্রের ফল ভাগ অর্দ্ধাঙ্গুল দীর্ঘ; ইহা দেখিতে বৃদ্ধিপত্র বা মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের ন্যায়। অঙ্গুলিশস্ত্রের মুখ মুদ্রিকার (অঙ্গুরীয়ের) ভিতর হইতে বহির্গত। বৈদ্যের তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্বের প্রমাণ দ্বারা মুদ্রিকার প্রমাণ স্থির করিবে। এই শস্ত্র দ্বারা গলস্রোতোগত রোগের ছেদন ও ভেদন কার্য্য সাধিত হয়। ইহা প্রয়োগ কালে দীর্ঘ সূত্র দ্বারা মণিবন্ধে বান্ধিতে হয়॥ ১৪—১৬

বড়িশশস্ত্র। ইহার মুখ অঙ্কুশের ন্যায় বক্র; ইহা দ্বারা শুণ্ডিকা অর্ম্ম প্রভৃতি রোগ ধৃত হইয়া থাকে॥ ১৭

করপত্র। এই শস্ত্র খরধারবিশিষ্ট এবং দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও দুই অঙ্গুলি বিস্তৃত। করপত্রের বা করাতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দন্ত থাকে এবং মুষ্টিবন্ধন (বাঁট) সুবদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৮

কর্ত্তরী (কাতারি)। ইহা দেখিতে কাঁচির ন্যায়; স্নায়ু সূত্র ও কেশ ছেদনার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়॥ ১৯

নখশস্ত্র (নরুণ)। ইহার এক মুখ বক্র অন্য মুখ ঋজুধার। ৯ অঙ্গুলি দীর্ঘ। নরুণ দ্বারা সূক্ষ্মশল্য কণ্টকাদির উদ্ধরণাদি, এবং নখ ছেদন, ভেদন প্রচ্ছন লেখন প্রভৃতি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে॥ ২০

দন্তলেখন শস্ত্র। ইহা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। দন্তলেখন শস্ত্রের একদিকে ধার ও অন্য দিক আবদ্ধ। ইহা দ্বারা দন্তশর্করা শোধন (লেখন) করা যায়॥ ২১

সূচীশস্ত্র ও কূর্চ্চশস্ত্র। সূচীশস্ত্র সীবন কার্য্যে অর্থাৎ সেলাই করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সূচী তিনপ্রকার। সূচী সমূহ বর্ত্তুলাকার এবং ইহাদের পাশবন্ধন স্থান দৃঢ় ও গূঢ়। শরীরের মাংসল স্থানে ত্রিকোণ মুখবিশিষ্ট ও তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ সূচী ব্যবহৃত হয়। অল্প মাংস স্থানে এবং সন্ধি ও অস্থির উপরিস্থিত ব্রণের সীবনার্থ দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ সূচী প্রয়োগ করা যায়। পক্বাশয় আমাশয় ও মর্ম্ম স্থানের ব্রণ সীবনার্থ ধনুকের ন্যায় বক্র, ব্রীহিসদৃশ মুখ বিশিষ্ট ও সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুল (আড়াই অঙ্গুলি দীর্ঘ) সূচী ব্যবহৃত হয়।

সূচীকূর্চ্চশস্ত্র।—চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ গোলাকার ৭।৮টী সূচী সমতল কোন কাষ্ঠফলকে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইলে তাহাকে সূচীকূর্চ্চশস্ত্র কহে। ইহা নীলিকা ব্যঙ্গ কেশশাতন ইন্দ্রলুপ্ত ও শ্বিত্র প্রভৃতি রোগে কুট্টনার্থ প্রযুক্ত হয়॥ ২২—২৪

খজশস্ত্র। অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত মুখ বিশিষ্ট বৃত্তাকার আটটী কণ্টক দ্বারা নির্ম্মিত শস্ত্রকে খজ কহে। এই খজশস্ত্র হস্ত দ্বারা বিলোড়িত করিয়া নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব করাইবে॥ ২৫

কর্ণবেধনশস্ত্র। কর্ণপালী বিদ্ধ করিবার জন্য যূথিকা নামক শস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার মুখ মুকুলের (যূথিকাকোরকের) ন্যায় জানিবে॥ ২৬

আরাশস্ত্র। এই শস্ত্রের মুখ অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ ও গোলাকার এবং সেই গোলাকারের ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ শেষ ভাগ চতুষ্কোণবিশিষ্ট। ইহা অর্দ্ধাঙ্গুল প্রবেশযোগ্য। পক্ক বা অপক্ক সন্দেহ হইলে ব্রণ শোথ এই আরাশস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিবে। অতি মাংসল কর্ণপালীও এই শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিতে হয়। স্থূল ব্যক্তির মাংসল কর্ণপালী বিদ্ধ করিবার জন্য কর্ণবেধনী নামিকা সূচীও ব্যবহৃত হয়। এই সূচী প্রান্তভাগ হইতে ত্রিভাগ সচ্ছিদ্র ও তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ॥ ২৮

অনুশস্ত্র। জলৌকা, ক্ষার, অগ্নি, কাচ (কেহ বলেন— কেশ), প্রস্তর ও নখ অয়স্কান্ত শাকপত্র প্রভৃতি লৌহ বর্জ্জিত শস্ত্রদ্বারা ও এবংবিধ অন্য যন্ত্রদ্বারা শস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহাদিকে অনুশস্ত্র কহে। এইরূপ অপরাপর শস্ত্রযন্ত্রাদি কল্পনা করিয়া তাহাদের যথাযোগ্য প্রয়োগ নিরূপণ করিবে॥২৯

শস্ত্রকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিংশতি প্রকার শস্ত্রের কার্য্য কথিত হইতেছে, যথা—উৎপাটন, পাটন, সীবন, এষণ, লেখন, প্রচ্ছন্ন, কুট্টন, ছেদন, ভেদন, বেধন, মন্থন, গ্রহণ ও দহন॥ ৩০

শস্ত্রদোষ। কুণ্ঠতা (ভোঁতা), খণ্ডত্ব (ভাঙ্গা), অতিসূক্ষ্মত্ব, অতিস্থূলত্ব, অতিহ্রস্বত্ব, অতি দীর্ঘতা, বক্রত্ব ও খরধারত্ব (কর্কশধার) এই আটটী শস্ত্রের দোষ।

শস্ত্রধারণ বিধি। প্রয়োগ কালে কোন শস্ত্র কি রূপে ধারণ করিতে হয় তাহা কথিত হইতেছে। ছেদন, ভেদন ও লেখন কার্য্যে শস্ত্র সমূহ, তর্জ্জনী মধ্যম ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি দ্বারা বৃন্ত ও ফলের মধ্যে ধরিবে। বিস্রাবণ শস্ত্র সকল তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বৃন্তাগ্রে (বাঁটের অগ্রভাগে) ধরিয়া বিস্রাবণ করিবে। ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্রের বৃন্তাগ্র করতলে আচ্ছাদিত রাখিয়া উহার মুখের নিকট ধরিয়া কার্য্য করিবে। আহরণার্থ শস্ত্র সকল মূল ভাগে ধারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর অস্ত্র শস্ত্র সমূহ কার্য্যের সুবিধা বুঝিয়া যথাস্থানে ধারণ করিবে অর্থাৎ যে শস্ত্র যেরূপে ধরিলে কার্য্য সহজ সাধ্য হয় সেই শস্ত্র সেইরূপে ধরিবে॥ ৩৪

শস্ত্রকোশ। ৯ অঙ্গুলি বিস্তৃত ও ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ ঘনাবয়ব শস্ত্রকোশ (শস্ত্র রাখিবার জন্য খাপ) প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষৌম বস্ত্র, কৌষেয় (কোষজ) বস্ত্র, মেষলোম বা মৃদু চর্ম্মে প্রস্তুত করা হয়। এই কোশ বিন্যস্তপাশ (সূচীদ্বারা সূতা বসান), সুস্যূত, কোশের অভ্যন্তর মেষ লোম দ্বারা ব্যাপ্ত ও শলাকাপিহিত মুখ হইবে। শস্ত্রকোশের অভ্যন্তরে শস্ত্র সকল মেষ লোমের মধ্যস্থিত হইয়া পরস্পর পৃথক্ ভাবে থাকিবে। ৩৫।৩৬

সুকুমার বালক ভীরু দুর্ব্বল স্ত্রীলোক ও রাজা প্রভৃতি সুখি-ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাবণার্থ জলৌকা প্রয়োগ করিবে॥ ৩৭

জলৌকা দুই প্রকার, সবিষ ও নির্বিষ। সবিষ জলৌকা প্রয়োগ বিপজ্জনক বলিয়া প্রথমে তাহাদের লক্ষণ বলা যাইতেছে। দুষ্ট জল এবং মৃত মৎস্য ভেক সর্প প্রভৃতির পচন এবং তাহাদের মূত্রপুরীষাদি হইতে উদ্ভূত জলৌকা সকল সবিষ। বিষজ জলৌকা সমূহ রক্ত, শ্বেত বা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, চপল, স্থূল, পিচ্ছিল, ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণের ঊর্দ্ধ রেখা দ্বারা চিত্রিত ও লোমশ হইয়া থাকে। সবিষ জলৌকা প্রয়োগ করিলে কণ্ডু পাক জ্বর ভ্রম ও দাহ মূর্চ্ছাদি উপদ্রব উপস্থিত হয় সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। মোহবশতঃ যদি ইহা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে বিষ পিত্ত ও রক্ত দুষ্টি নাশক চিকিৎসা করিবে। নির্ব্বিষ জলৌকা সকল বিশুদ্ধ জলে জন্মে। ইহারা দেখিতে শৈবালের ন্যায় শ্যাববর্ণ, বৃত্ত (গোলাকৃতি), নীলবর্ণ, ঊর্দ্ধরেখাবিশিষ্ট, কষায়পৃষ্ঠ (বটাদির বল্কল সদৃশ বর্ণ), সূক্ষ্ম দেহ এবং কিঞ্চিৎ পীত বর্ণ উদর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। নির্ব্বিষ জলৌকা রক্ত মোক্ষণার্থ প্রযোজ্য॥ ৩৮—৪০

কেবল যে সবিষ জলৌকা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে, নির্ব্বিষ জলৌকা রক্তমত্তা হইলে তাহাদিগকেও ত্যাগ করিবে। যে সকল জলৌকা নিরন্তর প্রয়োগ হেতু দুষ্টরক্ত প্রচুর পরিমাণে পান করে অথচ তাহা সম্যক্ বমন করে না, তাহাদিগকে রক্তমত্তা কহে। ইহাদের লক্ষণ—জলে ফেলিলে রক্তমত্তা জলৌকা অবসন্ন হইয়া পড়ে॥ ৪১

উক্তরূপ পরীক্ষার পর নির্দ্দোষ জলৌকা হরিদ্রাকল্ক যুক্ত জলে বা কাঁজিতে কিংবা তক্রে পরিপ্লুত করিয়া এবং নির্ম্মল জলে আশ্বাসিত করিয়া যথাস্থানে লাগাইবে। যদি সহজে না লাগে, তাহা হইলে পীড়িত স্থানে ঘৃত বিন্দু বা স্তনদুগ্ধবিন্দু লাগাইয়া দিবে, কিংবা মৃত্তিকা বিচূর্ণ দ্বারা সে স্থান রুক্ষ করিবে অথবা শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়া দিবে, তাহা হইলে জলৌকা লাগিবে। যখন দেখিবে জলৌকা উন্নতস্কন্ধ হইয়াছে তখনই বুঝিবে যে উহারা রক্তশোষণ করিতেছে। সেই সময়ে মক্ষিকাদির উপদ্রব নিবারণার্থ তাহাদিগকে সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে॥ ৪২।৪৩

এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে, দুষ্ট ও শুদ্ধ রক্ত একত্র মিশ্রিত থাকায় জলৌকা প্রথমে শুদ্ধরক্তই কেন পান করিবে না? সেই জন্য বলা হইতেছে যে, হংস যেমন জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধাংশই পান করে, জল পান করে না, সেইরূপ জলৌকাও দুষ্ট ও শুদ্ধ রক্ত মিশ্রিত থাকিলেও তন্মধ্য হইতে দুষ্ট রক্তই আকর্ষণ করিয়া থাকে। পশ্চাৎ শুদ্ধ রক্ত পান করে॥ ৪৪

জলৌকা-দষ্ট স্থানে তোদ বা কণ্ডু হইলে তখন এক একটি করিয়া জলৌকা মোক্ষণ করিবে, যদি জলৌকা রক্ত লোলুপ হইয়া না ছাড়ে তাহা হইলে উহার মুখে হরিদ্রাচূর্ণ বা লবণচূর্ণ

লাগাইয়া দিবে, তাহা হইলে ছাড়িয়া দিবে। পরে উহার গাত্র সূক্ষ্ম তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা অবকীর্ণ এবং মুখ তৈল লবণ দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া সম্যক্ রূপে বমন করাইবে॥ ৪৫

কৃতবমন জলৌকা সমূহকে রক্তমদ হইতে রক্ষা করিয়া সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত আর তাহাদিগকে রক্তমোক্ষণ কার্য্যে প্রয়োগ করিবে না। সম্যক্ বমনে উহাদের পূর্ব্ববৎ পটুতা ও দৃঢ়তা জন্মে কিন্তু অতি বমনে ক্লম বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আর দুর্ব্বান্ত হইলে অর্থাৎ অসম্যক্ বমিত হইলে স্তব্ধতা ও মত্ততা উপস্থিত হয়॥ ৪৬।৪৭

জলৌকা সমূহকে মৃত্তিকামিশ্র জলপূর্ণ ঘটে স্থাপন করিবে, এবং লালা মূত্র পুরীষাদির ক্লিন্নতা নিবারণার্থ তিন দিন বা পাঁচ দিন অন্তর উক্ত ঘট পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। বহুদিন একটী ঘটে জলৌকা রাখিলে তাহারা নির্ব্বিষ হইলেও লালাদির সম্পর্কে সবিষ হইয়া থাকে॥ ৪৮

অশুদ্ধ রক্ত অবশিষ্ট থাকিলে জলৌকা দষ্ট স্থান হরিদ্রা গুড় ও মধু দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। পরে শতধৌত ঘৃতে তুলা ভিজাইয়া তাহা দষ্টস্থানে বসাইয়া দিবে, এবং যষ্টিমধু চন্দন বেণামূল প্রভৃতি শীতবীর্য্য দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। দুষ্ট রক্তের নিঃসরণ হইলে সদ্যই শোথ শৈথিল্য দাহ প্রভৃতি রোগযন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে। অশুদ্ধ রক্ত স্বকীয় আশয় হইতে চালিত হইয়া ব্রণ-স্থানে গমন করে এবং পর্য্যুষিত হইয়া অম্লীভূত হয়, সেইজন্য পুনর্ব্বার উহা স্রাব করাইবে॥ ৪৯।৫০

রক্ত পিত্ত দ্বারা দূষিত হইলে ইহার স্রাবণার্থ অলাবু ও ঘটিকা যন্ত্র প্রয়োগ করিবে না। কারণ অলাবু ও ঘটিকা যন্ত্রস্থ অগ্নি সম্পর্কে পিত্ত ও রক্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। তবে কফ ও বায়ু দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করিবে।

রক্ত কফ দ্বারা দুষ্ট হইলে শৃঙ্গ দ্বারা নির্হরণ করিবে না। কারণ কফদুষ্ট রক্ত গাঢ় হয় বলিয়া অগ্নিসম্পর্কশূন্য শৃঙ্গযন্ত্র ঐ কফকে বিলীন করিতে পারে না। কিন্তু রক্ত বাতপিত্ত দ্বারা দূষিত হইলে তাহা শৃঙ্গ দ্বারা নির্হরণ করিবে॥ ৫১।৫২

রক্তমোক্ষণ করিবার পূর্ব্বে গাত্রপ্রদেশ (অর্থাৎ যে স্থানে রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে) বস্ত্র বা রজ্জু দ্বারা দৃঢ় ও সমভাবে বাঁধিয়া স্নায়ু সন্ধি অস্থি ও মর্ম্ম স্থান ত্যাগ করিয়া নিম্নদেশ হইতে উপর দিকে শস্ত্রপদ দ্বারা প্রচ্ছান করিবে (চিরিবে)। শস্ত্রপদ যেন গভীর কর্কশ অতিঘন ও বক্র না হয়। এবং শস্ত্রপাতের উপর শস্ত্রপদ করা না হয়॥ ৫৩।৫৪

প্রচ্ছান দ্বারা একদেশস্থিত রক্ত, জলৌকা দ্বারা গ্রন্থি অর্ব্বুদ প্রভৃতির গ্রথিত রক্ত, শৃঙ্গাদি দ্বারা সুপ্তস্থানের রক্ত এবং শিরাবেধন দ্বারা সর্ব্বশরীরের দূষিত রক্ত নির্হরণ করিবে॥ ৫৫

অথবা পিণ্ডিত রক্তে প্রচ্ছান, অবগাঢ় রক্তে জলৌকা, ত্বগ্‌গত রক্তে অলাবু শৃঙ্গ ও ঘটী যন্ত্র প্রয়োগ এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী রক্তে শিরাবেধ করিবে। কিংবা বাতাদিস্থান স্থিত রক্ত ক্রমশঃ শৃঙ্গ জলৌকা ও অলাবু দ্বারা আকর্ষণ করিবে। অর্থাৎ বাতাশয়স্থ রক্ত শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্তাশয়স্থ রক্ত জলৌকা দ্বারা এবং কফাশয়স্থ রক্ত অলাবু দ্বারা মোক্ষণ করিতে হইবে॥ ৫৬

স্রুতরক্ত ব্যক্তিকে শীতল প্রলেপাদি দিলে শৈত্যগুণে বায়ুর প্রকোপ হওয়ায় তাহার তোদ কণ্ডু ও শোথ হইতে পারে, এরূপ স্থলে উষ্ণ ঘৃত দ্বারা সেচন করিবে॥ ৫৭

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা সিরাব্যধবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ। যে রক্ত মধুর ও কিঞ্চিৎ লবণ রস, নাতিশীতোষ্ণ, অসংহত (দ্রব), রক্তপদ্ম ইন্দ্রগোপ কীট বা স্বর্ণসদৃশবর্ণবিশিষ্ট অথবা মেষ ও শশরক্ত তুল্য লোহিত বর্ণ তাহাকে শুদ্ধ রক্ত বলে। এই বিশুদ্ধ রক্ত দ্বারাই দেহের স্থিতি হইয়া থাকে। (এস্থলে বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা শুদ্ধ রক্তের অনেক প্রকার বর্ণ নির্দ্দেশিত হইল)॥ ২

এই বিশুদ্ধ রক্ত প্রায়ই পিত্তজনক (ক্ষারোষ্ণ তীক্ষ্ণাদি) এবং শ্লেষ্মজনক (মাষকলায় তিল প্রভৃতি) দ্রব্য দ্বারা প্রদূষিত হইয়া থাকে। পুরাকৃত দৈব এবং শরৎ কালের স্বভাবও রক্তদুষ্টির হেতু হইয়া থাকে। দূষিত রক্ত বিসর্প, বিদ্রধি, প্লীহা, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, মুখরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ, মদ, তৃষ্ণা, লবণাস্যতা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, কটু ও অম্লরসান্বিত উদ্গার এবং ভ্রম রোগ উৎপাদন করে। এতদ্ ব্যতীত যে সকল সাধ্য রোগ শীত উষ্ণ স্নিগ্ধ ও রুক্ষাদি ক্রিয়া দ্বারা সম্যক্ চিকিৎসিত হইলেও প্রশমিত হয় না, তাহাদিগকেও রক্তপ্রকোপজ বলিয়া জানিবে। এই সমস্ত রোগে উদ্রিক্ত রক্ত স্রাব করিবার জন্য শিরাবেধ করিবে॥ ৩—৬

ষোড়শ বৎসরের ন্যূন ও সপ্ততি বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির শিরাবেধ করিবে না। যাহারা অস্নিগ্ধ অস্বেদিত বা অতিস্বেদিত, কিংবা গর্ভিণী অথবা সূতিকাজীর্ণ তাহাদের এবং যাহারা বায়ু রোগ রক্তপিত্ত শ্বাস কাস অতিসার উদর বমি পাণ্ডু ও সর্ব্বাঙ্গশোথ রোগে পীড়িত তাহাদের শিরা মোক্ষণ করিবে না। স্নেহ পানের ও বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মের পর শিরাবেধ করিবে না। অবদ্ধা অনুত্থিতা ও তির্য্যগ্ ভাবে স্থিতা শিরা বেধ করিবে না। অতিশীতে অতি উষ্ণে প্রবল বাতে ও মেঘোদয় কালেও শিরাবেধ অবিধেয়। কিন্তু রোগ যদি আত্যয়িক (ভয়ঙ্কর) হয়, তাহা হইলে শীতোষ্ণাদির প্রতিকার করিয়া শিরাবেধ করিবে॥ ৭—৯

শিরোরোগে ও নেত্ররোগে ললাটের অপাঙ্গের বা নাসিকার সমীপস্থ শিরা বেধ করিবে। কর্ণরোগে কর্ণস্থ শিরা, নাসারোগে নাসিকার অগ্রভাগস্থ শিরা, পীনস রোগে নাসা ও ললাটের শিরা, মুখরোগে জিহ্বা ওষ্ঠ হনু ও তালুগত শিরা, জক্রর ঊর্দ্ধগত গ্রন্থিরোগে গ্রীবা কর্ণ শঙ্খ ও ললাটস্থ শিরা, উন্মাদে বক্ষঃ অপাঙ্গ ও ললাটস্থ শিরা, অপস্মারে হনুসন্ধিস্থিত বা সমস্ত হনুগত অথবা ভ্রূমধ্যস্থিত শিরা, বিদ্রধি ও পার্শ্বশূলে পার্শ্ব কক্ষা ও স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থিত শিরা, তৃতীয়ক জ্বরে স্কন্ধসন্ধিস্থ শিরা, চতুর্থক জ্বরে স্কন্ধের অধোগত শিরা, শূলযুক্ত প্রবাহিকা রোগে কটীর দুই অঙ্গুলি অন্তরে অবস্থিত শিরা, শুক্ররোগে ও মেঢ্ররোগে মেঢ্রস্থিত শিরা, গলগণ্ড ও গণ্ডমালা রোগে ঊরুস্থ শিরা, গৃধ্রসী রোগে জানুর চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে বা নিম্নে অবস্থিত শিরা, অপচীরোগে ইন্দ্রবস্তির দুই অঙ্গুলি নিম্নস্থ শিরা, সক্থি পীড়া ও ক্রোষ্টুশীর্ষক রোগে গুল্ফদেশের চারি অঙ্গুল উপরিস্থ শিরা, পাদদাহে, খুড্ডুকাবাতে, পাদহর্ষে, বিপাদিকায়, বাতকণ্টকে ও চিপ্পরোগে ক্ষিপ্রমর্ম্মের দুই অঙ্গুলি উপরিস্থ শিরা, এবং বিশ্বাচী রোগে গৃধ্রসীর ন্যায় জানুর চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ

বা অধোদেশের শিরা বেধ করিবে। বেধার্থ উক্ত শিরা সকলের অদর্শন হইলে ব্যাধি অনুসারে সমীপস্থ মর্ম্মবর্জ্জিত স্থানের অপর শিরা বিদ্ধ করিবে॥ ১০—১৮

শিরাবেধ করিবার পূর্ব্বে রোগিকে স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিবে। তৎপরে শিরাবেধ কার্য্যের উপযোগী দ্রব্য সমূহ সংগ্রহ করিয়া রোগিকে স্নিগ্ধ মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। অনন্তর কৃতস্বস্ত্যয়ন অগ্নি ও আতপে স্বিন্নগাত্র রোগী, জানুসম উচ্চ আসনে জানুর উপর কনুই রাখিয়া উপবিষ্ট হইলে মৃদু বস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তকের কেশান্ত ভাগ বান্ধিয়া দিবে। গ্রীবাদেশে বস্ত্র দিয়া সেই বস্ত্রের প্রান্তদ্বয় দুই মুষ্টি দ্বারা টানিয়া মন্যা শিরা দ্বয়কে প্রপীড়িত করিবে, সেই সময়ে দন্ত প্রপীড়ন উৎকাস গণ্ডাধ্মান (গাল ফুলান) করিতে হইবে। তৎপরে রোগির স্কন্ধ দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যে মধ্যে বামতর্জ্জনী স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত পৃষ্ঠ দেশ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বান্ধিবে। ইহা অন্তর্ম্মুখ (মুখাভ্যন্তরস্থ) শিরা ভিন্ন উত্তমাঙ্গগত শিরা সমূহের যন্ত্রণ বিধি॥ ১৯—২২

রোগিকে যন্ত্রবদ্ধ করণানন্তর বৈদ্য বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠবিমুক্ত মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা শিরাকে তাড়না করিবে। পরে স্পর্শ দ্বারা কিংবা অঙ্গুষ্ঠ পীড়ন দ্বারা শিরাকে উত্থিত জানিয়া কুঠারিকা শস্ত্র বাম হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক ফলোদ্দেশে নিষ্কম্পভাবে শিরা মধ্যে স্থাপন করিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবে। লক্ষ্যস্থির হইলে উপযুক্ত শস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ শিরা মোক্ষণ করিবে, ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা উক্ত শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণার্থ অঙ্গুষ্ঠাদি দ্বারা পীড়ন করিবে॥ ২৩।২৪

নাসিকার অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উন্নত করিয়া নাসিকা সমীপস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে।

জিহ্বার অধঃস্থিত শিরা বেধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া তালু দেশে লাগাইবে কিংবা উপর পাটীর দন্তে দংশন করিয়া (আট্‌কাইয়া) রাখিবে॥ ২৫

গ্রীবাস্থিত শিরা বেধ কালে বস্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয়ের উর্দ্ধদেশ যন্ত্রিত করিবে। প্রথমে দুই খণ্ড প্রস্তর দুই মুষ্টিতে ধারণ ও হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক জানুর উপর স্থাপন করিবে। পরে কুক্ষি হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত স্থান মর্দ্দিত এবং বস্ত্র দ্বারা উর্দ্ধভাগে বদ্ধ করিয়া গ্রীবাস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে॥ ২৬

হস্তস্থ শিরা বেধ্যকালে রোগী সুখোপবিষ্ট হইয়া অঙ্গুষ্ঠগর্ভ মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় প্রসারিত করিবে। বেধ্য স্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে বস্ত্র দ্বারা পটী বান্ধিয়া শিরা বেধ করিবে॥ ২৭

রোগিকে দুই বাহু দ্বারা কোন অবলম্ব্য বস্তু ধরাইয়া তাহার পার্শ্বদেশস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে॥ ২৮

মেঢ্র প্রহৃষ্ট হইলে তদাশ্রিত শিরা বিদ্ধ করিবে। জানু প্রসারিত করাইয়া জঙ্ঘার শিরা বিদ্ধ করিবে।

পাদস্থ শিরা বিদ্ধ করিবার নিয়ম। যে পাদের শিরা বেধ করিতে হইবে, সেই পাদকে ভূম্যাদির উপর সুন্দরভাবে স্থাপন করিয়া জানুসন্ধির অধোদেশ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে এবং বেধ্য চরণের উপর দ্বিতীয় চরণ ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে স্থাপন করিয়া হস্ত শিরাবেধের নিয়ম অনুসারে বেধ্যস্থানের চতুরঙ্গুল উপরে বস্ত্রপট্ট দ্বারা যন্ত্রিত করিয়া শিরা বেধ করিবে

এই রূপে শরীরের অন্যান্য প্রদেশেও স্থানানুসারে এবং ক্রিয়া সৌকর্য্যার্থ উপায়জ্ঞ চিকিৎসক যথোপযুক্ত যন্ত্র কল্পনা করিবেন ॥ ২৯—৩১

শরীরের মাংসল স্থানে ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্র ব্রীহি পরিমাণে এবং অস্থির উপরে কুঠারিকা শস্ত্র যবার্দ্ধ পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া শিরা বেধ করিবে ॥ ৩২

শিরা সম্যক্ বিদ্ধ হইলে রক্ত ধারাকারে নিঃসৃত হয় কিন্তু যন্ত্রমুক্ত হইলে আর স্রাব হয় না। অল্প বিদ্ধ হইলে অল্পক্ষণ স্রাব করে, অসম্যক্ বিদ্ধ হইলে তৈল ও চূর্ণ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সশব্দ স্রাব করে, এবং অতিবিদ্ধ হইলে অতিস্রাব করে ও অতিদুঃখে স্রাব বন্ধ হয় ॥ ৩৩

রক্তস্রাব না হইবার কারণ। ভয়, মূর্চ্ছা, যন্ত্রের (বন্ধনের) শৈথিল্য, ভগ্নশস্ত্র, অতিতৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন, দুর্ব্বলতা, মলমূত্রাদির সঞ্জাত বেগ ও অস্বেদ (স্বেদ ক্রিয়া না করা) এই সকল কারণে রক্তস্রাব হয় না। অতএব রক্তস্রাব কালে এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ॥ ৩৪

সম্যক্‌রূপে রক্তস্রাব না হইলে বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, তগরপাদুকা, গৃহধূম (ঝুল), লবণ ও তৈল এই সকল দ্রব্য দ্বারা শিরামুখ প্রলিপ্ত করিবে। রক্ত সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে ঈষদুষ্ণ তৈল ও লবণ শিরামুখে প্রয়োগ করিবে।

রক্ত ও পীতবর্ণ মিশ্রিত কুসুম ফুল হইতে যেমন অগ্রে পীতবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হয়, সেইরূপ দুষ্টা-দুষ্ট রক্ত একত্র মিশ্রিত থাকিলেও রক্তস্রাব কালে প্রথমে দুষ্ট রক্তই স্বভাবতঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে। রক্ত সম্যক্‌রূপ স্রাব হওয়ার পর স্বয়ং বন্ধ হইলে জানিবে আর দুষ্ট রক্ত নাই। অতঃপর আর স্রাব করাইবে না। কারণ শুদ্ধ রক্তই জীবন হেতু ॥ ৩৫—৩৭

রক্তমোক্ষণ কালে মূর্চ্ছা হইলে যন্ত্র খুলিয়া দিয়া ব্যজন দ্বারা বাতাস করিবে, তাহাতে রোগী সমাশ্বস্ত হইলে পুনর্ব্বার রক্তস্রাব করাইবে। কিন্তু তৎপরেও আবার মূর্চ্ছিত হইলে সে দিন আর দুষ্ট-রক্ত স্রাব করাইবে না। পর দিবসে বা তৃতীয় দিবসে স্রাব করাইবে ॥ ৩৮

বাতদুষ্ট রক্ত শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, বেগস্রাবী, স্বচ্ছ ও ফেনিল ; পিত্তদুষ্ট রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, আমগন্ধবিশিষ্ট, উষ্ণত্ব হেতু অস্কন্দি (পাতলা) ও ময়ূরপুচ্ছবৎ চন্দ্রক-বিশিষ্ট ; কফদুষ্ট রক্ত স্নিগ্ধ পাণ্ডুবর্ণ তন্তুবিশিষ্ট পিচ্ছিল ও ঘন ; দ্বিদোষ দুষ্ট রক্ত উভয় লক্ষণাক্রান্ত এবং ত্রিদোষ-দুষ্ট রক্ত পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষলক্ষণান্বিত মলিন ও আবিল (ঘন) হইয়া থাকে ॥ ৩৯।৪০

রোগী বলবান্ হইলেও তাহার দুষ্ট-রক্ত এক প্রস্থের (সাড়ে তের পল) অধিক স্রাব করাইবে না। কারণ অতিরক্তস্রাবে মৃত্যু বা দারুণ বাতরোগ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিরক্ত স্রাবে অভ্যঙ্গ, মাংস-রস, দুগ্ধ ও রক্ত পান হিতকর।

রক্তস্রাবের পর ধীরে ধীরে যন্ত্র অপনয়ন করিয়া শীতল জল দ্বারা শিরামুখ প্রক্ষালিত করিবে। এবং তৈলে তুলা ভিজাইয়া তাহা শিরামুখে দিয়া বন্ধন করিবে। স্রাবের পরও যদি দুষ্টরক্ত-লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দিন অপরাহ্নে বা পরদিন পুনর্ব্বার রক্তস্রাব করাইবে। রক্ত অতি দূষিত হইলে রোগিকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া পক্ষান্তে রক্তস্রাব করাইবে। অশুদ্ধ রক্ত অবশিষ্ট থাকিলে সেই দিন অপরাহ্নে বা পরদিন পুনশ্চ রক্তস্রাব করাইবে। মোটের উপর এক প্রস্থের (সাড়ে তের পলের ১।৶০) অধিক রক্তস্রাব করাইবে না ॥ ৪১—৪৩

যেহেতু দুষ্টরক্ত কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলেও তজ্জন্য ব্যাধি বর্দ্ধিত হইতে পারেনা, অতএব সশেষ দুষ্ট রক্তও ধার্য্য। একবারে অতিস্রাব ভাল নহে। দুষ্ট রক্ত যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা শৃঙ্গাদি দ্বারা হরণ করিবে বা শীতোপচার, পিত্ত-রক্ত নাশক চিকিৎসা, বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি ও লঙ্ঘন রূপ বিশোষণ দ্বারা প্রসন্ন (কলুষতা রহিত) করিবে। শিরাবেধ দ্বারা সেই অপ্রবৃদ্ধ দুষ্টরক্তের নির্হরণে যত্ন করিবে না। কারণ তাহাতেও বিপদ আছে। রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে শীঘ্র বক্ষ্যমাণ স্তম্ভনী ক্রিয়া করিবে॥ ৪৪—৪৬

স্তম্ভন ঔষধ। লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বকম কাষ্ঠ, মাষ কলাই, যষ্টিমধু, গিরিমাটী, মৃৎকপাল (খাপরা), রসাঞ্জন, রেশমী বস্ত্র ভস্ম, এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ ও অঙ্কুর। ইহাদের চূর্ণ শিরাব্রণমুখে প্রয়োগ করিবে এবং পদ্মকাদিগণের শীতকষায় পান করিবে॥ ৪৭

ইহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে পূর্ব্ববিদ্ধ স্থানের অব্যবহিত পরে আবার সেই শিরা বিদ্ধ করিবে। অথবা তপ্ত শলাকা দ্বারা শিরামুখ শীঘ্র দগ্ধ করিয়া দিবে॥ ৪৮

রক্তস্রাবানন্তর কর্ত্তব্য। যন্ত্রনিপীড়ন হেতু উন্মার্গগামী এবং রক্তপ্রাপ্ত প্রদুষ্ট দোষ সমূহ যত দিন পর্য্যন্ত স্বস্থানে না আসিবে, তত দিন পর্য্যন্ত হিতকর আহার বিহার করিবে॥ ৪৯

রক্তস্রাবান্তে নাত্যুষ্ণ নাতিশীত লঘু ও দীপনীয় অন্নপান হিতজনক। কারণ তৎকালে শরীরে রক্ত অনবস্থিত অর্থাৎ চলিতবৃত্তি থাকে সেই জন্য হিতকর অন্নপানাদি দ্বারা অগ্নিকে বিশেষভাবে মহাযত্নে রক্ষা করিবে। (শরীরের আধার রক্ত, রক্তের আধার পিত্ত, পিত্তের আধার অগ্নি, অতএব অগ্নি রক্ষণীয়)॥ ৫০

যে ব্যক্তির বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সমূহ প্রসন্ন, রূপ রসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহে অভিলাষ, পরিপাকে সম্যক্ সামর্থ্য, সুখ, শরীরের পুষ্টি ও যথাযথ বল থাকে, তাহাকে বিশুদ্ধরক্ত পুরুষ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির রক্ত শুদ্ধি আছে॥ ৫১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা শল্যাহরণ বিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

শল্য সমূহের গতি পাঁচ প্রকার। যথা—বক্র গতি, ঋজু গতি, তির্য্যগ্ গতি, ঊর্দ্ধ গতি ও অধোগতি। (লৌহ পাষাণ কাষ্ঠাদি কোন পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া জন্মাইলে তাহাকে শল্য কহে)॥ ২

অন্তঃশল্য ব্রণের লক্ষণ। সংক্ষেপতঃ যে ব্রণ শ্যামবর্ণ, শোথ ও বেদনা যুক্ত, মুহুর্ম্মুহুঃ শোণিত স্রাবী, উন্নত বুদ্বুদের সদৃশ, পিড়কাব্যাপ্ত ও কোমল মাংস, তাহাকে অন্তঃশল্য বলিয়া জানিবে॥৩

বিশেষতঃ শল্য ত্বগ্‌গত হইলে বিবর্ণ, কঠিন ও আয়ত শোথ জন্মে। মাংসগত হইলে চোষ (সর্ব্বাঙ্গগত তীব্র অস্থিরতা বিশিষ্ট দাহকে চোষ কহে) ও শোথের বৃদ্ধি, পীড়নাক্ষমতা, ও পাক হয়। ইহাতে শল্যকৃত ব্রণের মুখ পূরে না। পেশীগত শল্যের লক্ষণও মাংসগত শল্য লক্ষণের ন্যায় জানিবে, কেবল ইহাতে শোথ হয় না। ৪।৫

স্নায়ুগত শল্য- স্নায়ু সমূহের আকর্ষণ, ক্ষোভ, স্তব্ধতা ও বেদনা উৎপাদন করে। ইহা দুর্দ্ধরণীয়। শিরাগত শল্য শিরাধ্মান ও স্রোতোগত শল্য স্রোতঃসমূহের কার্য্য ও গুণের হানি করিয়া থাকে। (যেমন কণ্ঠস্রোতোগত শল্য পানাহার রোধ করে ইত্যাদি)॥ ৬।৭

শল্য ধমনীগত হইলে কুপিত বায়ু ফেনযুক্ত রক্ত নিঃসারণ করে এবং শব্দবিশিষ্ট হইয়া নির্গত হয়। ইহাতে হৃল্লাস ও অঙ্গপীড়া হইয়া থাকে। শল্য অস্থিসন্ধি প্রাপ্ত হইলে অস্থির প্রবল ক্ষোভ ও পূর্ণতা হয়। অস্থিগত হইলে অনেক প্রকার বেদনা ও শোথ হয়। সন্ধিগত হইলে অস্থিগত শল্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সন্ধি চেষ্টার উপরম হইয়া থাকে। শল্য কোষ্ঠ-গত হইলে আটোপ আনাহ এবং ক্ষত মুখ দিয়া অন্ন মল ও মূত্র নির্গত হয়। মর্ম্মাশ্রিত হইলে মর্ম্ম বেধের লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়॥ ৮—১১

ত্বগাদিগত অন্তঃশল্য যে কেবল উক্ত লক্ষণ সমূহ দ্বারাই লক্ষ্য করিবে, তাহা নহে। যথা-যথ পরিস্রাব ও রূপ দ্বারাও তাহা অবগত হইবে॥ ১২

বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ দেহ ব্যক্তিগণের শরীরে যদি শল্য অনুলোম ভাবে থাকে তাহা হইলে ঐ শল্য ব্রণ সংরূঢ় হয়, কিন্তু ক্ষত মুখ সংরূঢ় হইলেও (পুরিয়া উঠিলেও) বাতাদি দোষের প্রকোপ ও অভিঘাতাদির ক্ষোভ বশতঃ উহা পুনরায় পীড়াকর হইয়া থাকে॥ ১৩।১৪

ত্বগাদির অভ্যন্তরস্থ অনুপলক্ষিত শল্যের জ্ঞানোপায়। ত্বকের উপর যে স্থানে অভ্যঙ্গ স্বেদ ও মর্দ্দন করিলে লৌহিত্য বেদনা দাহ ও ক্ষোভ উপস্থিত হয় অথবা যে স্থানে গাঢ় ঘৃত রাখিলে তাহা গলিয়া যায় বা যেখানে প্রলেপ দিলে তাহা শীঘ্র শুকাইয়া যায়, সেই স্থানে শল্য আছে জানিবে॥ ১৫

মাংস মধ্যে অদৃশ্য শল্য জ্ঞানোপায়। বমন বিরেচনাদি সংশোধন রূপ কর্ষণ দ্বারা যে স্থান শিথিল হইবে অথবা ক্ষোভ (নানাপ্রকার বেদনা বিশেষ) দ্বারা যে স্থান লৌহিত্যাদি বর্ণ যুক্ত হইবে, সেই স্থানে শল্য আছে বুঝিবে।

পেশী অস্থিসন্ধি ও কোষ্ঠগত অনুদ্দিষ্ট শল্য সমূহও এই নিয়মে অবগত হইবে॥ ১৬

অভ্যঙ্গ স্বেদ বন্ধন পীড়ন মর্দ্দন প্রসারণ ও আকুঞ্চন দ্বারা অস্থিগত অদৃশ্য শল্য লক্ষ্য করিবে। সন্ধিনষ্ট শল্যও এইরূপে পরীক্ষা করিবে। স্নায়ু শিরাস্রোত ও ধমনীমধ্যে শল্য প্রনষ্ট হইলে রোগিকে অশ্বযুক্ত খণ্ডচক্র রথে বা গাড়ীতে আরোহণ করাইয়া অসমান (বন্ধুর) পথে ভ্রমণ করাইবে। সেই গাড়ীর ক্ষোভহেতু শরীরে যে স্থানে বেদনা হইবে, সেইস্থানে শল্য আছে জানিবে॥ ১৭।১৮

মর্ম্মনষ্ট শল্যের বিষয় পৃথক্ উক্ত হইল না। কারণ মর্ম্ম মাংসাদিসংশ্রিত; সুতরাং মাংসাদি গত শল্যের যে পরীক্ষা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মর্ম্মগত শল্যেরও সেই পরীক্ষা জানিবে॥ ১৯

বিশেষভাবে নষ্টশল্য লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে সামান্যভাবে নষ্টশল্য লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত লক্ষণ কথিত হইতেছে—শ্বাস প্রশ্বাস ও প্রাণায়ামাদি ক্ষোভোৎপাদক ক্রিয়াদ্বারা শরীরের যে স্থান বেদনান্বিত হইবে, সাধারণতঃ সেই স্থানই সশল্য বলিয়া জানিবে॥ ২০

অনুপলব্ধ শল্য যে স্থান দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই ক্ষতমুখের আকার দেখিয়া অর্থাৎ শল্যক্ষত বর্ত্তুল কি বিস্তৃত বা ত্রিকোণ কিংবা চতুষ্কোণ তাহা দেখিয়া সংক্ষেপতঃ অদৃশ্য শল্যের আকৃতি স্থির করিবে॥ ২১

শল্যসমূহের আকর্ষণোপায় কথিত হইতেছে। অদৃশ্য শল্য সমূহ প্রতিলোম ও অনুলোম ভাবে আহরণ করিতে হয়। (প্রতিলোম—শরীরান্তঃপ্রবেশের বিপরীত ভাব এবং অনুলোম শরীরান্তঃপ্রবেশের অনুগামী)। অধোমুখে বা উর্দ্ধমুখে প্রবিষ্ট শল্য বিপরীতভাবে আহরণ করিবে। অর্থাৎ অধোমুখে প্রবিষ্ট শল্য প্রতিলোমে এবং উর্দ্ধমুখে প্রবিষ্ট শল্য অনুলোমে আকর্ষণ করিবে। তির্য্যগ্‌গত শল্য মাংসাদি ছেদন করিয়া বাহির করিতে সুবিধা হয়, অতএব উহা মাংসাদি ছেদন করিয়াই আহরণ করিবে॥ ২২—২৪

উরঃস্থ, কক্ষাস্থ (বগলেস্থিত), বঙ্ক্ষণ স্থিত, পার্শ্বগত, প্রতিলোমগ, অনুত্ত ও (যাহা বাহিরে বুদ্‌বুদের ন্যায় উন্নত না হয়), ছেদ্য ও বিস্তৃতমুখ শল্য নির্ঘাতন করিয়া আকর্ষণ করিবে না॥ ২৫

বিশল্যঘ্ন শল্য অর্থাৎ যে শল্য উত্তোলন করিলেই মৃত্যু হয় তাহা এবং নিরুপদ্রব শল্য উদ্ধার করিবে না॥ ২৬

করপ্রাপ্য (হস্তে ধরিবার মত) শল্য হস্ত দ্বারা আহরণ করিবে। যে শল্য করপ্রাপ্য নহে অথচ দেখা যায় তাহা সিংহাস্য, সর্পাস্য, মকরমুখ, বর্হিমুখ বা কর্কটমুখ শস্ত্রদ্বারা আহরণ করিবে॥ ২৭

অদৃশ্য শল্য যদি কঙ্কমুখাদি শস্ত্রদ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ব্রণসংস্থান হইতে কঙ্কমুখ, ভৃঙ্গমুখ, কুররমুখ, শরারিমুখ বা বায়সমুখ শস্ত্রদ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া নির্হরণ করিবে॥ ২৮

শল্য ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসাদিগত হইলে সন্দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা আকর্ষণ করিবে। সুষির শল্য ত্বগাদিগত হইলে তালযন্ত্রদ্বারা, সুষিরস্থ শল্য নাড়ীযন্ত্র দ্বারা এবং অন্যান্য শল্য উপযোগী যন্ত্রদ্বারা আহরণ করিবে॥ ২৯।৩০

প্রথমে শস্ত্রদ্বারা মাংসাদি ছেদন করিয়া ব্রণস্থান রক্তশূন্য করিবে তৎপরে ঘৃতদ্বারা স্বেদ প্রদান এবং বস্ত্র পট্টাদি দ্বারা (ঘৃত মধু দিয়া) বাঁধিয়া স্নেহবিধ্যুক্ত আচার সমূহ প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিবে॥ ৩১

সিরা ও স্নায়ুতে লগ্ন শল্য শলাকাদ্বারা চালিত (শিথিল) করিয়া নির্হরণ করিবে। হৃদয়স্থিত শল্য নির্হরণার্থ রোগিকে শীতল জল সেকদ্বারা ত্রাসিত করিবে, তাহাতে শল্য স্থানান্তর গত হইলে তৎপরে যথাবিধি আকর্ষণ করিয়া শরীরের অন্যস্থানস্থ শল্যও দুরাকর্ষ হইলে উক্তরূপ কোন উপায়ে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া নির্হরণ করিবে॥ ৩২—৩৪

বলবান্ ব্যক্তির অস্থিতে শল্য বিদ্ধ হইলে তাহাকে পাদ দ্বারা পীড়ন ও যন্ত্র দ্বারা শল্য ধারণ করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে বলবান্ কিঙ্কর দ্বারা তাহাকে সুবদ্ধ

করিয়া কঙ্কমুখাদি যন্ত্র দ্বারা শল্য আহরণ করিবে। এই প্রকারেও শল্যাহরণে অসমর্থ হইলে শস্ত্রাদিময় শল্যের শিখাকার মূলভাগ বক্রীকৃত করিয়া ধনুকের চর্ম্মনির্ম্মিত ছিলা দ্বারা বান্ধিবে, (এবং ধনুক ছাড়িয়া দিবে তাহাতে শল্য উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে।). পরে পঞ্চাঙ্গী বন্ধন দ্বারা অশ্বকে সুবদ্ধ করিয়া উহার লাগামে উক্ত ছিলা বান্ধিয়া দিবে এবং কশা দ্বারা অশ্বের মস্তকে তাড়না করিবে, ইহাতে অশ্ব বেগে মস্তক উত্তোলন করিলে শল্যও উদ্ধৃত হইবে। অথবা উক্ত প্রকারে বদ্ধ ছিলা, বৃক্ষের একটী শাখা নোওয়াইয়া তাহাতে বান্ধিবে এবং ছাড়িয়া দিবে, ইহাতেও হস্তমুক্ত শাখা বেগে ঊর্দ্ধে উঠিলে শল্য বহির্গত হইয়া যাইবে। শল্য বারঙ্গ দুর্ব্বল অর্থাৎ অশক্ত হইলে কুশাদি (বাঁশের চোঁচ প্রভৃতি) দ্বারা বাঁধিয়া শল্য আহরণ করিবে ॥ ৩৫—৪০ ॥

শল্যবারঙ্গ শোথ দ্বারা আবৃত হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ শোথকে উৎপীড়িত অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকে টিপিয়া শল্য উদ্ধার করিবে। বুদ্‌বুদবৎ সম্মুখভাগে উত্তুণ্ডিত শল্য মুদ্গরাহত নাড়ীযন্ত্র দ্বারা চালিত করিয়া নিষ্কাশিত করিবে। অমার্গে উত্তুণ্ডিত শল্যও উক্তরূপে চালিত করিয়া স্বমার্গে আনয়ন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিবে। কর্ণ (কান) বিশিষ্ট শল্যের কর্ণ ভাঙ্গিয়া অথবা পঞ্চমুখচ্ছিদ্র প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত নাড়ীযন্ত্র দ্বারা ধরিয়া নির্হরণ করিবে। নিষ্কর্ণশল্য বিবৃতমুখ ও ঋজুভাবে অবস্থিত হইলে তাহাকে অয়স্কান্ত (চুম্বক) দ্বারা আহরণ করিবে। পক্বাশয়গত শল্য বিরেচন দ্বারা বিনির্হরণ করিবে ॥ ৪১—৪৩

দুষ্ট বায়ু, বিষ, স্তন্য, রক্ত ও জলরূপ শল্য চূষণ দ্বারা হরণ করিবে। কণ্ঠস্রোতোগত শল্য নির্হরণ করিতে হইলে কার্পাসাদির সূত্র ও মৃণাল একত্র কণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। শল্য মৃণালে সংলগ্ন হইলে মৃণাল ও সূত্র এক সঙ্গে আকর্ষণ করিবে। ইহাতে কণ্ঠগত শল্য বহির্গত হইয়া যাইবে ॥ ৪৪।৪৫

জতুনির্ম্মিত (গালা নির্ম্মিত) শল্য কণ্ঠস্রোতে প্রবিষ্ট হইলে একটী লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত ও জলে নির্ব্বাপিত করিয়া তাহা নাড়ীযন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করিবে এবং ঐ নাড়ীযন্ত্র কণ্ঠস্রোতে প্রবেশ করাইয়া শল্য নির্হরণ করিবে। ঐ শল্য যদি কাষ্ঠাদিরূপ হয় তাহা হইলে জতুলিপ্ত শলাকা উক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিয়া তাহা অপসারিত করিবে ॥ ৪৬

মৎস্যাদির কণ্টক কণ্ঠস্রোতে প্রবিষ্ট হইলে কতকগুলি কেশ সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া তাহা বমনকারক পানীয় দ্রব্যের সহিত খাওয়াইবে; রোগী যখন বমন করিবে তখন উক্ত কেশ গুচ্ছ সহসা আকর্ষণ করিবে, তাহাতে কণ্টকাদি কেশসূত্রলগ্ন হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। এইরূপ নিয়মে অন্যশল্যও নির্হরণ করিবে। ৪৭

মুখ ও নাসাগত শল্য, (মুখ নাসিকাদ্বারা) বাহির করিতে না পারিলে, তাহাকে অন্তর্দিকে চালিত করিবে অর্থাৎ যে কোন উপায়ে উহাকে কোষ্ঠে আনয়ন করিয়া পরে নির্হরণ করিবে। গ্রাসশল্য (অর্থাৎ আহার কালে অন্নের গ্রাস গলায় আঁটকাইলে) জল পান ও স্কন্ধদেশে আঘাত দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবে ॥ ৪৮

চক্ষুর্দ্বয়ে ও ব্রণে সূক্ষ্ম শল্য প্রবিষ্ট হইলে তাহা ক্ষৌমবস্ত্র কেশ বা জলসেক দ্বারা নির্হরণ করিবে ॥ ৪৯

জলমগ্ন ব্যক্তির উদর জলপূর্ণ হইলে তাহাকে অধোমস্তক ও আয়ত করিয়া এবং উর্দ্ধদিকে পা করিয়া ঘুরাইয়া বমন করাইবে। অথবা মুখ পর্য্যন্ত ভস্মরাশিতে পুতিয়া রাখিবে॥ ৫০

কর্ণ জলপূর্ণ হইলে অর্থাৎ কর্ণে জল ঢুকিলে ঐ কর্ণে তৈল বা জল দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা মথিত করিবে, এবং অধোমুখ হইয়া বিপরীত দিকে আঘাত করিবে। অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা চূষণ করিবে। তাহাতে জল বাহির হইয়া যাইবে॥ ৫১

কর্ণে পিপীলিকাদি কীট প্রবেশ করিলে ঈষদুষ্ণ লবণাম্বু বা শুক্ত দ্বারা কর্ণ পূরণ করিবে। তাহাতে ঐ কীট মরিয়া গেলে ক্লেদহর বিধি অবলম্বন করিবে॥ ৫২

জতুনির্ম্মিত শল্য এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুকৃত শল্য দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থিত হইলে তাহা শরীরজ উষ্মা দ্বারা বিলীন হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকা বংশ কাষ্ঠ শৃঙ্গ অস্থি দন্ত কেশ প্রস্তর ও মৃন্ময় শল্য দেহোষ্মদ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয় না॥ ৫৩।৫৪

শৃঙ্গ বংশ লৌহ ও দারুনির্ম্মিত শল্য সমূহ বহুকালেও বিলীন হয় না। কারণ উহারা শীঘ্রই মাংস ও রক্তকে পাক করে এবং সেই পাক জনিত উষ্মদ্বারা শল্য প্রায়ই পৃথক্‌ভূত হইয়া যায়॥৫৫

শল্য যদি মাংসের গভীরপ্রদেশে প্রবিষ্ট হয় এবং সে স্থান না পাকে, তাহা হইলে মর্দ্দন স্বেদ প্রয়োগ বা কখন বমন বিরেচনাদি শোধন, কখন বা উপবাসাদি কর্ষণ ক্রিয়া, কদাচিৎ বৃংহণ, কদাচিৎ তীক্ষ্ণপ্রলেপ, তীক্ষ্ণ অন্নপান, কদাচিৎ ঘন শস্ত্র পদাঙ্কন (ঘন ঘন শস্ত্রপ্রয়োগে সেই স্থান চিরিয়া দেওয়া) ইত্যাদি দ্বারা সেই স্থান পাকাইয়া পাটন এষণ ও ভেদনাদি দ্বারা ঐ শল্য নির্হরণ করিবে॥ ৫৬।৫৭

ধাতু-বিষাণ-বেণ্বাদি নানাবিধ শল্য, ত্বঙ্‌মাংসাদি নানাপ্রদেশ ও স্বস্তিকাদি যন্ত্রসমূহের বহুরূপতা দেখিয়া বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক উক্তানুক্ত উপায় সমূহ দ্বারা শল্য নিশ্চয় ও আহরণ করিবে॥ ৫৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা শস্ত্রকর্ম্মবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

প্রায়ই শরীরের কোন স্থানে শোথ হইয়া সেই শোথ পাকিলে ব্রণ হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক শোথের এমন চিকিৎসা করিবে যাহাতে শোথ না পাকে। ইহাতে সুশীতল প্রলেপ পরিষেক রক্তমোক্ষণ ও সংশোধনাদি (কষায়পান ঘৃতপানাদি) ক্রিয়া করিবে॥ ২

শোথের আম পচ্যমান ও পক্ক অবস্থা কথিত হইতেছে। যে শোথ অল্প স্ফীত, অল্প উষ্ণ, অল্প বেদনাযুক্ত, ত্বক্‌সমবর্ণ, কঠিন ও স্থির তাহাকে আমশোথ; যে শোথ বিবর্ণ বা লোহিতবর্ণ, বস্তির ন্যায় (বায়ুপূর্ণ ভিস্তীর ন্যায়) আতত, স্ফুটনবৎ বেদনাবিশিষ্ট, সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত এবং যাহা অঙ্গমর্দ্দ জৃম্ভা সংরম্ভ (বাক্যাতীত নানাপ্রকার যন্ত্রণা) অরুচি দাহ উষা পিপাসা জ্বর ও অনিদ্রা এই সকল উপদ্রবযুক্ত ও ব্রণবৎ স্পর্শাসহ, তাহাকে পচ্যমান শোথ কহে। ইহাতে গাঢ় ঘৃত

দিলে গলিয়া যায়। পক্বশোথের লক্ষণ—বেদনার অল্পতা, ম্লানত্ব, পাণ্ডুবর্ণতা, বলির উৎপত্তি, মধ্যে উন্নতি ও প্রান্তভাগে নিম্নতা, কণ্ডু ও শোথাদির অল্পতা। জলপূর্ণ বস্তি টিপিলে তাহাতে যেমন জলের সঞ্চার অবগত হওয়া যায়, ইহাতেও সেইরূপ পূযসঞ্চার জানা যায়॥ ৩—৬

ব্রণাদিতে বায়ু ভিন্ন বেদনা, পিত্ত ব্যতীত দাহ, কফাধিক্য ব্যতিরেকে শোথ এবং রক্ত বিনা রক্তবর্ণতা (ব্রণের লৌহিত্য) হয় না। এই হেতু কফাধিক দোষত্রয় এবং রক্তপ্রকোপ দ্বারা শোথ পাকিয়া থাকে॥ ৭

শোথ পাকিয়া যাওয়ার পর পূয নিঃসৃত না হইলে সেই অভ্যন্তরস্থ পূয স্নায়ু মাংসাদিকে দূষিত করে, শোথের অভ্যন্তরে ছিদ্র ও উহার ত্বক্ পাতলা করিয়া দেয়। শোথের উপরিভাগ বলি সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত ও শ্যাববর্ণ হয় এবং ইহার লোমসকল খসিয়া পড়ে॥ ৮

কফজ শোথে রক্ত গম্ভীরভাবে পাক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহাতে পাক দুর্লক্ষ্য। সেইজন্য পক্ব লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। তবে যদি শোথ শীতল ত্বক্‌সমবর্ণ অল্পবেদনাবিশিষ্ট প্রস্তরের ন্যায় কঠিনস্পর্শ বোধ হয়, তাহা হইলে প্রাজ্ঞ চিকিৎসক নিঃসন্দেহে তাহাকে রক্তপাক বলিবেন॥ ৯।১০

রোগী অল্পসত্ত্বগুণান্বিত, দুর্ব্বল বা বালক হইলে তাহাদের ব্রণশোথ, অথবা যে শোথের পাক অতিক্রান্ত হইয়াছে কিংবা যে শোথ মর্ম্মসন্ধ্যাদি স্থানে জন্মিয়াছে, সেই সকল শোথে অস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া তাহা দারণ ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত অপর স্থলে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে॥ ১১

অপক্ব ব্রণশোথ ছেদন করিলে শিরা ও স্নায়ুর ব্যাপন্নতা, রক্তের অতিস্রাব, বেদনার অতি বৃদ্ধি, বিদরণ বা ক্ষতজ বিসর্প উৎপন্ন হয়। শোথের অভ্যন্তরস্থ পূয নির্গত না হইলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া—অগ্নি যেমন তৃণাদিকে দগ্ধ করে সেইরূপ—উহা মাংস শিরা স্নায়ু ও রক্তকে শীঘ্র নষ্ট করিয়া থাকে॥ ১২।১৩

যে চিকিৎসক অজ্ঞানতাহেতু অপক্ব শোথে অস্ত্র প্রয়োগ করে কিংবা যে পক্ব শোথকে উপেক্ষা করে, সেই অনিশ্চিতকারী অজ্ঞ চিকিৎসকদ্বয়কে চণ্ডালসদৃশ পাপাত্মা বলিয়া মনে করিবে॥ ১৪

শস্ত্রকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে আতুরকে অভিলষিত অন্ন (অপথ্য হইলেও) ভোজন করাইবে। আতুর ব্যক্তি শস্ত্রপাত জন্য বেদনা সহ্য করিতে না পারিলে এবং মদ্যপায়ী হইলে তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্য পান করিতে দিবে। তাহা হইলে অন্নবল হেতু রোগী মূর্চ্ছিত হইবে না এবং মত্ততা হেতু শস্ত্রপাতজ যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিবে না। কিন্তু মূঢ়গর্ভ অশ্মরী মুখরোগ ও উদর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ভোজন ও মদ্যপান নিষিদ্ধ॥ ১৫

শস্ত্রপ্রয়োগ বিধি। শস্ত্রপ্রয়োগ কালে ব্যবহার্য্য—যন্ত্র শস্ত্র অগ্নি পিচু প্লোত স্নেহ মধু প্রভৃতি উপকরণ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রোগী পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিবে। চিকিৎসক তাহার সম্মুখে পশ্চিম মুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক রোগিকে যথাবিধি যন্ত্রিত করিয়া অতিতীক্ষ্ণ শস্ত্র অনুলোমভাবে আশু প্রয়োগ করিবেন, যেন একবারেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। অস্ত্র পূযস্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ উহা উঠাইয়া লইবে। শস্ত্রপ্রয়োগ কালে মর্ম্মস্থান শিরা স্নায়ু অস্থি প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে, যেন তাহাতে কোন রূপ আঘাত না লাগে। ব্রণ অত্যন্ত

থাকিলেও দুই অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অস্ত্র প্রবেশ করাইবে, তাহার অধিক বসাইবে না। পুনর্ব্বার অস্ত্রপ্রয়োগের আবশ্যক বুঝিলে প্রথম ক্ষতের ২।৩ অঙ্গুলি অন্তরে শস্ত্রপাত করিবে। (নালী হইয়া থাকিলে) এষণী যন্ত্র, অঙ্গুলি, নল বা কেশ প্রয়োগ দ্বারা ব্রণের চারিদিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেশ ও আশয় বুঝিয়া পূযস্থান পর্য্যন্ত চিরিয়া দিবে ॥ ১৬—১৮

যে স্থানে দূরগত নাড়ী জানিতে পারিবে বা যে স্থানে কোটরবৎ উন্নতি দেখা যাইবে সেই স্থানেই শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এমন ভাবে চিরিয়া দিবে যেন ব্রণ আয়ত বিশাল সুবিভক্ত ও নিরাশয (পূযাদির স্থান শূন্য) হয়, এরূপ হইলে তথায় দোষ অবস্থিত হইয়া আর অনিষ্ট করিতে পারিবে না ॥ ১৯

শস্ত্রকর্ম্মে বৈদ্যের প্রশস্ত লক্ষণ।—শৌর্য্য, আশুক্রিয়া (চতুরহস্ততা), তীক্ষ্ণশস্ত্রতা, ঘর্ম্ম ও কম্প না হওয়া, এবং অসম্মোহ (তৎকালোচিত কার্য্যকরণে সম্যক্ প্রবৃত্তি) ॥ ২০

ললাট, ভ্রূ, দন্তবেষ্ট, জত্রু, কুক্ষি, কক্ষা (বগল), অক্ষিকূট, ওষ্ঠ, কপোল, গল ও বঙ্ক্ষণ প্রদেশে তির্য্যক্‌ভাবে ছেদন করিবে। এই সকল স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে তির্য্যক্‌ভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে শিরা ও স্নায়ু সকল বিপাটিত হইয়া যায় ॥ ২১।২২

শস্ত্রপ্রয়োগের পর তৎকালোচিত মধুর বাক্য এবং মুখে ও চক্ষুতে শীতল জলের পরিষেক দ্বারা রোগীকে আশ্বস্ত করিয়া ব্রণের চারিদিক অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া পূয বাহির করিয়া দিবে। তৎপরে যষ্টিমধু প্রভৃতির কাথে ব্রণস্থান ধৌত করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জল মুছিয়া ফেলিবে, এবং গুগ্‌গুলু, অগুরু, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্গু, ধুনা, লবণ, বচ ও নিম্বপত্র ইহাদের চূর্ণ ঘৃতপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণস্থান ধূপিত করিবে ॥ ২৩।২৪

তিলকল্ক ঘৃত ও মধু লিপ্ত অথবা যথাযথ ঔষধ লিপ্ত বর্ত্তি ব্রণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অর্থাৎ বাতব্রণে তিলকল্কলিপ্ত বর্ত্তি, পিত্তজব্রণে ঘৃতলিপ্ত এবং কফজব্রণে মধুলিপ্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। (কেহ২ বলেন যে তিলকল্ক ঘৃত ও মধু তিন দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রলিপ্ত করিয়া ব্রণের মধ্যে দিবে।) অথবা ব্রণ যে দোষজ, তদ্দোষনাশক ঔষধ দ্রব্যলিপ্ত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। বর্ত্তিপ্রয়োগের পর তিলকল্কাদি দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিবে। আর নাতিভৃষ্ট যবের ছাতু জলে মর্দ্দিত ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মোটা পুল্‌টিশ ঐ বর্ত্তির উপর দিয়া নিবিড় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা দোষকালানুসারে যুক্তিপূর্ব্বক যত্ন করিয়া বান্ধিয়া দিবে। ক্ষতের বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের নীচে বা উপরে বান্ধিবে না ॥ ২৫।২৬

শুচি সূক্ষ্মসূত্র ও দৃঢ় বস্ত্রখণ্ড এবং ধূপিত মৃদু শ্লক্ষ্ণ ও বলিরহিত (কোচ্‌কা রহিত) পলিতা বিশিষ্ট কবলিকা ব্রণে হিতকর ॥ ২৭

শস্ত্রকর্ম্মান্তে মাংসাশী রাক্ষসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ ব্রণরক্ষা-বিধি অবলম্বন করিবে। রাক্ষসদিগকে বলি প্রদান করিবে। পদ্মচারিণী, চাকুলে, শালপাণি, জটামাংসী, বামুনহাটী, [illegible] অলম্বুষা, বিষাণিকা, দূর্ব্বা ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিবে ॥ ২৮।২৯

[illegible] সূতিকাপান বিধিতে যে সকল আচার পালন করিতে বলা হইয়াছে, ব্রণিত ব্যক্তিকেও সেই [illegible] পালন করাইবে ॥ ৩০

[illegible] দিয়া খাইলে ব্রণে কণ্ডু, রক্তবর্ণতা, বেদনা, শোথ ও পূয হয় ॥ ৩১

স্ত্রীলোকদিগের স্মরণ, স্পর্শন ও দর্শন দ্বারা শুক্র স্বস্থান হইতে চলিত ও পশ্চাৎ স্রুত হইলে মৈথুন বিনাও মৈথুন জন্য দোষ সকল ঘটিয়া থাকে। অতএব ব্রণী ব্যক্তি দিবানিদ্রা ও স্ত্রীলোকের দর্শন স্মরণাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন॥ ৩২

ব্রণরোগির পথ্য। রোগী যথাসাত্ম্য (স্বাস্থ্যের অনুকূল দ্রব্য) ভোজন করিবে। যথা—যব, গোধূম, ষষ্টিক তণ্ডুল, মসূর, মুগ, অড়হর, জীবন্তীশাক, সুষুণিশাক, কচিমূলা, বেগুন, চাঁপানটে, বেতোশাক, করোলা, কাঁকরোল, পটোল, কটুকাফল (?), সৈন্ধব, দাড়িম, আমলকী, ঘৃত, শৃতশীতলজল, ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ঈষদুষ্ণ অল্প পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, অধিক যূষাদি মিশ্রিত করিয়া জাঙ্গল মাংসের সহিত ভোজন করিলে শীঘ্রই ব্রণ পূরিয়া উঠে॥ ৩৩—৩৬

নির্দ্দিষ্ট কালে উপযুক্ত মাত্রায় পথ্য অন্ন ভোজন করিলে তাহা সুখে জীর্ণ হয়। অতএব সকলেরই বিশেষতঃ ব্রণিত ব্যক্তির যথাসময়ে পরিমিত পথ্য অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। যেন কোন প্রকারে অজীর্ণ না হয়। কারণ অজীর্ণ হইতে বাতাদির বলবান্ ক্ষোভ উপস্থিত হয়। এবং তাহা হইতে শোথ বেদনা পাক দাহ ও আনাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৭

ব্রণরোগির অপথ্য। নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মাষকলাই, মদ্য, জাঙ্গল ভিন্ন মাংস, দধি ছানা প্রভৃতি ক্ষীর বিকৃতি, গুড় চিনি প্রভৃতি ইক্ষুবিকৃতি, অম্ল, লবণ ও কটুদ্রব্য এবং অপর যে যে দ্রব্য বিষ্টম্ভি বিদাহি গুরুপাক ও শীতল তাহা পরিত্যাগ করিবে। এই নবধান্যাদি বর্গ ব্রণিত ব্যক্তির সর্ব্বদোষজনক॥ ৩৮।৩৯

তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য রুক্ষ ও অম্লরস বিশিষ্ট মদ্য শীঘ্রই ব্রণকে দূষিত করে বলিয়া উহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়॥ ৪০

চামর ও বেণামূলের পাখা দ্বারা ব্রণে বাতাস করিবে। ব্রণ ঘাঁটিবেনা, টিপিবেনা বা চুলকাইবে না, যত্নপূর্ব্বক ব্রণ রক্ষা করিবে। রোগমুক্তির জন্য আশান্বিত হইয়া স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধ দ্বিজগণের মুখে মনঃপ্রিয় কথা শ্রবণ করিলে শীঘ্রই ব্রণ প্রশমিত হইবে॥ ৪১।৪২

শস্ত্রপ্রয়োগের পর তৃতীয় দিবসে ব্রণবন্ধন খুলিয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মে প্রক্ষালন বন্ধনাদি করিবে, দ্বিতীয় দিবসে প্রক্ষালনাদি কার্য্য করিবে না। কারণ তাহাতে ব্রণে তীব্র ব্যথা ও গ্রন্থি জন্মে এবং ব্রণরোপণ হইতেও বিলম্ব হয়॥ ৪৩

ব্রণে যে বর্ত্তি ও কল্ক দিতে হইবে তাহা যেন অতিস্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, শিথিল, গাঢ় ও দুর্ন্যস্ত না হয়, কারণ অতিস্নেহদ্বারা ক্লেদবৃদ্ধি, অতি রৌক্ষ্যে মাংসচ্ছেদ, অতীব্র বেদনা, বিদীর্ণতা ও রক্তস্রাব এবং শিথিলতা অতিগাঢ়তা ও দুর্ন্যাস হেতু ক্ষতমুখের ঘর্ষণ হয়॥ ৪৪।৪৫

ব্রণের মধ্যে বিকেশিকা অর্থাৎ বর্ত্তি প্রদান করিলে তাহা ব্রণের পূতিমাংস, উৎসাদ্যমাংসী এবং অভ্যন্তরস্থ পূয শীঘ্র বিশোধিত করিয়া থাকে॥ ৪৬

অজ্ঞানতাবশতঃ বিদগ্ধ পক শোথ (অপক্ব ব্রণ) [illegible] করিলে, এরূপ উপনাহ ও ভোজনাদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে, [illegible] হইয়া [illegible] পাকিয়া পূযাদি নিঃসারিত হয়। যাহা ব্রণের অতিবিরোধী এরূপ [illegible] প্রয়োগ [illegible]॥ ৪৭

শস্ত্রাদির আঘাতঃজন্য [illegible] সদ্যোব্রণ ঐ ব্রণ সেলাই করিয়া দিবে। সঙ্কুচিতমুখ ক্ষত সেলাই করিবার প্রয়োজন নাই [illegible] মেদোজ গ্রন্থি সমূহ লিখিত করিয়া (চাঁচিয়া) সেলাই করিয়া

দিবে। কর্ণের হ্রস্ব পালী, এবং মস্তক অক্ষিকূট নাসা ওষ্ঠ গণ্ড কর্ণ উরু বাহু গ্রীবা ললাট মুষ্ক স্ফিক্ (পাছা) লিঙ্গ পায়ু ও উদর প্রভৃতি স্থান, গম্ভীর প্রদেশ এবং অচল মাংসল স্থানে যে ক্ষত হয় তাহা সীবন করিবে কিন্তু বঙ্ক্ষণ ও কক্ষাদি স্থান মাংসল ও গম্ভীর হইলেও তত্তৎস্থানজাত ব্রণ সেলাই করিবে না। অল্পমাংসবিশিষ্ট সচল স্থানের ব্রণ, বাতবাহি ব্রণ (যাহা হইতে বায়ু নির্গত হয়), শল্যগর্ভ ব্রণ এবং ক্ষার বিষ বা অগ্নিজাত ব্রণ সেলাই করিবে না॥ ৪৮—৫০

সীবনের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ব্রণের স্থানভ্রষ্ট অস্থি, শুষ্ক রক্ত, তৃণ ও রোমাদি অপনয়ন করিয়া এবং প্রলম্বিমাংস ও বিচ্ছিন্ন সন্ধ্যস্থি স্বস্থানে স্থাপিত করিয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইলে স্নায়ু সূত্র বা বল্কলোৎপন্ন সূত্র দ্বারা ক্ষতোষ্ঠদ্বয় সেলাই করিবে। এমন ভাবে সেলাই করিবে যেন তাহা ক্ষত প্রান্তের অতিদূরে বা অতি নিকটে না হয় এবং ক্ষতের মাংসও যেন অল্প বা অধিক ভাগে গৃহীত না হয়॥ ৫১।৫২

সীবনের পর রোগিকে শীতল জলসেক ও ব্যজনাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিবে এবং রসাঞ্জন, ক্ষৌম বস্ত্রের ভস্ম, প্রিয়ঙ্গু, শল্লকীফল, (কুঁদরুকী) লোধ ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে আলোড়িত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতে প্রলেপ দিয়া পূর্ব্ববৎ বান্ধিবে॥ ৫৩

ব্রণের প্রান্তভাগ যদি রক্তহীন হয় তাহা হইলে তখন সেলাই না করিয়া শস্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ আঁচড়াইয়া উহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে তখন সেলাই করিয়া দিবে। কারণ রক্তই ব্রণের সংযোজক॥ ৫৪

দেশ কাল ও স্বাস্থ্য বুঝিয়া ক্ষতে বন্ধন প্রয়োগ করিবে। মেষচর্ম্ম মৃগচর্ম্ম ও রেশমী বস্ত্র উষ্ণবীর্য্য ; ক্ষৌম বস্ত্র শীতবীর্য্য এবং শাল্মলী প্রভৃতির তুলাজাত বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র, স্নায়ু ও বল্কল শীতোষ্ণ উভয় স্বভাব বিশিষ্ট॥ ৫৫।৫৬

মেদ ও কফ প্রধান ব্রণে তাম্র লৌহ বঙ্গ ও সীসা লেখনার্থ প্রয়োগ করিবে। ভঙ্গ স্থানেও তাম্রাদি প্রয়োগ করিবে এবং কাষ্ঠফলক, চর্ম্ম, বল্কল ও কুশাদি ব্যবহার করিবে॥ ৫৭

বন্ধ প্রকার। ব্রণবন্ধন পঞ্চদশ প্রকার, যথা—কোশ, স্বস্তিক, মুত্তোলী, চীন, দাম, অনুবেল্লিত, খট্বা, বিবন্ধ, স্থগিকা, বিতান, উৎসঙ্গ, গোফণ, যমক, মণ্ডল ও পঞ্চাঙ্গী। এই সকল বন্ধের আকার নামের অর্থানুযায়ী। এই বন্ধন সমূহের মধ্যে যেখানে যে বন্ধন উপযুক্ত হয় বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই স্থানে সেই বন্ধন প্রয়োগ করিবেন। (অঙ্গুলিপর্ব্বে চর্ম্মাদিকৃত বন্ধন কোশবন্ধন নামে অভিহিত হয়। সন্ধি কূর্চ্চ ভ্রূ স্তনান্তর বগল চক্ষু কপোল ও কর্ণে স্বস্তিক বন্ধন, গ্রীবা ও মেঢ্রে মুত্তোলী, অপাঙ্গদ্বয়ে চীন, সন্ধি ও কুঁচকীতে দাম, হস্তপদাদি শাখাতে অনুবেল্লিত, হনু সন্ধি ও গণ্ডে খট্বা, উদর উরু ও পৃষ্ঠে বিবন্ধ, অঙ্গুষ্ঠ মেঢ্র অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতিতে স্থগিকা, মস্তকাদি স্থূল অঙ্গে বিতান, লম্বমান বাহু প্রভৃতি স্থানে উৎসঙ্গ, নাসা ওষ্ঠ চিবুক ও সক্থি প্রদেশে গোফণ, যুগ্মব্রণে যমল, বৃত্ত অঙ্গে মণ্ডল এবং জত্রুর ঊর্দ্ধে পঞ্চাঙ্গী বন্ধন প্রযোজ্য। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুশ্রুত টীকায় দ্রষ্টব্য)॥ ৫৮।৫৯

বন্ধের প্রকার ভেদ। উরু, [illegible]), কক্ষা (বগল), বঙ্ক্ষণ ও মস্তকে গাঢ়রূপে (শক্ত করিয়া) বন্ধন করিবে। [illegible] শাখা, বদন, কর্ণ, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, গলদেশ, উদর, লিঙ্গ ও কোশে সমভাবে এবং নেত্র ও সন্ধিস্থানের ক্ষত শিথিলভাবে বন্ধন করিবে॥ ৬০

যেস্থানে শিথিল বন্ধন উপদিষ্ট হইয়াছে, সেখানে যদি বাতজ কিংবা শ্লেষ্মজ ব্রণ জন্মে, তাহা হইলে সেই ব্রণ গাঢ় বা শিথিলভাবে না বান্ধিয়া সমভাবে বান্ধিবে। আর যেখানে সমভাবে বান্ধিবার উপদেশ আছে সেখানে বাতজ বা শ্লেষ্মজ ব্রণ হইলে তাহা দৃঢ়রূপে এবং দৃঢ়বন্ধন স্থলে অতিদৃঢ়ভাবে বন্ধন প্রয়োগ করিবে। শীত (হেমন্ত শিশির) ও বসন্তকালে তিন দিন অন্তর এই বন্ধন মোক্ষণ করিবে॥ ৬১।৬২

দৃঢ়বন্ধন স্থলে পিত্তজ বা রক্তজ ব্রণ হইলে তাহা সমভাবে ও সমবন্ধন স্থানে শিথিলভাবে বন্ধন করিবে। শিথিল বন্ধনস্থানে একবারে বান্ধিবে না। এই পিত্তরক্তজ ব্রণ প্রাতঃ ও সায়ংকালে দুইবার খুলিয়া দিবে। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে অন্য ব্রণও প্রাতঃ সায়ং দুইবার খুলিয়া দিতে হইবে॥ ৬৩।৬৪

ব্রণ সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিবে। অবদ্ধ ব্রণ অদুষ্ট হইলেও দংশ (ডাঁশ), মশক, শীত, বায়ু, ধূলি, ধূমাদিদ্বারা পীড়িত হওয়ায় দুষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে তৈলাদি স্নেহ বা ঔষধ প্রযুক্ত হইলে অধিকক্ষণ থাকে না। বিনা বন্ধনে ব্রণ সম্যক্ চিকিৎসিত হইলেও অতিকষ্টে তাহার বিশুদ্ধি বা রূঢ়তা হয় এবং ক্ষত রূঢ় হইলেও অর্থাৎ পুরিয়া উঠিলেও রূঢ়স্থান বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়॥ ৬৫

বন্ধনের গুণ। চূর্ণিতাস্থি বা ভগ্নাস্থি সমাশ্রিত ব্রণ, বিশ্লিষ্ট (সন্ধিস্থান হইতে অন্যথাগত) ব্রণ, পাটিত ব্রণ বা যে সকল ব্রণে শিরা ও স্নায়ু ছিন্ন হইয়াছে সেই সমস্ত ব্রণ বন্ধনের মাহাত্ম্যে শীঘ্র সহজে রূঢ় হইয়া থাকে (পুরিয়া উঠে)। অপিচ উত্থান শয়নাদি চেষ্টা সমূহে ব্যথিত হয় না॥ ৬৬

বর্ত্মলোষ্ঠ, সমুন্নত, বিষম, কঠিন বা অতিবেদনাযুক্ত ব্রণ বন্ধনের গুণে সম মৃদু ও বেদনাহীন হইয়া শীঘ্র শুদ্ধ ও রূঢ় হয়॥ ৬৭

দীর্ঘকালানুবন্ধী ও অল্পমাংসবিশিষ্ট ব্রণ সমূহ রুক্ষতাবশতঃ যদি পুরিয়া না উঠে, তাহা হইলে তাহাতে কল্ক স্নেহাদি যে ঔষধ প্রদত্ত হইবে তাহা ক্ষীরী, ভূর্জ্জ, অর্জ্জুন বা কদম্ব পত্রদ্বারা দোষ ও ঋতুর উপযোগী করিয়া (যথা—বাতব্রণে শীতঋতুতে স্নিগ্ধোষ্ণ, পিত্তব্রণে গ্রীষ্মকালে শীতল, কফব্রণে উষ্ণকালে রুক্ষোষ্ণ ইত্যাদি) চারিদিকে আচ্ছাদন ও বেষ্টনপূর্ব্বক বাঁধিয়া দিবে। ঐ পত্রগুলি যেন জীর্ণ, তরুণ, ছিদ্রযুক্ত বা কর্কশ বা মলিন না হয়॥ ৬৮।৬৯

কুষ্ঠী, অগ্নিদগ্ধ ও মধুমেহীর ব্রণ, ইন্দুরবিষজাত ব্রণ, ক্ষারদগ্ধ ও বিষযুক্ত ব্রণ, মাংসপাক ও দারুণ গুদপাক জনিত ব্রণ, শীর্য্যমাণ বেদনা ও দাহযুক্ত, শোথাবস্থাবস্থিত ও বিসর্প ব্রণ বাঁধিবে না॥ ৭০।৭১

ব্রণ সম্যক্ রক্ষিত না হইলে তাহাতে মক্ষিকা ক্রিমি প্রসব করে। সেই ক্রিমি সমূহ ব্রণমাংস ভক্ষণ করিয়া বেদনা শোথ ও রক্তস্রাব করাইয়া থাকে। এই ক্রিমিযুক্ত ব্রণের ধাবন ও পূরণার্থ সুরসাদিগণ প্রয়োগ করিবে। ছাতিম করঞ্জ আকন্দ নিম ও রাজাদন বৃক্ষের (সোন্দাল) ত্বক্ গোমূত্রে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ক্ষারজল দ্বারা পরিষেক করিবে। কিংবা মাংস পেশীদ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিবে। (মাংস দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিলে ব্রণস্থ ক্রিমি সমূহ মাংসগন্ধে ব্রণ হইতে বহির্গত হইয়া ঐ মাংসে প্রবেশ করিবে। তখন সেই মাংস ফেলিয়া দিবে।)॥ ৭২—৭৪

ব্রণের অভ্যন্তরে দোষ থাকিলে সত্বর ঐ ব্রণ রোপণ করিবে না। কারণ উপরিভাগ শুষ্ক হইলেও ভিতরে দোষ থাকায় ঐ ব্রণ অল্প অপচারে পুনর্বার বিকৃতি প্রাপ্ত হয়॥ ৭৫

ব্রণ রূঢ় হইলেও যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্থিরতা প্রাপ্ত না হয় ততদিন অজীর্ণ, ব্যায়াম, ব্যবায়, হর্ষ, ক্রোধ ও ভয় বর্জ্জন করিবে। অন্ততঃ ছয় বা সাত মাস পর্য্যন্ত এই নিয়ম আদরপূর্ব্বক পালন করিবে॥ ৭৬।৭৭

ব্রণের যে সকল অবস্থা বর্ণিত হইল না—সেই সকল অবস্থা উৎপন্ন হইলে দোষদেশকালাদির বলাভিজ্ঞ ভিষক্ যত্নবান্ হইয়া উত্তরতন্ত্রোক্ত বিধি আলোচনা পূর্ব্বক সেই সেই উপায়ে যথাযথ চিকিৎসা করিবে॥ ৭৮

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম বিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

সকল প্রকার শস্ত্র ও অনুশস্ত্রের মধ্যে ক্ষার শ্রেষ্ঠ। কারণ ক্ষারদ্বারা ছেদন ভেদন লেখন ও পাটনাদি বহু কার্য্য সম্পন্ন হয়, শরীরের বিষমস্থানে এবং যে স্থানে (নাসার্শঃ অর্ব্বুদ প্রভৃতি) অতিকষ্টে শস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, এমন স্থানে এবং সম স্থানেও ইহা সহজে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর শস্ত্রপ্রয়োগে সিদ্ধ হয় না এরূপ অতি দুঃখসাধ্য দুষ্টব্রণাদি রোগও ক্ষার দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। শরীরাভ্যন্তরস্থ রোগশান্তির জন্য ক্ষার পানার্থ ব্যবহৃত হয়, এবং বাহ্য রোগ প্রশমনের নিমিত্ত প্রলেপেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষার শ্রেষ্ঠ॥ ২

সম্প্রতি ক্ষারের পেয় ও লেপ বিষয় বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে। অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, অশ্মরী, গুল্ম, উদর রোগ, গরদোষ ও আনাহ শূলাদিতে ক্ষার পান করিতে হয়। মষ, শ্বিত্র, বাহ্যার্শঃ, কুষ্ঠ, সুপ্তি (স্পর্শশক্তিহীনতা), ভগন্দর, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, দুষ্ট-নাড়ী ব্রণ ও কিলাসাদি রোগে ক্ষার লেপনার্থ প্রয়োগ করিবে।

ক্ষারপ্রতিষেধ বিধি। পিত্তদুষ্টি, রক্তদোষ, অতিবল বা দুর্ব্বল, জ্বর, অতিসার, হৃদ্রোগ, মূর্দ্ধরোগ, পাণ্ডু রোগ, অরুচি, তিমির রোগ, কৃতসংশুদ্ধি (যাহার বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া করা হইয়াছে), সর্ব্বশরীরগত শোথ, ভীরু, গর্ভিণী, ঋতুমতী, উদাবর্ত্তাযোনি রোগ, অজীর্ণ, শিশু, বৃদ্ধ, ধমনী সন্ধিমর্ম্ম তরুণাস্থি, শিরা স্নায়ু সেবনী গল নাভি ও অল্পমাংস বিশিষ্ট স্থান, বৃষণ, লিঙ্গস্রোতঃ, নখান্তর, বর্ত্মরোগ ভিন্ন অন্য নেত্ররোগ; শীত, বর্ষা, গ্রীষ্মকাল ও দুর্দ্দিন (মেঘাচ্ছন্ন দিন) এই সকল স্থলে পান ও লেপন ভেদে উভয় ক্ষারই প্রয়োগ করিবে না॥ ৩—৭

ক্ষারক্রিয়া। মৃদু মধ্য ও তীক্ষ্ণভেদে ক্ষার ত্রিবিধ। মধ্যম ক্ষার প্রস্তুত বিধি কথিত হইতেছে। ঘণ্টাপারুল, সোন্দাল, কদলী, পালিধা মাদার, অশ্বকর্ণ (কুশিক শালভেদ), মনসাসীজ, পলাশ, আস্ফোতা (গিরিকর্ণিকা অপরাজিতা); নন্দীবৃক্ষ, কুড়চি, আকন্দ, নাটাকরঞ্জ, করঞ্জ, করবীর, কাকজঙ্ঘা, আপাং, গণিয়ারী, চিতা ও লোধ এই সকল বৃক্ষকে কাঁচা অবস্থায় মূল শাখা ও

পত্রাদির সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্ব্বাত স্থলে শিলাপৃষ্ঠে রাশীকৃত করিবে। তাহার সহিত ৪টি ঝিঙ্গা, কতকগুলি যবশূক ও ঘুটিং দিয়া তিল কাষ্ঠের (৺তিল কাঁচকীর) অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে ঘুটিংভস্ম ১দ্রোণ, পৃথগ্‌ভাবে রাখিবে। ঘণ্টাপারুল ও সোন্দাল প্রভৃতির ভস্ম ২ দ্রোণ একত্র অর্দ্ধভার (২০ তুলা) পরিমিত গোমূত্র ও অর্দ্ধভার 'জলে' গুলিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া ঐ পরিস্রুত ক্ষার জল পিচ্ছিল রক্তবর্ণ নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ হইলে তাহা হইতে একসের লইয়া স্বতন্ত্র লৌহ পাত্রে রাখিবে। অবশিষ্ট ক্ষার জল লৌহ পাত্রে পাক করিবে। পাক কালে হাতা দ্বারা অনবরত নাড়িবে। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ঘুটিংভস্ম ১২॥০ সের তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। আর কতকগুলি ঝিনুক খটিকা ও শঙ্খনাভি পোড়াইয়া অগ্নিবর্ণ হইলে পূর্ব্বোক্ত রক্ষিত ক্ষারোদকে বারংবার নির্ব্বাপিত করিবে এবং তাহাতেই পিষিয়া পচ্যমান ক্ষার-জলে প্রতীবাপ (দ্রবদ্রব্যে ক্রম-রূপে পিষ্ট অন্যদ্রব্য প্রক্ষেপের নাম প্রতীবাপ) নিক্ষেপ করিবে। এতদ্ব্যতীতও কুক্কুট, ময়ূর, গৃধ্র, চিল ও পারাবতের পুরীষ এবং গবাদি চতুষ্পাদ জন্তুর ও পক্ষীর পিত্ত, হরিতাল, মনঃশিলা ও লবণ শ্লক্ষ্ণপিষ্ট করিয়া প্রতীবাপ দিবে। অনবরত দর্ব্বী দ্বারা অবঘট্টন করিতে করিতে যখন ঐ ক্ষার জল সবাষ্প বুদ্‌বুদের সহিত লেহবৎ ঘন হইয়া উঠিবে, তখন উহা নামাইয়া লৌহভাণ্ডে রাখিয়া সেইভাণ্ড যবরাশি মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহা মধ্যম ক্ষার।

মৃদু ক্ষার প্রস্তুত করিবার সময় ঘুটিম্ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অগ্নিতে পোড়াইয়া উক্ত ক্ষার জলে নির্ব্বাপিত করিবে। ক্ষারোদকের সহিত পেষণ করিয়া প্রতিবাপ নিক্ষেপ করিবে না।

তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে মধ্যম ক্ষারের ন্যায় সমস্ত ক্রিয়া করিয়া বিষলাঙ্গলা, দন্তী, চিতামুল, আতুইচ, বচ, সাচিক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী, হিং, নাটাকরঞ্জ পল্লব, তালপত্রী (তালমূলী) ও বিট্‌লবণ এই সকল দ্রব্যও পেষণ পূর্ব্বক প্রতীবাপ নিক্ষেপ করিবে। প্রস্তুত হইবার পর সপ্তরাত্র অতীত হইলে এই ক্ষার ব্যবহার করিতে হইবে।

ক্ষারপ্রয়োগের বিষয়। বাতশ্লেষ্মজ ও মেদোজ মহান্ অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগে তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রয়োগ করিবে। উক্ত বাতজাদি মধ্য অর্ব্বুদাদি রোগে মধ্য ক্ষার এবং পিত্তজ ও রক্তজ অর্শোরোগে মৃদুক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়। জলীয়ভাগ শুষ্ক হওয়ায় ক্ষার ঘনীভূত হইলে তাহার বলাধানার্থ পুনরায় তাহাতে ক্ষারবিধিকৃত জল প্রদান করিবে॥ ৮—২৩

ক্ষারগুণ। ক্ষার দশ প্রকার গুণযুক্ত। যথা—নাতি তীক্ষ্ণ, নাতি মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, শীঘ্রগ (শীঘ্রদেহব্যাপী), শুক্ল, শিখরী (উপরে পিড়কার মত উত্থিত), সুখনির্ব্বাপ্য (কাঁজি প্রভৃতি দ্বারা সহজে শীতল করা যায়), অবিষ্যন্দী (স্রাবযুক্ত নহে) ও অনতিরুজাকারক। ক্ষার—শস্ত্র ও অগ্নি অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা ছেদন লেখন পাটনাদি শস্ত্রকর্ম্ম এবং দাহনাদি অগ্নিকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে॥ ২৪

ক্ষার অভ্যন্তরে প্রযুক্ত হইলে তাহা ক্ষোভবশতঃ শরীরের সকল স্থানে অনুগমন পূর্ব্বক শরীরকে আচুষিত ও মর্দ্দিত করিয়া শস্ত্রসাধ্য দোষসমূহকে সমূলে উন্মূলিত করে এবং দাহাদি স্বীয় কর্ম্ম করিয়া ও বেদনা না জন্মাইয়া স্বয়ংই বিনাযত্নে উপশমিত হয়॥ ২৫।২৬

ক্ষারসাধ্য অর্শঃ অর্ব্বুদ প্রভৃতি শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন লিখিত (ঘৃষ্ট) অথবা স্রাবিত (নিহৃত শোণিত) করিয়া তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে। নতুবা ক্ষার প্রযোজ্য নহে। একটী শলাকায়

স্থাকড়া জড়াইয়া তদ্দ্বারা ক্ষার লইয়া উক্ত ক্ষতে প্রদান করিবে এবং মাত্রাশত কাল (একটী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা কাল কহে। এইরূপ শত মাত্রা কাল) অপেক্ষা করিবে অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে আর কাঞ্জিকাদি দ্বারা নির্ব্বাপণ করিবে না।

অর্শোরোগে ক্ষারপাত করিয়া হস্ত দ্বারা যন্ত্রমুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক শত মাত্রা কাল অপেক্ষা করিবে। (অর্শের সন্নিহিত স্থানে ক্ষার না লাগে সে বিষয়ে সাবধানতার জন্য যন্ত্রমুখ আচ্ছাদন করিবার বিধি।)

বর্ত্মরোগে ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা বর্ত্মদ্বয় (চক্ষুর পাতা দুইটী) বক্রীকৃত এবং ক্ষারস্পর্শপরিহারার্থ কার্পাসাদি তুলা দ্বারা চক্ষুর কৃষ্ণভাগ (তারা) আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবে।

নাসার্ব্বুদে ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে রোগিকে সূর্য্যাভিমুখে বসাইয়া তাহার নাসিকার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া ক্ষার পাত করিবে এবং পঞ্চাশ মাত্রা কাল অপেক্ষা করিবে। কর্ণজ অর্শেও এইরূপে ক্ষার পাত করিবে। বর্ত্মরোগে নাসার্ব্বুদে ও কর্ণার্শে পদ্মপত্রের স্থায় পাতলা করিয়া ক্ষারের প্রলেপ দিবে ॥ ২৭—৩০

ক্ষারপ্রয়োগের পর নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে সূক্ষ্মবস্ত্রাদির দ্বারা ঐ ক্ষারপ্রলেপ অপনয়ন করিয়া, ক্ষারস্থান সম্যক্ দাহাদি লক্ষণ দ্বারা সুদগ্ধ অবগত হইয়া ঘৃত ও মধুর প্রলেপ দিবে এবং দুগ্ধ দধির মাত ও কাঞ্জিক দ্বারা নির্ব্বাপিত করিবে। ইহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মধুর ও শীতবীর্য্য দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। ক্ষারদগ্ধ স্থানের ক্লেদনার্থ মাষকলায় দধি প্রভৃতি অভিষ্যন্দী ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইবে॥ ৩১।৩২

অভিষ্যন্দি ভোজ্য ভোজন করিলেও যদি দৃঢ়মূলত্বহেতু ক্ষার দগ্ধ স্থান শীর্ণ না হয়, তাহা হইলে ধান্যাম্লবীজ (ধান্যাম্লের অধঃস্থ পদার্থ) যষ্টিমধু ও তিলের প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধুযুক্ত তিল কল্ক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রণরোপণ হইয়া থাকে ॥ ৩৩

ক্ষারদগ্ধস্থান পক্ক জম্বুফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্ন হইলে তাহাকে সম্যক্দগ্ধ বলিয়া জানিবে। দুর্দ্দগ্ধে ইহার বিপরীত লক্ষণ এবং তাম্রবর্ণতা তোদ কণ্ডু শোথ ও বিস্ফোটকাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুর্দ্দগ্ধ স্থান—ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা পুনরায় দগ্ধ করিবে। অতিদগ্ধ হইলে রক্তস্রাব মূর্চ্ছা দাহ জ্বর বিসর্প শোথ ও বিস্ফোট প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ ৩৪।৩৫

গুহ্যদেশ যদি অতিদগ্ধ হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত রক্তস্রাবাদি লক্ষণ বিশেষতঃ মল মূত্রের রোধ বা কদাচিৎ অতিপ্রবৃত্তি ও পুরুষত্বের নাশ হয় অথবা গুহ্যদেশের বিদারণ হেতু নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৬

ক্ষারপ্রয়োগে নাসিকা অতিদগ্ধ হইলে নাসাবংশের বিদারণ সঙ্কোচ ও বিষয়াজ্ঞান (ঘ্রাণশক্তি নষ্ট) হয়। এইরূপ কর্ণ চক্ষুঃ জিহ্বা প্রভৃতি স্থান ক্ষারাতিদগ্ধ হইলে তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ের জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ কর্ণে শুনিতে পাওয়া ও চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৩৭

এরূপ অতিদগ্ধ স্থানে কাঞ্জিকাদি অম্লদ্রব্যের পরিষেক, মধু ঘৃত ও কৃষ্ণতিলের প্রলেপ এবং

বাতপিত্তনাশক সকল প্রকার শীতল ক্রিয়া বিশেষ হিতকর। অম্লদ্রব্য স্পর্শে শীতল, ক্ষারদ্রব্য স্পর্শে উষ্ণ; উষ্ণস্পর্শ ক্ষার, শীতলস্পর্শ অম্লসংযোগে শীঘ্রই কটুকলবণ-ভূয়িষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া মধুর ভাব প্রাপ্ত হয়। মাধুর্য্যগুণে ক্ষারযন্ত্রণা শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষারদগ্ধ স্থান অম্লদ্রব্য দ্বারা সত্বর নির্ব্বাপিত করিবে॥ ৩৮।৩৯

ক্ষার হইতেও অগ্নি শ্রেষ্ঠ। কারণ অগ্নিদগ্ধ (অর্শঃ প্রভৃতি) রোগের আর পুনরুৎপত্তি হয় না। অপিচ ঔষধ, ক্ষার ও শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা যে সকল রোগের শান্তি হয় না, অগ্নি চিকিৎসায় সে সকল রোগও প্রসাধিত হইয়া থাকে॥ ৪০

ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থিতে অগ্নিদাহ প্রশস্ত। মস, অঙ্গগ্লানি, মস্তকের পীড়া, মন্থ (নেত্র রোগ); চর্ম্মকীল ও তিলাদি রোগে পিচু বর্ত্তি গোদন্ত সূর্য্যকান্ত মণি ও শরাদি দ্বারা ত্বগ্‌দাহ করিবে। অর্শঃ, ভগন্দর, গ্রন্থি, নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণাদি রোগে মধু স্নেহ জাম্ববোষ্ঠ (শলাকা-বিশেষ) ও গুড়াদি দ্বারা মাংসদাহ করিবে। শ্লিষ্টবর্ত্মরোগ, রক্তস্রাব, নীলিকা (ক্ষুদ্ররোগ বিশেষ) রোগে ও অসম্যক্ শিরা ব্যধে পূর্ব্বোক্ত মধুস্নেহাদি দ্বারা শিরাদিদাহ করিবে। ক্ষার-বারিত (ক্ষার প্রয়োগের অযোগ্য) ব্যক্তির এবং অন্তঃশল্য, অন্তঃশোণিত, ভিন্নকোষ্ঠ ও ভূরিব্রণ পীড়িত ব্যক্তির অগ্নি দ্বারা দাহ নিষিদ্ধ॥ ৪১—৪৪

রোগস্থান সুদগ্ধ হইলে ঘৃত মধু দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু, শালিমূল প্রভৃতি শীতবীর্য্য দ্রব্যের স্নিগ্ধ প্রলেপ দিবে।

সুদগ্ধ লক্ষণ। দহ্যমান অবস্থায় প্রবৃত্ত রক্তস্রাব বন্ধ হইলে সেই স্থান বুদ্বুদের ন্যায় শব্দ-বিশিষ্ট, লসিকাযুক্ত, পক্ব তাল-বর্ণ বা কপোতবর্ণ বিশিষ্ট, সুরোহণশীল ও নাতিবেদন হইয়া থাকে।

দুর্দগ্ধ ও অতিদগ্ধের লক্ষণ—প্রমাদ-দগ্ধ লক্ষণ সমূহের তুল্য জানিবে। অনবধানতাবশতঃ আগন্তুক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে তাহাকে প্রমাদদগ্ধ কহে॥ ৪৫।৪৬

প্রমাদ দগ্ধ চারি প্রকার। যথা তুত্থদগ্ধ, সম্যক্ দগ্ধ, দুর্দগ্ধ ও অতিদগ্ধ। যেরূপ দাহে ত্বক্ বিবর্ণ (তুঁতের ন্যায় বর্ণযুক্ত) হইয়া অত্যন্ত বেদনান্বিত হয় অথচ স্ফোটোকোৎপত্তি হয় না, তাহাকে তুত্থদগ্ধ বলে। অগ্নি দ্বারা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলেই তাহা তুত্থদগ্ধ নামে অভিহিত হয়। যাহাতে স্ফোটোৎপত্তি ও দাহযুক্ত তীব্রবেদনা হয়, তাহাকে দুর্দগ্ধ বলে। অতিদগ্ধে মাংস-লম্বন, শিরাদির সঙ্কোচ, দাহ, ধূমনির্গমবৎ বেদ, বেদনা, শিরাদির নাশ (ব্যাপত্তি), তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ব্রণের গভীরতা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে॥ ৪৭।৪৮

তুত্থদগ্ধে অগ্নিতাপ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধের প্রয়োগ করিবে। দগ্ধস্থানে রক্ত গাঢ় হইলে অত্যন্ত বেদনা এবং বিলীন হইলে বেদনার লাঘব হয়। সেই জন্য উষ্ণক্রিয়া দ্বারা রক্তের বিলয়ন করিবে। দুর্দগ্ধ স্থানে শীত ও উষ্ণক্রিয়া পর্য্যায় ক্রমে করিবে। তন্মধ্যে প্রথমে শীতক্রিয়া করণীয়। সম্যক্‌দগ্ধে বংশলোচন, পাকুড়, রক্তচন্দন, গিরিমাটী ও গুলঞ্চের কল্কে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। তৎপরে পিত্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। অতিদগ্ধে শীঘ্র পিত্ত-বিসর্পবৎ সমস্ত ক্রিয়া করিবে। প্রতপ্ত তৈল ঘৃতাদি স্নেহদগ্ধে অত্যন্ত রুক্ষ ভেষজ প্রয়োগ করিবে॥ ৪৯—৫২

হৃদয়স্থ রহস্তের ন্যায় অষ্টাঙ্গহৃদয়ের রহস্তবৎ অর্থাৎ গুহ্য অর্থবিশিষ্ট এই সূত্রস্থান সমাপ্ত হইল। এই স্থানে যে সকল সূক্ষ্ম অর্থ সূত্রিত হইয়াছে তাহাই সমস্ত স্থানে বিস্তারিত করিয়া বলা যাইবে। সেই জন্য এই স্থান তন্ত্রসম্বন্ধি অন্যস্থানের রহস্তবৎ বলিয়া উক্ত হইল॥ ৫৩

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে সূত্রস্থানে ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বৈদ্যপতি সিংহগুপ্তসূনু বাগভট্টবিরচিত অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতায় প্রথম সূত্রস্থান সমাপ্ত

অষ্টাঙ্গহৃদয়

শারীরস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

অতঃপর আমরা গর্ভাবক্রান্তি শারীর ব্যাখ্যা করিব—যাহা অত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন ॥ ১

অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী) কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় সেইরূপ জীব, প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অবিদ্যা অহঙ্কার রাগ দ্বেষ অভিনিবেশাদি ক্লেশ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যখন বিশুদ্ধ শুক্র ও আর্ত্তবে প্রবেশ করে, তখনই যুক্তিপ্রভাবে গর্ভরূপে পরিণত হয়। মথ্য মন্থন ও মন্থনকারী ইহাদের সংযোগ ব্যতীত যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সকল সামগ্রীসংযোগ বিনা গর্ভেরও উৎপত্তি হয় না ॥ ২

সেই গর্ভ, সত্ত্বানুগামী (চিত্তানুগত) সূক্ষ্ম (যোগিদৃশ্য) বীজাত্মক (শুক্রশোণিতরূপে পরিণত) মাতার আহার রসজ সত্ত্বরজস্তমোময় আকাশাদি মহাভূত দ্বারা ক্রমে ক্রমে গর্ভাশয়ে বৃদ্ধিত হয় ॥ ৩

জীব কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হয় ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রবেশ ত উপলব্ধি হয় না ? তজ্জন্য বলা হইতেছে যে, দৃশ্যত্ব বা অদৃশ্যত্ব দ্বারা বস্তুর সদ্ভাব বা অসদ্ভাব ব্যবস্থাপিত হয় না। যেমন সূর্য্যরশ্মির তেজ সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা ব্যবহিত হইয়াও তন্নিম্নস্থ তৃণাদি ইন্ধনে প্রবেশ করে অথচ দেখা যায় না, পরন্তু ইন্ধনকার্য্য দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ জীবও অদৃশ্যভাবে গর্ভাশয়ে প্রবেশ কালে দেখা যায় না, তাহার কার্য্য দ্বারা লোকের উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪

আচ্ছা, মহাভূতানুগ সত্ত্ব ত এক প্রকার, কিন্তু তাহা কিরূপে অনেক জাতি ও অনেক আকৃতিতে (মনুষ্য গজ গো প্রভৃতিতে) পরিণত হয় ; তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে—কার্য্যসমূহ

কারণানুবিধায়ী (কারণের অনুগামী), সেই জন্য কার্য্য কারণ সদৃশ হয় অর্থাৎ কারণ যেরূপ কার্য্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। অগ্নিতাপে গলিত রৌপ্যাদি ধাতু এক প্রকার হইলেও যেমন তাহা বালুকাদি কল্পিত নানা প্রকার ছাঁচে নিষিক্ত হইয়া সেই ছাঁচের আকৃতি প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ জীব একরূপ হইলেও কর্ম্মক্লেশ বশে মনুষ্যগবাদি ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে প্রবেশ করিয়া তত্তদ্‌ যোনির আকৃতি ধারণ করে। এই কার্য্য-কারণসাদৃশ্য হেতু শুক্রের বহুত্বে পুরুষ, রক্তের বহুত্বে স্ত্রী এবং শুক্রার্ত্তব উভয়ের সাম্যে ক্লীব জন্মিয়া থাকে। গর্ভাশয়ে বায়ুকর্ত্তৃক শুক্রশোণিত বহুধা বিভক্ত হইলে বহু অপত্য শুক্রশোণিতের তারতম্যানুসারে পুত্র বা কন্যাদি জন্মে। (শূকর সারমেয়াদি জাতিতে এই হেতু অনেক অপত্য দৃষ্ট হয়) ॥ ৫।৬

বিযোনি ও বিকৃতাকার গর্ভের কারণ—বিকৃত বাতাদি দোষ দ্বারা বিযোনি (সর্প বৃশ্চিকাদি) ও বিকৃতাকার (ন্যূনাধিক অঙ্গবিশিষ্ট) সন্তান জন্মিয়া থাকে ॥ ৭

স্ত্রীলোকদিগের মাসে মাসে তিন দিন করিয়া রসজ রজঃ নিঃস্রুত হয়। এই রজঃ দ্বাদশ বৎসর (টীকাকার বলেন—একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষ) বয়সের পর হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশ বৎসরের পর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ ৮

পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী পূর্ণ বিংশ বর্ষীয় পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলে এবং গর্ভাশয় অপত্যমার্গ রক্ত শুক্র বায়ু ও হৃদয় বিশুদ্ধ থাকিলে বীর্য্যবান্‌ পুত্র জন্মে। ইহার ন্যূন বয়সে রোগী অল্পায়ু বা দুর্ভাগ্য সন্তান জন্মে অথবা একেবারেই গর্ভ হয় না ॥ ৯।১০

শুক্রার্ত্তব সংযোগ হইলেও অনেক সময় দম্পতির গর্ভোৎপত্তি হয় না, তাহার কারণ কি? কথিত হইতেছে। বাতাদি দোষ কুণপ গ্রন্থি পূয ক্ষীণ ও মল নামক রেতঃ ও রজঃ গর্ভোৎপাদনে অসমর্থ। অর্থাৎ বাত-শুক্র পিত্ত-শুক্র কফ-শুক্র কুণপ-শুক্র গ্রন্থি-শুক্র পূয-শুক্র ক্ষীণ-শুক্র মল-শুক্র (মূত্র শুক্র ও পুরীষ-শুক্র) এবং উক্ত নামে অভিহিত আর্ত্তব (যথা বাতার্ত্তব পিত্তার্ত্তব ইত্যাদি) ইহারা বীজোপযোগী নহে। সুতরাং এরূপ শুক্রার্ত্তবের সংযোগে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

শুক্র ও আর্ত্তবে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে তাহাকে তদ্দোষসংজ্ঞক জানিবে। (যেমন রুক্ষশ্যাবারুণাদি বায়ুর লক্ষণ অধিক থাকিলে বাতশুক্র বা বাতার্ত্তব, বিস্রগন্ধ উষ্ণতাদি পিত্ত লক্ষণ থাকিলে পিত্তশুক্র বা পিত্তার্ত্তব, স্নিগ্ধপাণ্ডুপিচ্ছিলতাদি শ্লেষ্মলক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে শ্লেষ্মশুক্র বা শ্লেষ্মার্ত্তব বলিতে হয়)। দুষ্টরক্ত দ্বারা কুণপ (শবদুর্গন্ধি) গন্ধ হয় বলিয়া এরূপ শুক্র বা শোণিতের নাম কুণপ, এইরূপে বাতশ্লেষ্ম দ্বারা গ্রন্থিসদৃশ, রক্ত ও পিত্তদোষে পূযাভ, এবং বাতপিত্তদোষে ক্ষীণ, ইহারা কৃচ্ছ্রসাধ্য। ত্রিদোষ প্রকোপে শুক্রশোণিত মূত্র সদৃশ বা পুরীষ সদৃশ হয় এই মলাখ্য রোগ অসাধ্য।

শুক্রার্ত্তব বাতাদি দোষে দুষ্ট হইলে তদ্দোষ নাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কুণপশুক্রে ধাইফুল খদিরকাষ্ঠ দাড়িম ও অর্জ্জুন সাধিত ঘৃত অথবা অসনাদিগণোক্ত দ্রব্য সাধিত ঘৃত পান করাইবে। গ্রন্থ্যাভ শুক্রে পলাশক্ষার ও পাষাণভেদী দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত, পূযাখ্য শুক্রে ফল্‌সা ও বটাদিগণ সাধিত ঘৃত পান করাইবে। ক্ষীণশুক্রে শুক্রবর্দ্ধক ঔষধ প্রযোজ্য। শুক্রদোষার্ত্ত ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ বান্ত বিরিক্ত নিরূঢ় ও অনুবাসিত করিয়া উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। মলসদৃশ শুক্রে আতুরকে বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া হিং ও বেণার মূল প্রভৃতি দ্বারা সাধিত ঘৃত পান করাইবে।

গ্রন্থ্যার্ত্তবে আকনাদি ত্রিকটু ও কুড়্চির কাথ প্রয়োগ করিবে। কুণপ ও পূয সদৃশ আর্ত্তবে রক্তচন্দন জলের সহিত পান করাইবে এবং গুহ্যরোগ প্রতিষেধে যাহা উক্ত হইবে তৎসমস্ত সাধন ও উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে (ক্ষীণার্ত্তবে রক্ত রক্তবর্দ্ধক চিকিৎসা করিবে)॥ ১১—১৮

শুক্লবর্ণ গুরু স্নিগ্ধ মধুর ঘন ও বহু এবং ঘৃত মধু বা তৈল সদৃশ শুক্র বিশুদ্ধ। আর যে আর্ত্তব লাক্ষারসসন্নিভ বা শশশোণিতপ্রভ, বস্ত্রাদি লগ্ন যে আর্ত্তব জলে ধৌত করিলে উঠিয়া যায় অর্থাৎ বস্ত্রে দাগ ধরে না তাহা বিশুদ্ধ। এইরূপ বিশুদ্ধ শুক্র ও শোণিতই সদ্‌গর্ভের নিমিত্ত প্রশস্ত ॥ ১৯

বিশুদ্ধ শুক্র ও আর্ত্তব বিশিষ্ট, স্বস্থ, পরস্পর অনুরক্ত, পুংসবন (অভিমত পুত্রাদিকারক মহাকল্যাণ ঘৃত, ফল ঘৃতাদি) স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ, বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ, বস্তিগ্রহণশীল দম্পতী যুগলের মধ্যে পুরুষকে জীবনীয় মধুরগণোক্ত ঔষধ দ্বারা সাধিত দুগ্ধ ঘৃত এবং স্ত্রীকে তৈল মাষ-কলাই ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য বিশেষরূপে সেবন করাইবে॥ ২০—২২

ঋতুমতী স্ত্রীর লক্ষণ। যে স্ত্রীর মুখ ক্ষীণ ও প্রসন্ন, শ্রোণি ও পয়োধর স্ফূর্ত্তিযুক্ত, চক্ষু ও কুক্ষি শিথিল হয় এবং পুরুষের অভিলাষ জন্মে, তাহাকে ঋতুমতী বলিয়া জানিবে। ২৩

প্রস্ফুটিত পদ্ম যেমন দিনান্তে সঙ্কুচিত হয়, সেই প্রকার দ্বাদশনিশাত্মক ঋতুকাল অতীত হইলে যোনি অর্থাৎ গর্ভাশয়দ্বার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, সেই জন্য ঋতুকালান্তে যোনি শুক্র (বীজ) গ্রহণ করিতে পারে না॥ ২৪

ঋতুকালে প্রকৃতিস্থ প্রেরক বায়ু ধমনীদ্বয় দ্বারা যোনি মুখ হইতে ঋতু শোণিত নিঃসারিত করিয়া থাকে। এই শোণিত আহার রস দ্বারা এক মাসে উপচিত ঈষৎ কৃষ্ণ ও আমগন্ধ রহিত॥ ২৫

ঋতুকালে রজোদর্শনের সময় হইতেই তিন দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী শুভচিন্তাপরায়ণা স্নান ও অলঙ্কার বর্জ্জিতা এবং দর্ভশয্যাশায়িনী হইবে। এই সময় ক্ষীরসিদ্ধ যবান্ন অল্প পরিমাণে কদলীপ্রভৃতির পত্রে শরাবে বা হস্তে করিয়া পান করিবে। যবান্ন কোষ্ঠের শোধক ও কর্ষক হইবে। এই তিন দিন ব্রহ্মচারিণী হইবে অর্থাৎ মৈথুন ত্যাগ করিবে। চতুর্থ দিবসে স্নানান্তে শুচি হইয়া শুভ্রবর্ণ মাল্য ও বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভর্তৃসদৃশ পুত্র ইচ্ছা করিয়া প্রথমে পতিকে দর্শন করিবে। (শাস্ত্রে আছে যে, ঋতুস্নানের পর স্ত্রী যেরূপ দর্শন বা চিন্তন করে সেইরূপ পুত্র প্রসবকরিয়া থাকে)॥ ২৬—২৮

ঋতু দর্শনের দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন এবং একাদশ দিন পুরুষসংসর্গে অপ্রশস্ত। (কেহ কেহ বলেন—ত্রয়োদশ দিবসও বর্জ্জনীয় কারণ এই দিনের সংসর্গে নপুংসক জন্মে।) অবশিষ্ট দিবসের মধ্যে যুগ্ম দিবসে (চতুর্থ ষষ্ঠ অষ্টম দশম ও দ্বাদশ) মৈথুন করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে মৈথুন করিলে কন্যা জন্মে। (অচিন্ত্য কারণ বশতঃ যুগ্ম দিবসে শুক্রাধিক্য এবং অযুগ্ম দিবসে আর্ত্তবের আধিক্য হইয়া থাকে)॥ ২৯

অনন্তর অথর্ব্ববেদবিৎ পুরোহিত বিধিবৎ পুত্রীয় যাগ করিবেন। ইহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বিধি। শূদ্রা স্ত্রী নমস্কারপরায়ণা ও মন্ত্রবর্জ্জিতা হইয়া সমস্ত বিধি সম্পন্ন করিবে॥ ৩০

এই প্রকারে যথাবিধি স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ হইলে তাহা অবন্ধ্য অর্থাৎ গর্ভসম্ভবহেতু হয় এবং যথাভিমত পুংগর্ভ বা স্ত্রীগর্ভ হইয়া থাকে। সদ্‌ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন। যে অপত্যজননার্থ দম্পতীর সংযোগ গোপনভাবে হওয়া উচিত। ইহার অন্যথা করিলে মহদ্বংশেও কুলাঙ্গার কুপুত্র জন্মিয়া থাকে॥ ৩১—৩৩

দম্পতী যেরূপ পুত্র কন্যা ইচ্ছা করিবেন সেই প্রকার বর্ণ প্রমাণ ও চরিত্র বিশিষ্ট জনপদবাসি দিগকে চিন্তা করিবেন এবং তাহাদের স্থায় আচার ও পরিচ্ছদ বিশিষ্ট হইবেন॥ ৩৪

পুত্রীয় বিধি অনুষ্ঠানের পর পুরুষ ঘৃত ও দুগ্ধ সহ শাল্যন্ন ভোজন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদের আদেশ মত শুভক্ষণে প্রথমে দক্ষিণ পাদ দ্বারা শয্যায় আরোহণ করিবে। এবং স্ত্রী তৈল ও মাষ বহুল আহার করিয়া বামপাদ দ্বারা পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে শয্যারোহণ পূর্ব্বক শয়ন করিবে। তৎপরে "অহিরসি হইতে মে সুতম্" পর্য্যন্ত মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পরস্পর প্রিয় বচনাদিদ্বারা প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক আনন্দের সহিত মৈথুন করিবে। মৈথুনকালে স্ত্রী তচ্চিত্তা হইয়া অঙ্গ সকল সুসংস্থিত করিয়া উত্তানভাবে থাকিবে। ইহাতে বাতাদি দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থিত থাকাতে নির্দ্দোষভাবে বীজ গৃহীত হইয়া থাকে। সদ্যোগর্ভার লক্ষণ। যোনিতে বীজের সম্যক্ গ্রহণ, তৃপ্তি, কুক্ষির গুরুত্ব ও স্ফুরণ, শুক্র ও রক্তের অননুবন্ধন অর্থাৎ যোনিমুখ দ্বারা বহির্নির্গম, হৃদয়স্পন্দন, তন্দ্রা, পিপাসা, গ্লানি ও লোমাঞ্চ এই গুলি সদ্যোগৃহীত-গর্ভার লক্ষণ॥ ৩৫—৪১

এক্ষণে গর্ভের অবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে—গর্ভগ্রহণের সপ্তাহ মধ্যে গর্ভ গোলক শ্লেষ্মপিণ্ডী—ভূত হয়, তৎপরে এক মাস পর্য্যন্ত অব্যক্তাকৃতি কললীভূত হইয়া থাকে। এই কললীভূত গর্ভে স্ত্রী পুরুষাদি লক্ষণ ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রথম মাসে পুংসবনাদি সংস্কার কর্ত্তব্য। এস্থলে আশঙ্কা করা হইতেছে যে, জীব প্রাক্তন কর্ম্মবশে প্রেরিত হইয়া স্ত্রীগর্ভ বা পুংগর্ভ রূপ ধারণ করে, যদি সেই কর্ম্মাধীন জীব স্ত্রীগর্ভ উৎপাদন করিতে আক্ষিপ্ত হয়—তাহা হইলে পুংসবনাদি পুরুষপ্রযত্ন দ্বারা তাহা কখনই পুংগর্ভরূপে পরিণত হইতে পারে না। তবে পুংসবনাদি সংস্কারের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, পুরুষকার বলবান্ হইলে তদ্দারা দুর্ব্বল দৈব নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বলবান্ দৈবকে দুর্ব্বল পুরুষকার নষ্ট করিতে পারে না। তবে পুংসবনাদি ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি বা অসিদ্ধি দেখিয়া প্রাকৃকৃত কর্ম্মের হীনবলত্ব বা প্রবলত্ব অনুমান করা যায়॥ ৪২।৪৩

পুংসবন প্রয়োগ। স্বর্ণ রৌপ্য বা লৌহ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পুরুষাকার পুত্তলী অগ্নিতাপে লোহিত বর্ণ করিয়া উহা দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই দুগ্ধ চারিপল (অর্দ্ধসের) মাত্রায় পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত কালে গর্ভিণী পান করিবে॥ ৪৪

শ্বেত অপামার্গ, জীবক, ঋষভক ও ঝিণ্টি এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের কোন একটী বা দুইটী অথবা তিনটী বা সমস্ত গুলি জলে পেষণ করিয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কালে তাহা পান করিবে॥ ৪৫

স্ত্রী স্বয়ং শ্বেতপুষ্পবৃহতীর (কণ্টকারীর) মূল দুগ্ধের সহিত বাটিয়া তাহার রস পুত্রার্থ দক্ষিণ নাসাপুটে এবং কন্যাজননার্থ বাম নাসাপুটে সেচন করিবে॥ ৪৬

লক্ষণার মূল দুগ্ধের সহিত বাটিয়া নাসিকা বা মুখ দ্বারা পান করিলে পুত্রের উৎপত্তি ও স্থিতি হয়। অর্থাৎ যাহাদের পুত্র জন্মে না বা পুত্র জন্মিলে বাঁচে না তাহাদিগকে পুত্রের উৎপত্তি ও স্থিতির জন্য এই যোগ সেবন করাইবে। অথবা বটের আটটী শুঙ্গা দুগ্ধে বাটিয়া নাসিকা বা মুখ দ্বারা পান করাইবে। জীবনীয়গণ (জীবন্তী কাকোলী প্রভৃতি দশটী) স্নানোদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা বাহ্য ও আহার পানাদি দ্বারা আভ্যন্তর প্রয়োগ করিবে॥ ৪৭

স্বামী ও ভৃত্যবর্গ কর্তৃক প্রিয় ও হিতকর আহারবিহারাদি দ্বারা গর্ভিণীর যে উপচার (সেবা) তদ্দ্বারা গর্ভ ধৃত (রক্ষিত) হইয়া থাকে। অর্থাৎ অকালে নষ্ট হয় না। নবনীত ঘৃত ও ক্ষীরাদি যথাসাত্ম্য পথ্য প্রদান দ্বারা গর্ভবতী স্ত্রীর সর্ব্বদা সেবা করিবে॥ ৪৮

গর্ভিণীর বর্জ্জনীয়। অতিমৈথুন, আয়াসজনক কর্ম্ম, ভারবহন, গুরু উত্তরীয় বস্ত্রধারণ, অকালে নিদ্রা ও জাগরণ (দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ), কঠিন ও উৎকট আসন, শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শ্রদ্ধাবিনিগ্রহ, উপবাস, পথশ্রম এবং তীক্ষ্ণ উষ্ণ গুরু ও বিষ্টম্ভিদ্রব্য ভোজন, রক্তবস্ত্র পরিধান, গর্ত্ত ও কূপ নিরীক্ষণ, মদ্যপান, মাংসভোজন, উত্তান (চিৎ হইয়া শোওয়া) শয়ন, রক্তমোক্ষণ, বমনবিরেচনাদি শুদ্ধি এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধা স্ত্রীগণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন না—তৎসমস্ত বিষয় গর্ভিণী স্ত্রী ত্যাগ করিবেন। অষ্টম মাসের পূর্ব্বে গর্ভিণীকে অনুবাসন বস্তি দিবে না, অষ্টমমাসে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল বর্জ্জনীয় বিষয় সেবন করিলে গর্ভিণীর আম গর্ভস্রাব হয় বা কুক্ষিমধ্যে শুষ্ক হয় অথবা মরিয়া যায়॥ ৪৯—৫২

বাতবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিলে গর্ভ কুব্জ অন্ধ জড় ও বামন; পিত্তজনক দ্রব্য সেবন করিলে খালিত্য (টাক) যুক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ এবং কফকর দ্রব্য সেবনে শ্বিত্ররোগ যুক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ হয়॥ ৫৩

গর্ভিণীর কোনরূপ ব্যাধি জন্মিলে তাহা মৃদু সুখকর ও অতীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা প্রশমিত করিবে॥ ৫৪

গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে সেই কলল গর্ভ ঘন পেশী বা অর্ব্বুদাকার হয়। (ঘন গাঢ়, পেশী—মাংসপেশীসদৃশ এবং অর্ব্বুদ অর্দ্ধবিভক্ত গোলাকার বস্তু সদৃশ)। এই ঘনাদিরূপ গর্ভ হইতে যথাক্রমে পুরুষ স্ত্রী ও ক্লীব সন্তান হয়। অর্থাৎ ঘনগর্ভ হইতে পুরুষ, পেশী হইতে স্ত্রী এবং অর্ব্বুদাকার গর্ভ হইতে নপুংসক জন্মে॥

ব্যক্তগর্ভের লক্ষণ। শরীরের ক্ষীণতা, উদরের গুরুত্ব, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, তৃষ্ণা, মুখপ্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), অবসাদ, রোমাবলীর উদ্গম, অম্লভোজনে ইচ্ছা, স্তনের পীনতা, স্তনে দুগ্ধোৎপত্তি, চুচুকের (স্তনাগ্রভাগের বোঁটার) কৃষ্ণবর্ণতা, পাদদ্বয়ে শোথ, ভুক্তান্নের বিদগ্ধতা (কেহ বলেন শরীরে দাহ) এবং নানাপ্রকার শ্রদ্ধা (পথ্যাপথ্যাদি বিষয়ে অভিলাষ)॥ ৫৫—৫৭

গর্ভিণীর শ্রদ্ধা (কোন বিষয়ে স্পৃহা) উৎপন্ন হইলে তাহাকে অপথ্য দেওয়া উচিত কিনা এই সন্দেহ নিরসনার্থ কথিত হইতেছে—গর্ভের হৃদয় মাতৃঅংশ জাত ও মাতৃহৃদয়ের সহিত সম্বদ্ধ। পরস্পর হৃদয়ের সম্বদ্ধ থাকায় গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বা দৌহৃদিনী বলে। এসময়ে গর্ভিণীহৃদয় সন্তপ্ত হইলে গর্ভের হৃদয়ও সন্তপ্ত হইয়া থাকে। পরায়ত্ত-হৃদয়া বলিয়া গর্ভিণী তৎকালে স্বস্বভাবোচিত অভিলাষ ব্যতীত অন্য নানাপ্রকার অভিলাষ করিয়া থাকেন। গর্ভিণীর অভিলাষ ও গর্ভের অভিলাষ একই বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং এ অবস্থায় শ্রদ্ধার পূরণ না করা অন্যায়। সেই জন্য তাহাকে অপথ্য দ্রব্যও হিতসংযুক্ত করিয়া অল্প মাত্রায় দেওয়া উচিত। কারণ শ্রদ্ধাবিঘাতে গর্ভের বিকৃতি বা চ্যুতি হইতে পারে। অতএব কখনই গর্ভিণীর শ্রদ্ধা বিঘাত করিবে না। শ্রদ্ধার বস্তু দিলে বীর্য্যবান্ চিরজীবী পুত্র প্রসব করিয়া থাকে॥ ৫৮—৬০

তৃতীয় মাসে গর্ভের অঙ্গপঞ্চক যথা মস্তক হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় এবং চেতনার অধিষ্ঠান সূক্ষ্ম অঙ্গ সমূহের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সকল অঙ্গ ব্যক্ত হইবার তুল্যকালেই গর্ভের দুঃখ ও সুখের জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৬১

মাতার আহারাদি দ্বারা গর্ভ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা কথিত হইতেছে—গর্ভের নাভিতে এবং মাতার হৃদয়ে একটী নাড়ী নিবদ্ধ আছে, সেই নাড়ী দ্বারা গর্ভের পুষ্টি হয়। যেমন জলবহা ক্ষুদ্রপয়োনালী জলবহন দ্বারা ক্ষেত্রস্থ শস্য সমূহ বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ মাতৃহৃদয়ে নিবদ্ধ নাড়ী মাতার আহার রস বহন করিয়া গর্ভের পোষণ করিয়া থাকে॥ ৬২

চতুর্থমাসে গর্ভের সমস্ত অব্যক্ত সূক্ষ্ম অঙ্গের প্রকাশ হয়। পঞ্চমমাসে চেতনা, ষষ্ঠমাসে স্নায়ু শিরা রোম বল বর্ণ নখ ও ত্বক্ ব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়॥ ৬৩

সপ্তম মাসে গর্ভ সর্ব্বভাব (বস্তু) দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া পুষ্ট হইয়া থাকে। (এসময়ে প্রসব হইলেও সন্তান বাঁচিতে পারে। তবে দীর্ঘজীবী হয় না।) এই সময়ে বাতাদি দোষসকল গর্ভদ্বারা উৎপীড়িত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে এবং কণ্ডু বিদাহ ও কিক্কিস উৎপাদন করে। (গর্ভিণীর উরু স্তন ও উদরে যে রেখাকার বলিবিশেষ জন্মে, তাহাকে কিক্কিস কহে। কেহ কেহ শূক দ্বারা ব্যাপ্ততাকে কিক্কিস বলেন।)॥ ৬৪

গর্ভিণীর কণ্ডু বিদাহ ও কিক্কিসাদি শান্তির জন্য নিম্নলিখিত যোগ ব্যবহার করিবে। যথা—কুলভিজান জল ও দ্রাক্ষাদি মধুর ঔষধের কল্কসহ নবনীত সিদ্ধ করিয়া তাহা গর্ভিণীকে সেবন করাইবে এবং কণ্ডুযুক্ত স্থানে মালিস করিতে দিবে। অল্প লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত লঘু ও স্বাদু পথ্য প্রদান করিবে। চন্দন ও বেণামূল জলে বাটিয়া অথবা ত্রিফলা এণ হরিণ ও শশকের রক্তে বাটিয়া তদ্দ্বারা উরু স্তন ও উদরে লেপ দিবে। করবীর পত্র সিদ্ধ তৈলদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া পটোলপত্র, নিমপাতা, মঞ্জিষ্ঠা ও তুলসী পত্রের কল্ক দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন করিবে। দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু সিদ্ধ জল দ্বারা পরিষেক করিবে এবং স্নানাদি দ্বারা শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। চুলকাইবেনা। কণ্ডু উপস্থিত হইলে উদ্বর্ত্তন ও স্নান করিবে। ইহাতে উদর ও স্তন প্রভৃতি স্থানের চর্ম্ম ফাটিয়া যাইবে না॥ ৬৫—৬৮

অষ্টমমাসে সর্ব্বধাতুসার ওজঃ পদার্থ যথাক্রমে মাতা ও পুত্রে মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরিত হয়। সেই জন্য মাতা ও পুত্র কখন ম্লান কখন বা মুদিত (হৃষ্ট) হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন ওজঃ পদার্থ মাতৃহৃদয়ে সঞ্চরিত হয় তখন মাতা হৃষ্ট এবং পুত্র ম্লান এবং যখন পুত্রহৃদয়ে সঞ্চরিত হয় তখন পুত্র হৃষ্ট ও মাতা ম্লান হইয়া থাকে। যে সময়ে ওজঃপদার্থ সন্তানে অবস্থিতি না করে তখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার মৃত্যু হয়। অষ্টমমাসে ওজঃপদার্থের অনবস্থান হেতু গর্ভিণীরও জীবন সংশয়াপন্ন হয় অর্থাৎ কখন জীবন রক্ষা হয় কখন নষ্ট হয়॥ ৬৯

অষ্টম মাসে দুগ্ধের সহিত পক্ক পেয়া ঘৃতসহ পান করিতে দিবে। দ্রাক্ষাদি মধুরদ্রব্য সাধিত ঘৃত দ্বারা অনুবাসন বস্তি দিবে। সঞ্চিত পুরাণ মলের শুদ্ধির জন্য শুষ্ক মূলক ও অম্লকুলের কাথ এবং শুলফার কল্কের সহিত ঘৃত তৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া তাহার নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৭০।৭১

অষ্টম মাসের পর একদিন অতিক্রান্ত হইলেই প্রসবের কাল জানিবে। এই সময় হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল। এই সময়ে প্রসব হইলে সন্তান দীর্ঘায়ুষ্কাদিলক্ষণান্বিত হয়। অতঃপর বায়ুকর্ত্তৃক কুক্ষিতে গর্ভ ধারিত হওয়ায় ভূমিষ্ঠ না হইলে তাহা বিকারকারী হইয়া থাকে॥ ৭২।৭৩

নবমমাসে মাংসরসান্বিত স্নিগ্ধ অন্ন প্রশস্ত অথবা বহুস্নেহসাধিত যবাগূ এবং দ্রাক্ষাদি মধুরদ্রব্য সাধিত ঘৃতের অনুবাসন প্রশস্ত। এই মাস হইতে অনুবাসনোক্ত ঘৃতাক্ত পিচু (কাপাসতুলার বর্ত্তি) গর্ভিণীর যোনিতে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বায়ুর শান্তি হওয়ায় সুখে প্রসব হয়। বাতঘ্নপত্র সমূহের ক্বাথ শীতল করিয়া তদ্দ্বারা গর্ভিণীকে প্রত্যহ স্নান করাইবে। এখন হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভিণীকে নিঃস্নেহাঙ্গী রাখিবে না অর্থাৎ প্রত্যহ উত্তমরূপে তৈলাভ্যঙ্গ করাইবে। ইহাতে বায়ুর শান্তি হইবে॥ ৭৪—৭৬

ইদানীং গর্ভিণীর পুত্র কন্যা নপুংসক বা যমক প্রসবের লক্ষণ কথিত হইতেছে—যে গর্ভিণীর প্রথমে দক্ষিণ স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, যাহার গমন গ্রহণ শয়ন প্রভৃতিতে প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গের চেষ্টা হয়, অর্থাৎ গমনকালে প্রথমে দক্ষিণপাদ এবং গ্রহণকালে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ হয়, যাহার পুন্নামধেয় দ্রব্যে দৌহৃদ, পুন্নামক প্রশ্নে অনুরাগ, পুংবিষয়ক স্বপ্ন দর্শন (স্বপ্নে পুরুষ গজ অশ্ব বরাহাদি প্রাণী বা আম্র দাড়িমাদি বৃক্ষ দর্শন), যাহার দক্ষিণ কুক্ষি উন্নত এবং গর্ভ বর্ত্তুলাকার হয়, সে গর্ভিণী পুত্র প্রসব করে। আর যাহার এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ (বামস্তনে দুগ্ধ বামপার্শ্ব চেষ্টা প্রভৃতি) প্রকাশিত হয়, যাহার পুরুষ সঙ্গে ইচ্ছা হয়, যাহার নৃত্য বাদ্য গান্ধর্ব্ব (সঙ্গীতাদি), গন্ধ ও মাল্যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সে কন্যা প্রসব করিয়া থাকে। এই উভয় লক্ষণের (পুত্রপ্রসবলক্ষণ ও কন্যাপ্রসব লক্ষণের) সাঙ্কর্য্য ঘটিলে এবং কুক্ষির মধ্যভাগ উন্নত হইলে ক্লীব জন্মে। আর দ্রোণীর ন্যায় উদরের দুইপার্শ্ব উন্নত এবং মধ্যভাগ নিম্ন হইলে যমজ সন্তান প্রসূত হইয়া থাকে॥ ৭৭—৭৯

গর্ভিণী নবম মাসের পূর্ব্বেই শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে বহুপ্রসূতা ও প্রসবকালোচিতব্যবহার-কুশলা স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বাস্তবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তির দ্বারা প্রশস্ত দেশে নির্ম্মিত ও সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন সূতিকা গৃহ আশ্রয় করিবে এবং তথায় প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিবে॥ ৮০।৮১

আসন্নপ্রসবার লক্ষণ। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর (অর্থাৎ যাহারা আজ কালের মধ্যে প্রসব করিবে, তাহাদের) গ্লানি (হর্ষাভাব), কুক্ষি ও চক্ষুর শৈথিল্য, ক্লান্তি, অধোদেশের গুরুত্ব, অরুচি, মুখপ্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা), বারংবার প্রস্রাব, উরু, উদর, কটী, পৃষ্ঠদেশ, হৃদয়, বস্তি ও কুঁচকি স্থানে বেদনা, যোনিতে ভেদবৎ (বিদারণবৎ) বা সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, স্ফুরণ ও স্রাব হয়। যোনি ভেদাদির পর আবির (গর্ভনিষ্ক্রমণ কালের শূল বেদনার) উৎপত্তি, তৎপরে গর্ভোদকের স্রাব (যোনি হইতে জলস্রাব মাত্র) হইয়া থাকে॥ ৮২—৮৪

আবি ও গর্ভোদক স্রাব দ্বারা গর্ভিণীকে অভিমুখীভূতগর্ভা জানিয়া উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া গরম জলে স্নান করাইবে এবং বাহুতে রক্ষাবন্ধনাদি কৌতুক মঙ্গলাচরণ করিয়া সঘৃত পেয়া পান করাইবে। পেয়া পান কালে গর্ভিণী পুন্নামধেয় দাড়িম্বাদি ফল হস্তে ধারণ করিয়া থাকিবে। তৎপরে গর্ভিণী পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) কোমল

ভূ-শয্যায় শয়ন করিবে, সেই সময় তাহার নাভির অধোদেশ বারংবার তৈলাভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে, এবং তাহাকে জৃম্ভন ও দ্রুতভ্রমণ করাইবে॥ ৮৫।৮৬

এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা গর্ভ মাতৃহৃদয় পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে অধঃস্থানে অবস্থিতি করে। মাতৃহৃদয়বিমুক্ত গর্ভ হৃদয়-মোচনের পর উদরে আসিয়া বস্তির উপর অবস্থিত হয়॥ ৮৭

যখন অনবরত আবি (প্রসবকালের বেদনা বিশেষ) উৎপন্ন হইবে, তখন গর্ভিণীকে খট্টায় আরোহণ করাইবে। খট্টাস্থিতা গর্ভিণীর গর্ভ সম্যক্ পীড়িত হইলে তৈলাভ্যঙ্গাদি দ্বারা যোনিদ্বার প্রশস্ত করিয়া দিবে। গর্ভিণী, গর্ভ যোনি মুখে না আসা পর্য্যন্ত মৃদুভাবে কুন্থন করিবে, গর্ভ যোনি মুখে উপস্থিত হইলে প্রসবকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রগাঢ় ভাবে কুন্থন করিবে। অপরাপর স্ত্রীগণ, সুভগে তুমি ধন্য, পুত্র প্রসব করিবে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গর্ভিণীর হর্ষোৎপাদন করিবেন। যন্ত্রণায় শান্তির জন্য শীতল জল দিবে ও বাতাস করিবে। ইহা দ্বারা গর্ভিণীর প্রসবক্লেশাবসন্ন প্রাণ নবীভূত হইয়া প্রত্যাগত হইবে॥ ৮৮—৯২

গর্ভ আটকাইয়া গেলে কৃষ্ণসর্পের খোলস দ্বারা যোনিতে ধূপ প্রদান করিতে হইবে। স্বর্ণ পুষ্পীমূল হস্তে ও পাদে ধারণ করিবে। সুবর্চ্চলা বা ঈশলাঙ্গলা হাতে পায়ে বান্ধিবে। ফুল না পড়িলেও এই সকল বিধি অবলম্বন করিবে। আর বাহুদ্বয়ের নিম্নে ধরিয়া কিঞ্চিৎ উঠাইয়া প্রসূতিকে বিকম্পিত করিবে (সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রসূতির নাভির উপরি ভাগ বলপূর্ব্বক টিপিয়া ও বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া তাহাকে কাঁপাইবে)। পার্ষ্ণি দ্বারা কটীদেশে বারংবার আঘাত করিবে। নিতম্বদ্বয় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। বেণীর অগ্রভাগ বা কেশের অগ্রভাগ দ্বারা কণ্ঠ ও তালু ঘর্ষণ করিবে। মস্তকে মনসা সীজের আঠা দিবে। ভূর্জ্জ পত্র, ঈশলাঙ্গলা, তিত্‌লাউ, সাপের খোলস, কুড় ও শ্বেতসর্ষপ ইহাদের মধ্যে কোন একটী, দুইটী বা সমস্ত গুলিরই দ্বারা যোনিতে প্রলেপ ও ধূপ দিবে। কুড় ও তালীশপত্রের কল্ক সুরামণ্ডের, কুলথযূষের বা বিল্বাসবের সহিত পান করাইবে॥ ৯৩—৯৭

শুলফা, শ্বেতসর্ষপ, জীরা, সজিনা বীজ, তীক্ষ্ণক (কৃষ্ণসর্ষপ), চিতামূল, হিং, কুড় ও ময়না ফল, ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্র ও দুগ্ধ সহ সর্ষপ তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা পায়ু বা যোনিতে অনুবাসন বস্তি দিবে। শুল্‌ফা, বচ, কুড়, পিপুল ও সর্ষপ ইহাদের কল্ক, ঘৃতাদি স্নেহ ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা নিরূহবস্তি কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিলে আশু অপরা (ফুল) নিপতিত হয়। অপরাসঙ্গে (ফুল আটকান বিষয়ে) বায়ুই কারণ। বায়ুনাশের প্রকৃষ্ট উপায় বস্তি; সেই জন্য বস্তি দ্বারা অতি শীঘ্র ফুল নির্গত হইয়া যায়। অথবা কোন কুশলা স্ত্রী নখ কাটিয়া হস্তে ঘৃত মাখাইয়া তদ্দ্বারা ফুল আহরণ করিবে। গর্ভ ও ফুল পতিত হইলে প্রসূতির যোনিতে তৈল মাখাইয়া মর্দ্দন করিবে এবং তাহার শরীরও মর্দ্দিত করিবে॥ ৯৮-১০২

মকল্ল নামক রোগে প্রসূতির মস্তক বস্তি ও কোষ্ঠে শূল উপস্থিত হইলে যবক্ষারচূর্ণ ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত তাহাকে সেবন করাইবে। অথবা ধান্যাম্ল (কাঁজিবিশেষ) পুরাতন গুড় ত্রিকটু ও ত্রিজাতক চূর্ণের সহিত মিশাইয়া পান করাইবে। (তেজপত্র এলাচ ও দারুচিনিকে ত্রিজাত কহে)॥ ১০৩

যাহারা বহু সন্তান প্রসব করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, এইরূপ স্ত্রী, বালোপচরণীয় আহার বিহারাদি দ্বারা, সদ্যোজাত বালকের শুশ্রূষা করিবে। প্রসূতি ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে পঞ্চকোল চূর্ণ মিশ্রিত তৈলের বা ঘৃতের পূর্ণমাত্রা পান করাইবে। যাহা অষ্ট প্রহরে পরিপাক পায়, তাহাই পূর্ণমাত্রা জানিবে। তৎপরে উষ্ণ গুড়োদক বা বাতঘ্ন দ্রব্য সিদ্ধ জল অনুপান করাইবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা বায়ু কুপিত হয় না এবং দুষ্ট রক্ত বিশুদ্ধ হয়। দুই বা তিন রাত্রি পর্য্যন্ত এই ক্রম অবলম্বন করিবে। যে প্রসূতি স্নেহ পানের অযোগ্যা, তাহাকে স্নেহ না দিয়া অপর বিধি সকল পালন করাইবে। স্নেহপানের পর (অর্থাৎ স্নেহপানযোগ্যা স্ত্রী স্নেহপানানন্তর এবং স্নেহপানের অযোগ্যা স্ত্রী উষ্ণ গুড়োদক বা বাতঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ জল পানের পর) প্রসূতির উদর মিশ্রিত ঘৃত তৈল দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বান্ধিয়া রাখিবে॥ ১০৪—১০৭

স্নেহাদি জীর্ণ হইলে প্রসূতিকে স্নান করাইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোলাদি ঔষধ সাধিত পেয়া পান করাইবে। তিন দিন অতিক্রান্ত হইলে বিদার্য্যাদিবর্গোক্ত দ্রব্যের কাথ সাধিত পেয়া অথবা সাত্ম্য হইলে দুগ্ধসাধিত পেয়া স্নেহসংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। সাত রাত্রি গত হইলে প্রসূতিকে ক্রমে ক্রমে বৃংহণ (পুষ্টিকারক) পথ্য প্রদান করিবে। (জীবনীয় বৃংহণীয় মধুরবর্গ সাধিত অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন পরিষেকাদি ও হৃদ্য অন্নপান দ্বারা বৃংহণ করিবে)। দ্বাদশ দিনের মধ্যে মাংস ভোজন করিতে দিবে না॥ ১০৮—১১০

অতি তৎপর হইয়া প্রসূতার শুশ্রূষা করিবে; কারণ গর্ভবৃদ্ধি, প্রসব ও কুন্থন জনিত বেদনা, ক্লেদ ও রক্তস্রাব এবং গর্ভপীড়নাদি হেতু তৎকালের (প্রসবান্তের) পীড়া সমূহ দুঃসাধ্য হইয়া থাকে॥ ১১১

এই প্রকার শুশ্রূষাদি যুক্তা প্রসূতি স্ত্রী দেড় মাসের পর ক্রমশঃ আহার বিহারাদি ক্লেশকর নিয়ম সকল ত্যাগ করিলে বা পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলে সূতিকা-নামহীন হইয়া থাকে॥ ১১২

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীর স্থানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা গর্ভব্যাপদ নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব,—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥

গর্ভিণীর পরিহার্য্য আহারবিহারাদির সেবন, অতি মৈথুনাদি বা রোগদ্বারা রজঃ দুষ্ট হইলে অথবা গর্ভে শূলবেদনা উপস্থিত হইলে বাহ্যাভ্যন্তরে স্নিগ্ধ শীতল চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ স্নিগ্ধ শীতল প্রদেহ পরিষেকাদি দ্বারা বাহ্য এবং স্নিগ্ধ শীতল অন্নপানাদি দ্বারা আভ্যন্তর চিকিৎসা করিবে॥ ১

বেণার মূল, পদ্ম, চন্দন ও বটঅশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ ইহাদের কল্কে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তুলা বা বস্ত্রখণ্ড অতিশয় আর্দ্র করিয়া যোনি ও বস্তিতে ধারণ করাইবে। গর্ভিণীকে শত ধৌত ঘৃত মাখাইয়া পূর্ব্বোক্ত বেণামূল প্রভৃতির কাথে স্নান করাইবে। কুমুদ পদ্ম ও উৎপলের কিঞ্জল্ক, চিনি ও মধু একত্র মিশাইয়া দুগ্ধ বা ঘৃতের সহিত (কেহ বলেন দুগ্ধজাত ঘৃত সহ) সেবন করাইবে। শিঙ্গাড়া ও কেশুর খাইতে দিবে। গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, পদ্ম, উৎপল মূল ও কচিযজ্ঞডুমুর সহ সিদ্ধ দুগ্ধ, অথবা শালিধান্যের মূল, কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, যষ্টিমধু ও ইক্ষুমূল ইহাদের সহিত পক্ক দুগ্ধ পান, রক্তশালি ধান্যের শীতল অন্ন মধু চিনি ও শালিমূলাদিসিদ্ধ দুগ্ধ সহ ভোজন অথবা সাত্ম্য বুঝিয়া জাঙ্গল মাংস রসের সহিত ভোজন করাইবে। ইহাতে রক্তপিত্তোক্ত চিকিৎসা করিবে; কেবল বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া করিবে না॥ ২—৫

গর্ভ তিন মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি রক্তস্রাবাদি রোগ উপস্থিত হয় বা রক্তস্রাবের সহিত আমানুবন্ধ থাকে তাহা হইলে অজাতসার গর্ভ প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সেই অবস্থায় প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক সাবধানে চিকিৎসা করিবে। এই অবস্থায় তিক্তকষায়াদি রুক্ষগুণযুক্ত শীতল ক্রিয়া; দেশ কাল ও রোগির বল বুঝিয়া উপবাস; মুতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ, শোনাছাল, ধনে, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, চন্দন, আতইচ ও বেড়েলা ইহাদের কাথপান ও মুদ্গাদি যূষের সহিত শ্যামা কোদো প্রভৃতি তৃণধান্যের অন্নভোজন হিতকর। আমদোষ নষ্ট হইলে পূর্ব্ববৎ বাহ্যাভ্যন্তরে স্নিগ্ধ শীতল ক্রিয়া করণীয়॥ ৬—৮

এবম্ভূত নিয়ম পালন করিলেও যদি অদৃষ্টবশতঃ গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে রোগিণীকে তীক্ষ্ণ মদ্য যথাশক্তি অর্থাৎ বহুপরিমাণে পান করাইবে। তাহাতে গর্ভাশয় ও কোষ্ঠের শুদ্ধি এবং বেদনার বিস্মৃতি হইবে। মদ্যপানের পর লঘু পঞ্চমূলের সহিত প্রস্তুতীকৃত রুক্ষ পেয়া পান করাইবে। যে স্ত্রী মদ্যপান করিবে না তাহাকে বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথ ও পঞ্চ কোলের কল্কে কৃষ্ণতিল ও উদ্দালক (কোদো) তণ্ডুল সাধিত পেয়া পান করাইবে। গর্ভ পতিত হইলে যত মাসের গর্ভ ছিল তত দিন পর্য্যন্ত স্নেহলবণবর্জ্জিত মরিচ চিতামূল প্রভৃতি অগ্নিকর দ্রব্যসংযুক্ত লঘু পেয়া পান করাইতে হইবে। পিত্তকফরূপ দোষ ও ধাতুর পরিক্লেদশোধনার্থ এই সকল বিধি অবলম্বন করিবে। ক্লেদাদি শুষ্ক হইলে তৎপরে বলকর জীবনীশক্তিবর্দ্ধক (ওজোবর্দ্ধক) ও অগ্নিদীপক চতুর্ব্বিধ স্নেহ, স্নিগ্ধ অন্ন ও স্নিগ্ধ বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৯—১৩

উপবিষ্টক গর্ভ। সঞ্জাতসার (বলবান্) ও প্রবৃদ্ধ গর্ভ গর্ভিণীর অত্যাচারবশতঃ যোনিস্রাব (রক্তক্লেদাদি) হেতু যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় এবং স্পন্দনযুক্ত হইয়া গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে তাহা হইলে সেই গর্ভকে উপবিষ্টক কহে। ইহাতে উদর বর্দ্ধিত হয় না॥ ১৪

নাগোদর গর্ভ। শোক উপবাস ও রুক্ষাদি সেবন কিংবা যোনি হইতে রক্তাদির অতিস্রাব হেতু বায়ু প্রকুপিত হইলে গর্ভ কৃশ ও শুষ্ক হইতে থাকে, ইহাকে নাগোদর গর্ভ কহে। কেহ কেহ ইহাকে উপশুষ্ক গর্ভও কহে। ইহাতে উদর বর্দ্ধিত হইলেও হানি হয় এবং গর্ভ বিলম্বে বিলম্বে স্পন্দিত হইয়া থাকে॥ ১৫

উপবিষ্টক ও নাগোদর গর্ভে গর্ভিণীকে বৃংহণ বাতঘ্ন ও মধুর এই ত্রিগুণান্বিত (দ্রাক্ষা শর্করা প্রভৃতি) দ্রব্য দ্বারা সাধিত ঘৃত দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করাইয়া তৃপ্ত করিবে, তাহাকে আমগর্ভও

(শশকাদির অসম্পূর্ণগর্ভ কিংবা পক্ষী প্রভৃতির ডিম্ব) সেবন করাইবে। ঘৃতাদি পানে গর্ভিণী পরিতৃপ্ত হইলে তাহাকে রথাদি যান বা গজাশ্বাদি বাহনে আরোহণ করাইয়া বেগে গমনাগমন করাইবে। যেন তাহার শরীর ক্ষুভিত হয় ॥ ১৬

লীনাখ্য গর্ভ। ইহা উপবিষ্টক ও নাগোদর গর্ভের লক্ষণান্বিত, তবে বিশেষত্ব এই যে, লীনাখ্য গর্ভে স্পন্দন থাকে না। ইহাতে শ্যেন গো মৎস্য উৎক্রোশপক্ষী ময়ূর এবং কুক্কুটাদির মাংসরস বহুঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। বহু ঘৃতান্বিত মাষকলাই ও মূলাসিদ্ধ যূষ, দুগ্ধের সহিত কচি বেল, কৃষ্ণতিল, মাষকলাই ও ছাতু ভোজন এবং মেদুর মাংসের সহিত মাদ্বীক মদ্য লীনাখ্য গর্ভে হিতকর। গর্ভিণীর কটীদেশে সর্ব্বদা তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। পূর্ব্বোক্ত গর্ভিণীত্রয়কে সর্ব্বদা হর্ষিত করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা গর্ভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিধির বিপরীতাচরণ করিলে অর্থাৎ রুক্ষাদি সেবন হেতু মাতার আহার রস অল্প হইলে চেতনা-মাত্রাবশেষ গর্ভ বহুবৎসর পরে পুষ্ট হইয়া অতিকষ্টে নির্গত হয় অথবা যাবজ্জীবন গর্ভিণীর গর্ভেই অবস্থান করে, তথা হইতে নির্গত হয় না ॥ ১৭—২০

গর্ভিণীর উদাবর্ত্তরোগ উপস্থিত হইলে যথাযোগ্য ঔষধ সাধিত চতুর্ব্বিধ স্নেহপান এবং তৎ-কালোচিত অনুবাসন বস্তি দ্বারা আশু তাহা জয় করিবে। কারণ এই উদাবর্ত্ত গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়কেই নষ্ট করিতে পারে, অতএব শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে ॥ ২১

অন্তর্মৃতগর্ভলক্ষণ। বাতাদিদোষের অতিবৃদ্ধি, অপথ্য সেবন (স্বভাব মাত্রা ও কালাদি বিরুদ্ধ ভোজনাদি) এবং দৈব (অন্যজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম) বশতঃ উদর মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে উদর শীতল, নিশ্চল, আধ্মাত (আধ্মাত ভিস্তির ন্যায় বায়ুপূর্ণ), অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, গর্ভস্পন্দনরাহিত্য এবং ভ্রম, তৃষ্ণা, কষ্টে উর্দ্ধশ্বাস, গ্লানি, অরতি, নেত্রের শিথিলতা ও আবিবেদনার অনুৎপত্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥ ২২।২৩

অন্তর্মৃতগর্ভচিকিৎসা। অন্তর্মৃতগর্ভা স্ত্রীকে ঈষদুষ্ণ জলে পরিষিক্ত করিয়া গুড় সুরাবীজ ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনিতে প্রলেপ দিবে। শাল্মলি নির্য্যাস ও মসিনা বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া তাহা যোনির অভ্যন্তরে (বাহিরেও লাগাইবে) বারংবার পূরণ করিবে। তৎপরে মূঢ়গর্ভপাতনার্থ সিদ্ধমন্ত্র ও জরায়ুক্ত মন্ত্র (ফুল না পড়িলে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়) পাঠ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠীয়মান হইলেও যদি মূঢ়গর্ভ পতিত না হয় তাহা হইলে রাজাকে সমস্ত বিষয় বলিয়া তদাজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক, চিকিৎসক যত্নপূর্ব্বক সঘৃত শাল্মলীপিচ্ছাদ্বারা হস্ত ও যোনি অভ্যক্ত করিয়া মূঢ়গর্ভ আহরণ করিবে। যে হস্তদ্বারা গর্ভ আকর্ষণ করা সুবিধা জনক সেই হস্ত উক্ত সঘৃত শাল্মলীপিচ্ছাদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া লইবে। গর্ভের গাত্র যদি বিষম ভাবে অবস্থিত হয় তাহা হইলে আঞ্ছন (দীর্ঘীকরণ), উৎপীড় (উর্দ্ধপীড়ন), সংপীড় (সমন্তাৎ পীড়ন, চারিদিকে টেপা), বিক্ষেপ (চালন), উৎক্ষেপণ (উর্দ্ধক্ষেপণ) প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা গর্ভকে অনুলোম করিয়া যথাবস্থিত ঋজুভাবে যোনিমুখে আনিয়া হস্তদ্বারা আকর্ষণ করি[illegible] ॥ ২৪—২৭

শস্ত্রোপায়সাধ্য মূঢ়গর্ভচিকিৎসা। যে মূঢ়গর্ভ কখন হস্ত দ্বারা [illegible] বা কখন মস্তক দ্বারা বক্রীভূত হইয়া যোনি দ্বারে আগত হয় তাহাকে বিষ্কম্ভ কহে। যে গর্ভ এক পাদে যোনি ও দ্বিতীয় পাদে পায়ুদেশ আশ্রয় করিয়া কুটিলভাবে অবস্থিতি করে তাহাকে দ্বিতীয় বিষ্কম্ভ কহে।

এই মূঢ়গর্ভদ্বয় শস্ত্রচ্ছেদসাধ্য। কারণ ইহাদিগকে হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারা যায় না। মণ্ডলাগ্র ও অঙ্গুলি শস্ত্র দ্বারা বিষ্কম্ভক মূঢ়গর্ভের ছেদন প্রশস্ত। বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্র তীক্ষ্ণাগ্র বলিয়া উহা যোনিতে অবচারণ করিবে না॥ ২৮—৩০

দারণবিধি। শস্ত্রকুশল চিকিৎসক প্রথমে মস্তকের কপালাস্থি কাটিয়া বাহির করিবে। তৎপরে গর্ভশঙ্কুনামক শস্ত্র দ্বারা কক্ষ বক্ষোদেশ তালু ও চিবুক ইহাদের কোন স্থানে ধরিয়া মূঢ়গর্ভ দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিবে। কখন বা শিরঃকপাল না কাটিয়াই গর্ভশঙ্কু দ্বারা অক্ষিকূট বা গণ্ডদ্বয়ে ধরিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক গর্ভকে বাহির করিবে। বাম বা দক্ষিণ স্কন্ধ দ্বারা সংসক্ত হইলে অর্থাৎ আটকাইয়া গেলে বাম বা দক্ষিণ বাহু ছেদন পূর্ব্বক গর্ভ নিষ্কাশিত করিবে। বায়ুদ্বারা উদর আধ্মাত হওয়ায় বহির্গত হইতে না পারিলে অস্ত্র দ্বারা কোষ্ঠ বিদারণ পূর্ব্বক অন্ত্র সকল বাহির করিয়া গর্ভ আকর্ষণ করিবে। কটী দ্বারা আটকাইলে বাতাধ্মাতোদরবৎ শস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক অন্ত্র বাহির করিয়া কটীর অস্থি সকল কাটিয়া গর্ভ নিষ্ক্রামণ করিবে॥ ৩১—৩৪

মূঢ়গর্ভের সাধারণ চিকিৎসা। বায়ুর প্রকোপবশতঃ মূঢ়গর্ভের যে যে অঙ্গ আটকাইবে, সেই সেই অঙ্গ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া বাহির করিবে। গর্ভিণীর অঙ্গ যেন কিঞ্চিৎ মাত্রও আহত বা ছিন্ন না হয় এরূপ সাবধানতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নারীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। প্রকুপিত বায়ু গর্ভের অবস্থান নানাপ্রকার করিয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক মূঢ়গর্ভের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিবে॥ ৩৫।৩৬

চিকিৎসক জীবিত গর্ভকে ছেদন করিবে না। কারণ সেই অস্ত্রচ্ছিন্ন গর্ভ আপনার সহিত জননীকে মারিয়া ফেলে অর্থাৎ উভয়েই মরে। আর মৃতগর্ভকেও ক্ষণকাল উপেক্ষা করিবে না, শীঘ্র তাহার প্রতিকার করিবে॥ ৩৭

মূঢ়গর্ভের অসাধ্য লক্ষণ। অন্তর্মৃতগর্ভা স্ত্রীর যোনিসংবরণ, যোনিভ্রংশ (স্বস্থানচ্যুতি), মক্কল্ল (মস্তক বস্তি ও কোষ্ঠে শূল) বেদনা, শ্বাস, পূতি উদ্গার ও হিমাঙ্গ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৮

মূঢ়গর্ভা স্ত্রীর ফুল না পড়িলে তাহা পূর্ব্বনিয়মে পাতিত করিবে। গর্ভ ও ফুল নির্গত হইলে নারীকে ঈষদুষ্ণ জলে পরিষিক্ত করিয়া তৈল মাখাইবে এবং তাহার যোনিতে স্নেহাক্ত পিচু (চেলখণ্ড) ধারণ করাইবে। তদ্দ্বারা যোনি মৃদু ও বেদনাশূন্য হইবে॥ ৩৯।৪০

স্নানাভ্যঙ্গের পর রোগিণীকে যমানী, আতইচ, রাস্না, হিং, এলাচ ও পঞ্চকোল ইহাদের অথবা কটুকী, আতইচ, আকনাদি, শাকত্বক্ (সেগুণছাল), হিং ও চৈ ইহাদের চূর্ণ, কাথ বা কল্ক দোষ ও সাত্ম্যানুসারে [illegible] স্নেহের সহিত সেবন করাইবে। মূঢ়গর্ভ আকর্ষণের পর তিন দিন এই নিয়মে রাখিবে। ইহাতে রক্তাদির স্রাব ও বেদনার শান্তি হইবে। ত্রিরাত্রির পর সাত দিন পর্য্যন্ত স্নেহপান করাইবে, সায়ংকালে সুকৃত অরিষ্ট বা আসব পান করিতে দিবে। শিরীষ ও অর্জ্জুনের কাথে [illegible] পিচু যোনিতে ধারণ করাইবে। আর জ্বরাদি যে সকল উপদ্রব হইবে তাহাদের যথোপযুক্ত [illegible] থাকে॥ করিবে। তৎপরে বাতহর রাস্নাদি দ্রব্যসিদ্ধ দুগ্ধ দশদিন পর্য্যন্ত পান করাইবে। তদনন্তর আর দশ দিন মাংসরস ভোজনার্থ প্রদান করিবে। একমাস পরে সেই [illegible] সুপথ্য ও অল্প ভোজনশালা এবং স্বেদ ও অভ্যঙ্গপরা হইয়া বলাতৈলাদি স্নেহ

ব্যবহার করিবে। অনন্তর চারিমাসের পর (পাঁচ মাস হইতে) সেই নিষ্ক্রান্তমূঢ়গর্ভা স্ত্রী ক্রমে ক্রমে সুখজনক অন্ন পান আহার বিহারাদি করিবে ॥ ৪১—৪৬

বলা তৈল।

তৈল ১ ভাগ, বলামূলের (বেড়েলা মূলের) ক্বাথ ৬ ভাগ, দুগ্ধ ৬ ভাগ, মিলিত যব কুল কুলথ-কলাই ও দশমূলের ক্বাথ ১ ভাগ, সমুদায়ে চৌদ্দভাগ; মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। কল্কার্থ—মেদা, মহামেদা, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, কুড়, তগর-পাদুকা, জীবক, ঋষভক, সৈন্ধবলবণ, কালানুসার্য্যা (উৎপলসারিবা অনন্তমূল), শৈলেয়, বচ, অগুরু, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, বোল, শুল্‌ফা, মুগানি, মাষাণি, এলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র। এই বলা তৈল সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নাশক। ইহা সূতিকারোগ, বালরোগ, মর্ম্ম ও অস্থিগত রোগ ও ক্ষতক্ষীণরোগে প্রশস্ত এবং জ্বর, গুল্ম, গ্রহপীড়া, উন্মাদ, মূত্রাঘাত, অন্ত্রবৃদ্ধি, যোনিরোগ ও ক্ষয়রোগ শান্তিকারক। ইহা ধন্বন্তরির অভিমত ॥ ৪৭—৫২

গর্ভপ্রসবোন্মুখ কালে গর্ভিণীর মৃত্যু হইলে যদি তাহার বস্তিদ্বার ও তৎসমীপস্থান অত্যন্ত স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে শস্ত্রনিপুণ চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ গর্ভিণীর উদর চিরিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিবে ॥ ৫৩

গর্ভস্রাবনিবারণার্থ গর্ভস্রাবের উপক্রমে নিম্নলিখিত সাতটী যোগ যথাক্রমে সাত মাসে প্রয়োগ করিবে। প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, সেগুণ বৃক্ষের বীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে—অশ্মন্তক (অম্লকুচা বা আমরুল), কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী। তৃতীয় মাসে—পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু ও কৃষ্ণশারিবা (শ্যামালতা)। চতুর্থ মাসে—অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধু। পঞ্চম মাসে—বৃহতী, কণ্টকারী, গামারফল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গ এবং ঘৃত। ষষ্ঠমাসে—চাকুলে, বেড়েলা, সজিনা বীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু। সপ্তম-মাসে—পানিফল মৃণাল দ্রাক্ষা কেশুর যষ্টিমধু ও চিনি। অর্দ্ধশ্লোকোক্ত এই ৭টী যোগের ক্বাথ কল্ক বা চূর্ণ দুগ্ধ সহ গর্ভিণীকে সেবন করাইবে। ইহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ায় গর্ভ স্থির হইবে ॥ ৫৪—৫৭

অষ্টমমাসে রক্তস্রাব হইলে কয়েত বেল, বেল, বৃহতী, পলতা, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহাদের মূল দুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে ॥ ৫৮

নবম মাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, ক্ষীর কাকোলী ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত এবং দশম মাসে ক্ষীর কাকোলী অথবা যষ্টিমধু, শুঁঠ ও দেবদারুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা গর্ভিণীকে পান করাইবে ॥ ৫৯

কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক রমণীর ঋতু শোণিত আবদ্ধ হইলে গর্ভের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, সেই জন্য অনভিজ্ঞ লোকে তাহাকে গর্ভ বলিয়া থাকে। কটু উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বীর্য্য ঔষধ দ্বারা কেবল মাত্র রক্তস্রাব করাইলে জড়বুদ্ধিগণ বলিয়া থাকে যে, গর্ভ ভূতে হরণ করিয়াছে। কিন্তু ভূত কর্ত্তৃক শরীরের হরণ কখন দেখা যায় না। আর যদি তাহারা ওজোভক্ষণ প্রিয় বলিয়া কখন উল্লঙ্ঘিত-মর্য্যাদ হইত তাহা হইলে সেই অব্যবস্থিত ভূতগণ কর্ত্তৃক শিশুর মাতা কখন উপেক্ষিত হইত না। অর্থাৎ তাহা হইলে গর্ভিণীরও মৃত্যু হইত। কিন্তু গর্ভিণীকে উপচিত শরীরই দেখা যায় ॥ ৬০।৬১

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীরস্থানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমরা অঙ্গবিভাগ শারীর ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। ১

সংক্ষেপতঃ শরীরের ছয়টী অঙ্গ। যথা মস্তক, মধ্যদেহ, বাহুদ্বয় ও সক্‌থিদ্বয়। চক্ষু হৃদয় কর্ণ নাসা হস্ত পাদাদি এইগুলি ষড়ঙ্গের প্রত্যঙ্গ॥ ২

শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটা যথাক্রমে আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও ক্ষিতির গুণ। অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস ও ক্ষিতির গুণ গন্ধ। আকাশ হইতে পরবর্ত্তী ভূতসমূহে যথাক্রমে একটী করিয়া গুণ অধিক। যেমন আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ ইত্যাদি ক্রমে ক্ষিতিতে পাঁচটী গুণই বিদ্যমান আছে॥ ৩

যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট পঞ্চমহাভূত হইতে শরীরে যে সকল ভাবের উৎপত্তি হয়—তাহা কথিত হইতেছে। (সত্ত্বগুণ বহুল) আকাশ হইতে দেহে ছিদ্র সমূহ (শ্রোত্রেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান) শ্রোত্র, শব্দ ও বিবিক্ততা (শূন্যতা বা রিক্ততা; যদিও ছিদ্রাদিতে সকল ভূতেরই ব্যাপার থাকে তাহা হইলেও আকাশেরই বাহুল্য হেতু ইহাদিগকে আকাশজ বলা হয়। যেমন মৃত্তিকা দণ্ড চক্র সলিলাদির সংযোগে ঘটের উৎপত্তি হইলেও মৃত্তিকারই প্রাধান্যহেতু, মৃন্ময় ঘট বলা যায়।) বায়ু (রজোগুণ বহুল) হইতে স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান ত্বক্ ও উচ্ছ্বাস; অগ্নি (সত্ত্বরজোবহুল) হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, রূপ ও পরিপাক শক্তি; জল (সত্ত্বতমোবহুল) হইতে রসনেন্দ্রিয়, রস ক্লেদ এবং স্বেদাদি এবং পৃথিবী (তমোবহুল) হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ ও অস্থি জন্মে॥ ৪

মাতৃজ পিতৃজ ভাব। দেহ অনেক সামগ্রী বিশিষ্ট হইলেও ইহাতে রক্ত মাংস মজ্জা গুহ্যনাড়ী (আদি পদে নাভি যকৃৎ প্লীহা হৃদয় আমাশয়াদি) প্রভৃতি যে সকল কোমল ভাব আছে তাহা মাতৃজ অর্থাৎ এই সকলে মাতার অংশ অধিক। শুক্র ধমনী অস্থি ও কেশাদি (আদি শব্দে শিরা স্নায়ু রোমাদি গ্রাহ্য) স্থির (কঠিন) ভাব সমূহ পিতৃজ।

আত্মজ ভাব। চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ও অশ্বগজাদি নানা যোনিতে জন্ম (কাম ক্রোধ লোভ ভয় মদ হর্ষ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি) প্রভৃতি ভাবসমূহ চৈতন অর্থাৎ আত্মজাত॥ ৫

সাত্ম্যজ। আয়ু আরোগ্য উৎসাহ কান্তি ও বল এই গুলি সাত্ম্যজ অর্থাৎ স্বাস্থ্যানুকুল আহার বিহারাদি জাত। সাত্ম্য তিন প্রকার—ব্যাধিসাত্ম্য দেহসাত্ম্য ও দেশসাত্ম্য; তন্মধ্যে এখানে দেহসাত্ম্য ও দেশসাত্ম্য গ্রাহ্য। ব্যাধিসাত্ম্য বর্জ্জনীয়॥ ৬

রসজ। শরীরের উৎপত্তি, বৃত্তি (স্থিতি), বৃদ্ধি ও অলৌল্য এবং পুষ্টি তৃপ্তি প্রভৃতি রসজ (পরিণত আহার রস হইতে জাত) ভাব॥ ৭

সাত্ত্বিকাদিভাব। শুচিতা (কায়বাক্যমনের শুদ্ধি), আস্তিক্য, শুক্লধর্ম্মে রুচি (ছলরহিত ধর্ম্মে ভক্তি) ও প্রজ্ঞা এইগুলি সাত্ত্বিক। বহুভাষিত্ব, মান, ক্রোধ, দম্ভ, মৎসর (অন্যের ভাল দেখিতে

না পারা) এবং শৌর্য্য হর্ষ কামাদি রজোগুণজাত এবং ভয় অজ্ঞান নিদ্রা :আলস্য ও বিষণ্ণতা এবং প্রমাদ শোকাদি তমোগুণজাত॥ ৮

দেহের মহাভূতময়ত্ব বর্ণিত হইল। এই দেহে ধাতুষ্মদ্বারা পচ্যমান রক্ত হইতে সপ্তত্বকের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যেমন পচ্যমান দুগ্ধ হইতে সন্তানিকা (সরের) উৎপত্তি হয়, সেইরূপ দেহে সপ্ত ত্বক্ জন্মে। (সপ্তত্বকের নাম প্রথমা ভাসিনী, দ্বিতীয়া লোহিনী, তৃতীয়া শ্বেতা, চতুর্থী তাম্রা, পঞ্চমী বেদিনী, ষষ্ঠী রোহিণী ও সপ্তমী মাংসধরা।)

রসরক্তাদি ধাতুর আশয়স্থ ক্লেদ সমূহ স্ব স্ব উষ্মা দ্বারা (যেমন রসধাতুর আশয়ান্তরস্থ ক্লেদ, রসধাতুর উষ্মা দ্বারা) পক্ক এবং শ্লেষ্মা স্নায়ু ও অপরা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া কলা সংজ্ঞা লাভ করে। এই কলা কাষ্ঠের সারের ন্যায়, সমস্তধাতুসারের শেষভাগ অল্পত্বহেতু কলা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কলা সমুদায়ে সাতটী ; যথা—প্রথমা মাংসধরা, দ্বিতীয়া রক্তধরা, তৃতীয়া মেদোধরা, চতুর্থী শ্লেষ্মধরা, পঞ্চমী পুরীষধরা, ষষ্ঠী পিত্তধরা ও সপ্তমী শুক্রধরা। ধাত্বাদির আধারও সাতটী ; যথা—রক্তাশয়, কফাশয়, আমাশয়, পিত্তাশয়, পক্বাশয়, বাতাশয় ও মূত্রাশয়। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় নামক একটী অধিক আশয় আছে, তাহা পিত্তাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই রক্তাদির আধারে কোষ্ঠাঙ্গ সকল আশ্রিত। কোষ্ঠাঙ্গ যথা—হৃদয়, ক্লোম, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, উণ্ডুক, বৃক্কদ্বয়, নাভি, ডিম্ব, অন্ত্র ও বস্তি॥ ৯—১২

জীবনের স্থান দশটী ; মস্তক, জিহ্বামূল, কণ্ঠ, রক্ত, হৃদয়, নাভি, বস্তি, শুক্র, ওজঃপদার্থ ও গুহ্যনাড়ী ; এই সকল দেহাবয়বে বিশেষরূপে জীবন অবস্থিতি করে। সেই জন্য ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়॥ ১৩

শরীরের জাল সংখ্যা ১৬, কণ্ডরা ১৬, কূর্চ্চ ৬, সেবনী ৭, এই সেবনী মেঢ্র, জিহ্বা ও মস্তকে অবস্থিত, শস্ত্রপাতকালে সেবনী বর্জ্জন করিতে হয়। মাংসরজ্জু ৪, অস্থিসংঘাত ১৪, সীমন্ত ১৮, দন্ত ও নখের সহিত অস্থিসংখ্যা ৩৬০ তিনশত ষষ্টি, (জালকণ্ডরাদির লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দ্রষ্টব্য)। ধন্বন্তরি বলেন—শরীরে অস্থিসংখ্যা ৩০০ তিনশত এবং সন্ধি সংখ্যা ২১০। আত্রেয় মুনি বলেন—স্নায়ু পেশী ও শিরাশ্রিত সন্ধির সহিত মোট সন্ধি ২০০০ দুই সহস্র। স্নায়ু সংখ্যা ৯০০ এবং পেশীর সংখ্যা ৫০০ শত। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের যোনি ও স্তনাশ্রিত ২০টী পেশী অধিক আছে॥ ১৪—১৭

হৃদয়ে দশটী প্রধান শিরা আছে, তাহারা সমস্ত শরীরে সর্ব্বদা রসাত্মক ওজঃ বহন করে। এই দশটী শিরা দ্বারাই শারীরিক মানসিক ও বাচিক যাবতীয় ব্যাপার সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে মূলশিরা কহে। যেমন বৃক্ষপত্রের শিরা সকল স্থূলমূল ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র হইয়া নানারূপে বহুধা বিভক্ত হয়, সেইরূপ ঐ দশটী মূলশিরাও স্থূলমূল সূক্ষ্মাগ্র ও বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা সপ্তশত॥ ১৮।১৯

সেই সপ্তশত শিরার মধ্যে শাখাতে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে এক শত করিয়া চারি শত শিরা আছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক শাখার একটী করিয়া ৪ চারিটী জালধরা শিরা এবং ৩টী করিয়া ১২টী অভ্যন্তরাশ্রিত অন্তর্মুখ শিরা, সমুদায়ে ১৬টী শিরা আছে ; তাহাদিগকে বেধ করিবে না॥ ২০

মধ্য দেহে ১৩৬টী শিরা আছে। তন্মধ্যে ৩২টী শিরা শ্রোণিকাণ্ডে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে দুই দুইটী করিয়া চারিটী এবং পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে কটীক ও তরুণ নামক মর্ম্মস্থানে দুই দুইটী করিয়া চারিটী এই আটটী শিরাতে শস্ত্রপাত করিবে না॥ ২১

পার্শ্বদ্বয়ে ১৬টী শিরা আছে; তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগ পার্শ্বসন্ধিনামক এক একটী শিরা শস্ত্রকার্য্যে বর্জ্জনীয়॥ ২২

পৃষ্ঠদেশে ২৪টী শিরা অবস্থিত। তন্মধ্যে পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া চারিটী ঊর্দ্ধগামিনী শিরা শস্ত্রদ্বারা স্পর্শ করিবে না॥ ২৩

পৃষ্ঠবৎ উদরেও ২৪টী শিরা আছে। তন্মধ্যে লিঙ্গের উপরিস্থিত রোমরাজির উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী করিয়া চারিটী শিরায় শস্ত্রপাত করিবে না॥ ২৪

বক্ষঃস্থলে ৪০টী শিরা অবস্থিত, তন্মধ্যে ১৪টী শিরা বেধনযোগ্য নহে। যথা—স্তনরোহিত নামক মর্ম্মদ্বয়ে দুইটী করিয়া চারিটী, স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয়ে দুইটি করিয়া ৪টী, হৃদয়মর্ম্মে ২টী, অপস্তম্ভ নামক মর্ম্মদ্বয়ে ১টী করিয়া ২টী ও অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয়ে ১টী করিয়া ২টী—মোট ১৪টী॥ ২৫

গ্রীবাদেশে পৃষ্ঠবৎ ২৪টী শিরা অবস্থিত। তন্মধ্যে নীলা ২টী, মন্যা ২টী, কৃকাটিকা ২টী, বিধুরা ২টী ও মাতৃকা ৮টী, এই ষোলটী শিরাতে অস্ত্রাঘাত করিবে না॥ ২৬

হনুদ্বয়ে ১৬টী শিরা সংশ্রিত। তন্মধ্যে হনুসন্ধির বন্ধনকারী ২টী শিরা বর্জ্জনীয়। জিহ্বাতেও শিরাসংখ্যা ১৬। তন্মধ্যে জিহ্বার অধোদেশস্থিত মধুরাদি রসবোধনী ২টী এবং বাক্যপ্রবর্ত্তনী ২টী মোট ৪টী শিরা পরিত্যজ্য। নাসিকাতে ২৪টী শিরা। তন্মধ্যে গন্ধবেদিনী ২টী ও তালুগত ১টী শিরা শস্ত্রকার্য্যে ত্যাজ্য॥ ২৭।২৮

নেত্রদ্বয়ে ৫৬টী শিরা, তন্মধ্যে নিমেষ উন্মেষকারী ২টী করিয়া ৪টী শিরা এবং অপাঙ্গদ্বয়ে ২টী শিরা এই ৬টী শিরা শস্ত্রনিপাতযোগ্য নহে॥ ২৯

নাসা ও নেত্রগত যে সকল শিরা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬০টী শিরা ললাটে আছে। সেই সকল শিরার মধ্যে স্থপনীনামক মর্ম্মস্থ একটী শিরা, আবর্ত্ত নামক মর্ম্মদ্বয়স্থিত ২টী শিরা এবং কেশান্তপ্রদেশে স্থিত ৪টী শিরা, ললাটস্থ এই সাতটী শিরা বিদ্ধ করিবে না। কর্ণদ্বয়ে ১৬টী শিরা আছে, তন্মধ্যে শব্দবোধন (যাহার দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়) ২টী ও শঙ্খসন্ধ্যাশ্রিত ২টী শিরা বর্জ্জনীয়। মস্তকে ১২টী শিরা। এই বারটী শিরার মধ্যে উৎক্ষেপ মর্ম্মদ্বয়ে ২টী, পঞ্চ সীমন্তমর্ম্মে ৫টী ও অধিপতি নামক মর্ম্মস্থ ১টী, এই আটটী শিরা শস্ত্রপ্রয়োগকালে বর্জ্জনীয়॥ ৩০-৩২

অবেধ্য শিরাসমূহের বিভাগ বিজ্ঞানার্থ প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের—মস্তক মধ্যদেহ ও হস্ত পদাদির—যে সকল শিরা উক্ত হইয়াছে তাহা বর্ণিত হইল। সেই শিরা সমূহের মধ্যে সর্ব্বশরীরে সাকল্যে যে অষ্টানবতি সংখ্যক অবেধ্য বর্ণিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন যে সকল শিরা পরস্পর নিবদ্ধ, অন্য শিরার সহিত গ্রন্থিযুক্ত, ক্ষুদ্র, বক্র, বা অস্থি সন্ধিতে আশ্রিত, তাহারাও বেধনার্হ নহে॥ ৩৩।৩৪

পূর্ব্বোক্ত সাতশত শিরার চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ ১৭৫টী শিরা বাতজুষ্ট রক্ত, ১৭৫টী শিরা পিত্তযুক্ত রক্ত, ১৭৫টী শিরা কফদুষ্ট রক্ত এবং ১৭৫টী শিরা বিশুদ্ধরক্ত বহন করে। এই প্রকারে রক্ত ও বাতাদি দোষ সমূহ অবস্থিত হইয়া শরীরকে রক্ষা করে। ইহার বিপরীতভাবে অবস্থিত হইলে শরীরকে রোগযুক্ত করিয়া থাকে॥৩৫

বাতাদিদুষ্ট রক্তবাহিশিরার লক্ষণ। উক্ত শিরাসমূহের মধ্যে যে সকল শিরা শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, সূক্ষ্ম, ক্ষণে পূর্ণ ও ক্ষণকালে শূন্যবৎ (বায়ুর চলত্ব হেতু) ও প্রস্পন্দিনী, তাহারা বাতদুষ্ট রক্ত বহন করিয়া থাকে। যে সকল শিরা স্পর্শে উষ্ণ, শীঘ্রবাহিনী, নীল বা পীতবর্ণ, তাহারা পিত্ত দুষ্ট রক্ত এবং যাহারা শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, স্থির ও স্পর্শে শীতল, সেই সকল শিরা কফদুষ্ট রক্ত বহন করে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বয়ের সম্মিলনে শিরা সংসৃষ্টরক্ত যথা—কফবাতদুষ্ট, কফপিত্তদুষ্ট বা বাত পিত্তদুষ্ট এবং ত্রয়ের সম্মিলনে ত্রিদোষদুষ্ট রক্ত বহন করিয়া থাকে। গূঢ় (অভ্যন্তরগত), সমভাবে স্থিত ও লোহিতাভাস বা রোহিণী নামক শিরা সকল বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে॥৩৬—৩৮

চব্বিশটী ধমনী নাভিতে সম্বদ্ধ। চাকার নাভি (মধ্য স্থান) যেমন অরক (চাকার পাখী, নাভির চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী শলাকার ন্যায় কাষ্ঠ খণ্ড সমূহ) দ্বারা পরিবৃত থাকে সেইরূপ ধমনীসমূহ দ্বারা নাভিস্থল পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। এই সকল ধমনী ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ ভাবে গমন করিয়া রসাদিবহনরূপ কার্য্যদ্বারা শরীরকে বর্দ্ধিত করে॥ ৩৯

স্রোত্যনিরূপণ। পুরুষের নয়টী স্রোতঃ। যথা নাসাপুটদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, গুহ্যদেশ, মুখ ও লিঙ্গ। স্ত্রীলোকদিগের আরও তিনটী স্রোত অধিক আছে, যথা—স্তনদ্বয় ও রক্তপথ (এই পথে প্রতি মাসে যোনিতে রক্ত প্রবৃত্ত হয়)। এই গুলি বাহ্য স্রোতঃ, এতদ্ভিন্ন ১৩টী অন্তঃ-স্রোতঃ আছে। তাহারা বিশেষরূপে জীবনের অধিষ্ঠান। যথা—প্রাণবায়ুবাহী, রসবাহী, রক্তবাহী, মাংসবাহী, মেদোবাহী, অস্থিবাহী, মজ্জবাহী, শুক্রবাহী, মূত্রবাহী, পুরীষবাহী, স্বেদবাহী, জলবাহী ও অন্নবাহী। অহিত আহার বিহারাদি দ্বারা এই সকল স্রোতঃ দুষ্ট হইলে রোগ উৎপাদন করে এবং বিশুদ্ধ থাকিলে আরোগ্যদায়ক হয়॥৪০—৪২

স্রোতঃসমূহ—স্বধাতুসমবর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ আধেয়ধাতুতুল্যবর্ণ। রসবাহিস্রোতঃ রসধাতুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, রক্তবাহি স্রোতঃ রক্তবর্ণ ইত্যাদি। কোন স্রোতঃ গোলাকার, কোন স্রোতঃ স্থূল, কোনটী সূক্ষ্ম। সকল স্রোতঃই আকৃতিতে দীর্ঘ ও প্রতানসদৃশ (পত্ররেখার ন্যায় শাখা প্রশাখা দ্বারা অনেক দূর প্রসৃত)॥ ৪৩

যে সকল আহার বা বিহার বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মগুণের সমান গুণবিশিষ্ট, তাহারা তদ্দোষবহ-স্রোতঃ সকলের প্রদূষক। আর যে সকল আহার বা বিহার রসাদি কোন ধাতু দ্বারা বিরুদ্ধগুণ হয়, তাহারাও তদ্ধাতুবহ স্রোতঃ সমূহের দূষক হইয়া থাকে॥৪৪

স্রোতোদুষ্টি লক্ষণ। যে স্রোতঃ যে বস্তু বহন করে, সেই স্রোতঃ হইতে সেই বস্তুর অতি-প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি (যেমন মূত্রবাহী স্রোত দুষ্ট হইলে বহুমূত্র বা মূত্রাঘাত মূত্রকৃচ্ছ্রাদি, পুরীষবাহি-স্রোতোদুষ্টিতে অতিসার বা উদাবর্ত্তবৎ পুরীষের অপ্রবৃত্তি, এইরূপ অন্য স্রোত সম্বন্ধেও জানিবে) শিরা সমূহের গ্রন্থি (কুটিলভাব) বা বিমার্গগমন (নিজের পথ ত্যাগ করিয়া অন্যপথে গমন) এই গুলি স্রোতোদুষ্টির লক্ষণ॥ ৪৫

যেমন পদ্ম মৃণালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল সমস্ত মৃণাল ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহেও স্রোতঃ সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মুখ সমূহ সমস্ত অবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। এই সকল ছিদ্রপথে ভুক্তদ্রব্যের প্রসাদাখ্যরস সমস্ত শরীরে প্রসৃত হইয়া শরীরধারক রসধাতুকে উপচিত করিয়া থাকে॥৪৬

স্রোত বিদ্ধ হইলে মোহ কম্প উদরাধ্মান বমি জ্বর প্রলাপ শূলবদ্ বেদনা মলমূত্ররোধ বা মৃত্যু ঘটিতে পারে। অতএব চিকিৎসক স্রোতোবিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্থাৎ তাহার জীবন সংশয়, চিকিৎসা না করিলে অবশ্য মৃত্যু এই কথা তাহার আত্মীয় স্বজনকে বুঝাইয়া অতিযত্নপূর্ব্বক তাহার শল্য উদ্ধার করিবেন এবং সদ্যঃক্ষতচিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করিবেন॥ ৪৭।৪৮

পূর্ব্বে দোষভেদীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, পাচকাখ্য পিত্তই সর্ব্ববিধ ভুক্তদ্রব্যের পক্তা ইহা ধন্বন্তরির মত। কিন্তু আত্রেয় মুনির আদেশ এই যে বাতাদিদোষ, রসাদিধাতু ও মূত্রপুরীষাদি মলের উষ্মাই ভুক্তান্নের পক্তা, পাচকাখ্য পিত্ত নহে॥ ৪৯

সেই জাঠর অগ্নির আধার গ্রহণী নাড়ী; ভুক্তান্নগ্রহণ করে বলিয়া ইহাকে গ্রহণী বলে। ধন্বন্তরি মতে ইহাই পিত্তধরা কলা। এই গ্রহণী নাড়ী দ্বারাই আয়ু আরোগ্য বীর্য্য ওজ পঞ্চভূতাগ্নি ও সপ্তধাত্বগ্নির পুষ্টি হইয়া থাকে। ইহা পক্বাশয়ের দ্বারে ভুক্তমার্গের অর্গল (খিল) স্বরূপে অবস্থিত; সেই জন্য ভুক্তান্ন সহসা পক্বাশয়ে যাইতে পারে না। ভুক্তদ্রব্য কণ্ঠ হইতে কোষ্ঠে আসিলে গ্রহণী নাড়ী কর্ত্তৃক গৃহীত ও জাঠর অগ্নি দ্বারা পক্ব হইয়া ক্রমশঃ পক্বাশয়ে গমন করে॥ ৫০।৫১

গ্রহণী নাড়ী বলবতী থাকিলে ভুক্তান্নকে আমাশয়ে রুদ্ধ ও বিবিধ প্রকারে জীর্ণ করিয়া অধঃ (পক্বাশয়ে) কোষ্ঠে প্রেরণ করে। কিন্তু যদি গ্রহণী দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে ভুক্তান্নকে আম (অপক্ব) অবস্থাতেই ত্যাগ করে॥ ৫২

যে হেতু গ্রহণীর বল অগ্নি এবং অগ্নির বল গ্রহণী, সেই জন্য অগ্নি দূষিত হইলে গ্রহণী নাড়ী দুষ্ট হইয়া রোগকারিণী হয় এবং গ্রহণী দূষিতা হইলেও অগ্নি দুষ্ট হইয়া রোগকারী হইয়া থাকে॥ ৫৩

আহার যে, দেহ ধাতু ওজঃ বল ও বর্ণাদির পোষণ করে তদ্বিষয়ে অগ্নিই কারণ। যেহেতু অপক্ব আহার হইতে রস রক্তাদি ধাতুর উৎপত্তি হয় না, সুতরাং দেহাদিরও পুষ্টি হইতে পারে না। অগ্নিপ্রভাবেই অন্ন দেহধাত্বাদির পোষণ করে। অগ্নি অন্নপাকের কারণ এবং পক্ব অন্ন দেহাদির পোষক, অতএব এবিষয়ে অগ্নিই প্রধান কারণ॥ ৫৪

ভোজন কালে ভুক্ত অন্ন প্রাণ বায়ু কর্ত্তৃক কোষ্ঠে আনীত হইলে তথায় কোষ্ঠজ ও পীত দ্রব পদার্থ (জল মণ্ড:যূষ দুগ্ধ প্রভৃতি) দ্বারা তাহা শিথিল ও ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা মৃদু হয়। সমান বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত জাঠর অগ্নি আমাশয়স্থ উক্ত ভুক্তান্নকে পরিপাক করিয়া থাকে। বাহ্য অগ্নি যেমন স্থালীস্থিত জল ও তণ্ডুলকে পাক করে, জাঠর অগ্নির ক্রিয়াও তদ্রূপ॥ ৫৫

অশিতপীতাদি ভুক্ত দ্রব্য প্রথমে ছয় রস বিশিষ্ট হইলেও পচ্যমান অবস্থার প্রথমে তাহা মধুরীভূত হইয়া ফেনীভূত কফ উৎপন্ন করে, তৎপরে মধ্যাবস্থায় আমাশয় হইতে চ্যবমান ঐ অন্ন বিদাহ হেতু অম্লতা প্রাপ্ত হওয়ায় পিত্ত উৎপাদন করে, শেষ অবস্থায় তাহা আমাশয় হইতে পক্বাশয়ে চ্যুত অগ্নি দ্বারা শোষিত পিণ্ডিত ও কটুরসান্বিত হইয়া বায়ুর উৎপত্তি করিয়া থাকে॥ ৫৬।৫৭

জাঠর অগ্নির কর্ম্ম কথিত হইল, এক্ষণে অন্যান্য অগ্নির কথা বলা যাইতেছে। ভৌম আপ্য আগ্নেয় বায়ব্য ও নাভস এই পাঁচ প্রকার উষ্মা (পঞ্চভূতাগ্নি) পাঞ্চভৌতিক আহারের স্ব স্ব পার্থিবাদি ভাবকে পাক করে। অর্থাৎ ভৌম উষ্মা ভৌম গুণকে, জলীয় উষ্মা জলীয় গুণকে,

আগ্নের উষ্মা আগ্নের গুণকে, বায়ব্য উষ্মা বায়ব্য গুণকে এবং নাভস উষ্মা নাভস গুণকে পাক করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা আহার যে স্বগুণে শরীরগত সমানগুণবিশিষ্ট ভাবসমূহের বর্দ্ধনহেতু এবং বিপরীত গুণান্বিতভাব সমূহের ক্ষয়হেতু তাহা প্রতিপন্ন হইল। সেই সকল পঞ্চমহাভূতাশ্রিত গুণ স্ব স্ব উষ্মা দ্বারা পক হইয়া দেহস্থ. পঞ্চমহাভূতগুণকে পৃথক্‌ভাবে পুষ্ট করে। অর্থাৎ পার্থিব গুণ পক হইয়া শরীরস্থ পার্থিব গুণকে, জলীয় গুণ পক হইয়া জলীয় গুণকে বর্দ্ধিত করে; এই নিয়মে অবশিষ্ট গুণ সকল স্ব স্ব গুণকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে॥ ৫৮—৬০

সেই পক্ক অন্ন কিট্ট ও সার এই দুই ভাগে পরিণত হয়। তন্মধ্যে অন্নের অচ্ছ (দ্রব) কিট্টকে মূত্র এবং ঘন কিট্টকে পুরীষ বলে॥ ৬১

অন্নের সার ভাগ অর্থাৎ প্রসাদাখ্য ভাগ পুনর্ব্বার সপ্তধাত্বগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। (জাঠর অগ্নি পঞ্চভূতাগ্নি ও সপ্তধাত্বগ্নি এই ত্রয়োদশ প্রকার অগ্নি।)

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, এবং শুক্র হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়॥ ৬২।৬৩

রস ধাতুর মল কফ, রক্তের মল পিত্ত, মাংসের মল খ-মল অর্থাৎ নাসিকাদিগত মল, মেদের মল ঘর্ম, অস্থির মল নখ ও রোম, মজ্জার মল অক্ষিস্নেহ ত্বক্‌স্নেহ ও পুরীষ স্নেহ এবং শুক্রের মল ওজঃ॥ ৬৪

কেবল যে আহারেরই প্রসাদ ও কিট্ট এই দ্বৈবিধ্য হয় তাহা নহে। আহাররসাপ্যায়িত ধাতু সমূহেরও প্রসাদ ও কিট্ট এই দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইতেছে—রসাদি ধাতু সকলও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধাত্বগ্নি দ্বারা পরিপক হওয়ায় সার ও কিট্ট এই দুই ভাগে পরিণত হয়। পচ্যমান দুগ্ধের যেমন সার জন্মে সেইরূপ ধাতুরূপে পরিণত আহার রস ধাত্বগ্নিদ্বারা পক্ক হওয়ায় প্রত্যেক ধাতুরই যথারূপ স্নেহ অর্থাৎ সার জন্মে, পরম্পর উপশ্লেষ হেতু সেই ধাতুস্নেহ পরম্পরা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। যেমন রসের সার রক্ত, রক্তের সার মাংস ইত্যাদি॥ ৬৫।৬৬

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, পাকক্রম (জাঠর অগ্নি ভূতাগ্নি ও ধাত্বগ্নি দ্বারা রসরক্তাদি পারিপাট্যে পাক) বীর্য্য ও প্রভাবাদি দ্বারা অন্ন (আহার রস) অহোরাত্রে শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ বলেন ছয় দিনে; অপর আচার্য্যগণ বলেন যে একমাসে আহার রস শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে॥৬৭

ভোজ্য ধাতু সমূহের (যে ধাতু হইতে যে ধাতু উৎপন্ন হয় সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুকে পরবর্ত্তী ধাতুর ভোজ্য ধাতু বলে, যেমন—রক্তের ভোজ্য রস) পরিবর্ত্তন (গতি) চক্রবৎ নিয়ত (অবিচ্ছিন্ন ভাবে) হইয়া থাকে (আহার রসে পুনঃপুনঃ আপ্যায়িত হওয়ায় ভোজ্য ধাতু পরবর্ত্তী ধাতুরূপে পরিণত হইলেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না)॥ ৬৮.

দুগ্ধ মাংসরস মাষকলায় হংসাদি পক্ষির ডিম্ব প্রভৃতি বৃষ্য দ্রব্য সমূহ দুর্লক্ষ্যপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ শুক্রাদি উৎপাদন করে। বৃষ্যদ্রব্য ব্যতীত চূর্ণ গুটিকাদি অন্য দীপন ঔষধও প্রায় অহোরাত্রে স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া থাকে॥ ৬৯।৭০

আহার রস নিয়মমত রসধাতুর সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তে মাংসে শেষ শুক্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে শরীরের কোনও স্থানে মাংস বৃদ্ধি কোনও স্থানে রসাদির জন্য পীড়া হয় কেন? ইহার উত্তর—রসধাতু, বিক্ষেপকরণশীল ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক সমস্ত দেহে নিরন্তর যুগপৎ প্রেরিত হয়,

স্রোতোবৈগুণ্যবশতঃ সেই রস শরীরের যে স্থানে সংসক্ত হয় সেই স্থানে রোগ উৎপাদন করে। যেমন বায়ুবশে চালিত মেঘ আকাশের যে স্থানে সঞ্চিত হয়, সেই স্থানেই বর্ষণ করে, সর্ব্বত্র নহে। রসধাতুও তদ্রূপ আবদ্ধ স্থানে রোগ উৎপাদন করে, সর্ব্বত্র নহে। রসাদি ধাতুর ন্যায় বাতাদি দোষ সমূহও ব্যানবায়ুবিক্ষিপ্ত হইয়া স্রোতোদুষ্টিবশতঃ রুদ্ধস্থানে রোগ জন্মাইয়া থাকে। এই জন্য সিধ্ম দদ্রু প্রভৃতি রোগ শরীরের একদেশে জন্মে॥ ৭১—৭৩

অন্নাগ্নি (জাঠর অগ্নি) ভৌতিকাগ্নি ও ধাত্বগ্নির কর্ম্ম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। (এক্ষণে জাঠর অগ্নির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।)॥ ৭৪

সর্ব্বপ্রকার অগ্নির মধ্যে অন্নের পক্তা পাচক অগ্নিই শ্রেষ্ঠ; কারণ পাচক অগ্নিই ভৌমাগ্নি ও ধাত্বগ্নির মূল। পাচক অগ্নির বৃদ্ধি ও ক্ষয় দ্বারা অন্য অগ্নিরও বৃদ্ধিক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব যথাবিধিপ্রযুক্ত হিতকর অন্নপানাদিরূপ ইন্ধন প্রয়োগ দ্বারা পাচকাগ্নিকে অতিযত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। যেহেতু পাচকাগ্নি রক্ষিত হইলে আয়ু ও বল রক্ষিত হইবে॥ ৭৫।৭৬

চতুর্ব্বিধ জাঠরাগ্নির বিষয় কথিত হইতেছে—সমান বায়ু স্বকীয় আশয়ে অবস্থিত হইলে জাঠর অগ্নি সম, বিমার্গগত হইলে বিষম, পিত্তাভিমূর্চ্ছিত হইলে তীক্ষ্ণ এবং কফপীড়িত হইলে মন্দ হয়। এই প্রকারে সমাগ্নি, বিষমাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও সমাগ্নি এই চতুর্ব্বিধ অগ্নি। যে অগ্নি যথাবিধি ভুক্ত অন্নকে সম্যক্ পরিপাক করে তাহাকে সমাগ্নি; যে অগ্নি কোন সময়ে অবিধি (দেশকাল-মাত্রাবিধিভ্রষ্ট) ভুক্ত অন্নকে শীঘ্র পরিপাক করে, বা কখন যথাবিধি ভুক্ত অন্নকে বিলম্বে পরিপাক করে, তাহাকে বিষমাগ্নি; যে অগ্নি অবিধিভুক্ত অন্নকে শীঘ্র পরিপাক করে তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি এবং যে অগ্নি যথাবিধিভুক্ত অন্নকেও বিলম্বে পরিপাক করে এবং মুখশোষ, আটোপ (উদরে সবেদন গুড়গুড় ধ্বনি), অন্ত্রকূজন (পেট্‌ডাকা), আধ্মান ও উদরের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ উৎপাদন করে, তাহাকে মন্দাগ্নি কহে॥ ৭৭—৮০

অগ্নির আয়ত্ত বল, সেই জন্য এখানে বলের ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইতেছে। দেহবল ত্রিবিধ, যথা—সহজ কালজ ও যুক্তিকৃত। তন্মধ্যে যাহা সত্ত্বরজ ও তমোগুণসমুত্থিত এবং শরীরোদ্ভূত তাহা সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক বল; বাল্য যৌবনাদি বয়স অনুসারে জাত এবং হেমন্তাদি ঋতু-সমুদ্ভূত যে বল তাহা কালজ এবং যাহা আহারবিহারাদি ও তেজস্কর (রসায়নাদি) ভেষজপ্রয়োগ জনিত তাহা যুক্তিজ॥ ৮১—৮৩

জাঙ্গল আনূপ ও সাধারণ ভেদে দেশ ত্রিবিধ। অল্পজল বৃক্ষ ও পর্ব্বতবিশিষ্ট দেশকে জাঙ্গল দেশ কহে। জাঙ্গল দেশ অল্পরোগজনক, আনূপদেশ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ বহু জল বৃক্ষ ও পর্ব্বতযুক্ত এবং বহুরোগজনক। সাধারণ দেশ সমভাবাপন্ন, ইহাতে জাঙ্গল ও আনূপ উভয় দেশের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ দেশে জল বৃক্ষ পর্ব্বত ও রোগের আধিক্য বা অল্পতা নাই॥ ৮৪

মজ্জাদির পরিমাণ। দেহে মজ্জা মেদ বসা মূত্র পিত্ত শ্লেষ্মা মল রক্ত রস ও জল এই সকল দ্রব্য যথাক্রমে স্বকীয় হস্তের এক এক অঞ্জলি অধিক। অর্থাৎ মজ্জা এক অঞ্জলি, মেদ দুই অঞ্জলি, বসা তিন অঞ্জলি ইত্যাদি। ওজোধাতু মস্তিষ্ক ও শুক্রের পরিমাণ এক প্রসৃত অর্থাৎ অর্দ্ধাঞ্জলি; স্তনদুগ্ধ দুই অঞ্জলি, রজঃ চারি অঞ্জলি। সমধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির মজ্জাদির এইরূপ পরিমাণ; ইহার অধিক হইলে বৃদ্ধি এবং অল্প হইলে ক্ষয় বলিয়া জানিবে॥ ৮৫—৮৭

শুক্র, রক্ত, গর্ভিণীর আহার বিহার, গর্ভাশয় ও ঋতুতে বাতাদি যে দোষের আধিক্য থাকে, তদ্‌দোষানুসারে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রকৃতি সাত প্রকার। (যথা—বাতপ্রকৃতি পিত্তপ্রকৃতি শ্লেষ্মপ্রকৃতি বাতপিত্তপ্রকৃতি বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি ও ত্রিদোষপ্রকৃতি) ॥ ৮৮

দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান। কারণ বায়ু সর্ব্বদেহব্যাপী, আশুকারী, বলবান্, অন্যদোষের প্রকোপক, স্বতন্ত্র (প্রেরক, অন্য দোষের চালক) ও বহুরোগকারী। পিত্ত ও শ্লেষ্মা এরূপ গুণান্বিত নহে বলিয়া অপ্রধান ॥ ৮৯

বাতপ্রকৃতিলক্ষণ। বাতপ্রকৃতি মানবগণ উক্ত কারণে দুষ্টস্বভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহারা গুণবান্ বা সৎস্বভাব হয় না। ইহাদের কেশ ও গাত্র স্ফুটিত ও ধূসরবর্ণ হয়। ইহাদের শীতে দ্বেষ, এবং ধৈর্য্য স্মৃতি বুদ্ধি চেষ্টা সৌহার্দ্দ দৃষ্টি ও গমন চঞ্চল হয়, ইহারা অনর্থক বহুবাক্য কহিয়া থাকে। ইহাদের পিত্ত বল আয়ু ও নিদ্রা অল্প, বাক্য সন্ন (অবসাদগ্রস্ত), সক্ত (কথা কহিবার সময় বিলম্বে কথা বলা বা কথা জড়াইয়া যাওয়া), চল (তাড়াতাড়ি কথা বলা) ও ভিন্ন কাংস্যের ন্যায় জর্জ্জর হয়। ইহারা নাস্তিক, বহুভুক্, বিলাসী, গীত হাস্য মৃগয়া ও কলিপ্রিয় (পাপপ্রিয়), মধুর অম্ল লবণ ও উষ্ণসাত্ম্য (অর্থাৎ এই সকল তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল) এবং মধুরাদ্রির অভিলাষী, কৃশ ও দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট, সশব্দগমনশীল, অদৃঢ়শরীর, অজিতেন্দ্রিয়, অনার্য্য, স্ত্রীর অপ্রিয়, অল্পসন্তানবিশিষ্ট, অভব্য, অন্যের শুভদ্বেষী ও চোর হয়। বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির নেত্রদ্বয় পরুষ ধূসরবর্ণ গোলাকার অচারু মৃতোপম (মৃত ব্যক্তির নেত্রবৎ) এবং নিদ্রাকালে উন্মীলিতবৎ হইয়া থাকে। ইহারা স্বপ্নকালে বৃক্ষ পর্ব্বত বা আকাশে গমন করে। ইহাদের পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম) উন্নত এবং স্বভাব, কুকুর শৃগাল উষ্ট্র গৃধ্র ইন্দুর ও কাকের স্বভাবের ন্যায় হইয়া থাকে ॥ ৯০—৯৪

পিত্তপ্রকৃতি লক্ষণ। যেহেতু পিত্তই অগ্নি অথবা অগ্নি হইতে জাত, সেই জন্য পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি তীব্র তৃষ্ণাযুক্ত ও অতীব বুভুক্ষু হয়। অর্থাৎ ইহাদের জলীয় ধাতু ও রসধাতু শীঘ্র শুষ্ক হয়। ইহারা গৌরবর্ণ, উষ্ণাঙ্গ, শূর, মানী, পিঙ্গলকেশ, অল্পলোমবিশিষ্ট, মাল্য বিলেপন ও ভূষণ-প্রিয়, সুচরিত, শুচি (শুদ্ধচেতাঃ), আশ্রিতবৎসল, বিভবশালী, সাহসী, বুদ্ধিমান্, বলবান্, ভয় কালে শত্রুদিগেরও আশ্রয়দাতা (বন্ধু ও মধ্যস্থ ব্যক্তিদের অবশ্য-রক্ষা কর্ত্তা), মেধাবী, শিথিল-সন্ধিবন্ধন, লোলমাংস, নারীদের অনভিমত, অল্পশুক্র, অল্পকাম, পলিত বলি ও নীলিকার আবাসস্বরূপ, মধুর-তিক্ত-কষায় শীতল অন্নভোজী, ধর্ম্মদ্বেষী (ঘর্ম্মদ্বেষী), স্বেদযুক্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, প্রচুরপুরীষত্যাগী, অতিক্রোধী, বহুপানভোজনকারী ও হিংস্রক হয়। ইহাদের হস্ত পদতল ও মুখ তাম্রবর্ণ এবং চক্ষু ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ চঞ্চল পাতলা, অল্পপক্ষ্মবিশিষ্ট ও হিমপ্রিয় এবং ক্রোধ মদ্যপান বা সূর্য্যাতপে রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ইহারা স্বপ্নাবস্থায় কর্ণিকার ও পলাশপুষ্প, দিগ্‌দাহ, উল্কা, বিদ্যুৎ, সূর্য্য ও অগ্নি দর্শন করে। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি মধ্যায়ুঃ মধ্যবল পণ্ডিত ও ক্লেশভীরু হইয়া থাকে। ইহাদের স্বভাব ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বিড়াল ও যক্ষের স্বভাবের ন্যায় হয় ॥ ৯৫—১০০

শ্লেষ্মপ্রকৃতি লক্ষণ। শ্লেষ্মা সোম পদার্থ বলিয়া শ্লেষ্মপ্রকৃতি মানব সৌম্যমূর্ত্তি হয়। ইহাদের সন্ধি অস্থি ও মাংস গূঢ় স্নিগ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ক্লেশ ও ঘর্ম্মে অক্ষুভিত, বুদ্ধিযুক্ত (প্রশস্তমনাঃ), সত্ত্বগুণপ্রধান, সত্যবাদী, এবং প্রিয়ঙ্গু দূর্ব্বা শরকাণ্ড

শস্র গোরোচনা পদ্ম বা সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দীর্ঘবাহু, বিস্তীর্ণ ও পীবর বক্ষাঃ, প্রশস্তললাট, ঘন নীলবর্ণ কেশবিশিষ্ট, কোমলাঙ্গ, সম ও সুবিভক্ত চারু অবয়বযুক্ত, বহু ওজঃ রতিরস শুক্র পুত্র ও ভৃত্য যুক্ত এবং ধর্ম্মাত্মা হয়। ইহারা কখনও কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য বলে না, শত্রুতা চিরকাল দৃঢ় ও প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখে, কখন শিথিল করে না। ইহাদের মদমত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গমন এবং মেঘ, সমুদ্র মৃদঙ্গ ও সিংহের ধ্বনির ন্যায় স্বর (আওয়াজ) হয়। বাল্যকালেও ইহারা অতিরোদনশীল বা লোভী হয় না। ইহারা স্মৃতিমান্ শোভনাভিযোগী ও বিনীত হয়। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি তিক্ত কষায় কটু উষ্ণবীর্য্য রুক্ষ ও অল্প ভোজন করে, তথাপি স্বভাবতঃ বলবান্ হয়। ইহারা দীর্ঘায়ু, প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী, দূরদর্শী, বদান্য, দানাদিতে শ্রদ্ধাবান্, গম্ভীর, ভূরিদাতা, ক্ষমাবান্, আর্য্য (সজ্জন), নিদ্রালু, দীর্ঘসূত্রী, কৃতজ্ঞ, সরলচিত্ত, পণ্ডিত, জনপ্রিয়, লজ্জাশীল, পিত্রাদি গুরুজনের ভক্ত ও দৃঢ়বন্ধুত্ব যুক্ত হয়। ইহাদের চক্ষু সুস্নিগ্ধ বিশাল দীর্ঘ ও পক্ষ্মল, সুবিভক্ত শুক্ল কৃষ্ণ মণ্ডলযুক্ত এবং নেত্রপ্রান্ত রক্ত বর্ণ হয়। ইহাদের বাক্য ক্রোধ পান ভোজন ও কায়িক চেষ্টা অল্প হইয়া থাকে। শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি স্বপ্নে পদ্ম ও বিহঙ্গমালা শোভিত জলাশয় ও মেঘ দর্শন করে। ইহাদের স্বভাব ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র বরুণ গরুড় হংস গজাধিপ সিংহ অশ্ব গো ও বৃষ সদৃশ হয়॥ ১০১—১০৮

বাতাদিদোষজ ত্রিবিধ প্রকৃতি উক্ত হইল। তন্মধ্যে বাতাদিদোষদ্বয়ের লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইলে তাহাকে দ্বন্দ্বপ্রকৃতি এবং দোষত্রয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে ত্রিদোষজপ্রকৃতি কহে। সমুদায়ে সপ্ত প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইল॥ ১০৯

এক্ষণে সত্ত্বাদিপ্রকৃতি কথিত হইতেছে। এইরূপ বাতাদি প্রকৃতির ন্যায়, শৌচ আস্তিক্য ও শুক্লধর্ম্মরুচ্যাদি সত্ত্বাদি (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ) গুণ দ্বারা সত্ত্বাদিগুণময়ী সপ্ত প্রকার প্রকৃতি হইয়া থাকে। যথা সত্ত্বপ্রকৃতি, রজঃপ্রকৃতি, তমঃপ্রকৃতি, সত্ত্বরজঃপ্রকৃতি, সত্ত্বতমঃপ্রকৃতি, রজস্তমঃপ্রকৃতি ও ত্রিগুণপ্রকৃতি, (বাতাদি সপ্তপ্রকৃতি ও সত্ত্বাদি সপ্তপ্রকৃতি পরস্পরের অনুবন্ধ করে)॥ ১১০

কালকৃত শরীরাবস্থাকে বয়স কহে। বয়স ত্রিবিধ; বাল্য মধ্য ও বৃদ্ধ। ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বাল্যকাল। (বাল্যকাল ত্রিবিধ ক্ষীরবৃত্তি ক্ষীরান্নবৃত্তি ও অন্নবৃত্তি) এই বাল্যকালে রসাদি ধাতু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি এবং সর্ব্বধাতুসার ওজোধাতুর বৃদ্ধি হয়। ষোড়শ হইতে সপ্ততি (৭০) বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্য বয়স, এ সময়ে ধাত্বাদির সমবৃদ্ধি হয়। (ইহাও ত্রিবিধ, যৌবন সম্পূর্ণত্ব ও অপরিহানি। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, এ সময়ে পিত্তোদ্রেকহেতু প্রজ্ঞা পরিপাক ও ব্যবসায় হয়। অতঃপর ৪০ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতু ইন্দ্রিয় বল বীর্য্য পৌরুষ স্মরণ বচন বিজ্ঞান গুণাদির পূর্ণতা হেতু সম্পূর্ণত্ব, তৎপরে অপরিহানি একোনসপ্ততি পর্য্যন্ত) সপ্ততি বৎসরের পর ক্ষয় হইতে থাকে। এসময়ে বায়ুর বৃদ্ধি, ধাতু ইন্দ্রিয় ওজঃ প্রভৃতির ও বলবীর্য্যাদির ক্রমশঃ ক্ষয় এবং বলীপলিত কাস শ্বাসাদি দ্বারা অভিভূত হওয়ায় শরীর জীর্ণ হয়॥ ১১১

স্ব স্ব হস্তের সার্দ্ধত্রিহস্ত (৩॥০ হাত) পরিমিত শরীরই সুখ ও আয়ুর আধার; কিন্তু তাহা যদি জন্মাবধি অরোমশাদি অষ্ট নিন্দিতগুণযুক্ত না হয়। অর্থাৎ জন্মাবধি অরোমশ বা অতিরোমশ, অতিকৃষ্ণ বা অতিগৌর, অতি স্থূল বা অতি কৃশ, অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব শরীর সার্দ্ধত্রিহস্ত

হইলেও সুখায়ুর পাত্র হয় না। অতএব অল্পরোমাদি যুক্ত সার্দ্ধত্রিহস্ত শরীর সুখ ও আয়ুর পাত্র॥ ১১২।১১৩

নিম্নলিখিত লক্ষণবিশিষ্ট শরীর সুখ ও দীর্ঘায়ুর আধার ; সেই সকল লক্ষণ কথিত হইতেছে। কেশ সমূহ সুচিক্কণ মৃদু সূক্ষ্ম বহুমূলবিশিষ্ট ও দৃঢ়, ললাট উন্নত শ্লিষ্টশঙ্খ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কর্ণ অধো হ্রস্ব উর্দ্ধ উন্নত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে বিস্তীর্ণ রম্য ও মাংসল, নেত্র সুব্যক্ত শুক্লকৃষ্ণমণ্ডল, সুসন্ধি বিশিষ্ট ও ঘনপক্ষ্মযুক্ত, নাসিকা উন্নতাগ্র, মহোচ্ছ্বাসযুক্ত, পীন সরল ও সম ; ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও অনুদ্বৃত্ত (বাহিরে নির্গত না হওয়া), হনু মহান্ ও অনুন্নত, মুখবিবর প্রশস্ত, দন্ত ঘন স্নিগ্ধকান্তি (চক্‌চকে), শ্লক্ষ্ণ (কোমলস্পর্শ, কেহ বলেন—মণিবৎ মসৃণ), শুক্লবর্ণ ও সমপঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট, জিহ্বা রক্তবর্ণ আয়ত ও পাত্‌লা, চিবুক মাংসল ও প্রশস্ত, গ্রীবা হ্রস্ব ঘন (মোটা ঠাঁস্) ও গোলাকৃতি, স্কন্ধ উন্নত ও পীবর, উদর দক্ষিণাবর্ত্তবিশিষ্ট গূঢ়নাভিযুক্ত ও সম্যক্ উন্নত, হস্ত পাদ পাত্‌লা লাল ও উন্নতনখবিশিষ্ট স্নিগ্ধকান্তি তাম্রবর্ণ মাংসল বিস্তীর্ণ এবং দীর্ঘ ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট অঙ্গুলি যুক্ত—এই সকল প্রশস্ত লক্ষণ। বিস্তীর্ণ ও গূঢ় পৃষ্ঠবংশ (অদৃশ্যমেরুদণ্ডবিশিষ্ট পৃষ্ঠদেশ), মাংসান্তর্গত ও দৃঢ় সন্ধি সমূহ, ধীর (দৈন্যরহিত) ও অনুনাদ (ঘণ্টাদির শব্দবৎ অনুনাদ) বিশিষ্ট স্বর, চিক্কণ ও স্থিরকান্তি বর্ণ, স্বভাবনির্ম্মল স্থির অতএব বিপৎকালেও অবিকারি মন সৌভাগ্য ও আয়ুর হেতু। উত্তরোত্তর সুক্ষেত্রবিশিষ্ট (যথোক্তপ্রমাণ সুক্ষেত্র শরীর শুভ, যথোক্তলক্ষণ ললাটাদি অবয়ব বিশিষ্ট সুক্ষেত্র শরীর শুভতর, তাহা হইতেও যথোক্তসত্ত্বলক্ষণগুণান্বিত সুক্ষেত্র শরীর শুভতম।) গর্ভাদি হইতে নীরোগ, দৈর্ঘ্য, লৌকিক ব্যবহার জ্ঞান ও বিজ্ঞান (শাস্ত্রা-ভ্যাসাদি জনিত জ্ঞান হইতে পরমার্থ বোধ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শব্দ বাচ্য) দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধমান যে দেহ তাহাই শুভপ্রদ॥ ১১৪—১২১

উক্ত প্রকারে সর্ব্বগুণোপেত শরীরে শত বর্ষ আয়ু ঐশ্বর্য্য ও অভিলষিত ভাব সমূহ ব্যবস্থিত থাকে॥ ১২২

শরীরের প্রশস্ত লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে বল প্রমাণ জ্ঞানার্থ লক্ষণ কথিত হইতেছে। মনুষ্য শরীরিদিগের বল প্রমাণ জ্ঞানার্থ ত্বগ্‌রক্তাদি হইতে সত্ত্ব পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ আটটী সার উক্ত হইয়াছে। যথা ত্বক্‌সার, রক্তসার, মাংসসার, মেদঃসার, অস্থিসার, মজ্জসার, শুক্রসার ও সত্ত্বসার, এই আটটী সারের পর পরটী শ্রেষ্ঠ। এই অষ্টসারবিশিষ্ট ব্যক্তি অতীব গৌরবান্বিত, সমস্ত আরব্ধ কার্য্যে আশাবান্, সহিষ্ণু, সুধী ও কর্ত্তব্যকার্য্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১২৩।১২৪

সত্ত্বাদিপ্রকৃতিক ব্যক্তির কিপ্রকার সুখদুঃখানুভব হয়, তাহা কথিত হইতেছে। সত্ত্বগুণবান্ ব্যক্তি অভিমান ত্যাগ করিয়া সুখভোগ করেন এবং দৈন্য আশ্রয় করিয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। রাজস ব্যক্তি তপ্যমান হইয়া "আমিই এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখে সুখী" এই অভিমানে সুখ ভোগ করে এবং "আমিই এরূপ দুঃখ সহিতে সমর্থ" এইরূপ অহঙ্কারাক্রান্ত মনে দুঃখ ভোগ করে। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি অত্যন্ত মূঢ় বলিয়া (মদমত্তবৎ) সুখ বা দুঃখ ভোগ অনুভব করিতে পারে না। দ্বন্দ্বপ্রকৃতিও সুখানুভব বা দুঃখানুভব করিতে পারে না॥ ১২৫

এক্ষণে প্রধানফলদায়ি প্রশস্ত লক্ষণ কথিত হইতেছে—দানশীলতা, দয়া (দীনের পালন), সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, কৃতজ্ঞতা, রসায়নক্রিয়া ও মৈত্রী (সমস্ত প্রাণীতে আত্মবৎ ভাবনা) এইগুলি

পুণ্যজনক ও আয়ুর্বৃদ্ধিকারক। (পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষলক্ষণ অপেক্ষা এইগুণগুলির শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনার্থ গ্রন্থকার ইহাদিগকে অধ্যায়ান্তে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোনটী পুণ্যবর্দ্ধক কোনটী আয়ুর্বর্দ্ধক ও কোনটী উভয়বর্দ্ধক)॥ ১২৬

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীরস্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতঃপর আমরা মর্ম্মবিভাগ নামক শারীর ব্যাখ্যা করিব—যাহা আত্রেয়াদি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন॥ ১

মানবদেহে ১০৭টি মর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক হস্তে ও পদে ১১টী করিয়া মোট ৪৪টী, জঠরে ৩টী, বক্ষঃস্থলে ৯টী, পৃষ্ঠদেশে ১৪টী এবং জক্রর ঊর্দ্ধে ৩৭টী মর্ম্ম আছে॥ ২

এক্ষণে মর্ম্মসমূহের বিশিষ্ট স্থান সংজ্ঞা ও কর্ম্ম উপদিষ্ট হইতেছে। পাদতলের মধ্যভাগে মধ্যমাঙ্গুলির অভিমুখে যে মর্ম্ম আছে, তাহার নাম তলহৃৎ। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে দারুণ বেদনা উপস্থিত হওয়ায় মৃত্যু হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে আক্ষেপক নামক বাতব্যাধিতে মৃত্যু হয়। ক্ষিপ্রমর্ম্মের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে কূর্চ্চ নামক মর্ম্ম, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে পদের ভ্রমণ (ঘুরিয়া যাওয়া) ও কম্প হয়। গুল্ফসন্ধির অধোদেশে কূর্চ্চশিরোনামক মর্ম্ম অবস্থিত, ইহা বিদ্ধ হইলে শোথ ও যন্ত্রণা হয়। জঙ্ঘা ও চরণের সন্ধিস্থলে গুল্ফনামক মর্ম্ম, ইহা বিদ্ধ হইলে বেদনা স্তব্ধতা ও অগ্নিমান্দ্য হয়। জঙ্ঘার মধ্যে (পার্ষ্ণি হইতে ১২ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে) ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম, ইহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয়হেতু মৃত্যু হয়। (এস্থলে রক্তক্ষয়াদি হেতুনির্দ্দেশ করায় বুঝিতে হইবে যে এরূপ স্থলে সর্ব্বপ্রকারে রক্তস্তম্ভন করিতে হইবে। মর্ম্মবেধে যে কারণে মৃত্যু কথিত হইয়াছে তাহারই চিকিৎসা করিতে হইবে। এই নিয়ম সর্ব্বত্র)॥ ৩—৫

জঙ্ঘা ও উরুর সংযোগ স্থলে জানু নামক মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে মৃত্যুই হয়, বাঁচিলে খঞ্জতা হইয়া থাকে। জানুসন্ধির ৩ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে আণী নামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে উরুস্তম্ভ ও শোথ হয়॥ ৬

উরুর মধ্যে উর্ব্বী নামক মর্ম্ম, ইহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয় হেতু সক্‌থিশোষ, উরুমূলে লোহিতাখ্য নামক মর্ম্ম, তাহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয় হেতু পক্ষাঘাত, মুষ্ক ও কুঁচ্‌কির মধ্যে বিটপ নামক মর্ম্ম তাহা বিদ্ধ হইলে ষণ্ডতা (পুরুষত্বহানি) হয়॥ ৭

উক্ত প্রকারে পাদদ্বয়ের প্রত্যেকটীতে ১১টী করিয়া মর্ম্ম কথিত হইল। এইরূপ বাহুদ্বয়েরও প্রত্যেকটীতে তলহৃৎ ক্ষিপ্র প্রভৃতি একাদশটী মর্ম্ম আছে। তবে কিঞ্চিৎ যাহা বিশেষত্ব আছে,

তাহা কথিত হইতেছে। গুল্‌ফমর্ম্মতুল্য মণিবন্ধ মর্ম্ম, জানুমর্ম্মবৎ কূর্পর; এই মর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে কৌণ্য (হস্ত ও হস্তাঙ্গুলির কুব্জতা, মুলো) হয়। কক্ষা ও অক্ষ মধ্যে বিটপসদৃশ কক্ষাধৃক্ নামক মর্ম্ম আছে, তাহা বিদ্ধ হইলে কৌণ্য (বাহুকরাঙ্গুলির কুব্জতা) হয়॥ ৮

শাখাগত ৪৪টী মর্ম্ম কথিত হইল। এক্ষণে মধ্যদেহের মর্ম্ম সমূহ বলা যাইতেছে। স্থূলান্ত্রে প্রতিবদ্ধ গুদ নামক মর্ম্ম, ইহা বিদ্ধ হইলে পুরীষ ও বায়ু বমন করে। ইহা সদ্যোমারক। মূত্রাশয় ধনুকের ন্যায় বক্র, একটীমাত্র, অধোমুখবিশিষ্ট ও কটীর মধ্যদেশে অবস্থিত, ইহাকে বস্তিমর্ম্ম কহে। বস্তিমর্ম্মে রক্ত ও মাংসের ভাগ অল্প আছে। অশ্মরী আহরণার্থ ব্রণ ভিন্ন অন্য কারণে ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃপ্রাণনাশক হয়। অশ্মরীব্রণেও যদি উভয় পার্শ্বে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও সদ্যোমারক হইয়া থাকে। বস্তির একপার্শ্ব ভিন্ন হইলে মূত্রস্রাবী ব্রণ হয়। যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে তবে তাহা প্রশমিত হয়, অন্যথা নহে॥ ৯—১১

নাভি ও হৃদয় মর্ম্ম। দেহমধ্যদেশে আমাশয় ও পক্বাশয়ের অন্তরালে নাভিনামক মর্ম্ম আছে, ইহা সকল শরীরব্যাপী শিরাসমূহের আধার ও সদ্যোমারক। হৃদয় নামক মর্ম্ম আমাশয়ের দ্বারস্বরূপ, এবং সত্ত্বাদিগুণত্রয়, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞান এবং চেতনার স্থান। ইহা স্তনদ্বয় বক্ষঃস্থল ও কোষ্ঠের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সদ্যোমারক॥ ১২

স্তনরোহিতমর্ম্ম ও স্তনমূলমর্ম্ম। স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত যে দুইটী মর্ম্ম আছে, তাহাকে স্তনরোহিত এবং স্তনদ্বয়ের অধোভাগে দুই অঙ্গুল যে দুইটী মর্ম্ম আছে তাহাকে স্তনমূল নামক মর্ম্ম কহে। স্তনরোহিতমর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে মানব রক্তপূর্ণকোষ্ঠ হইয়া এবং স্তনমূলমর্ম্মদ্বয় বিদ্ধ হইলে কফপূর্ণকোষ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করে॥ ১৩

অপস্তম্ভ মর্ম্ম। বক্ষঃস্থলের উভয়পার্শ্বে স্থিত বাতবাহিনী নাড়ীদ্বয়কে অপস্তম্ভ মর্ম্ম কহে। ইহারা বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়ায় কাস ও শ্বাস রোগে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১৪

অপলাপ মর্ম্ম। মেরুদণ্ড ও বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে ও অংসকূটের অধোদেশে অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয় আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হয় এবং এই রক্ত যতক্ষণ পূয়ে পরিণত না হয়, ততক্ষণ রোগী বাঁচে। রক্ত পূয়ে পরিণত হইলেই রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১৫

কটীকতরুণ মর্ম্ম। পৃষ্ঠবংশের উভয়পার্শ্বে শ্রোণীকর্ণদ্বয় প্রতিষ্ঠিত, সেই নিতম্বের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশকে আশ্রয় করিয়া যে দুইটী অস্থিমর্ম্ম অবস্থিত আছে, তাহাকে কটীকতরুণ মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয়হেতু রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ১৬

কুকুন্দর। মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে জঘনের বহিঃপ্রদেশে কটী ও পার্শ্বের যে সন্ধিদ্বয় আছে, তাহাকে কুকুন্দর মর্ম্ম কহে। ইহা নিম্নাকৃতি ও সন্ধিমর্ম্ম। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি ও স্পর্শশক্তির লোপ হয়॥ ১৭

নিতম্ব। উভয় পার্শ্ব মধ্যে নিবদ্ধ, শ্রোণিকর্ণের উপরিভাগে অবস্থিত মূত্রাশয়াদির আচ্ছাদক, তরুণাস্থি স্থিত যে দুইটী মর্ম্মবিশেষ আছে, তাহাকে নিতম্ব কহে। ইহা বিদ্ধ হইলে শরীরের অধোভাগে শোথ দৌর্ব্বল্য ও শেষে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১৮

পার্শ্ব সন্ধি। উভয় পার্শ্বে সংশ্লিষ্ট, জঘনপার্শ্বের মধ্যবর্ত্তী তির্য্যক্ ও উর্দ্ধভাবে অবস্থিত

যে সন্ধিদ্বয়, তাহাকে পার্শ্বসন্ধি কহে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়ায় মৃত্যু হয়॥ ১৯

বৃহতী। স্তনমূল হইতে সরলভাবে পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া যে দুইটী শিরা-মর্ম্ম আছে, তাহাকে বৃহতী কহে। ইহা বিদ্ধ হইলে রক্তক্ষয়হেতু মৃত্যু হয়॥ ২০

অংসফলক। পৃষ্ঠবংশের পার্শ্বদ্বয়ে বাহুমূলে সম্বদ্ধ দুইটী মর্ম্ম আছে, তাহাদিগকে অংসফলক মর্ম্ম কহে। ইহা বিদ্ধ হইলে বাহুশোষ ও বাহুর কার্য্যহানি হয়॥ ২১

অংস। গ্রীবার উভয় পার্শ্বে গ্রীবা বাহু ও মস্তকের অন্তরালস্থিত দুইটী স্নায়ুকে অংসমর্ম্ম কহে, স্কন্ধ ও অংসপীঠের বন্ধনার্থ ইহার প্রয়োজন। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে বাহুদ্বয়ের আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া নষ্ট হয়॥ ২২

নীলা ও মন্যা। কণ্ঠনাড়ীর উভয় পার্শ্বে হনুর্সমাশ্রিত ৪টী শিরা মর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে দুইটীর নাম নীলা ও দুইটীর নাম মন্যা। প্রত্যেক পার্শ্বে একটী করিয়া নীলা ও একটী করিয়া মন্যা আছে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে স্বরভঙ্গ স্বরবৈকৃত্য ও রসাজ্ঞান (আস্বাদনশক্তির লোপ) হয়॥ ২৩

মাতৃকা। কণ্ঠনাড়ীর উভয় পার্শ্বে জিহ্বাগত ও নাসাশ্রিত পৃথক্ ৪টী করিয়া শিরা আছে, তাহাদিগকে মাতৃকা মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যোমরণ হয়॥ ২৪

কৃকাটিকা। মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থলের উভয় দিকে কৃকাটিকা নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে মস্তককম্পন হয়॥ ২৫

বিধুর। কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎ দিকের নিম্নভাগে বিধুরাখ্য দুইটী মর্ম্ম আছে, ইহারা বিদ্ধ হইলে বাধির্য্য হয়॥ ২৬

ফণ। দুইটী শিরা গলদেশের অভ্যন্তর হইতে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের উভয় পার্শ্ব দিয়া শ্রোত্রপথ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, ইহারা দেখিতে সাপের ফণার ন্যায় বলিয়া ফণমর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে ঘ্রাণশক্তি (গন্ধজ্ঞান) নষ্ট হয়॥ ২৭

অপাঙ্গমর্ম্ম ও আবর্ত্ত মর্ম্ম। নেত্রদ্বয়ের বাহ্যপ্রান্তে ভ্রূপুচ্ছান্তদ্বয়ের নিম্নে অপাঙ্গ নামক মর্ম্মদ্বয় ও ভ্রূর উপরে নিম্নাকৃতি আবর্ত্ত নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে মনুষ্য অন্ধ হয়॥ ২৮

শঙ্খমর্ম্ম। ললাটের উভয় প্রান্তে ভ্রূপুচ্ছান্তদ্বয়ের উপরি ভাগে কর্ণসমীপে শঙ্খ নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়॥ ২৯

উৎক্ষেপ ও স্থপনী। কেশযুক্ত স্থানের অন্তে এবং শঙ্খদ্বয়ের উপরে উৎক্ষেপনামক মর্ম্মদ্বয় এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থপনী নামক মর্ম্ম অবস্থিত। এই সকল মর্ম্মে শল্য বিদ্ধ হইলে যদি তাহা উদ্ধৃত করা না যায় কিংবা যদি পাকিয়া ঐ শল্য আপনা হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে রোগী বাঁচে। কিন্তু শল্য উদ্ধৃত হইলে সদ্যো মৃত্যু হয়॥ ৩০

শৃঙ্গাটক। তালুদেশের যেখানে জিহ্বা চক্ষু নাসিকা ও কর্ণ এই স্রোতশ্চতুষ্টয়ের মিলন হইয়াছে, সেই স্থানে উক্ত চারিটী স্রোতের মুখকে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়॥ ৩১

সীমন্ত। মস্তকে পাঁচটী কপালের পাঁচটী সন্ধি আছে, ইহারা তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত।

এই সন্ধি পঞ্চককে সীমন্ত মর্ম্ম কহে। ইহারা বিদ্ধ হইলে ভ্রম উন্মাদ ও মনোনাশ হেতু মৃত্যু হয়॥ ৩২

অধিপ মর্ম্ম। মস্তকের অভ্যন্তরে উর্দ্ধভাগে শিরা ও সন্ধি সমূহের সম্মিলন স্থানে রোমাবর্ত্ত আছে, তাহাকে অধিপ মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্ম বেধ মাত্রেই বমি হয়॥ ৩৩

মর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ। শরীরের যে স্থান বিসমভাবে স্পন্দিত হয় অর্থাৎ কখন অল্প ও কখন বা অধিক স্পন্দিত হয় এবং যে স্থানে পীড়ন করিলে বিসম বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্ম স্থান বলে। মরণকারিত্ব হেতু বা মরণসদৃশ দুঃখদায়িত্ব হেতু মর্ম্ম বলা যায়॥ ৩৪

মাংস অস্থি স্নায়ু ধমনী শিরা ও সন্ধি ইহাদের সংযোগস্থলকে মর্ম্ম কহে। যেমন মাংসপেশীর সংযোগ স্থল মাংসমর্ম্ম, অস্থির সংযোগ অস্থিমর্ম্ম, স্নায়ু সম্মিলন স্নায়ু মর্ম্ম, ধমনীসম্মিলন ধমনী মর্ম্ম, শিরাসমাগম শিরামর্ম্ম ও সন্ধিসংযোগ সন্ধি মর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। সেই জন্য এই সকল মর্ম্মস্থানে প্রাণ ব্যবস্থিত থাকে॥ ৩৫

পূর্ব্বে যে ১০৭টী মর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সকল মর্ম্মই প্রধান। এতদ্ব্যতীত মাংসাস্থি প্রভৃতির সংযোগরূপ মর্ম্ম আরও অনেক আছে। মাংসাদি ভেদে মর্ম্মের কল্পনা ছয় প্রকারই হইয়া থাকে। অথবা জীবিতস্থান বলিয়া মর্ম্ম এক প্রকারই গণনা করা হয়॥ ৩৬

মাংস অস্থি প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিয়ত মর্ম্ম সংখ্যা কথিত হইতেছে। মাংসজ মর্ম্ম দশটী—ইন্দ্রাখ্য ৪টী, তলহৃৎ ৪টী ও স্তনরোহিত ২টী। অস্থিমর্ম্ম আটটী—শঙ্খমর্ম্ম ২টী, কটীকতরুণ ২টী, নিতম্ব ২টী ও অংসফলক ২টী। স্নায়ুমর্ম্ম ত্রয়োবিংশ, যথা—আণিমর্ম্ম ৪টী, কূর্চ্চমর্ম্ম ৪টী, কূর্চ্চশিরঃ ৪টী; অপাঙ্গ ২টী, ক্ষিপ্র ৪টী, উৎক্ষেপ ২টী, অংস ২টী ও বস্তি ১টী। ধমনীমর্ম্ম ৯টী যথা—গুদমর্ম্ম ১টী, অপস্তম্ভ ২টী, বিধুর ২টী ও শৃঙ্গাটক ৪টী। শিরামর্ম্ম ৩৭টী, যথা—বৃহতী ২টী, মাতৃকা ৮টী, নীলা ২টী, মন্যা ২টী, কক্ষাধর ২টী, ফণ ২টী, বিটপ ২টী, হৃদয় ১টী, নাভি ১টী, পার্শ্বসন্ধি ২টী, স্তন মূল ২টী, অপলাপ ২টী, স্থপনী ১টী, উর্ব্বী ৪টী ও লোহিতাখ্য ৪টী সমুদায়ে ৩৭টী। সন্ধিমর্ম্ম ২০টী, যথা—আবর্ত্ত ২টী, মণিবন্ধ ২টী, কুকুন্দর ২টী, সীমন্ত মর্ম্ম ৫টী, কূর্পর ২টী, গুলফ ২টী, কৃকাটিকা ২টী, জানু ২টী ও অধিপতি ১টী। মাংসাদি ভেদে এই ১০৭টী মর্ম্ম কল্পিত হইল॥ ৩৭—৪১

অন্য কতিপয় আচার্য্যের মতে গুদ মাংসমর্ম্ম, ধমনীমর্ম্ম নহে। কক্ষাধর ও বিটপ স্নায়ুমর্ম্ম, শিরামর্ম্ম নহে। বিধুরমর্ম্মও স্নায়ুমর্ম্ম, ধমন্যাশ্রিত নহে। শৃঙ্গাটকমর্ম্ম চারিটীও শিরামর্ম্ম, ধমনীমর্ম্ম নহে। অপস্তম্ভ ও অপাঙ্গ মর্ম্মও তাঁহাদের মতে স্নায়ুমর্ম্ম, ধমনীমর্ম্ম নহে॥ ৪২

মাংসাদিজ মর্ম্মের ব্যধ লক্ষণ। মাংসমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে নিরন্তর মাংসধোওয়া জলের ন্যায় পাতলা রক্তস্রাব হইতে থাকে। ইহাতে শরীর পীতবর্ণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিলোপ (স্বস্ব বিষয়গ্রহণে অক্ষমতা) ও শীঘ্র মরণ হয়॥ ৪৩

অস্থিমর্ম্ম (শঙ্খাদি) বিদ্ধ হইলে মধ্যে মধ্যে মজ্জাযুক্ত পাতলা স্রাব ও বেদনা হয়। স্নায়ু মর্ম্ম (আণি প্রভৃতি) বিদ্ধ হইলে, আয়াম (বিস্তারবৎ পীড়া), আক্ষেপ, স্তব্ধতা, অতিশয় বেদনা, গমন অবস্থান ও উপবেশনে অক্ষমতা, অঙ্গের বৈকল্য অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৪৪।৪৫

ধমনীমর্ম্ম (গুদমর্ম্মাদি) বিদ্ধ হইলে শব্দ ও ফেনের সহিত রক্তস্রাব হয় এবং রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। শিরামর্ম্ম (বৃহত্যাদি) বিদ্ধ হইলে ঘন রক্ত নিরন্তর প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়।

আর রক্তক্ষয় হেতু তৃষ্ণা, ভ্রম, শ্বাস, মোহ ও হিক্কা উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় পীড়িত হইয়া থাকে ॥ ৪৬।৪৭

সক্থিজ (আবর্ত্তাদি) মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে বিদ্ধস্থান শূকাকীর্ণবৎ বোধ হয় এবং ক্ষতস্থান রুদ্ধ হইলেও স্ফুরিতা (ফুলো), পঙ্গুতা, বল ও চেষ্টার নাশ, অঙ্গের শোষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৮

মর্ম্মব্যধে মৃত্যুকাল নিরূপিত হইতেছে। নাভিমর্ম্ম ১টী, শঙ্খ ২টী, অধিপতি ১টী, গুহ্য ১টী, হৃদয় ১টী, শৃঙ্গাটক ৪টী, বস্তি ১টী, মাতৃকা ৮টী এই ১৯টী মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণনাশক। এই সকল মর্ম্মব্যধে মৃত্যুর চরমকাল সপ্তাহ পর্য্যন্ত ; অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হয় ॥ ৪৯

অপস্তম্ভ ২টী, তলহৃৎ ৪টী, পার্শ্বসন্ধি ২, কুটীকতরুণ ২, সীমন্ত ৫, স্তনমূল ২, ইন্দ্রবস্তি ৪, ক্ষিপ্র ৪, অপলাপ বৃহতী নিতম্ব স্তনরোহিত, প্রত্যেকে ২টী, সমুদায়ে এই ৩৭টী মর্ম্ম কালান্তর প্রাণহারক। ইহারা একমাসে বা ১৫ দিনে প্রাণনাশ করে ॥ ৫০।৫১

উৎক্ষেপ মর্ম্ম ২টী এবং স্থপনী ১টী এই তিনটী মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন অর্থাৎ শল্য নিহৃত হইলে রোগিকে হনন করে। কারণ শল্য অপনয়ন করিলে বায়ু বিনির্গত হইয়া মাংস বসা মজ্জা ও মস্তিষ্ক শোষণ পূর্ব্বক শ্বাস কাস রোগে রোগীর প্রাণ নষ্ট করে ॥ ৫২

ফণ মর্ম্ম ২টী, অপাঙ্গ ২টী, বিধুর ২টী, নীলা ২টী, মন্যা ২টী, কৃকাটিকা ২টী, অংস ২টী, অংসফলক ২টী, আবর্ত্ত ২টী, বিটপ ২টী, উর্ব্বীমর্ম্ম ৪টী, কুকুন্দর ২টী, জানু ২টী, লোহিত ৪টী, আণি ৪টী, কক্ষাধর ২টী, কূর্চ্চ ৪টী ও কূর্পর ২টী এই ৪৪টী মর্ম্ম বৈকল্যকর। অর্থাৎ এই সকল মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অঙ্গকে বিকল করে। ইহারা অভিঘাতবশতঃ কখন প্রাণনাশও করিয়া থাকে ॥ ৫৩।৫৪

কূর্চ্চশিরঃ ৪টী, গুল্ফ ২টী ও মণিবন্ধ ২টী এই আটটী মর্ম্ম রুজাকারক, মারক নহে ॥ ৫৫

মর্ম্মসমূহের যথাযথ প্রমাণ। মর্ম্ম সমূহের মধ্যে বিটপ, কক্ষাধর, উর্ব্বী ও কূর্চ্চশিরঃ এই সকল মর্ম্ম অঙ্গুলপরিমিত ; মণিবন্ধদ্বয়, গুল্ফদ্বয় ও স্তনমূলদ্বয় প্রত্যেকটী দুই অঙ্গুলি পরিমিত, এবং জানু ও কূর্পর তিন অঙ্গুলি পরিমিত ॥ ৫৬

গুদমর্ম্ম, বস্তি, হৃদয়, নাভি, নীলা, সীমন্ত, মাতৃকা, কূর্চ্চ, শৃঙ্গাটক ও মন্যা এই উনত্রিংশটী মর্ম্ম নিজের করতল পরিমিত, অবশিষ্ট ষট্‌পঞ্চাশৎ (৫৬) মর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত, কিন্তু অন্য তন্ত্রকারগণের মতে মর্ম্ম তিল বা ব্রীহি পরিমিত ॥ ৫৭।৫৮

পূর্ব্বে বাত-পিত্ত কফদুষ্ট ও শুদ্ধ রক্তবহ এই চারিপ্রকারের যে সাতশত শিরা কথিত হইয়াছে, তাহারা মর্ম্মস্থানকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত শরীরকে তর্পিত করিয়া থাকে। এই মর্ম্মাশ্রিত শিরা সকল ক্ষত হইলে তাহা হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হয়। রক্তের ক্ষয় হইলে পরম্পরা ক্রমে মাংসাদি ধাতুরও অপচয় হইয়া থাকে। ধাতুক্ষয়হেতু কুপিত চলস্বভাব বায়ু পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া অতিদুঃখদায়িনী বেদনা বিশেষ এবং তৃষ্ণা শোষ মদ ও ভ্রম উপস্থিত করে। তাহাতে শিরাক্ষত ব্যক্তি স্বেদার্ত্ত, স্রস্তদেহ ও শিথিলাঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। (মর্ম্মাভিঘাত হেতু রক্তবাহিনী শিরার মুখবিকাশ হওয়ায় অত্যন্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয়। রক্তক্ষয় হেতু জীবন নষ্ট হয়। কারণ রক্তই জীবিতাধিষ্ঠান) ॥ ৫৯

মর্ম্মস্থান অভিহত হইলে তৎক্ষণাৎ সন্ধিস্থান হইতে গাত্র কাটিয়া ফেলিবে।